তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস।

প্রথম কল্প।

আখ্যায়িকা

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অয়ি বিতথমৃতত্বা কিং মম ত্বং প্রিয়েতি।
বিকচকমলনেত্রে সাম্প্রতং তৎপরীক্ষা।

কলিকাতা—টালীগঞ্জ

কাশীখণ্ড যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।০

সম্বৎ ১৯৩৫।

Printed by R. K. Darr

and

PUBLISHED BY THE AUTHOR.

সূচীপত্র।

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !!!

আদ্য স্তবক।

সম্বৎ ১৯৩০।

নামিলাম পুনঃ আজি, নব রঙ্গভূমে,
সাহসে সহায় কবি, তুষিতে মধুপে
কাব্য-কুঞ্জে, রসময়, বাঞ্ছিত সতত।
ছিল যাহা চিত্তক্ষেত্রে, করিতে বিকাস।
দুস্তর জলধিপথে না হেরি তরণী,
তরিতে সাহিত্য সিন্ধু বাগীশ্বরী তরী।

পাঠক মহাশয় !

"আমার গুপ্ত কথা !—অতি আশ্চর্য্য !!!" নামে যে নবন্যাস দুই বৎসরাবধি প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা সমাপ্ত হইয়া আসিল। এক্ষণে চমৎকারিত্বের,—ঔৎসুক্যের ধূম নির্ব্বাণ হইবার অগ্রেই অন্যবিধ প্রকারে আপনার মনোরঞ্জন করা আমার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা সফল করিবার নিমিত্ত

অদ্য ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমায়, সম্বৎ সৃষ্টির আদি দিবসে (১৯৩৫ অব্দে) " তুমি কি আমার ? " আখ্যা দিয়া এই নবীন দ্বিতীয় আখ্যায়িকা প্রকাশ করিলাম। " গুপ্ত কথা" নবন্যাসে আমারে যেরূপ জানিতেন, ইহাতেও সেইরূপ জানিবেন, এই আমার নিবেদন। " গুপ্ত কথা " এই এক নূতন শিরোনামে প্রকাশ হইয়াছিল ;—ভাবুন, এটীও আর এক নূতন। কিন্তু আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি বিনা কোন নূতনের নূতনত্ব গৌরব থাকিবে না। এই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সবিনয়ে আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করি।

যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন,—নিস্প্রয়োজন,—নিরর্থক।—তীর্থে আমি উদাসীন, সংসারে আমি সংসারী, সমুদ্রে আমি রত্ন অন্বেষী ডুবুরী।

সংসারের দুটী পন্থা।—ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম।—কোন্ পথের কি গতি, কর্ম্মভূমি অহরহ অপক্ষপাতী অঙ্গুলীর দ্বারা সেটী প্রদর্শন করেন। আমার এই অভিনব আখ্যান সেই দুই পথের মধ্যবর্ত্তী নিদর্শক।—সহায় ইতিহাস।—যে ইতিহাস শতদ্রু-নদ-তীরে ২৮ বৎসর পূর্ব্বে নরশোণিত-প্রবাহের সাক্ষী হইয়াছিল, সেই শোকাবহ ইতিহাস আমার এই গুরুব্রতের শ্রোতা। পাঠক মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয় আর অবলম্বন।

যাঁহারা নায়ক, তাঁহারা বীরত্বে দেশবিখ্যাত নহেন, যাঁহারা নায়িকা, তাঁহারা পরমসুন্দরী পরীর মতন রূপ-লাবণ্যবতী নহেন, স্পার্টা বা রাজপুতনার মহিলার ন্যায় বীরপত্নীও নহেন, তথাচ চরিত্রচর্য্যায় আপনার মনোরঞ্জন করিতে না পারিবেন বলেন না। সেই ভরসায় তাঁহারা আমার স্নেহপাত্র। পাঠক মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয় আর অবলম্বন

স্বভাবের সুভাবের, প্রভাবের বশে।
হাসিবেন, কাঁদিবেন, গলিবেন রসে॥

ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় প্রকাশ হইবে, সুলভ সুবিধায় প্রত্যেক ফর্ম্মা অর্দ্ধ আনায় প্রাপ্য।—কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্র এবং নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয় ইহার অধিষ্ঠানস্থান।

সব্ব নেহি জান্তা,

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা,
২ রা চৈত্র,—দোল পূর্ণিমা।
সম্বৎ ১৯৩০।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব গ্রাহকমহাশয়গণের আগ্রহ দেখিয়া এই

দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ করা হইল। ইহাতে ভাষাগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ভিন্ন মূলের কিছুমাত্র রূপান্তর হইবে না। এই সঙ্গে দ্বিতীয় কল্প আরম্ভ করিয়া পুস্তকখানি সমাপ্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। এধারে কলিকাতা শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় ও টালীগঞ্জ কাশীখণ্ড যন্ত্রে ইহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। দর্শনী পূর্ব্ববৎ প্রতি ফর্ম্মা নগদ দুটী পয়সা।

কলিকাতা।
২৩এ বৈশাখ
১২৮৫।

চিরানুগত
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !!!

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী তটে।

'বসিয়ে বকুল তলে, হৃদি লয় হরি।
কাহার বাছনি রে, নিছনি লয়ে মরি ॥"

১২৫১ সালের বৈশাখ মাস।—দিবা দুই প্রহর অতীত।—ধরণী তপন-তাপে পরিতপ্ত। দিবাকর মধ্য কটিবন্ধ পরিত্যাগ কোরে ঈষৎ পশ্চিমে বক্রগামী।—রবিকিরণ নির্জীব হয়েও যেন সজীবের মত,—শোকতপ্ত নারীর মত অস্ফুট রব কোচ্চে। সেই রব স্পষ্ট শুনা যায় না, ধারণা করা যায় না, বুঝা যায় না, সুতরাং বলাও যায় না। পাঠক মহাশয়! গভীর নিশীথকালে ঝিঁঝিঁ পোকার স্বর শুনেছেন, নিস্তব্ধ নিশীথে সেই স্বর যেমন অস্পষ্ট, অস্ফুট গুঞ্জনমাত্র, নিদাঘ-মধ্যাহ্নের রবিকর সেই প্রকার ঝিঁঝি পোকার স্বরের প্রতিধ্বনি কোচ্চে। গগনবিহারী বিহঙ্গেরা নিস্তব্ধ, পথবিহারী পথিকেরা কেউ কেউ বৃক্ষতলে, কেউ কেউ বিশেষ কার্য্যে তপ্ত ঘর্ম্মে, কেউ কেউ নিকটের আশ্রয়-নিবাসের

দ্বিতীয়

; কিন্তু সকলেই ম্রিয়মাণ। আকাশে মেঘ নাই, বিশ্বছবি রবি-দেব ঠিক যেন নব কলেবর ধারণ কোরে মৃদু মৃদু হাস্‌চেন।—পাঠক মহাশয় লাবণ্যবতী কামিনীর রক্তিম বদনকমলে যে হাসি দেখেছেন, এ সে হাসি নয়,—দুগ্ধপোষ্য শিশু শিশু-দোলায় শয়ন কোরে মধুময় আস্যে যে হাসি হাসে, এ সে হাসি নয়,—রসিকেরা প্রমোদ-উদ্যানে প্রমোদী বন্ধুবান্ধবকে পরিতৃপ্ত কর্‌বার জন্যে যে প্রকার হাস্য করে, এ সে হাসি নয়,—তেজস্বী, বীর, রণকেশরী রণজয়ী হয়ে সদম্ভে যে প্রকার সাস্ফালন হাস্য করে, সেই প্রকার নবীন, সতেজ হাস্য।—চাতকেরা বারি প্রার্থনা কোচ্চে।—কে দিবে?—আকাশে মেঘ নাই।—দেবরাজ ইন্দ্র বোধ হয় যেন নিদারুণ নিদাঘ-ভয়ে জলদমালা সহচর কোরে সুরপ্রমোদ নন্দনবনে শচীদেবীর সঙ্গে গুপ্তবাস আশ্রয় কোরে-ছেন,—সেই লজ্জায় বায়ুও নিস্তব্ধ।

বর্দ্ধমানের বাঁকানদীতীরে এই সময় দুটী যুবা উপস্থিত।—কে তারা? কে জানে?—কেন সেখানে?—সেই ভয়ঙ্কর নিদাঘ-মধ্যাহ্নে দুটী নবীন যুবা কেন সেখানে?—কে জানে?—বদন বিষন্ন,—রৌদ্রের উত্তাপ,—ক্ষুধা,—পিপাসা,—নিরাশ্রয়,—যায় কোথায়? উত্তর দেয়, এমন একটী লোক নাই।

যে দুটী যুবা নদীতটে উপস্থিত, তারা উভয়ে সহোদর। দুটীই পরম সুন্দর। আকার প্রকারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অক্লেশে চেনা যায়। জ্যেষ্ঠ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অতি দীর্ঘও নয়, অতি খর্ব্বও নয়, গড়ন মধ্যবিধ, চুল ছাঁটা, পাতলা পাতলা, কপাল প্রশস্তও নয়, অপ্রশস্তও নয়, অথচ আয়-তনে সুন্দর পরিমাণ; কাণ দুটী ঈষৎ ক্ষুদ্র, নাসিকা উচ্চ, সরল; চক্ষু সতেজ উজ্জ্বল, কিন্তু কিছু ছোট; চিবুক যেন একটু টেপা; গণ্ডস্থল

প্রফুল্ল, গোঁফের রেখা যৌবনপ্রাপ্ত ; বক্ষ উন্নত, ভুঁড়ি নাই, মাধুর্য্য উদরে ললিত লোমাবলী ; হাত দুখানি, ডৌলসই, খাট খাট, অঙ্গুলী-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মৃণালের সঙ্গে অলঙ্কার দিয়ে যদি তুলনা করা যায়, মেলে না,—ঠিক মেলে না ; পায়ের গোছ কিছু মোটা, গজের মত নয়, আপেক্ষিক সরু, অপূর্ব্ব মাধুরী ; বয়স অনুমান পঁচিশ।

কনিষ্ঠের আকার কিছু দীর্ঘ, বর্ণ অতি উজ্জ্বল, সুন্দর গৌরবর্ণে অলক্তকের আভা,—রক্ত নবঘনে বিদ্যুতের আভা যেমন দীপ্তি প্রকাশ করে, তেমনি দীপ্তি, তেমনি শোভা ;—চুল কোঁকড়া, কিছু লম্বা, শ্রেণী শ্রেণী বিন্যস্ত করা, অপূর্ব্ব সুন্দর কান্তি ; নাসিকা বাঁশী নয়, খগচঞ্চু নয়, অথচ পরিপাটী ;—গাল গোলাপী, কর্ণ কুঞ্চিত ; চক্ষু প্রশস্ত, সমুজ্জ্বল,—পটলচেরা নয়, কিন্তু প্রথম স্তবকে টানা ;—থুতি উন্নত, গোঁফ সুন্দর ; বক্ষ স্থূল, পূর্ণ, কান্তিযুক্ত ; বাহু আর করপদ্ম মোলায়েম, অঙ্গুলী অতি সুন্দর ; উদর অঙ্গসৌষ্ঠবমত হৃষ্টপুষ্ট, লোমাবলী সুসজ্জিত ; পদদ্বয় করী-শুণ্ডের ন্যায় সুগোল ; বয়স অনুমান বিংশতি।

দুটী যুবা নদীতীরে। ক্রমে বেলা অবসান, অরুণদেব প্রায় অস্তাচলে যান। সম্মুখে দুটী কামিনী। কে তারা, পাঠকমহাশয়কে সে পরিচয় এখন আমি বোল্‌ছি না। কে তারা, এখন জেনেও কাজ নাই। তারা বাঁকানদীতে বৈকালিক জল নিতে আস্‌ছে। বাম কক্ষে কুম্ভ, থেকে থেকে দক্ষিণ হস্ত অনবরত দুল্‌ছে, নারী-স্বভাব-সুলভ নারী-অঙ্গ থেকে থেকে অল্প অল্প হেল্‌ছে, মস্তক অনাবৃত, কেশ আলুলায়িত, অর্দ্ধাবৃত বক্ষ, ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি,—চঞ্চল অথচ যেন এব স্থির।—স্থির অথচ চঞ্চল!—এমন পদার্থ কি? এ জগতে চঞ্চল পদার্থ কি? বিদ্যুল্লতা। রমণী,—মানুষী রমণী, এদের কাছে স্বর্গী-

বিদ্যুল্লতা কোথা ?—আছে।—অধরে দৃষ্টিপাত করুন, দেখ্‌তে পাবেন। হাস্য,—ঈষৎ হাস্য,—রমণী অধরের সুমধুর-মৃদু হাস্য। নিবিড় অন্ধকার নিশীথ সময়ে ঘন গর্জ্জনের মধ্যে ক্ষণপ্রভার প্রভা দর্শন কোল্লে পথভ্রান্ত পথিকের মন যেমন কতক আশ্বস্ত হয়, সেই দুটী বিদ্যুল্লতাকে দেখে বিদেশী পথশ্রান্ত উভয় পান্থের মনে তেমনি আশ্বাস জন্মিল, —কিঞ্চিৎ আনন্দও হলো। আনন্দ হলো বটে, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। চিত্রকরা পুতুল যেমন নীরব নিস্পন্দ থাকে, আজ এই বাঁকানদীতীরে দুটী বিদেশী পথিকের ঠিক সেই প্রকার ভাব। কামিনীরা নিকটে। দুটীর চক্ষুই চঞ্চল,—অথচ স্বভাব দর্শনে অচঞ্চল; কেন চঞ্চল ?—চক্ষু জানে, কেন অচঞ্চল ? মন জানে,—দৃষ্টি চঞ্চল। কামিনীরা নিকটে। বয়সের ধর্ম্ম নয়নে প্রকাশ পায়, নয়নের চঞ্চলতা নিদ্রিত স্বভাবকে জাগায়, নদীতটে এই তিন ভাব একত্র।

যে দুটী রমণী জল নিতে এলো, তারা কে ? আগেই বোলেছি, সে পরিচয়ে আবশ্যক নাই। যুবকেরা সম্মুখে তাদের দেখেই শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো, কেন উঠ্‌লো, প্রশ্ন নাই।

কামিনী দুটীর মধ্যে একটী কিছু মধুর ভাষিণী; জ্যেষ্ঠ যুবককে লক্ষ্য কোরে সেই কামিনী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমরা কে ?" এক মাত্র প্রশ্ন। উভয় পক্ষ নিরুত্তর। প্রথম স্বরে পুনরায় প্রশ্ন হলো, "তোমরা কে ?" উত্তর নাই। তৃতীয় প্রশ্ন, "তোমরা কে, বাসা কোথায় ? ভাবে বোধ হোচ্ছে বিদেশী, বাসা কোথায় ?"—সংক্ষেপে শ্রেষ্ঠ উত্তর "বিদেশী, বাসা নাই।"

রমণীর মুখ একবার বিষণ্ণ, একবার প্রফুল্ল হলো। মুহূর্ত্ত নীরব,— প্রশ্ন নাই, উত্তর নাই। মুহূর্ত্ত নীরব। "পরম সৌভাগ্য ! আমি বিধবা।

আমার স্বামী যখন পরলোকযাত্রা করেন, অতিথ-সেবা-ব্রতের জন্যে আমারে একখানি বাড়ী দিয়ে যান। বৃত্তিও রেখে যান, সেই বাড়ীতে নিত্য আমি অতিথ-সেবা করি, তোমাদের যদি অন্য কোন বাধা না থাকে, সেই আশ্রমে গেলে এ অধীনী চরিতার্থ হয়।"

যুবকেরা সম্মত হলো। সানন্দে সম্মত। মাতৃহারা শিশু জননীর উদ্দেশ পেলে যেমন আহ্লাদিত হয়, রবিতপ্ত প্রান্তরবাহী পান্থ বট অশ্বিথমূলে আশ্রয় পেলে যেমন পরিতৃপ্ত হয়, ছায়াশূন্য প্রান্তর-বহারী ছায়াতলে যেমন সুস্নিগ্ধ হয়, পথশ্রান্ত পথিক যুবকেরা অপরিচিতা কামিনীর আতিথ্যবাক্যে তেমনি পরিতৃপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সহর্ষে সম্মত হলো।

জলকুম্ভ পূর্ণ কোরে রমণীরা পথদর্শিনী হলো, যুবকেরা পশ্চাৎ-গামী। নদী থেকে প্রায় এক পোয়া দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থান।—আর বেলা নাই।—চার জনে একত্রে চোলেছে,—নীরবে নয়,—মাঝে মাঝে এক একটী গল্প কোচ্চে, আর চোলছে। এইখানে স্ত্রীলোক দুটীর অবয়বের কিছু আভাস পাঠকমহাশয় জ্ঞাত হোন।—একটী প্রৌঢ়া;—গড়ন খর্ব্ব; বর্ণ ঈষৎ গৌর; চুলগুলি মাথার মাঝখানে চূড়ার মত আলগা আলগা খোঁপা বাঁধা; চক্ষু বড় বড়,—বেশ টানা; নাক একটু মাটো মাটো, মুখ বাদামে, ঠোঁট পুরু,—আকারে একটু সতেজ গর্ব্ব প্রকাশ পায়, বয়স ৩০।৩৫ বৎসর;—বিধবা। দ্বিতীয়াটী নবীনা;—গড়ন বড় বেঁটে নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশ আবরণ কোরে কটি পর্য্যন্ত ঝুলেছে, চক্ষু দুটী সতেজ,—দুই পাশে আরক্তিম আভা, সদা সর্ব্বদাই চঞ্চল,—নাসিকা ধারালো, মুখখানি পূরন্ত গোল, সেই মুখে ঈষৎ ঈষৎ হাসি আছে,—প্রকৃতি কিছু চঞ্চল,—বয়সের ধর্ম্মে

হোলেও হোতে পারে ; বয়স ষোড়শের সীমা লঙ্ঘন কোরেছে কি করে ; —স্বভাবতই কিছু ব্যাপিকা ;—কথাগুলি অতি মিষ্টমিষ্ট। এই মধুর-ভাষিণীই প্রথমে পথিকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরেছিল। গায়ে একখানিও অলঙ্কার নাই ; পূর্ব্বে আপনিই বোলেছে, বিধবা।

সূর্য্য অস্ত। পথে যেতে যেতে সেই ষোড়শী প্রথম ভাষিণী কনিষ্ঠ যুবার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কোরে মনে মনে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বিদেশি! তুমি কি আমার ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কামিনী কাননে।

" বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং
সখি! বিরহী জনস্য দুরন্তে॥"

জয়দেব।

ঠিক গোধূলি সময় বাড়ীতে উপস্থিত।—স্থানটী অতি রমণীয়।—চারিদিকে পুষ্পবন, মাঝে মাঝে এক একটী প্রাচীন বৃক্ষ,—সন্ধ্যাসমীরণে সেই সকল বৃক্ষের অগ্রভাগ কম্পিত হয়ে প্রকৃতিকে বীজন কোচ্চে,—শাখায় শাখায় বিহঙ্গেরা কলরব কোচ্চে,—বেষ্টিত কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত পুষ্পপরিমল চারিদিক আমোদিত কোচ্চে। মধ্য-স্থলে বাড়ী।—ঠিক যেন কুঞ্জ-পরিখা ঘেরা একটী দুর্গ। রমণীরা সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। যুবা দুটীও চারিদিকে চাইতে চাইতে

অনুগামী। বাড়ীখানি অতি সুন্দর। চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ মাটীর প্রাচীর শুক্‌নো খট্ খট্ কোচ্চে, ঝিক্কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন;—প্রাচীরের গায়ে গায়ে সারি সারি চকবন্দী ঘর;—পাকা ঘর নয়, মাটীর দেয়াল, উলুর চাল। দেয়ালে খড়্‌ড়ী করা। দীর্ঘ দীর্ঘ গবাক্ষ, তাতে রং দেওয়া। মধ্যস্থলে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারি কোণে চারিটী টবে করা তুলসী তরু। মাঝখানে একটী প্রাচীন নারিকেল বৃক্ষ। সে ধরণের বাড়ী এ অঞ্চলে এখন আর প্রায় দেখা যায় না। দেখ্‌লেই নয়নের প্রীতি জন্মে।

বাড়ীতে দাসদাসী নাই, ঐ দুটী স্ত্রীলোক স্বহস্তেই সমস্ত গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তারা সুযত্ন পরিচর্য্যায় নবাগত অতিথিদের সেবা শুশ্রূষা কোল্লে।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি এক প্রহর। দক্ষিণের চকের একটী ঘরে উভয় অতিথির বিশ্রাম-শয্যা প্রস্তুত হলো;—অপর পার্শ্বের এক কক্ষে প্রৌঢ়া, অন্য কক্ষে নবীনা শয়ন কোল্লে।

যুবকেরা শয়ন কোরে নিস্তব্ধ আছে;—নিদ্রা হোচ্চে না।—পথ-শ্রমে স্বভাবতঃ শয়ন মাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হয়, কিন্তু এদের ভাব বিপরীত; —নিদ্রা আস্‌ছে না।—কেন আসছে না? কে তার প্রতিবন্ধক?—মানসিক চিন্তা।

মনস্তাপে পথিকেদের নিদ্রা হোচ্চে না। যার অন্তরে নিগূঢ় চিন্তা আছে, সে সারা রাত্রি জাগে;—তার নিদ্রা নাই।—আর কে জাগে? —রোগী।—দারুণ ব্যাধি-যন্ত্রণায় শয্যাতলে ছট্ ফট্ করে;—নিদ্রা নাই।—আর কে?—কৃপণ ধনী।—পাছে তস্করেরা তার আত্মা-বঞ্চিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করে, এই শঙ্কায় অর্দ্ধ নিশায় সভয়ে জাগ্রত,—নিদ্রা নাই।—আর জাগে কে?—বিয়োগী।—দারাপুত্র বিয়োগ,

বন্ধু বিয়োগ, অর্থ বিয়োগ অহরহ অন্তর দাহ কোচ্চে, নিদ্রা নাই।—আর কে?—অভাগা দরিদ্র।—রজনী প্রভাতে কি প্রকারে ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তি কোর্‌বে,—কি প্রকারে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যার ক্রন্দন নিবারণ কোর্‌বে, কি প্রকারে গ্রন্থিবস্ত্রা লজ্জাশীলা কৃশা পত্নীর লজ্জা নিবারণ কোর্‌বে, সেই চিন্তা,—মর্ম্মে মর্ম্মে সেই নিদারুণ চিন্তা অভাগার মর্ম্ম ভেদ কোচ্চে, নিদ্রা নাই!—আর জাগে কে?—বিরহিণী,—মানময়ী বিরহিণী।—দাবানলে যেমন বন দগ্ধ হয়,—বাড়বানলে যেমন সমুদ্র সংক্ষোভিত হয়, মনানলে তেমনি বিরহিণীর হৃদয় দগ্ধ হোচ্চে;—সে ছাড়া আর কেউ সে দাহ অনুভব কোচ্চে না, অলক্ষিতে অভাগিনী একাকিনী জাগ্‌ছে,—নিদ্রা নাই!—আর কে জাগ্‌ছে?—স্বৈরিণী।—সে কেন?—গুপ্ত নায়কের অভিলাষে।—তা ছাড়া আর কে? নরহন্তা,—পরস্বহারক,—লম্পট,—পেচক,—আর বাদুড়।—তারা কেন?—স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

যুবকেরা জাগ্‌ছে।—সন্তাপীর সন্তাপী নয়নে নিদ্রা আস্‌ছে না।—কত প্রকার চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হোচ্চে,—লীন হোচ্চে,—কে তা গণনা করে?—গৃহাঙ্গনা নবীনাও জাগ্‌ছে, তারও সে রাত্রে নিদ্রা হোচ্চে না।—কেন হোচ্চে না?—সেই জানে।

রাত্রি দুই প্রহর।—ঘোর অন্ধকার।—জনমানুষের বাক্য শ্রুতি-গোচর হোচ্চে না। থেকে থেকে পেচকের রব,—চমকিত নিদ্রিত বিহঙ্গের পক্ষপুটের ঝটাপট্ শব্দ, ঝিল্লিস্বরে ঝিনিঝিনি, আর বৃক্ষাগ্রে মৃদু অনিলের মনোমুগ্ধকর ফুর্‌ফুর্ শব্দ প্রকৃতির সজাগতা জ্ঞাপন কোচ্চে;—এরা ছাড়া সকলেই নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ,—নীরব;—জগৎ মৌন।—নবীনা কামিনী একাকিনী আপন গৃহে শয্যায় শুয়ে অনিদ্রায়

এ পাশ ও পাশ কোচ্ছে,—একবার উঠ্‌ছে, একবার বোস্‌ছে, চক্ষে নিদ্রা নাই।—চিন্তা।—এত রাত্রে বিধবা কামিনী-হৃদয়ে কিসের চিন্তা?—সে মনে মনে বোল্‌ছে, যে দুটী অমূল্য নিধি নদীকূল থেকে কুড়িয়ে এনেছি, তারা কার?—এই ঘোর রজনীযোগে চুপি চুপি নিকটে গিয়ে একবার জেনে আসি। এ কল্পনা তার,—আমার নয়।

নিশাদূতী বেরুলো,—তিমিরাবগুণ্ঠনে গা ঢাকা হয়ে অভিসারিকা নিশাদূতী আপনার ঘর থেকে বেরুলো।—বিধবাব্রতবতী কুলযুবতীকে অভিসারিকা নামে পরিচয় দিলেম কেন, পাঠকমহাশয় যদি এ প্রশ্ন করেন, সময়ে উত্তর পাবেন।

অভিসারিকা বেরুলো।—যাচ্ছে,—পা টিপে টিপে যাচ্ছে।—নিবিড় অন্ধকার,—নির্জ্জন প্রদেশ,—সময় নিশীথ,—এ সময় একটী স্ত্রীলোকের পদশব্দ পায় কে?—কেউ না।—যদি কেউ না,—তবে এত সাবধান কেন?—এত সতর্ক কেন?—এত ভয় কেন?—যদি কেউ না,—তবে পা টিপে টিপে যাওয়া কেন?—পদশব্দে অতিথিরা যদি জেগে উঠে, কৌশল ভেসে যাবে, কেবল এই ভয়;—সেই জন্যেই সাবধান।—আর কোনো ভয় নাই।—যে গৃহে যুবকেরা,—নিঃশব্দে সেই গৃহের দ্বারে রমণী উপস্থিত।—দ্বার অনাবৃত।—কক্ষমধ্যে অল্প অল্প বায়ু সঞ্চার হোচ্চে,—কপাট, জানালা, শৃঙ্খল অল্প অল্প নোড়্‌ছে;—পদাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে গুপ্তচারিণী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে।—গৃহে মানবসঞ্চার হোলে গৃহস্থ জাগ্রত লোক অন্ধকারেও কিছু না কিছু লক্ষণ জান্‌তে পারে,—শীঘ্র না হোক্, দু দণ্ড পরেও জান্‌তে পারে।—জ্যেষ্ঠ যুবা সেই রকমে জান্‌তে পাল্লে, গৃহমধ্যে কে প্রবেশ।—সচকিতে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"কে?"... উত্তর

নাই।—মনে হলো, অর্থশূন্য গৃহ, চোর আস্‌বে না,—তবে কে ?—পুনরায় প্রশ্ন হলো, "ঘরে কি কেউ এসেছে ?"—নিরুত্তর।—কনিষ্ঠ সাহসের স্বরে জ্যেষ্ঠকে বোল্লে, "আপনি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন ?—দুই প্রহর রজনী, আমরা দরজা খুলে শুয়ে আছি;—গৃহে মূল্যবান সামগ্রী থাক্‌লে লোকে দরজা বন্ধ কোরে রাখে; চোরেরা তা জানে,—জেনে শুনে কেন আস্‌বে ?—কে আসবে ?—কেউ নয়।—"—জ্যেষ্ঠ কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে বোল্লে,—"কেন আস্‌বে, কে আস্‌বে, জানি না, কিন্তু কে এসেছে।—মানুষের নিশ্বাস পোড়্‌ছে,—অতি সাবধান হয়ে আস্‌ছে,—থেকে থেকে পদাঙ্গুলির গ্রন্থি মট্‌ মট্‌ কোরে শ্লথ হোচ্চে,—নিশ্চয়ই কে এসেছে।" কনিষ্ঠ সভয়ে বোল্লে, "তবে নিঃসন্দেহ চোর !"

কামিনী আর হাস্য সম্বরণ কোত্তে পাল্লে না;—মুখে বস্ত্র দিয়ে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে হেসে উঠ্‌লো। কারো মুখে হাসি দেখ্‌লে আমাদের মুখে হাসি আসে,—কেবল আমাদের কেন, নিতান্ত নূতন শোকে দুঃখে বিমোহিত না থাক্‌লে সকলের মুখেই হাসি আসে;—কিন্তু সেই নিশা-কামিনীর হাসিতে বিদেশী পথিকেদের মনে ভয় হলো;—তৃতীয় বাক্য স্ফূরণ হলো না। নিশাদূতী জান্‌তে পাল্লে, এরা ভয় পেয়েছে।—স্বভাবসিদ্ধ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বিদেশি ! ভয় পেয়েছ ? ভয় নাই !"—যুবকেরা স্বরে বুঝ্‌তে পাল্লে, আশ্রয়-দায়িনী কথা কোচ্চে।—জ্যেষ্ঠ যুবা সহর্ষে উত্তর কোল্লে, "ভয় পেয়েছিলেম বটে, কিন্তু এখন সাহস পেলেম।"

কা।—এখনো জেগে আছো ?

যু।—নিদ্রা হোচ্ছে না।

কা।—কেন ?

যু।—জানি না।

কা।—বাইরে যাবে?

যু।—যাব।

কা।—তবে এসো।

যু।—দুজনেই?

কা।—(চিন্তা করিয়া) দুজনেই।

দুই ভাই শয্যা থেকে উঠে সম্মুখে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কে কারে দেখে,—অনুমানে উক্তি কোল্লে, "অগ্রগামিনী হও।"

কামিনী অগ্রগামিনী হলো,—যুবকেরা পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লো। —পাঠকমহাশয়! এমন ঘটনা কোথাও দেখেছেন?—যদি দেখে থাকেন, স্মরণ করুন,—আর যদি না দেখে থাকেন, তবে চলুন, দুটী বিদেশী যুবা এক মায়াবিনীর সঙ্গে ঘোর গভীর নিশাকালে কোথায় যায়, দেখে আসি।

যে কুসুমকাননের কথা পূর্ব্বে বোলেছি, সেই কাননের পশ্চিম প্রান্তে একটী বৃদ্ধ অশোক তরু।—তরুমূলে একটী বেদী;—দশহাত চতুষ্কোণ অতি পরিষ্কার, অতি সুগঠন একটী নির্ম্মল বেদী। কামিনী সেইখানে ঐ দুটী অতিথিকে নিয়ে গেলো।

কৃষ্ণপক্ষের নবমী।—মধ্য গগনে অল্পে অল্পে সপ্তকলা ক্ষয় চন্দ্র দেখা দিলেন।—আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভা দেখে ধরাতলে খদ্যোতপুঞ্জ হিংসাবিশে এতক্ষণ আধিপত্য কোচ্ছিল, চন্দ্রোদয়ে তারাবলী ক্রমে ক্রমে তারানাথের হৃদয়শায়িনী হলো দেখে জোনাকীরাও একে একে সোরে গেলো। বৃদ্ধ সহকার তরু এতক্ষণ জ্যোতির্মালা পরিধান কোরে শোভা পাচ্ছিল, এখন উলঙ্গ।—জগতে

জ্যোৎস্নার উদয়। অশোকতরুমূলের বেদিকা এত পরিষ্কার যে, এক ফোঁটা সিঁদুর পোড়্‌লে চন্দ্রিকা আলোকে খুঁটে তোলা যায়। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমের মনোহর কুঞ্জ, সুগন্ধে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত।—অর্দ্ধ চঞ্চল পবন সেই বৃদ্ধ তরুর পত্র সঞ্চালন কোরে রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী ভূতলে নিক্ষেপ কোচ্চে, আর প্রকৃতিসতীর গাত্রে মৃদু মৃদু চামর বীজন কোচ্চে। নিশাদূতী দুটী অতিথিকে সঙ্গে কোরে সেই বৃক্ষতলে উপনীত।—মনোহর পুষ্পবন, কুসুম-সুবাসিত সমীরণ, সুস্নিগ্ধ শশিকর, আরও—সুধু এই নয়,—সেই মনোহর প্রদেশে সঙ্গে যুবতী,—সুন্দরী যুবতী।—যুবকেরা উল্লাসিত।

নবীনা কামিনী সেই সুন্দর বেদিকায় অতিথিদের বোসিয়ে মৃদু মধুর বচনে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন, গৃহমধ্যে ভয় হোচ্ছিল, নিদ্রা হোচ্ছিল না, এখানেও কি ভয় হয়?"—কনিষ্ঠ যুবা উত্তর কোল্লে, "একটু একটু হয়, কিন্তু সেটী আনন্দ।" যুবতী আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "স্থানটী কেমন বোধ হোচ্ছে?" কনিষ্ঠ যুবা প্রফুল্লমুখে বোল্লে, "অতি উত্তম, অতি মনোহর!" জ্যেষ্ঠ চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি মনোহর বিনোদ?"—কনিষ্ঠের উত্তর, "যিনি আমাদের এখানে আন্‌লেন, আর যেখানে আন্‌লেন, দুই-ই মনোহর!"—পাঠকমহাশয় মনে রাখ্‌বেন, কনিষ্ঠ যুবার নাম বিনোদ।—অনেক বার এই নামের সঙ্গে আপনার দেখাসাক্ষাৎ হবে। কামিনী সেই নাম শ্রবণ কোরে যেন শিউরে উঠ্‌লো।—ফুটে কিছু বোল্লে না, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হলো। একটু বিষণ্ণ হয়ে বোল্লে, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হয় নি, তোমরা এই খানে একটু শয়ন কর, আমি বাতাস করি।"—যুবকেরা ক্লান্ত ছিল, শয়ন কোল্লে, শয়ন মাত্রেই তন্দ্রা।

যুবতী পার্শ্বে বসিয়া আছে। মনে মনে কত কি ভাবিতেছে,—অন্তরে চিন্তা-তরঙ্গ প্রবল। এক দণ্ড,—দুই দণ্ড,—ক্রমে তিন দণ্ড অতীত হয়ে গেল,—যুবকেরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

"কি করি?"—কামিনী মনে মনে প্রশ্ন কোচ্চে, "কি করি?—ডাকি কি না ডাকি? যদি দুজনেই একেবারে জেগে উঠে, তবে ত ইষ্ট সিদ্ধ হয় না;—করি কি?"—হৃদয়-দর্পণে এই প্রশ্নের প্রতিঘাত হোচ্চে। আর ধৈর্য্য ধারণ কোত্তে পাল্লে না;—ধীরে ধীরে কনিষ্ঠ যুবার গা ঠেলে মৃদুস্বরে কাণে কাণে কি বোল্লে; বিনোদ চোম্‌কে উঠে স্বপ্নোত্থিতের মত ধড়্‌মড়িয়ে বোস্‌লো। আশ্রয়দায়িনী আবার চুপি চুপি কি গুপ্ত কথা শুনালে;—উভয়েই সচকিত প্রফুল্ল।

"দাদা যাবেন না?" এই মাত্র প্রশ্ন কোরেই বিনোদ যেন একটু অপ্রতিভ হলো; দ্বিতীয়বার আর দ্বিরুক্তি কোল্লে না। যুবতী তারে সঙ্গে কোরে কুঞ্জ থেকে নিঃশব্দে নির্গত হলো। জ্যেষ্ঠ সহোদর একাকী কাননমধ্যে নিদ্রিত থাক্‌লো। অদৃষ্টে কি আছে, কে বোল্‌তে পারে? সেই রজনীতে একটী অপরিচিত যুবা একজন কুহকিনীর সঙ্গে, কি মনে কোরে কোথায় যায়?—কে উত্তর দিবে?—কুঞ্জবন পার হয়ে সতৃষ্ণ নয়নে বিনোদের মুখপানে চেয়ে, তার দুখানি হস্ত আপনার বক্ষে আকর্ষণ কোরে, চক্ষের জলে অভিষিক্ত কোরে কামিনী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বিনোদ! তুমি কি আমার?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুটী অমূল্য নিধি।

রণজিৎ সিংহ।—কোহিনুর।

" সুরাসুরে সদা দ্বন্দ্ব, সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি——————————"

ভারতচন্দ্র।

যে বীরপুরুষ অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হয়ে আপনার ভুজবীর্য্যে ধরণীতলে মহাবীর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই মহাবীর পঞ্চনদ-সিংহ রণজিৎসিংহ এখন জীবিত নাই!

১১৮৬ সালের কার্ত্তিক মাসে গুজাবালা নগরে রাজা মহাসিংহের ঔরসে রণজিতের জন্ম হয়। মহাসিংহ যে দিন সুলতানগড়ের দুর্গ অধিকার করেন, সেই দিন সুকুমার ভূমিষ্ঠ হওয়াতে " রণজিৎসিংহ " নাম দেওয়া হয়েছিল। বাল্যকালে পিতৃহীন, সুতরাং রণজিতের রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। বসন্তরোগে একটী চক্ষুও নষ্ট হয়। পঞ্জাব রাজ্যের প্রধান সেনাপতি জয়সিংহের পুত্র গুরুবক্স সিংহ। গুরুবক্সের একটী কন্যা রণজিতকে দান করিবার নিমিত্ত জয়সিংহের নিতান্ত আকিঞ্চন হয়। মহাসিংহের জীবদ্দশাতেই তিনি ঐ পরিণয়সম্বন্ধ অবধারণ করেন। বাসনা প্রবল প্রতাপশালী মহাসিংহের ঘনিষ্ঠতা,—প্রসন্নতা লাভ। যখন সম্বন্ধ হয়, তখন রণজিৎ অতি শিশু। এদিকে তাঁর পিতাও ২৮ বৎসর বয়সে অকালে লোকযাত্রা সম্বরণ কোরেন,

সুতরাং পিতা বর্ত্তমানে বিবাহ হলো না। তার পর জয়সিংহের মনোরথ পরিপক্ব,—কুমার রণজিতের বিবাহ। কন্যার নাম মাতাপ-কুমারী। গুরুবক্স সিংহের সহধর্ম্মিণী,—সেনাপতি জয়সিংহের পুত্রবধূ সুধাকুমারী সেই কন্যার জননী ছিলেন না, সুধাকুমারীর এক সহচরী মাতাপকুমারীর প্রসূতি।—কি কারণে এই প্রবঞ্চনার সৃজন হয়েছিল, পাঠকমহাশয় ইতিহাসের পরামর্শে সেটা অবগত হবেন। লজ্জা পরিহার কোরে সেই গুহ্য তত্ত্বের মর্ম্ম ভেদ কোত্তে এখন আমরা অক্ষম।

দেওয়ান লোকপতিসিংহ রাজকুমারের শৈশব অবস্থায় বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণের অভিভাবক ছিলেন। কুমার রণজিৎসিংহ আপন শাশুড়ী সুধাকুমারীর কুমন্ত্রণায় সেই দেওয়ানকে পদচ্যুত করেন। সেই কুচক্রে আপন জননীকে কারাগারে রুদ্ধ করেন। রাজমাতা দারুণ অপমানে মনোদুঃখে কারাগারমধ্যে বিষপানে আত্মহত্যা কোরেছিলেন! সমস্ত অনর্থের মূল সুধাকুমারী। আমরা নিশ্চয় জানি না, জনশ্রুতিমূল ইতিহাস এই সকল দুর্ঘটনার উজ্জ্বল সাক্ষী। মাতৃ-ভক্তি, বৎস-বাৎসল্য এককালে উচ্ছেদ করে, এ জগতে এমন বিপক্ষ কে?—উচিত কথায় উচিত উত্তর বিষময় প্রেম;—প্রতিধ্বনি বিষময় প্রেম। রণজিতের মাতুলগোষ্ঠি এই ঘটনায় অহরহ শোক প্রকাশ কোরে যারে তারে বোল্‌তেন, “কিশোর রাজকুমার সুধাকুমারীর বিষময় প্রেমকে সুধাময় জ্ঞান কোরে জননীরে হত্যা কোরেছেন! পর পক্ষে সুধাকুমারী বোল্‌তেন, “জামাই নিষ্কলঙ্ক। তরুণ বয়স্কা রাণী দেওয়ান লোকপতির প্রণয়পাশে মুগ্ধবদ্ধ হয়েছিলেন বোলে তাঁর অন্তঃকরণে পুত্রস্নেহ ছিল না। যখন লোকপতির দেওয়ানী

গেল, সেই দুঃখে তখন তিনি আত্মহত্যা কোরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোল্লেন।” দুই পক্ষে দুই কথা। মহাসিংহের পত্নী আর গুরুবক্সের পত্নী উভয়েই যৌবনকালে বিধবা। তাঁদের মনের ভাব,—ধর্ম্মের ভাব,—কার্য্যের ভাবের ভিতর কে প্রবেশ করে?—তিনি,—যিনি অনন্ত তীক্ষ্ণ চক্ষুবলে, সর্ব্বত্র সুদর্শী,—সর্ব্ব মায়া বিভাজক অনন্তদেব, তিনিই তিনি।

১৭৯৫ অবধি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে কাবুলের বাদশাহ জমনশাহের দ্বারা পঞ্জাব রাজ্য দুইবার আক্রান্ত হয়।—শীকেরা এক মত হয়ে যবনদিগের খাদ্যসামগ্রী এক রাত্রে লুঠ করে। সেই সময় রণজিৎসিংহ পাঠানদের সাহায্য করেন, পাঠানেরা তাঁর চির-প্রিয় বশীভূত থাকে।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে শাহ জমন পুনর্ব্বার পঞ্জাব আক্রমণ কোত্তে অগ্রসর হন, কিন্তু শীকেরা তাঁরে হতবল হতধন কোরে ব্যতিব্যস্ত করে, তাতেই তিনি রণজিৎসিংহের কাছে লক্ষ টাকা পাথেয় গ্রহণ কোরে লাহোর রাজ্য ছেড়ে দেন। মহারাজ লাহোরাধিকারী হবার পর যুদ্ধযশস্বী যশাসিংহ, সাহেব সিংহ, যোধ সিংহ, নিজামউদ্দীন খাঁ আর অন্য অন্য সেনাপতিরা ৬০ হাজার সৈন্য একত্র কোরে রাজ-বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। ১৭৯৯ সালে ধরাধরি সংগ্রাম হয়। মহারাজ আপনার সৈন্য আর রাণী সুধাকুমারীর সৈন্য একত্র কোরে রণসজ্জা করেন। এই সময় যশাসিংহের হঠাৎ সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়, তাঁর সেনাদল মহাবিপদ দর্শনে হতাশ হয়ে দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করে। রাণী সুধাকুমারী বিটালা নগরের নিকট যশাসিংহের পুত্র যোধসিংহের সঙ্গে যদ্ধ কোরে রণবিজয়িনী হন। এই যুদ্ধের পরেই রণজিতের

অনুদেশ অধিকার। এই অধিকারের পর তিনি শিয়ালকোট জয় কোরে আপনার পিতৃব্যপুত্র দলসিংহকে কারারুদ্ধ করেন।

মহারাজ রণজিৎসিংহের দিগ্‌বিজয়কালে মহিষী মাতাপকুমারী যুগল তনয় প্রসব করেন। একটীর নাম সেরসিংহ, একটীর নাম তারা-সিংহ। রণজয়ী রাজা এই ঘটনাতে পত্নীকে ব্যভিচারিণী অনুমান কোরে কারাগারে বন্দী রাখেন, আর পুত্র দুটীকে জারজ বোলে ত্যজ্যপুত্র করেন। ১৮০০ অব্দে দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে খড়্গসিংহের জন্ম হয়।

রাজা শঙ্করচন্দ্রের সহিত রাণী সুধাকুমারীর যুদ্ধের সময় রণজিৎ-সিংহ সসৈন্যে শাশুড়ীর সাহায্য করেন, যুদ্ধেও জয় হয়। তার পর চন্দ্রভাগা পার হয়ে পিণ্ডপত্তন নগরে যাত্রা করেন, সেই নগর জয় কোরে আলুওয়ালা ফতেসিংহকে জাঁইগীর দেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি লেক সাহেব মহারাষ্ট্রীয় বীর যশোবন্ত রাও হোলকর আর আমীর খাঁকে রাজ্যত্যাগী করেন। সর্দ্দারেরা পঞ্জাবে এসে মহারাজ রণজিৎসিংহের শরণাপন্ন হন। লেক সাহেব পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে বিপাশা নদীতীরে জলালাবাদ নগরে উপস্থিত হোলে মহারাজ মধ্যস্থ হয়ে তাঁর সঙ্গে ঐ দুই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের সন্ধি কোরিয়ে দেন। লেক সাহেবের মুখে বৃটিসজাতির রণকৌশল শ্রবণ কোরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্প্রীতি বর্দ্ধনে তদবধি তাঁর আন্তরিক সংকল্প হয়।

কশৌর নগর আক্রমণ কালে রণজিৎসিংহ সুধাকুমারীকে সঙ্গে লইয়া যান। তথাকার দুর্গের রক্ষক কুতব উদ্দীন বাহুবলে বিক্রমে দুর্গের ভিতর থেকে গোলাবর্ষণ কোরে শীক সেনাদলকে নিস্তেজ করেন। সুধাকুমারী বড় চতুরা ছিলেন। তিনি কেল্লার দুজন

সেনাপতিকে ঘুষ দিয়ে ফটক খুলিয়ে দেন। সেই সুযোগে শীক সেনারা কেল্লায় প্রবেশ কোরে দয়ামায়াশূন্য হয়ে যবন হনন, তার পর নগর লুঠ কোরেছিল।

পঞ্জাব রাজ্যে রণজিৎসিংহের প্রতাপানল এত সমুজ্জ্বল হয়েছিল যে, উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধিবন্ধনের অভিলাষে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ সাহেবকে উপঢৌকন সহ অমৃতসরে প্রেরণ করেন। নিরবকাশপ্রযুক্ত রাজা তাঁর সঙ্গে দুমাস কাল রীতিমত সাক্ষাৎ কোত্তে পারেন না। মেটকাফ সাহেব ঐ দুই মাস অনুচরবর্গ সহিত অমৃতসরেই থাকেন। সেই সময় মহরম। সাহেবের সমভিব্যাহারী যবন সিপাহীরা তাজিয়া নির্ম্মাণ কোরে আনন্দ উৎসব করে। নগরের আকালিক শীকেরা তাতে বিরক্ত হয়ে দুই সহস্র লোকে সাহেবের শিবির আক্রমণ কোরেছিল। অগত্যা উভয় দলে যুদ্ধ হয়। আকালিকেরাই পরাভূত হয়েছিল। মহারাজ তৎকালে গোবিন্দগড়ে ছিলেন। যুদ্ধের সমাচার অবগত হয়ে স্বয়ং অমৃতসরে আগমন করেন। মিষ্ট বাক্যে সাহেবকে সান্ত্বনা, আকালিকদের দণ্ড আর ইংরাজ সেনাদের পুরস্কার দান কোরে বিবাদ নিষ্পত্তি কোরে দেন। তদবধি ইংরাজ সৈন্যের সাহস ও শূরত্বের একান্ত পক্ষপাতী হয়ে ইংরাজী প্রণালীতে আপন সৈন্য শিক্ষিত করবার প্রবৃত্তি মহারাজের অন্তঃকরণ গাঢ়তররূপে প্রবল হয়।

১৮০৯ সালেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মহারাজ রণজিৎসিংহের সন্ধি হয়। এই শুভ মিলনের বৎসরে একটী অশুভ ঘটনার বিষয় ইতিহাসে বর্ণিত আছে। রণজিতের অপ্রিয় বনিতা রাণী মাতাপকুমারী ঐ বৎসর প্রাণত্যাগ করেন।

ইংরাজী ১৮১২ সালের জানুয়ারি মাসে রাজা জয়মল খনিয়ার কন্যার সহিত যুবরাজ খড়্গসিংহের পরিণয় হয়। নয় বৎসর পরে কুমার খড়্গসিংহ ও লক্ষ্মীসিংহের পরামর্শে মহারাজ স্বয়ং এত ভক্তিপাত্রী চিরবিশ্বাসিনী রাণী সুধাকুমারীকে কারারুদ্ধ কোরে তাঁর সমস্ত বিষয়বিভব আত্মসাৎ করেন।

যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল, সেই সময় একদিন (১৮৩১ খৃঃ ২০ এ অক্টোবর) রাজা রণজিৎসিংহ রূপর নগরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে পরস্পর প্রিয়ালাপে প্রীতি স্থাপনের নিদর্শনস্বরূপ পূর্ব্ব সন্ধি দৃঢ় করেন। তদবধি সিন্ধুনদের বক্ষযোগে ভারতবর্ষের সহিত বৃটিস বাণিজ্যের আজ্ঞা হয়। মহারাজের বিপুল ঐশ্বর্য্য, আশ্চর্য্য বদান্যতা, সমর শিক্ষা, বাকৃপটুতা, শাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপায়চতুষ্টয়ের দ্বারা সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে চতুরতা দর্শনে বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন।

আতারিওয়ালা শ্যামসিংহের কন্যার সহিত ১৮৩৭ সালে মহারাজ রণজিতের পৌত্র নৌনেহালসিংহের বিবাহ হয়। এই বিবাহে কোটি মুদ্রারও অধিক ব্যয় হয়েছিল। অনাহূত দর্শক লোকেরাই ১১ লক্ষ টাকা দান পায়। রাজপুত্রের বিবাহের পর পঞ্জাবে এক আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় বর্ণিত আছে। জেনেরেল বেণ্টুরা সাহেব বলেন, একজন যোগী বহু দিবস শ্বাসপ্রশ্বাস রোধে অনাহারে মৃত্তিকাগর্ভে জীবিত আছেন। মহারাজ এই সংবাদ পেয়ে সেই মহাপুরুষকে লাহোরে আনয়ন কোরে, এক দৃঢ় কাষ্ঠসিন্দুকে বদ্ধ কোরে এক মালীর উদ্যানের এক গৃহে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত রাখেন। ৪০ দিন সেই যোগী নিরাহারে ভূগর্ভেই ছিলেন। শত শত প্রহরী পাহারা

দিয়াছিল। ৪০ দিন পরে মহারাজ বহুতর লোকজন সঙ্গে কোরে মহা-পুরুষকে উদ্ধার করেন। যোগবলে তাঁর শরীরের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই! মহারাজ পরম ভক্তিপূর্ব্বক তাঁরে বন্দনা কোরে বদরিকা-শ্রমে প্রেরণ করেন।

যে রত্নটী ঊনষাট বৎসর পঞ্চনদ-জগতে প্রতিভান্বিত হোচ্ছিল, ইংরাজী ১৮৩৯ সালের ৩০ এ জুন দিবসে সেই প্রভাময় মহারত্ন বিলুপ্ত হলো! দ্বিতীয় আথওল সদৃশ মহারাজ রণজিৎসিংহ পক্ষাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ কোল্লেন! চারি মহিষী আর সপ্ত উপমহিষী সহমৃতা হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় রত্ন কোহিনুর। এটীও ঐ প্রথম রত্নের অলঙ্কার। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে এই মণি গোলকন্দার আকরে প্রকাশ পায়। সম্রাট আকবর শাহের পৌত্র শাহজাঁহা এই রত্ন দিল্লীতে নিয়ে যান। সেই বংশ থেকেই মুর্শেদ দেশে নীত হয়। এই অবসরে কাবুলের অধিপতি এই মহারত্ন হস্তগত করেন। তার পর শাহসুজা লাহোরে এনে মহারাজ রণজিৎসিংহকে দেন। এখন এই মহার্ঘ্য পুষ্পমণি সমুদ্রপারে শোভা পাচ্ছে। এই ভারত-রত্ন কৌস্তভ এখন ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডে-শ্বরী শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়ার রাজমুকুটের শিরোভূষণ। ভারতবর্ষ এখন ঐ মহামূল্য মণিটীকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন. প্রিয়রত্ন কোহিনুর! তুমি কি আমার ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শতদ্রু-তীরে।

"ফেলিয়া দিয়াছি সব রত্ন অলঙ্কার ;
হীরা কাঞ্চি কণ্ঠমালা বিচিত্র ভূষণ "

বর্ষাকাল উপস্থিত। অম্বরপথ অহর্নিশি প্রায় মেঘাচ্ছন্ন। কখনো প্রবল, কখনো বা মৃদুধারে বারিবর্ষণ হোচ্চে ;—পথে মানবসমাগম নিতান্ত বিরল। রজনী ভয়ঙ্কর দুর্গম।—পৃথিবী আর আকাশমণ্ডল সমান অন্ধকার। বোধ হয় যেন, সমস্ত স্বভাবকে ভয় প্রদর্শনের জন্যে তমস্তূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হয়ে বিকট কৃষ্ণবর্ণ ধারণ কোরেছে। ক্ষীণপ্রভ খদ্যোতপুঞ্জ দীপ্তপ্রভ নক্ষত্রপুঞ্জের পার্থিব প্রতিনিধি। মন্থর পয়োধরে গগনচ্ছবি যেন পূর্ণগর্ভা কামিনীর পয়োধরের ন্যায় পূর্ণ মন্থর। জলদ গর্জ্জনে চাতক-চাতকিনীরা বিত্রাসিত হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হোচ্চে। শীতল বায়ু এক একবার সতেজ, চঞ্চল,—এক একবার স্তম্ভিত ;—সঙ্গে সঙ্গে জগৎ স্তম্ভিত ;—নিঃশব্দ, নির্ব্বাত। ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! দেখ্‌লেই বোধ হয়, তমস্বিনী যামিনী ছদ্মবেশধারিণী বহুকামিনীর মতন মুষলবাহিনী গর্জ্জিনী হোয়েছেন, কোনো করাল কাল মূর্ত্তি প্রসব কোর্‌বেন !

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।—রজনী যেমন মেঘাচ্ছন্ন, তেমনি তিমিরাচ্ছন্ন ;—মুষলধারে বৃষ্টি,—মাঝে মাঝে নিদারুণ বজ্রাঘাত। এই ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে ফিরোজপুরের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে একটী সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। অদূরের এক দীপাধারে মিট্ মিট্

কোরে একটী প্রদীপ জ্বোল্‌ছে। বাড়ীখানি দোতালা, চারিদিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ;—প্রাচীরের ধারে ধারে দ্বারে কটকের দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ গাছ। উত্তর গাঁয়ে একটী প্রশস্ত উদ্যান,—চতুর্দ্দিকে পরিখা। বাড়ীর মধ্যে কোনো কক্ষে জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই, সকল ঘরগুলিই আলোকশূন্য, অনাবৃত দ্বার, বায়ুর প্রতিঘাতে জানালা দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে বন্ধ হোচ্ছে, এক এক বার খুলে যাচ্ছে ; ছিদ্রে ছিদ্রে বায়ুগতি সোঁ সোঁ বোঁ বোঁ শব্দে ধ্বনিত হোচ্চে ; ঝড়ে ঝাউ বৃক্ষের শাখাধ্বনি অন্ধকার রাত্রে আরো ভয়ঙ্কর শুনাচ্ছে ! সকল ঘরেরিই দরজা খোলা, কেবল যে ঘরে ঐ কামিনী দাঁড়িয়ে, সেই ঘর দৃঢ়বদ্ধ। কামিনী বন্দিনী।

বাড়ীখানা খাঁ খাঁ কোচ্চে ;—লোকসঞ্চারশূন্য বৃহৎ অট্টালিকা যেন বাত্যাতরঙ্গ-তাড়িত আরোহীশূন্য তরণীর ন্যায় বিভীষণ বোধ হোচ্চে !—কামিনী একাকিনী বন্দী দশায় সেই ভীষণ রজনীতে ভীষণ গৃহে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কোচ্চে ?—কি কোচ্চে, এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন।—এমন অবস্থায় লোকের মনোভাব সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, এমন বিপদ্‌কালে লোকে যা যা কোরে থাকে, তাই কোচ্চে। বিশেষতঃ অসহায়িনী কামিনী,—বাড়ী যেন গিল্‌তে আস্‌ছে !—কোলের মানুষ দেখা যাচ্চে না !—ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ প্রতিশব্দ,—শব্দ বিনাও শব্দ আশঙ্কা,—শীতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ,—অবশ অঙ্গ প্রতিক্ষণেই সকম্পিত,—হৃদয়ে চিন্তাতরঙ্গ তোল্‌পাড় কোচ্চে,—ভয়ে চিন্তায় ম্লান হোচ্চে ;—কত কি ভাব্‌ছে, কত কি আশঙ্কা কোচ্চে, কোমল অন্তরের সে ভাব তখন কে গণনা কোত্তে পারে ?—অশ্রুপাত হোচ্চে ;—পাঠক মহাশয় ! সুন্দরীর বদনে নেত্রপাত করুন,—কোমলাঙ্গীর কমল-নয়নে

অশ্রুপাত হোচ্চে! হ্বারি কথা!—বসনাঞ্চলে মুখচন্দ্র আবৃত কোরে একবার এঁদিক, একবার ওদিক বেড়িয়ে এলো।—দেখ্লে, বিস্তৃত গৃহের কোনো স্থানে পলায়নের পথ আছে কি না? কোথাও নাই!—হতাশ! —স্তিমিত দীপালোকে দেখ্তে পেলে, ঘরের এক কোণে একখানি লোহার চৌকী পাতা,—বিশ্রামের আশয়ে নিকটস্থ হয়ে সেই চৌকীতে উপবেশন কোল্লে,—সে বিশ্রাম মুহূর্ত্ত মাত্র। বস্‌বামাত্রই ঝন্‌ঝন্ কোরে একটা শব্দ হলো;—রমণী সভয়ে তখনি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠ্‌লো। দেখ্‌লে, কড়িকাষ্ঠ থেকে চৌকীর তলা পর্য্যন্ত একটা লৌহ-শৃঙ্খল ঝুলোনো! সেই শৃঙ্খলে মশানভূমির বিকট গন্ধ অনুভূত!! থরহরি কম্প!!

নির্জ্জন নিষ্ঠুরালয়-বাসিনী কামিনী সেই কালরাত্রে তখন কি করে? ত্রাসে আর চিন্তায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এলো, যে চৌকীতে গিয়ে বোসেছিল, সেখান থেকে দ্রুতপদে বিশ হাত তফাতে ছুটে গেল। "হা পরমেশ্বর! তোমার পায়ে আমি কি অপরাধ কোরেছি! হা গুরু-গোবিন্দ! কৈ, একদিনও ত আমি আপনার চরণযুগল বিস্মৃত হই নি। গুরুপদে একদিনও ত আমার মন টলে নি! তবে দাসীর এ দশা হলো কেন?" করুণস্বরে এই কথা বোলে কারাবাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে।

বিলাপ-উক্তির বিরামের অব্যবহিত পরেই "মেই ভুখা হোঁ!" অতি ক্ষীণস্বরে এই তিনটী কথা হঠাৎ শ্রুতিগোচর হলো। কে যেন গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে—টেনে টেনে ঐ তিনটী বাক্য উচ্চারণ কোল্লে। কামিনী যেখানে দাঁড়িয়ে, তারি ঠিক পশ্চিম দিকে প্রাচীরের পাশে দু হাত কি তিন হাত দূর থেকে ঐ শব্দ এলো। একটী বার বই আর না!

তার পর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রমণীর গা কেঁপে উঠ্‌লো,—ভয়ের উপর ভয়,—আবার গা কেঁপে উঠ্‌লো! আর দাঁড়াতে পারে না, বোসে পোড়্‌লো! সেই মেঘাবৃত বারি-বায়ুপ্রবাহী শীতল রজনীতেও সর্ব্বশরীরে দর্ দর্ কোরে ঘাম ঝোর্‌তে লাগ্‌লো। এক বার ভাব্‌লে, "এর পাশের ঘরে কি কোনো রোগী আছে?—তারি কি এই করুণস্বর?"—আবার ভাব্‌লে, "না, তাই বা কেমন কোরে সম্ভব হয়? এতক্ষণ রয়েছি, কোনো উচ্চবাচ্য পাচ্ছি না, রোগী হোলে বার বার চীৎকার কোত্তো, হঠাৎ একটী বার কথা কয়েই অমনি চুপ কোর্‌বে কেন? আর তত ক্ষীণ স্বর পাশের ঘর থেকেই বা প্রাচীর ভেদ কোরে আস্‌তে পার্‌বে কেন? হবেও বা, আমি অন্যমনস্ক ছিলেম, ঝড়বৃষ্টির শব্দও হোচ্ছিল, পুনঃপুনঃ রোগের যাতনায় হয় ত কাতরধ্বনি কোরেও থাক্‌বে,—আমি শুন্‌তে পাই নি।—আচ্ছা, তা যেন হোতে পারে, এখন ত আমি আর অন্য দিকে মন রাখি নি, শব্দ শুনে অবধি এক মনেই ত কাণ পেতে আছি, তা কৈ, সে শব্দ আর কৈ?—না,—ভাল কথা নয়!—এর ভিতর কিছু ভয়ানক কাণ্ড গুপ্ত আছে!" ভয় আরো বৃদ্ধি হলো, কিন্তু সে ভয়ে নিস্তেজভাব প্রকাশ পেলে না, যেন একটু সতেজ সাহসের লক্ষণ প্রতিভাত হলো। শরীরে আর ঘর্ম্ম নাই, চক্ষে অশ্রু নাই, নয়নদ্বয় উদাসীনভাবে বিস্ফারিত।

চিন্তাকারিণী উঠে দাঁড়ালো।—দু এক পা হুকোরে পেছিয়ে পেছিয়ে দেয়াল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াতে গেল। যেমন ঠেস্ দিয়েছে, অমনি তৎক্ষণাৎ দেয়াল থেকে একখানা আবরণ সোরে গিয়ে একটা দরজা বেরিয়ে পোড়্‌লো। ভয়বিহ্বলা বালা তাল সাম্‌লাতে না পেরে তখনি অমনি সেই দরজার ভিতর দিকে ঠিক্‌রে—ঘুরে পোড়্‌লো!—সুন্দরীর ঠাই

ঠাই আঘাত,—আঁচড় অবশ্যই লাগ্‌লো বটে, কিন্তু সে আঘাত অপেক্ষা তখন আশঙ্কাই প্রবল, সুতরাং আস্তে আস্তে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠ্‌লো।—কূপের ন্যায় একটা ছোট চোরা কামরা।—সেই কূপের ভিতর একটা শয্যাতে একটা কৃষ্ণবর্ণ মশারি ঢাকা।—সুন্দরী ভেবে চিন্তে সেই মশারির এক পাশ তুলে দেখেই "ও মা গো !!" বোলেই কম্পিতবেগে কূপ থেকে নির্গত হলো;—বেরিয়ে এসেই ভূতলশায়িনী,—সংজ্ঞাশূন্য,—মূর্চ্ছা!

যে দরজা দিয়ে কামিনী চোরা কামরায় পোড়ে যায়, এতক্ষণ তাতে শ্বেতবর্ণের কানাত ঢাকা ছিল, সেই কানাতের নীচের মুড়ে ভারী বস্তু ঝুলোনো ছিল বোলে বাতাসে উড়্‌ছিল না, দেয়ালের বর্ণের সঙ্গে সমবর্ণ বোলে প্রদীপের স্তিমিত আলোতে প্রভেদ করাও যাচ্ছিল না;—আর কৃষ্ণবর্ণ মশারির ভিতর যা দেখে কারাবদ্ধ-কুরঙ্গিণী ভয় পেয়েছে, সংজ্ঞা হারিয়েছে, সে দুটী মানবদেহ।—রক্তমাখা স্পন্দনশূন্য-মানবদেহ !!!

বিজন কারানিবাসের অন্ধ কূপে কার দেহ?—কে এনেছে?—কেন এনেছে?—খুন?—ক্রমে জান্‌বেন। অসহায়িনী রমণী একাকিনী সংজ্ঞাশূন্য হয়ে শুয়ে আছে, চলুন, শুশ্রূষার উপায় দেখা যাক্।

প্রায় এক দণ্ড অতিক্রান্ত। যুবতীর সংজ্ঞা নাই। আরো দুইচার মুহূর্ত্ত;—সমভাব। প্রশস্ত কারাগৃহের বহির্দ্বারে খট্‌খট্ কোরে কি শব্দ হলো।—কে যেন চাবি খুল্‌ছে।—আহা! নিরাশ্রয়া সভয়ে জ্ঞানহারা; তার কোমল নির্দ্দোষ হৃদয় কিছুই জান্‌তে পাচ্ছে না, এমন সময়, —তার এমন বিপদ, এমন যন্ত্রণার সময় কি আরো কিছু ভয়ঙ্কর বিপদ সংঘটিত হবে?—যে কোনো দুরাত্মা তারে এখানে এনে বন্দী কোরে

রেখেছে, এই অজ্ঞান অবস্থায় সেই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কি আপনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ কোর্‌বে ? উঃ ! পাষণ্ডের অন্তঃকরণ কি বজ্রতুল্য নিদারুণ ! শুষ্ক জলাশয়ে একটী পদ্মফুল মলিন হয়ে রয়েছে, বজ্রানলে এখনি কি সেটী দগ্ধ হয়ে যাবে ? হায় হায় ! কালচক্র কখন যে কোন্ দিকে কোন্ কোন্ বক্র পথে পরিভ্রমণ করে, কিছুই নিরূপণ করা যায় না !

দরজা খুলে গেল। একটী মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ কোর্ল্লে। প্রদীপের আলো তখন এত নিষ্প্রভ যে, কেবল জ্বোল্‌ছে এই পর্য্যন্ত। সে আলোতে তখন কোনো ফল হোচ্ছে না। যে মূর্ত্তি প্রবেশ কোল্লে, সে ধীরে ধীরে দরজাটী ভেজিয়ে ঘরের চারি দিকে একবার চাইলে,—উজ্জ্বল বিশাল চক্ষে ঘরের চারি দিকে একবার চাইলে।—যেখানে ঐ সন্তাপতাপিতা মূর্চ্ছিতা, আস্তে আস্তে সেই থানে গিয়ে তারি মাথার কাছে বোস্‌লো। মুখে বাক্য নাই, বিষণ্ণভাবে স্থির দৃষ্টিতে সেই মুদিতনেত্র প্রভাশূন্য মুখপানে চেয়ে রইল। রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত।

আর এক দণ্ড পরে ধরাশায়িনী অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন কোল্লে। সায়াহ্নকমলে যেন দুটী ভ্রমর এতক্ষণ নিঃসাড়ে বোসে ছিল, উড়ে যাবে বোলে এখন একটু একটু পালক নাড়্‌লে। কামিনী আস্তে আস্তে পাশ ফিরলে। শিয়রে যে দ্বিতীয় আকৃতি বোসে ছিল, পাশ ফের্‌বার সময় তার দিকে দৃষ্টি পড়্‌লো ; পরস্পর চারি চক্ষে দেখাদেখি হলো। অমনি "ও মাগো !" বোলে চেঁচিয়ে উঠে অল্প উত্থিত চাকন দুখানি দিয়ে ভয়াকুল চক্ষু দুটী আবার ঢেকে ফেল্লে।

শিয়রবাসিনী আর স্থির থাক্‌তে পাল্লে না। গায়ে হাত বুলিয়ে উত্তেজিতস্বরে বোল্লে—

"ইন্দিরা !—দিদি !—আমি যে !—আমি তোমার সেই জীবন-

সহচরী মতি।—যারে তুমি প্রাণের মতন ভালবাস, আমি সেই মতি। এক বার চাও দেখি!”

ইন্দিরার চক্ষু উজ্জ্বল হলো!—আয়তন যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হোতে পারে, ততদূর বিস্তার কোরে মতির মুখপানে চাইলে। বদন প্রফুল্ল হলো;—তত বিপদ,—তত ভয়ের মধ্যেও হৃদয়পটে হর্ষ বিকাস কোল্লে। শরীর যেন শীতল হলো। হাতের উপর ভর দিয়ে, অতি কষ্টে আধ বসা হয়ে, মতির চক্ষে চক্ষু স্থাপন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে—

“মতি?—তুমি?—তুমি এখানে কেমন কোরে এলে? কোথায় আমি?”

“তুমি বন্দী!”

“তা ত বুঝ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু কে আমারে এখানে এনেছে?”

“সেই পাপিষ্ঠ কালভোজ।”

“ইন্দিরার চক্ষে যেন অনলের শিখা প্রদীপ্ত হলো। তেমনি কট্‌মট কোরে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘৃণার স্বরে বোল্লে,” উঃ! প্রাণ যায় যে মতি! উঃ! কেন এনেছে?”

“সে কথা এখন নয়। তুমি এখন অসুস্থ আছ। আমি সব জানি। এই রাত্রে তোমারে দেখ্‌বার জন্যে চুপি চুপি জয়চাঁদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এখানে এসেছি। এসেই দেখি, তোমার এই অবস্থা! অনেকক্ষণ আমি এসিছি। তোমারে বড় অসুস্থ দেখে এইখানে চুপ্‌টী কোরে বোসে ছিলেম, কথা কই নি।”

“না মতি! আমার অসুখ হয় নি। বড় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম!”

“হাঁ, স্বপ্নই বটে, কিন্তু স্বপ্নের চেয়ে আরো কিছু বেশী!”

" তবে কি সত্যই তিনি জীবিত নাই?—দুরাত্মারা সত্যই কি তাঁরে মেরে ফেলেছে?" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ইন্দিরার চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নি নির্গত হোতে লাগ্‌লো! পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে এক বার বিকট মুখভঙ্গী কোল্লে।—" তবে আর কেন?"—ধূলিধূসর চক্ষে হস্ত ঘর্ষণ কোত্তে কোত্তে—" তবে আর কেন?"——এই কথা বোলেই আবার অবশ হয়ে শুয়ে পোড়্‌লো।

" বালাই! অমঙ্গল শঙ্কা করো কেন? চুপি চুপি কথা কও;—পায়ে পায়ে শত্রু!"

মতির কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে ইন্দিরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লে, " জয়চাঁদ কোথায়?—আহা! ছেলে বেলা থেকে সে আমারে বড় ভাল বাস্‌তো। বুড় ত ভাল আছে?"

" ভাল আছে।—এই বাড়ীতেই আছে;—কিন্তু সে এখন কাল-ভোজের অন্নে পালিত। কালান্তক কালভোজ সর্ব্বদা তাকে চোকে চোকে রাখে।" এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, কি চিন্তা কোরে আবার বোল্লে, " চল আমরা তবে চুপি চুপি এই বেলা পালাই। কি জানি, যদি কোনো গোয়েন্দা আমাদের দেখা পেয়ে,—কি আমাদের কথা শুনে শিখরে সংবাদ দেয়,—আর দুরাচার ক্রোধমূর্ত্তি ধোরে এখানে আসে, তা হোলেই বিষম বিভ্রাট। বৃদ্ধ জয়চাঁদের বিশ্বাসটী একেবারে যাবে,—আমাদের সকল আশা বৃথা হবে;—প্রাণ গেলেও যেতে পারে!"—

ইন্দিরার ঔদাস্য মুখে একটু হাসি এলো। পরিহাস কালে লোকের মুখে যেমন এক প্রকার বিদ্রূপহাস্য বিকাস পায়, তেমনি হাসি। প্রফুল্ল নয়নে মতির মুখপানে চেয়ে বোল্লে,—" হাসালি!—হাসালি!—মতি!—দুঃখের সময় বড় হাসালি!!"

এই কটী কথা বোলে কিঞ্চিৎ মৌন হোয়ে গম্ভীরভাবে ইন্দিরা আবার বোল্লে,— "প্রাণ!—হা হা হা!—প্রাণে আমার আর আছে কি মতি?—স্বামী আমার যে পথে গিয়েছেন; আমি সেই পথে যাব;—নাম কোরে সহ-মৃতা হব! এই দেখ্‌চো না, আমার চিতা আরোহণের বেশ হয়েছে!—গায়ে অলঙ্কার নাই, মাথায় কবরী নাই, গলায় মালা নাই, কিছুতেই আমার আর প্রয়োজন নাই! তবে আর কেন?—এ সময় কারে ভয়?—কিসের ভয়?—প্রাণে কি আমার আর মায়া আছে?—মায়া আর কোত্তেও কি আছে?—যখন এরা আমারে এখানে এনে কয়েদ কোরেছে, তখনি আমি প্রাণের মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়েছি! তবে আর কেন?—তুমি পালাও!—তুমি বেঁচে থাক্‌লে আমার অদৃষ্টের শেষ কথা গুলি সকলে শুন্‌তে পাবে,—কলঙ্ক,—সন্দেহ বিভঞ্জন হবে;—আমি পতির সহিত বীর-পত্নীর মত স্বর্গে যাব;—তুমি পালাও! আমি এই খানেই থাকি।—আমি—"

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ যেন কোন স্মৃতিভ্রংশ কথা মনে পোড়্‌লো।—সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মতির চক্ষু নিরীক্ষণ কোরে অনুতাপিনী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো।—"একটু রোস,—মতি! একটু দাঁড়াও! আমি জয়চাঁদের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো!" শশব্যস্তে সমান আগ্রহে এই কটী কথা বোলেই ধৃতা কুরঙ্গিণী যেন কানন পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো।—অস্থিরভাবে পূর্ব্ব বাসনা দুই তিন বার উচ্চা-রণ কোল্লে। "আমি জয়চাঁদের সঙ্গে দেখা কোর্‌বো!"

মতি।—এই রাত্রে?

ইন্দি।—এই রাত্রেই!—এখুনি!

মতি।—বিপদ হবে। সেখানে—

ইন্দি।—বিপদে আমার ভয় নাই!

মতি।—একাকিনী যাবে ?

ইন্দি।—যেতেম, কিন্তু সে কোথায় থাকে, জানি না। তোমারেও সঙ্গে যেতে হবে।

মতি।—তবে একটু অপেক্ষা কর,—কে কোথায় কি ভাবে আছে, চুপি চুপি এক বার জেনে আসি।

ইন্দি।—আচ্ছা, তা কেন, জয়চাঁদ কি কোনো রকমে এখানে এক বার আস্‌তে পারে না ?

মতি।—পাত্তো, কিন্তু আগেই ত তোমারে বোলেছি, কালভোজ সর্ব্বদা তাকে চোকে চোকে রাখে। আচ্ছা, এই আমি চোল্লেম, যদি জয়চাঁদকে সঙ্গে কোরে আন্‌তে পারি, আন্‌বো, না হয় যে দিকে সুবিধা দেখি, তাই কোর্‌বো।

তিন চার মুহূর্ত্ত একটু চিন্তা কোরে পায় পায় অগ্রসর হয়ে মতি দরজা পর্য্যন্ত গেল। প্রদীপটী তখন নিবে গেছে, ঘরে বাইরে সমান অন্ধকার;—ঘোর অন্ধকার। মতি যখন ঘরে প্রবেশ করে, তখন দরজা ভেজিয়ে এসেছিল, বাতাসের বেগে সে দরজা খুলে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চোম্‌কে যে একটু একটু আলো হোচ্ছিল, দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলো ঘরে আস্‌ছিল, তাতেই যা কিছু দেখাশুনা। তারা দুজনেই অন্যমনে গল্প কোচ্ছিল, চিন্তা আর ভয়ে অন্যমনস্ক ছিল, প্রদীপ নিবে গেছে, জান্‌তে পারে নি, চপলাপ্রভাকেই হয় ত কম্পিত দীপ-প্রভা অনুমান কোচ্ছিল,—এখন ভয় পেলে। মতি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হোচ্ছে, হঠাৎ পশ্চাদ্দিক থেকে দ্রুতপদে অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে,—"এই অন্ধকূপে একা আমারে রেখে কোথায় যাও ?"—বোলে ইন্দিরা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো ;—সভয় চীৎকার।

" এই আমার মাথা খেলে! একটু আস্তে কথা কও! কোন্ খান থেকে কে শুন্‌বে, একেবারে সর্ব্বনাশ হবে!" মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে এই কটী কথা বোলে মতি থোম্‌কে দাঁড়ালো। দুজনে কাণে কাণে কি পরামর্শ কোল্লে।—দুজনেই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলো।—দরজায় চাবি পোড়্‌লো।—যে ঘরে ইন্দিরা বন্দিনী ছিল, সে ঘরটী তেতালা; ধীরে ধীরে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো,—অন্ধকারে কেউ তাদের দেখ্‌তে পেলে না। দূরে দূরে প্রহরীদের পদশব্দ শুনা যাচ্ছে, এক একটী আওয়াজও কর্ণে প্রবেশ কোচ্ছে, বৃষ্টি প্রায় থেমেছে, বায়ু সজোর।—বহিঃকক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে, ইন্দিরা ঊর্দ্ধমুখ কোরে একটী নিশ্বাস ফেলে কাতরস্বরে বোল্লে,—"জয়চাঁদ!—তুমি কি আমার?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুটী পথিক।

" সাজিব কনক মৃগ, কনক বরণ।
রামে বা রাবণে মারে, অবশ্য মরণ॥"

চারি মাস অতীত। বর্ষা শরৎ উভয় ঋতুর নিবৃত্তি। শীতকাল।—অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধেকেরও অধিক বিগত।—চারিদিক তুষারস্তূপে আচ্ছন্ন। পঞ্চবেণীর এক প্রদেশে একটী নীহার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গতলে, দুটী পথিক অসহায়। রাত্রি এক প্রহর অতীত। আকাশে গ্রহমালার একটীও নয়নগোচর হোচ্ছে না, ব্যোমতল যেন ধূমময়।—পথে ঘাটে, প্রান্তরে, শৈলনিবাসে,—উপত্যকাভূমে প্রাণীসঞ্চার অনুভূত হয় না। এই সন্ধ্যা এই রাত্রে এই স্থানে দুটী পথিক অসহায়।—একটী

পুরুষ,—একটী স্ত্রী।—কোন্ দেশে নিবাস?—কে জিজ্ঞাসা করে?

রাত্রি অন্ধকার।—পথ দুর্গম।—নিকটে লোকালয় নাই।—অনবরত শীতল বাতাস বহন হোচ্চে, বিপদের সীমা নাই! একটী সুলক্ষণের মধ্যে সে রাত্রে বরফপাত কিছু অল্প হোচ্ছিল,—মস্তক অনেকদূর নিরাপদ। পদতলের তুষারস্তূপ নিতান্ত গভীরও নয়, অগভীরও নয়;—তরল তুষারে মাঝে মাঝে পথিকদিগের পা ডুবে যাচ্ছে;—জানু পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছে;—কথনো অধিক,—কথনো অল্প। দারুণ শীত,—গায়ে এক একখানি সূক্ষ্মবস্ত্রমাত্র আচ্ছাদন,—শরীর কম্পিত হোচ্চে,—পদাঙ্গুলি অবধি মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হোচ্চে;—সর্ব্ব শরীর সঙ্কুচিত হয়ে অবশ হয়ে আস্‌ছে, তথাচ গতির,—যদিও গতি মৃদু,—তথাচ গতির বিরাম নাই। বসিবার স্থান নাই, দাঁড়াবার স্থান নাই,—চক্ষেও কিছু দেখা যায় না, এ সময় পথ চলাই অপরামর্শ।—কিন্তু যখন অজানা পথে রাত্রিকালে এতদূর কষ্টে পতিত হয়েছে, তখন অবিশ্রান্ত চলাই পরামর্শ।—তাতে প্রাণ যায়, গেল,—থাকে, থাক্‌লো; এই ভেবে পদ চালনায় ক্ষান্ত হলো না, পথিকেরা অবিরত চোল্‌তে লাগ্‌লো।

নীহার-শয্যার উপর চন্দ্ররশ্মি পতিত হোলে শ্বেতবর্ণ বালুকাময় মরুর ন্যায় ধূ ধূ করে, অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য হয়। অন্ধকারে ততদূর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না, কিন্তু অন্য প্রকারে ঘোরতর ভয়ঙ্কর দেখাচ্চে।

পাঠক মহাশয়! তিমিরাবৃত অমা-রজনীতে তেমন ভয়ঙ্কর স্থানে কি কখনো পতিত হয়েছেন? তেমন বিপদ,—তেমন অসহায় বিপদের সহিত,—সঙ্গে একটী লোক নাই,—বিশ্রামের স্থান নাই,—তেমন অসহায় বিপদের সহিত কি কখনো সাক্ষাৎ কোরেছেন? আর তেমন

রাত্রে,—তেমন নীহার-কৈত্রে,—তেমন বিপদে সঙ্গে কামিনী ?—যদি এমন ঘোটে থাকে, মনে করুন।—মনে করুন, যেন আবার সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। সেই অন্ধকারে,—সেই মরুদেশে হিমানীতে মগ্ন হোচ্চেন, আবার উঠ্‌ছেন, আবার পা ডুবছে, শীতে কাঁপ্‌ছেন,—হস্ত, পদ, বক্ষ, মুখ, অবসন্ন হোচ্ছে,—পা উঠ্‌ছে না,—দাঁতে দাঁতে খিল লাগ্‌ছে, কথা সোর্‌ছে না, সঙ্গে কামিনী !—মনে করুন, সে সময় মনের ভাব কেমন হয়?—যেমন হয়, ঐ ছুটী পথিকের মধ্যে যুবা পুরুষটীর ঠিক সেই দশা !

দূরে একটী আলোক দর্শন হলো।—লোকালয় নয়, কেবল একটী-মাত্র গৃহ।—সেই গৃহের গবাক্ষ আবৃত ছিল না, আলো আস্‌ছিল ; পথিকেরা নীহার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে সেই আলোক লক্ষ্য কোরে হন্ হন্ কোরে চোল্লো। তখন যে তাদের মনে কি আনন্দের উদয়, সেটী ব্যক্ত কোরে বুঝানো কঠিন।—যাঁরা ভুক্তভোগী,—এমনি অবস্থায় পতিত হয়ে যাঁরা এমনি অবস্থা ভোগ কোরেছেন, তাঁরাই সেই আনন্দটী ঠিক অনুভব কোত্তে পার্‌বেন। পুনঃপুনঃ মরীচিকা-ভ্রান্ত রবিতপ্ত তৃষার্ত্ত পান্থ সহসা সম্মুখে জলাশয় দেখ্‌লে তার মনে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আনন্দ।—আরো হন্ হন্ কোরে চোল্লো। এখন আর তাদের তত ভয় নাই, এক প্রকার নিরাপদ। ভয়াকুল অন্তঃকরণ অনেকটা আশ্বস্ত। পাঠক মহাশয় ! এখন আসুন, যে ঘরে আলো জ্বোল্‌ছে, সেটী কার ঘর, কি বৃত্তান্ত,—অগ্রে একবার তত্ত্ব নিয়ে আসি। আর শুনে আসি, ঐ আশ্রম ঐ বিদেশিনীকে বলে কি না,—"অতিথি ! তুমি কি আমার ?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিভৃত আশ্রমে।

"চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ।
ওরে সখি! আজিরে সুদিন,

শুধিব জীবন দানে পতি-প্রেম-ঋণ!!"

কৃষ্ণচন্দ্র।

চারি দিকে নীচু নীচু ইটের প্রাচীরে ঘেরা একখানি একতালা বাড়ী। প্রাচীরের মাথায় মাথায় ছোট ছোট গাছ, আঁগাছা, ঘাস, আর বন-ফুলের লতারা শিকড় ধোরে বোসেছে, ঠাঁই ঠাঁই ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙেও পোড়েছে;—অন্ধকার রজনী এক এক পক্ষের আমোদিনী,—চামচিকে আর কলা-বাছুড়েরা ঝটাপট্ শব্দে উড়ে বেড়াচ্চে;—তাদের চেয়ে বড় আড়ার নিশাচর পাখীদের দেখা যাচ্চে না,—পালকের হুস্ হুস্ শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যাচ্চে;—ছুঁচো, ইঁদুর, আর আর্সুলারা যেখানে সেখানে নৈনৃত্য কোচ্চে;—অন্ধকারের কালমূর্ত্তি এদের পুরোবর্ত্তী হোয়ে বাড়ীখানিকে যেন ভয় দেখাতে আস্চে। আকাশ নির্ম্মেঘ,—বাতাসের নাম মাত্র চলাচল;—রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

বাড়ীতে তিনটী কুটুরি।—দুটী পাশিপাশি দক্ষিণদ্বারী,—একটী বামভাগে টের্চ্চা পূর্ব্বদিকে পশ্চিম দরজা।—বহু দিন বেমেরামতে তিনটীই জীর্ণ,—স্থানেস্থানে চিড়,—নিস্ত্রাণ,—মলিন, অপরিচ্ছন্ন,—কপাট জানালার কতক ফাটা, কতক ভাঙা, কতক কীটজীর্ণ।—কড়ি-

কাঠে মাকড়্সার জাল কোণ পর্য্যন্ত টাঙানো,—খাটালে খাটালে, বরগায় বরগায়, কার্ণিসের কোণে কোণে ধূসরবর্ণ ঝুল, দেয়ালে দেয়ালে বসুধারার ঘৃতরেখার ন্যায় বৃষ্টির জলধারার দীর্ঘদীর্ঘ পাটলবর্ণ রেখা।

সেই বাড়ীর একটী ঘরে তিন জন লোক বসিয়া আছে।—একখানি চৌকীতে দুটী রমণী,—স্বতন্ত্র এক আসনে একজন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ।—দূরে গবাক্ষের নিকট সামাদানে বাতি।

তিন জনে পরস্পর বাক্যালাপ কোচ্চে। ছটী চক্ষু সমসূত্রপাতে অবস্থিত। প্রথমা কামিনী অতি তেজস্বিনী,—দেহকান্তি যেন উজ্জ্বল হেমকান্তির অহঙ্কার,—তথাচ অযত্নে অমার্জ্জিত, কিছু মলিন;—মস্তকে চিকুরজাল চাঁচর,—আলুলায়িত হয়ে কালো মেঘের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে উরুদেশ পর্য্যন্ত ঝুল্‌ছে;—সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অগ্রভাগগুলি মৃদু বাতাসে অল্পঅল্প হিল্লোল দিচ্ছে;—ললাটের কেশগুচ্ছ সম্মুখে কুঞ্চিত হয়ে কর্ণ, গণ্ড, স্কন্ধ স্পর্শ কোরে বক্ষ পর্য্যন্ত নেমেছে। আহা! তাহারি বা কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন মেঘমালা পিপাসিনী হয়ে পদ্ম-সরোবরে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর চপলারে অচপলা কর্‌বার জন্যে মাথা হেঁট কোরে তপস্যা কোচ্চে।—মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুল,—কিন্তু যেন শিশিরস্পর্শে কিছু অপ্রফুল্ল। চক্ষু দুটী কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল, কিন্তু যেন কি বিষাদে ছল ছল কোচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, দুটী লুব্ধ ভ্রমরী একটী ম্লান কমলে মধুপান কোত্তে গিয়েছিল, মধু না পেয়ে হতাশ হয়ে রোদন কোচ্চে। বক্ষ সুললিত, বাহুযুগল মোলায়েম, গ্রীবা সুঠাম।—সেই গ্রীবা বেষ্টন কোরে এক ছড়া বনফুলের মালা মৃদুমৃদু দুল্‌ছে;—উরসে দুল্‌ছে।—যেন বনলতা বনফুলে শোভিতা হয়ে বনানিলের সংযোগে সুরভি পরিমল

বিস্তার কোচ্ছে।—বাস্তবিক সেই পুষ্পহারের সৌরভে সমস্ত ঘরটী আমোদিত। সুন্দরীর গায়ে একখানিও অলঙ্কার নাই, তথাচ অপূর্ব্ব শোভা!—বোধ হয়, অলঙ্কার থাকলে সেই সমস্ত অলঙ্কারই এই নিখুঁত রূপের কাছে পরাভূত হতো। পরিধান একখানি নীলবর্ণ শাড়ী, রক্তবর্ণ কাঁচুলি। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর।—পূর্ণযৌবন।—যেন পূর্ণ সরোবরের পদ্মিনী। মুখখানি পদ্মফুল, বক্ষস্থল হৈম-পদ্ম,—বাহুলতাও যেন সেই পূর্ণসলিলে স্থূল মৃণাল।—অতুল সুন্দরী;—তেজস্বী সুন্দরী।—অমৃতমাখা বিষ।—দূরে থেকে এই তেজস্বী রূপ দর্শন কোল্লে—দূর থেকে অমৃতবাক্য শ্রবণ কোল্লে চক্ষুকর্ণ অমর হয়। নিকটে যেতে নাই, স্পর্শ কোত্তে নাই, বিপদের আশঙ্কা।—হলাহল পান কোল্লে লোকের প্রাণ যায়, কিন্তু এ বিষ স্পর্শ কোল্লেই মস্তকে উঠে অচেতন করে! কাজ নাই,—পাঠকমহাশয়!—নিকটে গিয়ে কাজ নাই!—এমন অমূল্য,—বিষময় অমূল্য রমণীরত্ন দূর থেকে দর্শন করাই সুখ।

দ্বিতীয়া যুবতীও সুন্দরী।—উজ্জ্বল শ্যামের উপর অল্প অল্প গৌরের আভা; মধুর অঙ্গযষ্টি,—মুখখানি পূর্ণিত, ঈষৎ বাদামে,—পূর্ণাবস্থায় ঢল্ ঢল্ কোচ্চে,—চক্ষু দুটী নীলোজ্জ্বল,—ভাসা ভাসা;—চতুরতা মাখানো।—এই চক্ষের কতক উপমা মৃগচক্ষু; ফলে অতি মৃদু, অতি তরল, অতি মোহনীয়।—পৃষ্ঠদেশে আর গণ্ডের উভয় পার্শ্বে কৃষ্ণকুন্তলের তিনটী বেণী। কর্ণে বীরবৌলী।—ঠোঁট দুখানি আরক্তিম;—বক্ষদেশ কোমল, উন্নত। বাহু সুডৌল। পরিধান একখানি রক্তবর্ণ শাড়ী,—নীল কাঁচুলি, গায়ে জরির ফুল কাটা সবুজবর্ণ ওড়্না।—গলায় ফুলের মালা, হস্তে চন্ন। বয়স প্রায় অষ্টাদশ।

বৃদ্ধের আকার দীর্ঘ,—পাকা সিঁদূরে আমের ন্যায় বর্ণ,—আকারের অনুরূপ স্থূল দেহ, মস্তকের দীর্ঘ দীর্ঘ কেশগুলি রজতবর্ণ,—সেই কেশজাল স্তবকে স্তবকে আঁচ্ড়ানো;—পশ্চাৎ দিক থেকে ব্রহ্মতালুর উপর দিয়ে উল্‌টে এনে ললাটের উর্দ্ধভাগে চূড়া কোরে বাঁধা, তার নীচে শ্বেতহস্তীদন্তের একখানা ধনুকাকৃতি চিরুণি গোঁজা;—ঠিক যেন শারদীয় শুভ্র গগনে শুক্ল পঞ্চমীর নবচন্দ্র বিরাজিত। চোম্‌রা গোঁফ;—কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু কর্ণমূল পর্য্যন্ত উর্দ্ধভাগে বিন্যস্ত;—যেন একটী বালীর চড়ার গায়ে সমুদ্রের ধবল ফেনমালা জোমে রয়েছে। চক্ষু সতেজ আয়ত, কিন্তু শুভ্র ভ্রূযুগল বয়োধর্ম্মে নত হয়ে তার উপর একটু ঝুলে পড়াতে অর্দ্ধনিমীলিত বোধ হয়। তথাচ হঠাৎ দর্শনে তেজঃপ্রভায় ভয়ের সঞ্চার হোতে পারে। গণ্ডস্থলের মাংস, কপালের বলী ঈষৎ লোল লোল। কর্ণবিবর শ্বেতবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত; বাহু দীর্ঘ, মাংসল,—বক্ষদেশ বিশাল। পরিধান পীতবর্ণ চুড়িদার পায়জামা,—শ্বেতবর্ণ আংরাখা,—তার উপর একটা খুব ঢিলে লোহিতবর্ণের লবেদা জানু অতিক্রম কোরে ঝুলেছে।—কটি-দেশে কোষযুক্ত দীর্ঘ অসি লম্বমান,—বাম কক্ষের নীচে ট্যার্চ্চাভাবে রক্তবর্ণ থাপে একখানা সূক্ষ্মাগ্র কিরীচ। মুখের ভাব গম্ভীর,—গম্ভীর অথচ তেজস্কর।—বয়স অনুমান ৫৫ কি ৬০ বৎসর। কথা কহিবার সময় দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফদাড়ী মধ্যবর্ত্তী হয়ে স্পষ্টতার কিছু কিছু প্রতি-বন্ধকতা করে,—দু একটী দন্তও অবসর বুঝে অবসর লয়েছে;—সর্ব্বদা শুনা অভ্যাস না থাক্‌লে সকল কথা স্পষ্ট বুঝিবার ব্যাঘাত হয়। স্বরও অতিশয় গম্ভীর;—পর্ব্বতের গুহার মধ্যে কোন প্রকার উচ্চ শব্দ হোলে নিকট থেকে যেমন শুনায়, তেমনি গম্ভীর।

আকৃতি তিনটীর এক প্রকার ছবি চিত্র করা গেল,—এখন পাঠক মহাশয়!—এখন ঐ তিন জনের সঙ্গে আপনার যৎকিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় করিয়ে দিবার অবসর। স্ত্রীলোক ছুটীরে আপনি এরি পূর্ব্বে এক বার দেখেছেন,—মনে হোতে পারবে,—প্রথমটীর নাম ইন্দিরা,—দ্বিতীয়ের নাম মতি।—ইন্দিরা এখন আর বন্দিনী নয়,—চতুরতায় কারামুক্ত। কি যে, সেই চতুরতা, সেটী এখন জেনে কাজ নাই; ভয়ঙ্কর অভিনয়ের যবনিকা পতন হবার অগ্রে সে তত্ত্ব জ্ঞাত হবার সময় এক দিন আস্‌বে। ফল কথা, ইন্দিরা এখন আর বন্দিনী নয়। আর যে বৃদ্ধ বীরপুরুষ তাদের কাছে বোসে আছেন, তাঁর নাম জয়চাঁদ।—ভয়ঙ্করী বর্ষাবিভাবরীতে যাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে সুচতুরা মতি কৌশলক্রমে ইন্দিরারে কারা-নিবাস থেকে উদ্ধার করে, যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে ভয়াতুরা ইন্দিরা সেই অন্ধকারে তত ব্যগ্র হয়েছিল, ইনি সেই জয়চাঁদ।—ইতিপূর্ব্বে ইনি শীকসেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন, এখন বার্দ্ধক্যহেতু পদত্যাগ কোরেছেন, কিন্তু তেজস্বিতা ত্যাগ করেন নি। ধর্ম্মজ্ঞানে,—দয়ায়,—আত্মনিষ্ঠায় ইনি যাবজ্জীবন অলঙ্কৃত।—প্রবলপ্রতাপ কালভোজ এখন এই বীরবরকে হস্তগত কোরেছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে জয়চাঁদ তারে বিশ্বাস করেন না,—বরং তার নানা প্রকার কদাচার দেখে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। যে বাড়ীতে এই রাত্রে তারা বোসে আছেন, সেই জীর্ণ বাড়ীখানি জয়চাঁদের জমীর।

তিন জনে পরস্পর বাক্যালাপ কোচ্চে। ইন্দিরা গম্ভীরভাবে এদিক ওদিক চেয়ে একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্‌ছে, "বাপ্‌রে! এখনো মনে হোলে আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দেয়! [illegible]ক ভয়ানক ব্যাপার!

দুরাচার এখনো পর্য্যন্ত সে দুরাশা,—সে পাপচিন্তা পরিত্যাগ করে নি! উঃ! আর দুমাস গৌণে কি হবে জয়চাঁদ?—আমরা যে কৌশল কোরে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এখনো মান বাঁচিয়ে রয়েছি, আর দুমাস কেটে গেলেই ত সে কৌশল ভেসে যাবে!—তখন আমার দশা কি হবে জয়চাঁদ?—নিশ্চয়ই আমি আত্মঘা—"

কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই মধ্যস্থলে বাধা দিয়ে জয়চাঁদ বোল্লেন, "এ কি কথা মা!—মনে মনে এমন অভিলাষ তোমার?—এই বাসনাই কি মনে মনে স্থির কোরে রেখেছ?—কার ভয়ে তুমি আপনার এই অমূল্য প্রাণধন নষ্ট কোত্তে ইচ্ছা কোরেছ?—ও সব কথা মনে কোত্তে নাই;—মনে কোল্লেও পাপ—" এই পর্য্যন্ত বোল্তে বোল্তে যেন কি ভেবে,—তীক্ষ্ণ বিস্ফারিত চক্ষে এক দৃষ্টে ইন্দিরার মুখপানে চেয়ে আবার বোল্লেন,—" আমি তা ভেবেছি!—তুমি যে মনে মনে ঐ সর্ব্বনেশে সংকল্প ঠিক কোরে রেখেছ, তা আমি ভেবেছি!"

ম্লানমুখে গদ্গদস্বরে এই কটী কথা বোলে ত্রস্তভাবে জয়চাঁদ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।—অগ্রপদে কিঞ্চিৎ কুব্জাকার হয়ে, ইন্দিরার চিবুক ধারণ কোরে বিষণ্নমুখে বোল্লেন,—"মা! তোমার এই চন্দ্রমুখ দিন দিন ম্লান হোচ্ছে দেখে আমি তা বুঝ্তে পেরেছি!—আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে!—হায় হায়! পাপিষ্ঠ দস্যু কি সর্ব্বনাশই কোত্তে চায়! আহা! এই পদ্মফুলটী বোঁটা থেকে ছিঁড়ে গেলে নিশ্চয়ই আমি বাঁচ্বো না!—" বোল্তে বোল্তে দুটী নেত্র বাষ্পপূর্ণ হয়ে এলো;—তখনি তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ কোরে যুবতীর চিবুক ছেড়ে দিলেন। বোল্লেন, "মা! ইন্দিরা!—তুমি ঐ ক্ষীণ সংকল্প পরিত্যাগ কর! তোমার ভয় কি মা!—তোমার এই জয়চাঁদ বেঁচে থাক্তে

কোনো দুরাত্মা তোমার একগাছি কেশেও হাত দিতে পারবে না। যে তোমার দিকে,—হাত দেওয়া দূরে থাক্,—যে তোমার দিকে কুভাবে চক্ষুপাত কোর্‌বে,—" বোল্‌তে বোল্‌তে সতেজে সেই প্রকাণ্ড অসি নিষ্কোষিত কোরে শূরস্বরে সদম্ভে বোল্লেন, "যে পাপাত্মা তোমার দিকে কুভাবে চক্ষুপাত কোর্‌বে, এই অসি—এই সুতীক্ষ্ণ অসি তার হৃদয়-শোণিতে তথনিই স্নান না কোরে কখনই নিরস্ত হবে না!"

ইন্দিরার চক্ষু নিমেষশূন্য হলো,—নিমেষশূন্য নয়নেই জয়চাঁদের সেই বীরোজ্জ্বল মুখপানে চেয়ে রইলো;—মনে যেন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সাহস হয়েছে, সেই স্থির,—স্থির সতেজ দৃষ্টিতে তেমনি ভাবটী জানাতে লাগ্‌লো। মতির বক্ষ আর বাহু ঈষৎ কম্পিত হলো। কিন্তু নেত্রপুট ইন্দিরার তুল্য সুস্থির। উভয়ের কারো মুখেই বাক্য নাই। জয়চাঁদ দাড়ীগোঁফ ফুলিয়ে কালসর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আপনার আসনে গিয়ে বোস্‌লেন,—ক্রোধে—দারুণ ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবের পর আপনা আপনি সদর্পে বোল্লেন,—"নিস্তার তার কোনো মতেই নাই!—অঙ্কুশদণ্ড-তাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় তারে এই তলোয়ারের ভয়ে আমার পদানত হোতেই হবে;—হবেই হবে!—উঃ! —তোমরা একটু বোসো, আমি এলেম বোলে।"—এই কথা বোলে চৌকী থেকে উঠে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে চোল্লেন। ইন্দিরা ও মতি সভয়ে ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে উঠে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে যেতে গন্তব্য স্থান আর গমনের কারণ বার বার জিজ্ঞাসা কোল্লে, জয়চাঁদ উত্তর দিলেন না। "দরজা বন্ধ কর, আমি এলেম বোলে।" কেবল এইমাত্র উপদেশ দিয়ে, সদর দরজা খুলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছুটী যুবতী হতভম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ভাব্‌লে, কোন্ দিকে তিনি গেলেন, অন্ধকারে যতদূর লক্ষ্য হয়, তাও দেখ্‌লে, কিন্তু কিছুই ঠিকানা কোত্তে পাল্লে না। অবশেষে অগত্যা দরজা বন্ধ কোরে আপনাদের ঘরে গিয়ে বোস্‌লো।—বোসেই উৎকণ্ঠিতস্বরে ইন্দিরা জিজ্ঞাসা কোল্লে—

"ভাল, উনি গেলেন কোথা? যে রকম রাগত হয়ে বেরুলেন, তাতে যেন কোনো দুঃসাহসিক কর্ম্ম কোরে আস্‌বেন বোধ হোচ্চে!—হয় ত তাতে কোরে ওঁর নিজের বিপদ ঘোট্‌তে পারে!—তা যদি হয়, তবে কি হবে মতি?"

মতি।—সে ভাবনা তুমি কোরো না। ছেলেবেলা থেকে আমি ওঁকে দেখ্‌চি, ভাল কোরে না ভেউরে হঠাৎ উনি কোনো সাহসের কাজে হাত দেবেন না। তা আমি বেশ জানি। ওঁর স্বভাবটী বড় ঠাণ্ডা।

ইন্দি।—তা আমিও জানি, কিন্তু রাগের মাথায় কি না হয়?—রাগের মুখে কে কি না করে?—সেই জন্যেই আমার ভয়।—পাছে কোনো একটা বিভীষিকা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন! তা হোলেই ত আমরা গেলেম!—আর, দেখো মতি!—আমাদের কপাল না কি বড় মন্দ,—এক জয়চাঁদ ছাড়া আমাদের আমার বলে, এমন আর একজনও না কি এ দেশে নেই, তাতেই আমার এত ভয়।—উনিই আমাদের পালকে কোরে ঢেকে ঢেকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।—আমার মাথার উপর যে একখানা ভয়ঙ্কর খাঁড়া টাঙানো রয়েছে, তা জান্‌চোই ত।—কেবল জয়চাঁদের ভরসায় এখনো আমি বেঁচে আছি। এ সময় তাঁর যদি কোনো বিপদ ঘটে, তা হোলে আমাদের কি দশা হবে? কোথায় আমরা যাবো?—কার কাছে আমরা দাঁড়াবো? কেমন কোরে আমাদের জাত, কুল, মান,

ধর্ম্ম, আর প্রাণ রক্ষা হবে ? আমার প্রাণের জন্যে বোল্‌ছি না,—আমার প্রাণ ত,—যে দিক্‌ দিয়ে হোক্‌,—আমার প্রাণ ত গিয়েই রয়েছে। তোমার জন্যেই আমার বেশী ভাবনা। তুমি কার কাছে থাক্‌বে ?

মতি।—সে জন্যে তুমি অত কাতর হোচ্চো কেন ? অত হতাশ হোচ্চো কেন ?—কোনো ভয় নেই,—কোনো চিন্তা নেই। তিনি কখনই অবিবেচনার কর্ম্ম কোর্‌বেন না। যা তিনি বোলে গেছেন, তাই ঠিক হবে। তিনি এলেন বোলে।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত—কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হয়ে ইন্দিরা এক বার গৃহের ইতস্তত বেড়িয়ে এলো।—অন্যমনস্কে কি চিন্তা কোত্তে কোত্তে এক জায়গায় থোম্‌কে দাঁড়ালো,—তখনি আবার এ পাশ ও পাশ চেয়ে বিষণ্ণমুখে চৌকীর উপর এসে বোস্‌লো। যতক্ষণ সে বেড়ালে, আর যতক্ষণ ভাব্‌লে, ততক্ষণই মতি তার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে থাক্‌লো ; কিন্তু একটীও কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না। ইন্দিরা এসে বোসেই ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে মতির পানে চেয়ে, উদাস স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে—

"আচ্ছা, মতি !—উঃ !—আচ্ছা, মতি !—আমার,—না—না,—তা নয়,—সেই রাক্ষস যদি আমারে বলপূর্ব্বক গ্রাস কোত্তে আসে, তা হোলে আমি কি কোর্‌বো ?—বোধ কর,—এই এখুনি,—আমরা এখন দুটীতে অসহায়িনী আছি,—এই এখুনি—এই রাত্রেই যদি এখানে এসে জোর করে, তা হোলে আমি কি কোর্‌বো ? জানকী যেমন সমুদ্র-তীরে রাবণের রথ থেকে পৃথিবীকে দ্বিধা হোতে বোলেছিলেন, আমি ত তা পার্‌বো না। পৃথিবী যে, সীতার মা হোতেন। তবুও তিনি মেয়েটীকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেন নি। আমার ত মা বাপ কেউ নেই, কে তবে আমারে রক্ষা কোর্‌বে ?"

মতি।—তুমি কার কথা বোলচো?—তোমার নিজের,—না—আর কারো বিষয় স্বপ্ন দেখচো?—তোমার পবিত্র শরীর কেউ স্পর্শ কোত্তে পারবে না। যে ছোঁবে, এই আগুনে—এই জলন্ত আগুনে সে তখুনিই পুড়ে মোরবে। বিশেষ এখন সায়েবদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ বেধেছে। এখন আর তাদের ও সব পাপচেষ্টা করবার সময় নেই। দণ্ডে দণ্ডে প্রাণ ধুক্‌পুক্ কোচ্চে,—কখন যায়! কখন যায়!—আর তাও তুমি ঠিক জেনো দিদি! পাহাড়ের উপর যদি কেউ গর্ত্ত খোলে, তাতে কি জল উঠে? তেমনি তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দিতে যারা আশা কোরবে, তাদের সেই আশাও পাহাড়ের উপর গর্ত্ত খোলা।

ইন্দি।—কেন?—তা কেন?—দুষ্টেরা কোনো বাধাই মানে না।—ভ্রমরেরা জানে, কেতকীফুলে বোসতে গেলে তার কাঁটায় গা ছোড়ে যাবে,—তা জেনেও কি তারা তাতে ভয় করে?—আর ভাবো দেখি,—বিস্তর দিনের কথা নয়,—অপরাজিতা, বিজলা আর চিত্রাবতীর কপালে কি হলো?—আহা!—তাদের দশা মনে কোরে আমাতে আর আমি থাকি না! সত্য বোলছি মতি!—মাইরি!

মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে মতি মধুর স্বরে বোল্লে,—"ও আমার সতী-লক্ষ্মী দিদিমণি!—সে সব ভয় তোমার নেই!—যে পোকা ইক্ষুতে ধরে, সে পোকা আম্রেতে ধোত্তে পারে না। তুমি জলন্ত সাল কাটের আংরা, কোন্ পতঙ্গ ইচ্ছা কোরে মরবার জন্যে তোমাতে এসে ঝাঁপ দেবে?"

ইন্দি।—কিছুই আমার ভাল লাগ্‌ছে না।—আমার বড় ভয় কোচ্চে।—কৈ?—তিনি ত অনেকক্ষণ গেছেন, এখনো————

প্রশ্ন সমাপ্ত করবার অবসর হোতে না হোতে সদর দরজায় কপাটে আঘাত হোলো।—বার বার দুই বার,—তিন বার।

"ঐ এসেছেন !"—বোল্‌তে বোল্‌তে মতি আহ্লাদে উঠে দাঁড়ালো, শশব্যস্তে ইন্দিরাও উঠ্‌লো।

পুনরায় আঘাত।—"চলো চলো !"—এই কথা বোলে উভয়ে দ্রুত-পদে ঘর থেকে বেরুলো। ঘরের দরজা পার হয়েই চঞ্চল আনন্দে উভয় হস্তে মতির উভয় গণ্ড আকর্ষণ কোরে চুম্ব দিয়ে ইন্দিরা সকৌতুকে বোল্লে,—"মতু !—প্রাণের মতু ! সত্য সত্যই তুমি কি আমার ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বহু দিনের পর।

" মুছিয়ে নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
ওনি[illegible] তমাল তলে বেণুর সুরব।
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব॥"

ব্রজাঙ্গনা।

তৃষিতা হরিণী মহারৌদ্রতাপে পরিতপ্তা হয়ে জলপান কোর্ত্তে ছুট্‌লো,—চঞ্চল পদে নিকটে গিয়ে দেখ্‌লে, বালী !—গৃহমধ্যে গুমট গ্রীষ্ম,—কাতরা কামিনী শীতল হবার জন্যে দ্বার মুক্ত কোরে একটু বাইরে দাঁড়ালো,—অগ্নিময় হাওয়ায় ধুলা কাঁকুর উড়ে চক্ষু দুটী আচ্ছন্ন কোরে দিলে !—গভীরা যামিনীতে বিয়োগ-বিধুরা যুবতী অন্ত-র্যাতনায় চন্দ্র দর্শন প্রত্যাশায় ছাতের উপর গেল,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জলদপুঞ্জ বিদ্যুৎচমকে নেত্রযুগলকে আকুলিত কোল্লে ! ইন্দিরা সাগ্রহে দরজা খুলেই দেখ্‌লে, সম্মুখে দুই নুতন মূর্ত্তি !—জয়চাঁদ নয় !

দুটী আগন্তুক দরজা ঠেসে শুয়ে আছে! ইন্দিরা অকস্মাৎ দুটী অপরিচিত মূর্ত্তি,—দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লো।—কে এরা?—মনে মনে ভাব্‌ছে।—আকাঙ্ক্ষায় হতাশ হয়েছে,—কিন্তু নূতন মূর্ত্তি দর্শনে ভয় পায় নি।—অন্ধকারে যদিও চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তথাপি সে ভাবের আকৃতি, তাতে আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই। কে এরা?—কেবল এই চিন্তা।

ইন্দিরা এক মুহূর্ত্ত এই চিন্তা কোচ্চে, এমন সময় "কৈ তিনি?—এলেন না?—আসেন্ নি?—" ত্রস্তস্বরে ব্যগ্রভাবে মতির এই তিনটী প্রশ্ন।

"একটু এগিয়ে এসো;—এই দেখো সে।—" এই কথা বোলে মতির হাত ধোরে ইন্দিরা তারে আপনার বাঁ দিকে এনে দাঁড় করালে। দুই বাল্ কপাট উদার উন্মুক্ত হলো। নিম্নদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেই মতি শিউরে উঠ্‌লো।—জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এ কি?—কে এরা?—কোথা থেকে এলো?—ঘুমুচ্চে?—" আগ্রহে জ্ঞান থাকে না,—সকল সময় এক এক বিষয়ে এক এক আগ্রহে সমান জ্ঞান থাকে না,—প্রশ্ন কোরেই মতি অপ্রস্তুত হয়ে সেই দুটী ধূলিশায়ী আগন্তুককে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"কে তোমরা?"—প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিস্তব্ধ।—দ্বিতীয় প্রশ্ন "কে তোমরা?"—সমান উত্তর।—কে উত্তর দিবে?—উভয়েই অচৈতন্য;—অসাড়—সংজ্ঞা-শূন্য।

মুগ্ধস্বভাবা মতি শশব্যস্তে নিকটবর্ত্তিনী হয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লে, সমুদয় শরীর বরফের মত শীতল।—ভয় হলো। নাসিকার নিকটে হাত দিলে,—নিশ্বাস আছে।—একটু প্রবোধ পেলে। ব্যগ্র-ভাবে ইন্দিরাকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "দ্যাখ!—বোধ হোচ্ছে

এরা বিদেশী, এই বরফ-ময় পথে অনেক দূর থেকে এসেছে, বোধ করি আহার পর্য্যন্ত হয় নি। তাতেই এত কাতর হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এসে পোড়েছে। একজন দেখ্‌চি মেয়েমানুষ।—আহা! এরা হয় ত বড় বিপদে পোড়েই এখানে এসেছে,—হয় ত কোন রকম সাংঘাতিক ভয় পেয়ে থাক্‌বে। কিন্তু এঁরা যদি এই রকম অবস্থায় আর খানিকক্ষণ এখানে থাকে, তা হোলে নিশ্চয়ই মারা পোড়্‌বে। এসো আমরা এদের ঘরে নিয়ে যাই,—অতিথি যখন,—তখন যেরূপে পারি, বাঁচাতেই হবে।—এসো আমরা এদের ঘরে নিয়ে যাই।"—বিনা দ্বিরুক্তিতে ইন্দিরা সম্মত হলো। দুজনে একে একে ধরাধরি কোরে সেই দুটী অচেতন আগন্তুককে ঘরের ভিতর নিয়ে তুলে।—অতি সন্তর্পণে—অতি সাবধানে—অতি যত্নে দুটী বিছানা পেতে দুজনকে শোয়ালে। তখনো পর্য্যন্ত সাড় নাই। সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা। দরজা বন্ধ কোরে ইন্দিরা এসে বিষণ্ণমুখে বিছানার ধারে বোস্‌লো।

বামাজাতি মায়ার আধার। যেমন কোমলতাময় স্নেহমাখা আকৃতি, তেমনি কোমলতাময় স্নেহমাখা অন্তঃকরণ। ব্যাধিযন্ত্রণায়,—শোক-শয্যায়,—বিপদ-সময়ে তেমন শুশ্রূষাকারিণী, সন্তোষদায়িনী এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। প্রিয় কবিবর! তুমি করুণাময়ী নারীরে যথার্থই বোলেছ

"প্রেমের প্রতিমে! স্নেহের সাগর!
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী!
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি!"

দয়াময়ী নারী গৃহস্থ-সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী।—পুণ্য-তপোবনের সরলা হরিণী।—বিজন কাননের পরিমলময় কুসুমকুঞ্জ।—যে রাজ-প্রাসাদে এই প্রতিমা শোভা না পায়, সেই প্রাসাদ যেন শূন্য শ্মশানের ন্যায় খাঁ খাঁ করে।—রমণীর এমনি মহিমা যে, ভগ্ন কুটীরে অধিষ্ঠান হোলেও, ভগবতী-অধিষ্ঠিত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় সেই কুঁড়েখানি আলো হয়। লোকে সমস্ত দিন অনবরত পরিশ্রম কোরে সন্ধ্যার সময় গৃহে গিয়ে স্নেহবতী রমণীর বদন দর্শন কোরে সকল কষ্ট ভুলে যায়। রোগীর শয্যার পার্শ্বে মাথা হাতে কোরে অশ্রুমুখী করুণাময়ী যখন বোসে থাকেন, পিপাসার সময় পদ্মহস্তে যখন বিন্দু বিন্দু জল মুখে দেন, সে সময় যেন শয্যালুণ্ঠিত রোগীর অর্দ্ধেক ব্যাধিযন্ত্রণা প্রশমিত হয়। পাঠকমহাশয়! আপনি বোধ হয়, এ সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী থাকতে পারেন। এক্ষণে ইন্দিরার বাসভবনে দৃষ্টিপাত করুন।

সরলা দয়াবতী মতি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাষ্ঠ আহরণ কোরে গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত কোল্লে।—লুই, কম্বল, ধোসা একত্র কোরে হিমানীস্তম্ভিত অতিথিদের গায়ে আচ্ছাদন দিলে। দুইজনে সহযে যথাসাধ্য শুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো। এক একবার হাতপাগুলি টেনে দিচ্ছে, আঙ্গুলগুলি সোজা কোরে দিচ্ছে, গায়ে হাত বুলুচ্ছে,—চৈতন্য হলো কি না, মুহুর্মুহু তার প্রতীক্ষা কোচ্চে,—অগ্নির পাত্র কখনো শয্যার নিকটে এনে বসাচ্ছে,—কখনো বা একটু তফাত কোরে সরিয়ে রাখ্‌ছে, উভয়েই একমনে এই সব কাজে ব্যস্ত। জয়চাঁদ ফিরে আস্‌বেন, কখন্ এসে দরজায় ঘা দিবেন, কখন্ তিনি ইন্দিরা বোলে—মতি বোলে ডাক্‌বেন, সে দিকে আর্দৌ মন নাই,—যার জন্যে একটু আগে তত দূর ব্যাকুলিনী হয়েছিল, এখন আর সে দিকে আর্দৌ মন নাই;—কাণও নাই!

যাত্রা দুই ঘণ্টা অতীত। রাত্রি প্রায় কাছাকাছি তিন প্রহর। শীতকালের রাত্রি,—এখনো প্রভাত হোতে অনেক বিলম্ব। সেবার শুশ্রূষায় আর আধ ঘণ্টা কেটে গেল।—যুবা অতিথি হাত পা নেড়ে আলস্য ভেঙে একবার ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাইলে;—চাইলে মাত্র, কথা কইতে পাল্লে না।—কোথায় এলেম?—কারা এরা?—মনে মনে ভাবছে,—কিছু ফুট্‌তে পাচ্ছে না।—কিছুক্ষণ বিলম্বে গা ঝেড়ে উঠে বোস্‌লো।—"গুরু না-ন-ক!—গু-রু-গো-বি-ন্দ!"—থেমে থেমে এই দুটী নাম কোরে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে হাই তুল্লে।—যতির আনন্দের সীমা নাই।—ইন্দিরারও অবশ্য আনন্দ হলো, কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে একটী সংশয়;—অকস্মাৎ দারুণ সংশয়।—গুরুদেবের নাম কোল্লে!—তবে ত বিদেশী নয়!—তবে এরা কে?—হৃদয়ে এই সন্দেহ প্রতিঘাত কোত্তে লাগ্‌লো,—কিন্তু সহজে মীমাংসা হলো না।—একটু পরে স্ত্রীলোকটীও উঠে বোস্‌লো। সে সময় চার জনেই পরস্পর চাওয়া চাউই কোরে যেন চোম্‌কে উঠ্‌লো। কারো মুখে ক্ষণকাল বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। নির্নিমেষ-লোচনে পরস্পরের মুখপানে মূকের ন্যায় চেয়ে থাক্‌লো।—প্রথম অবসরে মৌন ভঙ্গ কোরে মৃদু মধুরস্বরে যতি বোল্লে,—"অতিথি! কাতর আছ,—কিছু আহার কর।"—পথিকেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিল, তিন দিনের পর সেই শেষ রাত্রে যথাপ্রাপ্তি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে উভয়ে একটু শ্রান্তি দূর কোল্লে।

বিশ্রামের অবসরে চার জনেই ঘন ঘন সতৃষ্ণনয়নে মুখ চাওয়া-চাউই কোত্তে লাগ্‌লো।—একবার স্থিরদৃষ্টে চায়, আবার স্থির হয়ে কি চিন্তা করে। কিন্তু কেহই কোনো কথা কোটে না। তিনি তিনি মনে

কোচ্চে,—স্থির হোতে পাচ্চে না,—পথিকেরা সে রাত্রে তত বড় বিপদে আশ্রয় পেয়েছে, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকারেরও অবসর ভুলে যাচ্ছে ;—চক্ষেচক্ষেই কেবল যা কিছু মিলন আর সম্ভাষণ। গৃহমধ্যে এইরূপ নিস্তব্ধভাব ;—কৌতূহলে,—বিস্ময়ে,—সংশয়ে—এই রূপ নিস্তব্ধভাব বিরাজমান,—দরজা ঠেলা শব্দ হলো।—গম্ভীরস্বরে—"ইন্দু !"—এই শব্দ উচ্চারিত হলো। ইন্দিরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলে। তার সঙ্গে সঙ্গে একজন স্থবির বীরপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।—কে ইনি ?—জয়চাঁদ।

জয়চাঁদ প্রবেশ কোরেই দেখ্‌লেন, দুজন অপরিচিত লোক বোসে আছে। এ কি! এত রাত্রে এ ঘরে কারা এরা !—এ বাড়ী নির্জ্জন,—শূন্য বাড়ী।—এখানে কিরূপে বিদেশী লোক প্রবেশ কোল্লে !

তিনি এইরূপ চিন্তা কোচ্চেন, ইত্যবসরে যুবা পথিক সচকিত নয়নে একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে সহসা আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে তাঁর পদতলে শির নত কোল্লেন।—অশ্রুপূর্ণনয়নে ঊর্দ্ধমুখে বোল্লেন,—"গুরুদেবের কৃপায় বহুদিনের পর আজ আপনার চরণ দর্শন পেলেম !" গদ্‌গদ্‌স্বরে এই কথা বোলে প্রফুল্লনেত্রে ইন্দিরার আকস্মিক মুখপানে চাইলেন। জয়চাঁদ একটু হেঁট হয়ে তাঁর মুখ দেখেই বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে আলিঙ্গন কোরে বোল্লেন, "তুমি ?—তুমি ?—আর—" বোল্‌তে বোল্‌তে দর্ দর্ কোরে দুই চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হলো। স্বর স্তম্ভিত হোতে লাগ্‌লো। পথিকের সমভিব্যাহারিণী স্ত্রীলোকটী বসনাঞ্চলে বদন আবৃত কোরে দূর থেকে জয়চাঁদকে প্রণাম কোল্লেন ;—যেখানে বোসে ছিলেন, সেখান থেকে একটু সোরে গিয়ে এক ধারে আর এক আসনে বোস্‌লেন। ইন্দিরা ও

মতি প্রথম দর্শন অবধি চেন চেন কোরে যে সন্দেহে আন্দোলিত হোচ্ছিল,—জয়চাঁদের প্রবেশে সে সন্দেহ এখন বিদূরিত হয়ে অবিশ্বয় আনন্দে পরিণত হলো! "তুমি!—তুমি!—তোমরা!—তোমরা!—মা! গুরুদেব! তুমি ধন্য!" এইরূপ সানন্দ চীৎকারে গৃহটী পরিপূর্ণ কোরে তুল্লে।—তত বিষাদের সময় সেই বিষাদপূর্ণ গৃহ যেন চন্দ্রিকা-বিম্বিত পয়োনিধির ন্যায় বিভাসিত বোধ হোতে লাগ্‌লো।

জয়চাঁদ বোস্‌লেন। সকলেরই বাষ্পপূর্ণ নেত্র সমবিস্ফারিত;—সুস্থির। গৃহ কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ!—ঝটিকাবর্ত্তবিগমে উত্তাল তরঙ্গ-মালা-তাড়িত সমুদ্র যেমন প্রশান্ত—স্তম্ভিত—নিঃশব্দ হয়, তেমনি নিঃশব্দ।

অর্দ্ধ দণ্ড পরে জয়চাঁদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এতদিন তোমরা কোথায় ছিলে ?"

"সে কথা আপনি সমস্তই জান্‌তে পার্‌বেন।—এখন আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনারা এ বাড়ীতে কেন ?—আর এঁরা——ইন্দিরার দিকে আর মতির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে——আর এঁরাই বা এ রাত্রে এখানে কেন ?—আপনার করুণাময়ী স্ত্রীর পরলোক হবার পর অবধি ত এ বাড়ীতে আপনার গতিবিধি একেবারে বন্ধই হয়েছিল;—বাড়ীখানি শূন্যই পোড়ে থাক্‌তো!—রাত্রিকালে আপনারা এখানে কেন ?"

আগন্তুকের এই প্রশ্নে জয়চাঁদ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন,—"তোমার অজ্ঞাত কিছুই থাক্‌বে না,—ক্রমেই আমাদের অদৃষ্টের সেই সকল ভয়ঙ্কর কথা অবগত হোতে পার্‌বে।"

"ভয়ঙ্কর ?—সে কি ?—ভয়ঙ্কর!—সে কথা শুনে এখনি আমারে

বোল্‌তে হবে। আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হোচ্চে।—এখনি আপনি সে কথা আমারে বলুন।—ভয়ঙ্কর ?"

"হাঁ ;—ভয়ঙ্কর,—যথার্থ ভয়ঙ্কর,—অতিশয় ভয়ঙ্কর!—কিন্তু সে কথা এখন নয়।"—এই পর্য্যন্ত বোলে পথিকের কাণে কাণে জয়চাঁদ কি কথা বোল্লেন, কেউ শুন্‌তে পেলে না,—তার পর আবার মৃদুস্বরে—পূর্ব্বে যে স্বরে কথা কোচ্ছিলেন, তার চেয়ে নিম্নস্বরে বোল্লেন, "দেখ, অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কয়ো না,—এই গভীর নিঃশব্দ ত্রিযামায় এই ঘরের দেয়ালগুলোরও কাণ আছে!"—সহ-বক্তাকে এইরূপে সতর্ক কোরে, আপনিও সাবধান হোয়ে ধীরতরস্বরে জয়চাঁদ তৃতীয় অবসরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"আমার প্রাণাধিক অমরসিংহ কোথায়?—অন্তঃকরণে বড় উদ্বেগ।—তুমি এলে, অনেক উদ্বেগ দূর হলো,—প্রাণাধিক অমরসিংহ কোথায়?"

ইন্দিরার মুখ গম্ভীর হলো।—প্রফুল্লতায় গম্ভীর।—মনে মনে ভাবলেন, আমার হৃদয় যে প্রশ্ন করবার জন্যে মুহুর্মুহু আকুলিত—উৎকণ্ঠিত—উত্তেজিত হোচ্ছিল,—আমার কর্ণ যে প্রিয়বার্ত্তা শ্রবণের জন্যে ঘন ঘন সমুৎসুক হোচ্ছিল,—জয়চাঁদ সেই প্রশ্নই উত্থাপন কোরেছেন! দেখি দেখি, ইনি কি উত্তর দেন।—ইন্দিরা চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ একজন নরপতির কন্যা; মতিও একজন সম্ভ্রান্ত সেনাপতির দুহিতা,—এখন অবধি এঁদের আর ইতর সম্বোধনে প্রয়োজন নাই। বংশ অনুরূপ মান্য পদবীতেই সম্বোধন করা উচিত।—ইন্দিরা সকৌতুহলে আমোদিনী হোলেন।—সংশয়শূন্য যদিও নয়, তথাচ সরল স্বভাব-সুলভ কৌতুহলে আমোদিনী।

জিজ্ঞাসিত অতিথি দুই তিন মুহূর্ত্ত নিরুত্তর থেকে ইন্দিরার মুখের

দিকে এক বার চাইলেন।—ইন্দিরার চাঁদুল—বিস্ফারিত নেত্রপুত্তলি এতক্ষণ পথিকের মুখে, চক্ষে, সুস্থির প্রতিবিম্বিত হোচ্ছিল,—নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হবা মাত্রেই অমনি মুকুলিত হলো।—মতির দিকে মুখ ফিরিয়ে লজ্জাবতী অমনি লজ্জায় নতমুখী হোলেন।

জয়চাঁদের দিকে ফিরে একটু একটু থেমে অতিথি বোল্লেন,—"পিতার সেইরূপ মতিভ্রম দেখে,—আর তাঁর সেই বাৎসল্য ত্যাগের সম্পূর্ণ লক্ষণ অবগত হয়ে রাত্রিকালে আমরা উভয় সহোদরে দেশ-ত্যাগ করি। আগরা পর্য্যন্ত আমার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যান। পাছে—"

চোম্‌কে উঠে জয়চাঁদ বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"অ্যাঁ ?—আগরা পর্য্যন্ত ?—তার পর কি তোমরা তাঁরে পরিত্যাগ করো ?—অ্যাঁ ?—একাকিনী কুলবধূ কি তবে আগ্‌রাতেই থাকেন ?"

"শ্রবণ করুন।—একাকিনী আগরাতে থাকেন না।—পাছে প্রকাশ হই, এই শঙ্কায় তাঁরে সরাসর সঙ্গিনী হোতে নিষেধ করি। তাঁর এক জন সহচারিকা সঙ্গে ছিল। দুজনকেই পুরুষের বেশ ধারণ কোত্তে বলি। আরো বলি, একত্রে এক সঙ্গে যাওয়া অপরামর্শ,—তোমরা কিছু পশ্চাৎ এসো, আমরা অগ্রসর হই।—বাঙ্গালা দেশে যাবার আমাদের মানস আছে, অগ্রপশ্চাৎ যখন হয়, সাক্ষাৎ হোলেও হোতে পারবে। এ কথা বলবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আগরা পর্য্যন্ত যেতে যেতে পথে নানা বিপদ ঘটে, সে সব বৃত্তান্ত সময়ে আপনি অবগত হোতে পারবেন। আমরাও সেই ধাঁচে ছদ্মবেশ ধারণ কোল্লেম।—বাঙ্গালীর বেশ।—আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ছদ্ম নাম শারদাবিনোদ, আর আমার নিজের ছদ্ম নাম আনন্দবিনোদ।

আমার নাম অন্নদাবিনোদ হলো বটে, কিন্তু দাদা রে শুদ্ধ বিনোদ বোলেই ডাক্‌তেন। আমাদের সঙ্গে যে অর্থ ছিল, তার মধ্যে যৎ-কিঞ্চিৎ আপনাদের কাছে রেখে, অবশিষ্ট সমস্তই আমার স্ত্রীকে প্রদান করি। তাঁকে আরো বলি, তোমরা যেখানে যাবে, সেখানে যদি কোনো ক্রমে কোনো লোক তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তা হোলে সধবা বোলে পরিচয় দিও না। কি জানি, এতদূর পর্য্যন্ত যখন গুপ্ত-চর সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে, তখন কোনরূপেই আমরা নিরাপদ হই নাই। তাঁদের এইরূপ উপদেশ দিয়ে আমরা উভয়ে ছদ্মবেশে আগ্রা থেকে যাত্রা করি। সেই অবধি পরস্পর ছাড়াছাড়ি।—তার পর নানা স্থান পরিভ্রমণ কোরে বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হই। সেইখানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর্দ্ধমানে একটী আশ্রম স্থাপন কোরে তাঁর সেই সহচারিকার সঙ্গে অবস্থান কোচ্ছিলেন, এক রাত্রি সেই আশ্রমেই আমরা বাস করি। শেষে পরিচয় পেয়ে দেশে আস্‌বার ইচ্ছা হয়।—ছদ্মবেশেই চোলে এসেছি। কেউই আমাদের চিন্‌তে পারে নি।—আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে এসেছেন।" এই শেষ কথাটা বোলে দূরপার্শ্বে উপবিষ্টা বধূটীর দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে দিলেন। জয়চাঁদ সেই দিকে চাইলেন,—বধূটীও সসম্ভ্রমে কে নমস্কার কোল্লেন।

"সব কথা ত শুন্‌লেম, প্রাণাধিক অমর সিংহ কোথায়?" সবিস্ময়ে, ভক্তি ব্যগ্রতার—অধিক আগ্রহে জয়চাঁদের এই ত্বরিত প্রশ্ন।

"একসঙ্গে আস্‌বার জন্যে তাঁকে বিস্তর অনুরোধ কোরেছিলেম, তিনি বোল্লেন, তোমরা অগ্রসর হও, আর কিছু দিন আমার বঙ্গদেশ দর্শন করবার বাসনা আছে।— দেশে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ

কোর্‌বো।—ফলে শীঘ্রই তিনি আস্‌বেন।”—এই কথা বোলে উত্তর-দাতা নিরুত্তর হোলেন।—এই কথাগুলি সম্পূর্ণ কল্পিত,—সম্পূর্ণ অলীক। এতৎ আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কথিত শেষরাত্রের ঘটনাটী স্মরণ কোল্লেই সেটী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হবে।

পরিচয়-প্রকাশকের কথা সমাপ্ত হোলে ইন্দিরা একবার মতির মুখপানে চেয়ে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। মতির মুখখানিও বিমর্ষ হলো। উভয়ের বদনেই বিষাদ আর হতাশচিহ্ন লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো।

একটু পরে বিনোদকে সঙ্গে কোরে জয়চাঁদ কি গোপনীয় পরামর্শের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর উঠানে চোলে গেলেন। গৃহমধ্যে তিনটী রমণী পরস্পর কিছুক্ষণ সেই অবসরে আপনাদের দীর্ঘ বিরহের কষ্ট আর অভাবনীয় দর্শনের হর্ষসূচক পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন। রাত্রিও ক্রমে শেষ হোয়ে এলো। জয়চাঁদ ফিরে এলেন;—সঙ্গীসহ গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, “বসন্তকাল যখন উদয় হয়েছে বসন্ত-প্রিয় মাধবও তখন অবশ্যই আস্‌বেন, সে জন্য আর চিন্তা নাই; কিন্তু দেখ বিনোদ! তোমাদের আমি এ বাড়ীতে রাখ্‌তে পাচ্চি না;—এখানে পদে পদে বিপদ আশঙ্কা আছে। তোমরা কিছু দিন আমার নিজ বাড়ীতেই গিয়ে অবস্থান করো,—উপস্থিত মহাসংগ্রাম নিবৃত্ত হোলে আমাদের শুভ সময় আগত হবে। আর রাত নাই, উষার আবরণ থাক্‌তে থাক্‌তেই চলো আমি তোমাদের উপযুক্ত স্থানে রেখে আসি।”

ইন্দিরা-ও মতিরে সম্ভাষণ কোরে বিনোদ-সঙ্গীকে জয়চাঁদের সঙ্গে বহির্গত হোলেন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে বিনোদের সওদর্শন কোরে জয়-চাঁদ বোল্লেন, “এখন সময় নিকট! তুমি কি আমার?”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তুমুল সংগ্রাম।

"ধু ধু ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম,
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড় গড়,
দগড় বগড় ঘন ঝাঁজে॥
হান হান হাঁকা, শত শত বাঁকা,
বাঁক কটার বিরাজে।
* * *
বড় বড় দাড়ী, চামর ঝাড়ী,
গোঁফ উঠে শির তাজে।
গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম,
গম গম তোপ আকাজে॥"

ভারতচন্দ্র।

অগ্রহায়ণ মাস অতীত।—পৌষ মাসের তৃতীয় দিবস।—ইংরাজী মতে ১৭ই ডিসেম্বর।—তিন দিন পূর্ব্বে শীকসেনারা ফিরোজপুরের দুর্গ লুণ্ঠন কোত্তে অগ্রসর হয়েছিল। ঐ দুর্গে সেদিন ৫০ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা জমা ছিল;—রক্ষক বৃটিশসেনা ৬ হাজারের অধিক ছিল না, বহুসংখ্যক শীকসৈন্য অনায়াসেই অভীষ্ট সিদ্ধ কোত্তে পাত্তো, কিন্তু সেটী ঘটে উঠলো না।—যে দলের সেনারা ঐ দুর্গ লুণ্ঠনে ধাবিত হয়, রাজা লালসিংহ তাদেরই সকলের সেনাপতি।—তিনি মনে মনে ইংরাজ রাজ্যের মঙ্গলাভিলাষী, আর গর্ব্বিত অবাধ্য শীকদের পতনপ্রত্যাশী

ছিলেন। তাঁর সকৌশল উপদেশে ফিরোজপুর দুর্গ সে যাত্রা নিরাপদ থাকে। ভীমরূপী সেনাদল তদনন্তর অম্বালা অভিমুখে যাত্রা কোরে মুদকী নগরে ব্যূহ রচনা কোল্লে। রাজা লালসিংহ সমরকার্য্যে পটু ছিলেন না, তথাচ রণসভার পীড়াপীড়িতে তাঁকে অগত্যা সেনাপতিত্ব স্বীকার কোত্তে হয়েছিল। সরদার তেজ সিংহ সর্দার সেনানী।—গোলাপ সিংহ,—সরদার রণজোর সিংহ.—ও বলদেব সিংহ প্রভৃতি বাহিনীপতিরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে রণসজ্জা কোত্তে লাগলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যে শান্তিসন্ধি করেন, তাঁর পরলোকপ্রাপ্তির পর সাড়ে ছয় বৎসর পরিপূর্ণ হোতে না হোতে উষ্ণ-শোণিত শীকেরা সেই সন্ধি লঙ্ঘন কোরে মহা অনর্থ আহ্বান কোল্লে।

রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থির হয়ে থাকেন না, শান্তিদেবীও তাঁর অনুগামিনী। যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হোলেই এঁরা উভয়ে সর্ব্বাগ্রে সচঞ্চলা হন। মুদকীর যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হয়ে সেইটীই সপ্রমাণ কোত্তে লাগলো। ভীষণ কামানের ভীষণ গর্জ্জন, বন্দুকের আওয়াজ, তলোয়ারের ঠনাঠন্, অশ্বহস্তীর ভয়াকুল চীৎকার আর রণবাদ্য মিশ্রিত উভয় পক্ষের সৈনিক হুহুঙ্কারে রণভূমি যেন প্রলয়কালীন জলনিধির ন্যায় আকুলিত হয়ে উঠলো। সহস্র সহস্র উল্কাপাতের ন্যায় শীকদলের গোলাবর্ষণে বৃটিসসেনাদল পুনঃপুনঃ ভগ্নোদ্যম হোতে লাগলো। এক দিনের কয়েক দণ্ড যুদ্ধে ইংরাজপক্ষের বহুতর সেনা রণশায়ী হলো। এই সময় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল মহাবীর স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর;—প্রধান সেনাপতি স্যর হিউজ গফ সাহেব বাহাদুর;—এঁরা উভয়েই সুবিখ্যাত মহাযোদ্ধা;—লর্ড হার্ডিঞ্জ

বাহাদুর মহাশূর নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সহিত চিরস্মরণীয় ওয়াটর্‌লুর সংগ্রামে যতদূর শঙ্কিত না হোয়েছিলেন, এই শীকসমরে তদপেক্ষা অধিক ভীত হোলেন। পূর্ব্বেই তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহারাজ রণজিতের জীবন আখ্যানে উক্ত হয়েছে, ইউরোপীয় প্রণালীতে আপনার সেনাগণকে সুশিক্ষিত করা তাঁর দৃঢ় পণ ছিল। বোনাপার্টির সেনাপতি আলার্ড ও বেন্‌টুরা সাহেব শীকেদের শিক্ষাগুরু। যে বীরপুরুষ স্বয়ং বোনাপার্টির যুদ্ধে প্রশংসা অর্জ্জন করেন, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সেই বোনাপার্টির শিষ্যের শিষ্যদের রণকৌশল দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হোলেন! লার্ড ক্লাইব,—লার্ড ওয়েলেস্‌লি,—ওয়েলিংটন প্রভৃতির অধীনে মহা মহা যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে সকল পাশ্চাত্য শূরেরা শিরোপা প্রাপ্ত হয়েছে, তারাও সভয়চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বোল্লে, "ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকার আরম্ভ অবধি ভারতবর্ষীয় যোধবৃন্দের এতাদৃশ অসীম বীরত্ব আর কখনো দর্শন করি নাই!" বস্তুত কথাও সত্য। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যেপ্রকার ব্যূহরচনার বর্ণন আছে, রণপণ্ডিত শীকেরাও প্রায় তদনুরূপ ব্যূহরচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন কোল্লে।

রণদক্ষ সেনাপতি শেল সাহেব ও মাক্‌স্কিল সাহেব প্রভৃতি বহুক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ কোরে শীকেদের মধ্যব্যূহের বামপার্শ্বে ভেদ কোল্লেন। অনবরত বিদ্রোহী বিক্রান্ত শূর সেনাপতিদের প্রতাপে হীনবল হয়ে অরণ্যাভিমুখে প্রধাবিত হলো।—সেনানীপ্রমুখ বৃটিসসৈন্যেরাও পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে তাদের উপর গুলি বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো।—শীকেরা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ কোরে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের উপর থেকে গুলি বৃষ্টি আরম্ভ কোল্লে।—যে অংশে অরণ্য, সে অংশ রণভূমি অপেক্ষা নীচু, সুতরাং যে ইংরাজ সেনারা অরণ্যগামী শীকেদের পশ্চাৎ গমন

কোল্লে, তাদের পশ্চাতে যে সকল শীক ছিল, তারা সুবিধা বুঝে উচ্চ ভূমির উপর থেকে আগ্নেয় অস্ত্র বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো। ও দিকে যারা বনমধ্যে তরুশৃঙ্গ আশ্রয় কোরেছে, তারাও উচ্চ স্থানের সুবিধা পেয়ে নিম্নতলস্থ ইংরাজ সেনাদের উপর গুলি নিক্ষেপ কোচ্ছে। দুই দিক থেকে অস্ত্র বর্ষণ হওয়াতে বহুশত বৃটিস পদাতি, অশ্বারোহী বিনষ্ট ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে পোড়্‌লো। প্রধান প্রধান সেনাপতিরাও অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিতকলেবর হোলেন।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো।—সূর্য্যদেব সমস্ত দিন বহুতর নর-শোণিত দর্শন কোরে ক্লান্ত,—শ্রান্ত,—ম্লান,—বিষণ্ণ হয়ে অস্তাচলে বিশ্রাম কোত্তে চোল্লেন। আর যেন নরহত্যা দেখ্‌তে পারেন না বোলেই শোকে লোহিতবর্ণ হয়ে প্রভাকর দ্রুতগতি স্বস্থানে প্রস্থান কোচ্ছেন, শীতকালের ছোট বেলা সেইটীই যেন সপ্রমাণ কোত্তে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত্বরা পৌষের মৃদু ভাস্কর অদর্শন হোলেন।

সূর্য্য অস্ত গেছেন, অথচ গাঢ় অন্ধকার হয় নাই,—সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল,—ঠিক গোধূলি সময়ে একটা প্রচণ্ড বাতাস উঠ্‌লো। চারি দিকে ধূমস্তম্ভাকার বালী উড়ে সমরক্ষেত্রের সমস্ত লোকের চক্ষু প্রায় অন্ধ কোরে দিলে। বৃক্ষারোহী শীকেরা সেই সময়ে বিলক্ষণ সুযোগ পেলে। তরুশাখাপত্রে শরীর আবৃত ছিল, ধূলা প্রবেশ কোত্তে পাচ্ছিল না, সচ্ছন্দে দিব্যচক্ষুমানের ন্যায় প্রতিপক্ষ পক্ষকে লক্ষ্য কোরে গুলি নিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লো। ও দিকে ইংরাজপক্ষের ত্রাণ্ডণ অশ্বারোহীরা বিপক্ষ-শিবিরে প্রবেশ কোরে শাণিত অস্ত্র সঞ্চালন কোচ্চে, কিন্তু শীকেদের তুলাপোরা অঙ্গবস্ত্রের উপর সে সকল আঘাত তাদৃশ সাঙ্ঘাতিক বোধ হোচ্চে না। ক্রমে রজনী তিমিরাবৃত হলো। পরস্পর

উভয় পক্ষের কেহই কাহাকে নিরীক্ষণ কোত্তে সমর্থ নয়,—এই সময় বাম ব্যূহের গোরারা সঙ্গীন-যুদ্ধে গোলন্দাজ শীকেদের পরাভূত কোরে বৃহৎ বৃহৎ ১৭ টা তোপ কেড়ে নিলে। তখনো পর্য্যন্ত অসমসাহসী বীরদর্পী শীক শূরেরা রণস্থল পরিত্যাগ কোল্লে না। বরং আত্মশ্লাঘা কোরে ,বীরদর্পে টিট্‌কারী দিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "শুদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের জন্যে যারা বারুদের আঘ্রাণ ভালবাসে,—ক্ষীণজীবী মনুষ্য,—নির্দ্দোষ শশক,—আর নিরীহ পক্ষী শিকারের জন্যেই যারা বন্দুক ধারণ করে, তারা কোন্ সাহসে পঞ্জাববিজয়ী শীকসেনানলে পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন কোত্তে এসেছে ?"

এই গর্ব্ব বাক্যের প্রমাণ এই, মুদকীর যুদ্ধে গবর্ণর জেনেরেল ও প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ প্রায় যাবতীয় বড় বড় সেনাপতিরা সৈন্য-সহ হতাহত হন। জেলালাবাদবিজয়ী মহাবীর জেনেরেল শেল সাহেব,—মেজর জেনেরেল সর মাক্‌স্কিল,—এডিকাম্প মেজর হারিস,—কাপ্তেন মনরু,—ও কাপ্তেন জ্যাম্পর ট্রয়র প্রভৃতি ১৩ জন প্রধান সেনানায়ক,—১৯২ জন গোরা সেনা,—২ জন এতদ্দেশীয় সেনাপতি,—আর বিস্তর দলবল সমরক্ষেত্রে হত হন। ৪৮ জন সেনাপতি, ৫৯৮ জন সৈন্য, ১০০ বাদ্যকর, আর ২১ জন অশ্বপাল আহত হয়।—এদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ভারতবর্ষের কোনো যুদ্ধে এতা-ধিক বৃটিস সেনা নিহত হয় নাই। বিশেষত এক দিনে !

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হোতে লাগ্‌লো।—কোনো দিকে দৃষ্টি চলে-না ;—সেনাপতি লালসিংহ আত্মশঙ্কায় রণস্থল পরিত্যাগ কোল্লেন। অধিনায়কের [illegible] দর্শনে বিভীষণ সেনাগণ কোনো অংশে ক্ষীণ-সাহস না হোয়েও অগত্যা সংগ্রামে উপেক্ষা কোরে চোলে গেল। এ

অবস্থায় যায় কোথায় ?—ভেবে চিন্তে সেনাপতি তেজ সিংহের পরিখা-বেষ্টিত ফিরোজশাব প্রধান শিবিরে প্রস্থান কোল্লে।

ফলাফল বলাবল বিচার কোরে দেখলে, পাঠক মহাশয়!—আপনি অবশ্যই স্বীকার কোরবেন, মুদকীর যুদ্ধে শীকেরাই জয়ী হলো। বৃটিস সেনার তুল্য স্থলজল-সমরবিশারদ অপর কোনো জাতিতে বিদ্যমান নাই, এই স্থির সিদ্ধান্তে গাঢ় বিশ্বাস ছিল বোলেই মহারাজ রণজিৎ সিংহ কখনো বৃটিস গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু বলদর্পিত শীকসেনারা সর্ব্বদাই বলাবল পরীক্ষায় উৎসুক ছিল। বর্ত্তমান সংগ্রামে তাদের পক্ষে ভাল অধ্যক্ষ একজনও ছিলেন না, তথাপি তারা বিরাট বিক্রমে বিলক্ষণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন কোরেছে। ইতিহাস লেখকেরা বলেন, গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর স্বয়ং আর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হিউজ গফ স্বয়ং অস্ত্রধারণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত না থাকলে শীক সেনাদলকে পরাজয় করণের প্রত্যাশা ছিল না। কথাগুলি নিতান্ত অযথার্থ নয়।—কিন্তু মূল কারণ,—অবাধ্য সেনারা স্বস্বপ্রধান—স্বস্বপ্রভু হয়ে রণমদে প্রমত্ত হয়েছিল। যাঁরা যাঁরা সেনাপতি হোয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই কেবল নামমাত্র। তেজসিংহ প্রধান নায়কত্ব স্বীকার কোরেছিলেন বটে, কিন্তু এক চক্রে রথের গতি হয় না। রাজা লালসিংহের দুই দিকেই বিপরীত ভাব। একে, তিনি যুদ্ধকার্য্যে অপণ্ডিত,—তাতে আবার ইংরেজের পক্ষে যোগ আনা টান। শীকেরা রণদক্ষ ফরাসী সেনাপতির রণশিষ্য;—সে সকল সৈনাপতি এ সময় বিদ্যমান নাই;—মহাপ্রতাপ মহাশূর জেনারেল আলার্ড সাহেবের পরলোক হয়েছে,—তাঁর পরলোক অবধি অশ্বারোহী শীকসেনারা যুদ্ধশিক্ষায় প্রবঞ্চিত।

মহারাজ সেরসিংহের সময়ে সেনারা অবাধ্য হয়ে পঞ্জাবস্থ প্রায় সমস্ত ফরাসী সেনাপতিকে কুটিল ষড়যন্ত্রে বিনাশ করে। এ প্রদেশে সেই ঘটনার পর অবধি পদাতিক সৈন্যেরাও সামরিক বিদ্যাভ্যাসে এক প্রকার নিরস্ত হয়। এতে কোরেই স্পষ্ট জানা যাচ্চে, পূর্ব্বের অর্জ্জিত শিক্ষাই মুদকীর সংগ্রামে শীক সেনাদের কৌশলসর্ব্বস্ব। অন্য পক্ষে আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের অধীনে যে সকল আফগান গোলন্দাজ ছিল, অবসর মত তারাই শীকেদের খাল্‌সা সেনানী-মণ্ডলে তোপ চালনা কোর্ত্তো। যদিও তারা উপস্থিত সময়ে আপনাপন বল,—আপনাপন সাধ্য গোপন কোরে অকৃতজ্ঞ হয় নাই, তথাপি অবাধ্য দর্পিত শীকদের চূর্ণদর্প দর্শন তাদের মনোগত বাসনা ছিল। এ বাসনার একটী নিগূঢ় কারণও আছে,—কেবল আফগানদের বোলে নয়, পঞ্চনদের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের ঐ একরূপ বাসনা। কারণটী এই, খাল্‌সা সেনারা পুনঃপুন স্বেচ্ছাচারী হয়ে প্রজার ধন হরণ, প্রাণ হরণ, প্রধান প্রধান সেনাপতি নিধন, মন্ত্রীবধ, রাজকুল বিনাশ আর গুরুহনন প্রভৃতি অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, সেই অধর্ম্মের ফল, কোনো রণদক্ষ বিজ্ঞ সেনাপতি তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই;—সুমন্ত্রণা দান করেন, এমন একজনও সুমন্ত্রী বিদ্রোহীদলে ছিলেন না। সার কথা, পঞ্জাবে বৃটিস পরাক্রম লোপ হয়, কোনো ভাল লোকের সে ইচ্ছাই ছিল না। যা ই হোক্, অহেতুক—অনুচিত সময়ে শীকেরা যে অসমসাহসিক বীর্য্য প্রদর্শন কোরে, তাতে পঞ্জাবের অগৌরব—অন্য যে পক্ষে থাকুক,—রাজবিদ্রোহিতা যত বড় অপরাধ হোক্,—পাপপুণ্য প্রতিফল যার যা হোক্,—যুদ্ধপক্ষে পঞ্জাবের অগৌরব কোরবার নয়,—বিপক্ষের হাতেও নয়।

দ্বিতীয় দিবস।

"মার মার! ফেরিঙ্গি মার! ফেরিঙ্গি মার!" শব্দে শীক সেনাদল ফিরোজসা নগরে সমবেত হলো। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ সেনানিবেশ, বস্ত্রগৃহ, সুবিচিত্র সেনাব্যূহ, রাশিরাশি অস্ত্র, বহুতর হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বৃহৎ বৃহৎ কামান সুসজ্জিত কোল্লে। লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর আর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হিউজ গফ্ বাহাদুর সুশিক্ষিত সজ্জীভূত বৃটিস-বাহিনী একত্র কোরে রণস্থলে উপস্থিত হোলেন। সম্মুখযুদ্ধ, বিমুখযুদ্ধ, গুপ্তযুদ্ধ উভয় পক্ষেই আরম্ভ হলো। কূটবুদ্ধি বিদ্রোহীরা গোপন-ভাবে রাত্রিকালে বৃটিস শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক অনবরত গুলী বর্ষণ কোত্তে থাকে। গভীর নিশীথে গবর্ণর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতি যে শিবিরে থাকেন, কয়েক জন ধূর্ত্ত শীক সেই শিবির-মুখে একটা কামান পেতে রেখে যায়। শরীররক্ষী প্রহরীরা এই সন্ধান পেয়ে সতর্ক না হোলে সেই রজনীতে মহা অনর্থ ঘটনাব সম্ভাবনা ছিল। জনকতক লোক তস্করের ন্যায় এক একটা পটবাসে অগ্নি দিয়ে যায়! পরমেশ্বরের কৃপায় সে উপদ্রবে নিদ্রিত সেনাদলের বিশেষ কোনো অপকার ঘটে নাই।

গুপ্ত যুদ্ধ অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধে শীকেদের অধিক বীরত্ব লক্ষিত হয়েছিল। এমন কি, বহু রণবিজয়ী বৃটিস সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়ে মুক্তকণ্ঠে বোলেছে, আষাঢ় মাসের বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত গোলাগুলী বর্ষণ কোত্তে পারে, এমন আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষিত যোদ্ধাপতি প্রায় অন্যত্রে দর্শন করা যায় না! ওয়াটরলুর রণজয়ী লার্ড হার্ডিঞ্জ এই ফিরোজসার যুদ্ধে এতদূর ভীত হন যে, আপনার [illegible] আর [illegible] আপন পুত্রের হস্তে সমর্পণ কোরে [illegible]

স্বরে বলেন, করুণাময় ঈশ্বরের করুণায় এই বিপুল বিক্রান্ত বিপক্ষ-হস্তে যদি জয়লাভে প্রাণ রক্ষা হয়, তবে পুনর্ব্বার মিলন হবে; অন্যথা ভারতবর্ষের সহিত আমাকে এই সমরক্ষেত্রে শায়িত হোতে হবে। এই দেখাই আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ!

গবর্ণর জেনেরল এই দিন স্বয়ং দ্বিতীয় সেনাপতি,—হিউজ গফ প্রধান সেনাপতি। এই দুই মহাবীর সমস্ত সেনা পরিচালন কোরে প্রাণ-পণে যুদ্ধ করেন। বহু সৈন্য ক্ষয়ের পর অবশেষে হারি স্মিথের পরাক্রমে জয়লাভ হয়। দুই দিবসের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র মৃতদেহ, মৃত অশ্ব, মৃত উষ্ট্র ইত্যাদিতে রণস্থল আচ্ছন্ন হয়! কোন স্থানে শত শত শব স্তূপাকার, কোন স্থানে শত শত মূর্চ্ছিত লোক ভূ-লুণ্ঠিত, কোন কোন স্থানে সহস্র সহস্র আহত জীবিত লোকের ভীষণ আর্ত্তনাদ!

অতল সিংহ একজন শীকদলের সর্দ্দার হাওলদার। কোনো সেনা অথবা সেনাপতি তাঁরে সমরাঙ্গণে বরণ করেন নাই;—নিজের দলবলে নিজেই তিনি আপনাআপনি মহা পরাক্রান্ত। এই অতল সিংহ হিউজ গফের বক্ষ লক্ষ্য কোরে এক গুলী মারে, ভাগ্যক্রমে সেই গুলী তাঁর বাহন অশ্বের বক্ষ বিদারণ কোরে বহির্গত হয়। সেনাপতির শরীরে গুলীর আঘাত লাগে নাই বটে, কিন্তু আহত অশ্ব তাঁকে শুদ্ধ ভূতলশায়ী হও-য়াতে তিনি কিছুক্ষণ মূর্চ্ছাপন্ন থাকেন। এই ঘটনার অবসরে প্রুসিয়া রাজ্যের এক রাজপুত্র দেশভ্রমণে বহির্গত হয়ে দিল্লীতে আসেন, সেখানে তিনি শুনেন, পঞ্জাবী শীকেদের সঙ্গে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের সংগ্রাম উপস্থিত। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দিল্লীতে কালবিলম্ব না কোরে [illegible] দর্শনে সমুৎসুক হয়ে শতদ্রুতীরে উপস্থিত হন। গবর্ণর জেনেরল তাঁরে যথোচিত সমাদরে অভ্যর্থনা করেন।

কুমার মহাবীর্য্যবান, রণপাণ্ডিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারী হয়ে আপন সমভিব্যাহারী সেনাগণকে সজ্জিত কোরে সমরে প্রবৃত্ত হন। ক্ষণকালের যুদ্ধে রাজপুত্রের দুইজন পার্শ্বরক্ষক নিহত হওয়াতে লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর তাঁরে অবিলম্বে ফিরোজপুরে পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় দিবসের সূর্য্যাস্ত সময়ে শীকেদের মৃণ্ময় দুর্গের শিখর-দেশে বৃটিস জয়পতাকা উড্ডীন হলো। পতাকা উড্ডীন হলো বটে, কিন্তু সৈনিক পরাক্রমে শীকেরা সে যুদ্ধেও অনেকদূর শ্রেষ্ঠ।

বাদওয়াল, আলওয়াল, আর সবরাউণের যুদ্ধে পর্য্যায়ক্রমে উভয় পক্ষে জয় পরাজয় হয়ে পরিশেষে বৃটিসপক্ষের জয়ডঙ্কানিনাদে উপসংহার হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহের নাম, ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম আর এই বিদ্রোহী সেনাদলের দুর্ব্যবহার তুলনা কোরে দেখ্‌লে সহৃদয় হৃদয় নিতান্ত গাঢ়তর শোকে দ্রবীভূত হয়ই হয়,—পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হয়! জহর সিংহের বিয়োগ-বিধুরা ভবিষ্যৎ-বাদিনী সাধ্বী রমণীগণের ভবিষ্যৎ-বাদ—অভিসম্পাত এত দিনের পর সফল হলো। দুরাত্মারা বিশ্বাসঘাতকতা কোরে দুই বৎসর পূর্ব্বে গুরু বীরসিংহকে বধ করে। জহর সিংহকেও গুপ্ত কৌশলে নিধন করে। জহর সিংহের রাণীরা গুরুঘাতী ও রাজঘাতীগণকে এই কথা বোলে শাপ দেন যে, "এই মহাপাতকীদের মৃতদেহ অনলে সৎকার হইবে না, মাংসাহারী জীবেরাও ভোজন করিবে না!" ইংরাজ বিজয়ে সেই মহাতাপিনী সতীসাধ্বীদের বাক্যের ফল প্রত্যক্ষীভূত হলো। পরাভূত সেনারা যখন শতদ্রু সন্তরণ দিয়ে পলায়ন করে, সেই সময় ইংরাজ গোলান্দাজেরা বৃষ্টি-ধারার ন্যায় গুলি বর্ষণ কোরে তাদের সমূলে নির্ম্মূল কোল্লে। শতদ্রুর যেখানে গুরুঘাতীরা গুরু বীরসিংহের হত দেহ নিক্ষেপ কোরেছিল,

সেইখানেই তাদের পাতকী শরীর শোণিতাক্ত হোয়ে জলশায়ী হলো! সমস্ত নদজল পাপীশোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ কোল্লে!

ফলিল সতীর বাণী, মহা অভিশাপ!
দলিল বৃটিস দলে, শিক বীরদাপ!!
জ্বলিল তোপের তাপে, গুরুমারা পাপ!
জলময়ী জলে সব, জুড়াইল তাপ!!
মন্ত্রী হয়ে লাল সিং, দেখালে প্রতাপ!
শিশু দলীপের সুখে, বিমুখী পঞ্চাপ!!
পাছু হটি পলাইলা, সেনাপতি "লাল"!
শতদ্রুর "লহর লহুতে হৈল লাল!!"
বিনাশি বিপক্ষ পক্ষ, করি মহামার।
পঞ্চাবে কহিলা লাড, "তুমি কি আমার?"

নবম

যে কাজের যে ফল!

"ঘূর্ণিকা সদৃশ সন্ধি অবোধ বিকল।
আশ্রয়েতে পরিণামে অপকার ফল॥
এইরূপ আমাদের সন্ধির প্রকার।
কঠিনতা নিষ্ঠুরতা লক্ষণ ইহার॥"

TOD.

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজা গোলাপ সিংহ উচিতমত উপঢৌকনসহ শিশুরাজ দলীপ সিংহকে সঙ্গে লোয়ে

লিলিয়ানার শিবিরে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন। লার্ড হার্ডিঞ্জ রণপাণ্ডিত্যে যেমন, বিষয়বুদ্ধিতেও তেমনি, আর সরলতাতেও তেমনি। তিনি শিশু রাজকুমারকে সস্নেহে কোলে ক্ষোরে যথোচিত সমাদর কোল্লেন। গোলাপ সিংহকে সম্বোধন কোরে পুনঃপুন বোল্লেন "মহারাজ রণজিৎসিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের চির-মিত্র, তাঁর বংশকে রাজ্যভোগে নৈরাশ করা আমার ইচ্ছা নয়, সে ইচ্ছাতেও এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া হয় নাই, শিশু দিলীপ সিংহ আর ইহাঁর জননী যাহাতে সুখে থাকেন, তাহা আমার একান্ত বাসনা। রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই, যাহারা আমাদিগের উপর স্বইচ্ছায় উৎপাত করিতেছিল, যাহারা প্রাচীন সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিতেছিল, তাহাদিগকে দমন করিতে আসিয়াছি। আপনি লাহোর দরবারের প্রধান অমাত্য, আপনাকে পুনঃপুন বলিতেছি, আর আপনাদের পক্ষের উকীল লালা চুনিলাল ইতিপূর্ব্বে ফিরোজপুরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতেও বলিয়াছি, রাজ্যলাভে আমার অভিলাষ নাই, মহারাজ রণজিতের বিত্তের প্রতিও আমার লোভ নাই, আপনি এই সকল কথা রাজমহিষীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর জলন্ধর রাজ্য প্রদান করিতে হইবে।"

লার্ড সাহেবকে সেলাম কোরে রাজা গোলাপ সিংহের সঙ্গে রাজ-কুমার দলীপ সিংহ লাহোরে গেলেন। অমাত্যের মুখে বিশেষ সমাচার জ্ঞাত হয়ে সেই প্রস্তাবেই রাজ্ঞী সম্মত হোলেন। গোলাপ সিংহ অতি সুচতুর লোক। বিশেষ স্বার্থ না রেখে কোনো কাজেই তিনি হাত দেন না। লোকক্ষয়কারী এত বড় যুদ্ধে পঞ্জাবরাজ্য প্রায় ছারখার

হয়ে গেল, গোলাপ সিংহের সৌভাগ্য! তিনি কাশ্মীরের রাজা হোলেন, লাল সিংহও সুবিধা ত্যাগ কোল্লেন না, রাজরাণী রাজসৌভাগ্যে বঞ্চিতা হোলেন,—বিজয়ী রাজ-পুরুষেরা শিশু দলীপকে খৃষ্টান কোল্লেন! বহুরূপীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের মত পঞ্জাবের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নূতন আকার ধারণ কোল্লে।

অতল সিংহ আকারে যে রূপ ভয়ানক, ব্যবহারে যে রূপ করাল, স্বভাবেও তেমনি দুর্দ্দান্ত-পাপাচার-নিষ্ঠুর। স্ত্রীলোকের প্রতি তার এত দূর মায়া যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারে আপনার মতে আনতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার মহাপাতকী হৃদয় তিলমাত্র বিশ্রাম লাভ করে না!—রাজ্যের প্রতি তার এতদূর লোভ যে, যে রাজার প্রসাদে তার এতদূর ঐশ্বর্য্য আর সংসারের যা কিছু বল, সর্ব্বস্বই যে রাজার প্রসাদে, ইংরাজদের পরাজয় কোরে সেই রাজার রাজ্য আপনি গ্রাস কোরবে, এই দুর্ব্বাসনাই তার মনে মনে বলবতী হয়েছিল!—এক কথায় বোলতে গেলে, এক অতল সিংহের অবিশ্রাম উত্তেজনাই দুর্জ্জয় শীক-সংগ্রামের মূলীভূত কারণ। সন্তানের প্রতি তার এতদূর স্নেহ যে, স্বহস্তে পুত্র-কন্যার মস্তক ছেদন কোরে তার সন্তোষের সীমাও পরিমিত পরিমাণে সীমাবদ্ধ হয় না। এই নরাধমের আকৃতি দীর্ঘ,—এত দীর্ঘ যে, ৪ হাতের চেয়েও ৪।৫ আঙুল উঁচু; বিকট কৃষ্ণবর্ণ, ঝাঁকড়া চুল, ঝাড়ালো গোঁফ, অশ্বপুচ্ছ দাড়ী, মুখের আয়তন দাড়ীর দিকে ঈষৎ বাদামে না হোলে ঠিক চাকার মত গোল বোধ হতো। শরীর অপেক্ষা মাথা অনেক ছোট, প্রকাণ্ড ষাঁড়ের চক্ষের ন্যায় চক্ষু, কোল বসা, তাতে কালসীটে পড়া, কাণ ছোট ছোট, দাঁত বার করা, ঠোঁট বেজায় পুরু, গলা এত ছোট যে, ঘাড়ে গর্দ্দানে এক;—পেট তুন্দুল; আর এত বড় যে, বুক নাই

বোল্লেই হয়। শরীর অসম্ভব দীর্ঘ হোলেও হাত দুখানা ক্ষুদ্র মানুষের মত খাট খাট; চাউনিতে যেন রাগ, হিংসা আর নিষ্ঠুরতা সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান, দেখ্‌লেই ভয় হয়। রাতদিনের মধ্যে এক লহমাও অস্ত্র ছাড়া থাকে না,—অস্ত্র ছাড়া চলে না। এই পাপাত্মার নিদ্রার অবসর অতি অল্প, কার প্রাণ হনন কোর্‌বে, কোন্ গৃহস্থের সর্ব্বস্ব অপহরণ কোর্‌বে,—কোন্ কুলস্ত্রীর সতীত্ব বিনষ্ট কোর্‌বে,—এই সকল দুশ্চিন্তা আর দুশ্চেষ্টাতে দিবানিশিই ব্যস্ত,—দিবানিশিই উন্মত্ত;—নিদ্রার অবসর অল্প।—স্বভাবের অনুরোধে যে যৎকিঞ্চিৎ তন্দ্রাকাল আবশ্যক হয়, সে সময়েও বিছানার নীচে তলোয়ার, কিরীচ, বর্ষা জাগান থাকে। আর সে তন্দ্রাও একপ্রকার সভয় কুস্বপ্নের ভাবান্তর মাত্র। দেখ্‌তে শুন্‌তে দুষ্ট লোকের দুঃসাহস বড় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, দুরাত্মা পাপীদের তুল্য ভীরু নিরীহদলে কেহই নাই। সর্ব্বদাই তাদের প্রাণের আশঙ্কা,—বিপদের কল্পনা। যারা মানুষ খুন করে, কি ডাকাতি করে, তাদের অবস্থা মনে মনে কল্পনা কোরে দেখ্‌লেই এই কথাগুলি যে ঠিক, তাতে আর সংশয় থাক্‌বে না।

অতল সিংহের চেহারাতেই তার স্বভাবের আকৃতি চিত্রিত রয়েছে। যতগুলি দুষ্কর্ম্ম জগতে আছে, তার সকলগুলিই এই করাল নিষ্ঠুর মূর্ত্তির আয়ত্ত।—পাঠক মহাশয় এখন জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, মহাপ্রতাপশালী প্রশান্তস্বভাব সর্ব্বজনরঞ্জন মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বমধ্যে সাক্ষাৎ কৃতান্ততুল্য এমন বিকটাকার পাষণ্ড,—লোকটা কে?—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাকে আমরা কালভোজ বোলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, এই ব্যক্তিই সেই নরপিশাচ পাষণ্ড রাক্ষস। নৃশংসাচারের জন্যই কালভোজ নামে প্রসিদ্ধ।

পরম হর্ষের আশায় মহাবিষাদ!—বিপুল লোভে দারুণ নৈরাশ! অতল সিংহ ওরফে কালভোজ পঞ্জাবরাজ্যের একছত্রা অধীশ্বর হবে, রণজিতের মৃত্যুর দিন থেকে মনে মনে এই দুরাশাকে অটল ঠাঁই দিয়ে রেখেছিল! খড়্গ সিংহের মৃত্যুর পর সেই প্রবল আশা আরও প্রবল হয়েছিল। সের সিংহ, হীরা সিংহ, কাশ্মীর সিংহ আর জহোর সিংহের মৃত্যুর পর সেই আশায় স্থিরতর বিশ্বাস, নিষ্কণ্টক বিশ্বাস। এতদিনে সেই আশা—পাপ দুরাশা একেবারে গভীর জলশায়িনী!—দুরাশা-তরঙ্গিত অন্তঃকরণে ভীষণ নৈরাশ্য ক্রীড়া কোচ্চে! সেই নৈরাশ্যের সঙ্গে নিরাশা-সাগরে হাঙ্গর, মকর প্রভৃতি নৃশংস জলচরেরা বিকট মুখ ব্যাদান কোরে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্চে! পাপাচার—পাপস্পৃহার নিবৃত্তি নাই! সর্ব্বদাই মনে মনে ডাক্‌ছে, "সুন্দরি! তুমি কি আমার?"

দশম পরিচ্ছেদ।

—৹৹৹—

কত বিলম্ব?

" রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী।
আমি কি ডরাই সখি, ভিকারী রাঘবে?"
মাইকেল।

ফাল্গুন মাসের দুই সপ্তাহ অতীত।—দুরন্ত কালভোজ আপনার গৃহের একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আছে।—রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর। কৃষ্ণপক্ষের দশমী, এখনও স্পষ্ট চন্দ্রোদয় হয় নাই;—অল্প অল্প অন্ধ-কার অল্পে অল্পে ভেদ কোরে অল্প অল্প আলো হোচ্চে। চতুর্দ্দিক্

নিস্তব্ধ,—পশুপক্ষীর রব পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। গৃহের সকলেই নিদ্রিত, পঞ্চনদক্ষেত্রের সকলেই নিদ্রিত,—মৌনবতী পৃথিবীও নিদ্রিত। কেবল মাঝে মাঝে ভীষণ কালপেঁচার ভীমরব শুনা যাচ্চে।—আর সমস্তই নীরব। এই, সময় কালভোজ একাকী একটী গবাক্ষে বোসে কি চিন্তা কোচ্চে।—পাপাচারী লোক হাজার কষ্টে পতিত হোলেও,—অহরহ পাপের ফল ভোগ কোল্লেও প্রকৃতি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে না, বরং একটা বিষয়ে হতাশ হবার পর তার মনে কুটিলতা, খলতা, নৃশংসতা আরও বৃদ্ধি হয়! সে সময় সে এক প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে। কালভোজ সেই প্রকৃতির লোক।—তার মনে এখন যে চিন্তার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হোচ্চে, সে চিন্তারও সংহারমূর্ত্তি!—সে ভাব্‌চে, সহজে যদি হয়, তবে আর বল প্রকাশের আবশ্যক থাক্‌বে না, আর তা যদি না হয়, তবে যা মনে আছে।—অর্থে বশীভূত না হোলে অস্ত্রে বশীভূত কোর্‌বো। পত্র তো লিখ্‌লেম,—অনেকক্ষণ লিখিছি,—বিজলা সে পত্র অনেকক্ষণ নিয়ে গেছে;—উঃ! সে অনেকক্ষণ! তখন ভাল কোরে সন্ধ্যাও হয় নাই।—তবে এখনও উত্তর আস্‌চে না কেন?—বিজলা এখনও ফিরে আস্‌চে না কেন?—দেখা পায় নি কি? না, তা কেমন কোরে হবে? সে বাড়ী থেকে তো তাকে ছেড়ে দেবার হুকুম নাই।—সুচেত দিবারাত্রি প্রহরিতা কোচ্চে। দেখা অবশ্যই হয়েছে, তবে কি জবাব দিলে না? তাও বোধ হয় না।—আমাকে অগ্রাহ্য করে, এত সাহস হবে না। তবে আজ না দিয়ে কাল দেবে, এ হোতে পারে। তার এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র উদয় হয়ে অস্ত গেলেন।

প্রাতঃকাল এলো,—মধ্যাহ্ন এলো,—তিন প্রহর এলো,—বিজলা এলো। তিন এলো আর গেলো, এক থাক্‌লো। সহর্ষে, বিজলার পানে

চেয়ে কালভোজ জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন? ভাল তো সব? খবর আচ্ছা তো?"

"অনেক আচ্ছা, কিন্তু ঠিক নয়। পত্রখানি আমি তাঁর হাতে দিতে পারি নি, সেনাপতি আমারে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে দিলেন না। তাঁরি হাতে দিয়ে চোলে এসেচি।" একে একে থম্‌কে থম্‌কে বিজলার এই উত্তর।—উত্তর দিয়েই হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বোল্লে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যখন আমার সহায়, তখন দেবতা-দেরও আমি ভয় করি না;—আর সে ছুঁড়ী বড় ফিঁচেল—ভারি হিংসুকে। আপনি আমারে অনুগ্রহ করেন বোলে তার বড় হিংসে, যার তার কাছে আমার নিন্দে করে। আমি তারে যেমন কোরে পারি আপনার পায়ে এনে ডালি দেবই দেবো। ও সব চিঠিপত্রের কথা কি বোল্‌চেন, যদি একবার ইঙ্গিতে অনুমতি দেন, তা হোলে এমন ফুসূলে কাস্‌লে তারে এখানে আন্‌তে পারি যে, সে নিজেই ঘুরে পোড়্‌তে পথ পায় না। রাজরাণী হোতে কার না সাধ করে? তারও মনে মনে ইচ্ছা আছে, কেবল বাইরে লজ্জা জানিয়ে দেখায় যে, আমি বড় সতী!—তা আপনি কিছু ভাব্‌বেন না সে জন্যে। সে আমাদের হাতের শিকার হয়ে পোড়েচে। আর চিত্রাবতীও এই কথা কাল আমারে বোল্‌ছিল।"

কালভোজ অন্যমনস্ক ছিল;—বিজলা এত কথা বোল্লে, সবগুলি মন দিয়ে শোনে নি। খাপ্ ছাড়া খাপ্ ছাড়া মাঝে মাঝে একটা একটা শুনে বিজলাকে কাছে টেনে নিয়ে বোল্লে "হাঁ? চিত্রাবতী?—চিত্রা-বতী সেখানে আছে?—কেমন কোরে আছে? কখন গেলো?—তা চিত্রা যদি সেখানে আছে, তা তারিই হাতে পত্রখানা দিয়ে এলে না কেন? আচ্ছা যা হোক, সুচেত সিং আমার নিমকের লোক, সে

কখনো বিশ্বাসঘাতকী হবে না, আমার কাজে অবহেলাও কোর্‌বে না, সে পত্র সে তারে দেবেই দেবে।”

পাঠক মহাশয়! এই স্থচেত সিং নামটী আজ্ আপনি নূতন শ্রবণ কোল্লেন। নামটী নূতন হলো বটে, কিন্তু ব্যক্তি নূতন নয়। পদত্যাগী সেনাপতি শূরেন্দ্র জয়চাঁদ এই নামেই আখ্যাত; তাঁর প্রকৃত নামই এই। তবে তিনি না কি এক পক্ষে ইন্দিরার পালক পিতার স্বরূপ, অথচ ইন্দিরা রাজকন্যা, অন্য সম্বোধনও কোত্তে পারেন না,—আর সেই প্রাচীন বীরপুরুষকে নাম ধোরেও ডাক্‌তে পারেন না,—তাই জন্যে বহুযুদ্ধে জয়লাভ কোরেছেন বোলে সমাদরে জয়চাঁদ বোলে ডাকেন। তাঁর দেখাদেখি ঘনিষ্ঠ স্ত্রীলোক মাত্রেই স্থচেত সিংহকে ঐ নামেই আহ্বান করেন।

কিয়ৎক্ষণ কালভোজ নিস্তব্ধ। অসম্বদ্ধ কথা কইলে বোলে বিজলা নিকটে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তার মুখপানে চেয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে কালভোজ তারে বোল্লে, “দেখ বিজলা! আচ্ছা তাকে,—না —না, সন্ধ্যার সময় তুমি এক বার সেখানে যেও, কি না হয় এখনিই যাও,—” এই কথা বোলে আর এক দিকে চেয়ে বিজলার হাত ছেড়ে দিলে, বিজলা চোলে গেল।

সন্ধ্যা হলো। তখনও পত্রের উত্তর না পেয়ে কালভোজের মন উড়্ উড়্ কোচ্চে। ভাব্‌ছে, যাই কি না যাই? যদি যাই, আর এরি মধ্যে যদি উত্তর আসে, তবে ত আশু সুখ লাভে হতাশ হোতে হবে! আর যদি না যাই, এই ঘরে বোসে থাকি, তা হোলেও মুহুর্মুহু বিরহ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হবো! এইরূপ ভেবে গবাক্ষদ্বারে মুখ বাড়িয়ে চার দিক চেয়ে দেখ্‌লে। ধরাতল তিমির অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিছুই দেখা গেল

না। ভাবলে, পৃথিবীও আমার হৃদয়ের মত অন্ধকার হয়েছে। আমার দুঃখে এঁরও দুঃখ হোচ্চে, তবে ইনিও আমার প্রতি সুপ্রসন্ন, তবে—এই বেলা এক বার যাই, গিয়ে দেখে আসি। এইরূপ সংকল্প কোরে পাপিষ্ঠ দস্যু ঘর থেকে বেরুলো। জয়চাঁদের ভগ্নীর বাড়ীতে গেল।

বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ,—ঘরের গবাক্ষদ্বার বন্ধ।—দুরন্ত গুপ্ত-পিশাচ ক্ষণকাল এধার ওধার পায়চারি কোল্লে;—কোনা সাড়াশব্দ পেলে না,—জানালার বাইরে থোম্‌কে দাঁড়ালো। কারো কথা শুন্‌তে পেলে না। মনে কোল্লে, শুয়েছে;—হয় ত ঘুমুচ্চে,—"আমার সেই প্রেমপত্রীখানি তবে ওর বালিশের নীচে রয়েছে।—না,—ঘুমোয় নি, —ঘুমোবে কেন?—জেগে আছে,—পোড়্‌ছে,—মনঃসংযোগ দিয়ে আমার পত্রের এক একটী কথা বুঝে বুঝে পোড়্‌ছে। লেখা খুব ভাল হয়েছে কি না,—মন খুলে মনের কথা সব লিখেছি কি না;—তাই দেখ্‌ছে আর কতক্ষণে আমার কোলে এসে বোস্‌বে, ব্যস্ত হয়ে তাই-ই ভাব্‌ছে। এমন গুণবান্ সুপুরুষ ত আর—"গবাক্ষ' তুমি আমার উদয়াচল,—তোমাতেই আমার প্রাণের সূর্য্য উদয় হয়েছে!—গবাক্ষ! তুমি একবার মুক্ত হও, আমি প্রাণ ভোরে দর্শন করি।—এই—" বোল্‌তে বোল্‌তে যেন বাতুলের মত হয়ে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে টিপ্ টিপ্ কোরে জানালায় ঘা দিতে লাগ্‌লো। একটু পরেই আবার চৈতন্য পেয়ে আপনা আপনি বোল্লে, এ ঘরে কেউ নাই।—কোথায় তবে?

আর ধৈর্য্য ধারণ কোত্তে পাল্লে না। বাঘে তাড়া ষাঁড়ের মত ছুটে দুম্ দুম্ শব্দে দরজায় ঘা দিতে লাগ্‌লো,—ওজন থামে না;—উপর্য্যু-পরি সজোরে আঘাত।

ভিতর দিক্ থেকে কপাট খুলে সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত

নূতন মূর্ত্তি উপস্থিত !——স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ।—দীর্ঘাকার,—রোগা,—বর্ণ ফ্যাঁসাটে কালো,—ময়লা নীলবর্ণের ঘাগ্‌রা পরা,—বেনিয়ানের আস্তিন আঁটা, সালুর কাঁচুলি, তার ঠাঁই ঠাঁই ছেঁড়া,—নাভি পর্য্যন্ত পেট খোলা,—তাতে দাদ্ ভরা ;—হাতের কন্থুই থেকে পোঁচা পর্য্যন্ত মাড়োয়ারিদের মত শারি শারি দু বাই পিত্তলের খাড়ু,—ভিতরে ভিতরে উল্‌কির ছাপ,—পায়ে নূপুরের মত টানা বাঁধা বাঁক্ মল,—তার সঙ্গে দশ আঙুলে দশটা চরণ-চুট্‌কি,—কাণে দুখানা বড় বড় পাশা, আর উপর দিকে ইলিবিলি মাকড়ি,—নাকে নাকচুণ্ডি দেওয়া চওড়া বেসর,—চূড়া কোরে খোঁপা বাঁধা, সিঁতেতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত দু আঙুল চওড়া ভুরো সিঁদূর টানা,—ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে রুই-মাছের কাণাসির মত চিত্রবিচিত্র করা একটা প্রকাণ্ড টিকুলি ;—মুখে নাকে,—কপালে ঘন ঘন ত্রিশূলের মত আর চিড়েতনের টেক্কার মত চিত্রবিচিত্র উল্‌কি,—চোকের কোলে কাজল,—ঠোঁটের দু কস্ দিয়ে রক্তধারার ন্যায় পানের পিক্ গড়িয়ে পোড়্‌ছে,—আকার প্রকারে ঠিক যেন আমাদের এ অঞ্চলের রাজমিস্ত্রীদের যোগাড় দেওয়া ছাতপেটা রেজা, কিম্বা মেথ্‌রাণী। বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। সেই মূর্ত্তি বাঁ হাতে একগাছা ঝাড়ু নিয়ে দরজা খুলে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় নেড়ে নেড়ে কেঁই মেই সুরে গীত গাচ্চে।

কালভোজ তারে দেখেই চোটে উঠ্‌লো। ক্রোধে—ঘৃণায় গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুই ?—এরা কোথা ?"

বিকট মুখভঙ্গীতে খিল্ খিল্ কোরে উদাস হাসি হেসে সেই আকৃতি উত্তর কোল্লে, "রোহিয়া—রোহিয়া—মেরা নাম হ্যায় রোহিয়া। —এরা কোথা ?—তুমি কে ?"

কথা শুনে কালভোজ আরো রেগে উঠ্‌লো।—ধাক্কা মেরে তারে ঠেলে ফেলে দিয়ে দ্রুতবেগে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে।

"হোকম না আছে জানেকো;—খাড়া হও ভেইয়া!" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে রোহিয়া তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লো। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, বাড়ীতে তিনটী কুটুরী।—আজ রাত্রের তার দুট ঘরে চাবী দেওয়া,—কেবল পূর্ব্বদিকের ঘরটী খোলা আছে,—সেই ঘরে একটী প্রদীপ জ্বোল্‌ছে, কালভোজ প্রথম দুটী ঘর বন্ধ দেখে উদাসচিত্তে তৃতীয় ঘরের দিকে ছুট্‌লো,—রোহিয়াও "নেহি চলো, নেহি চলো!" বোলে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। সে ঘরেও জনমানব নাই! কেবল রোহিয়াই একাকিনী সেখানে ঝুল ঝাড়্‌ছিল। কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হয়ে হতাশী তখন গৃহের মাঝখানে কাষ্ঠস্তম্ভের মত অচলভাবে দাঁড়ালো। রোহিয়া প্রবেশ কোরেই রুক্ষস্বরে বোল্লে, "কে তুমি?—এত বারণ কোচ্চি, খাতিরে আন্‌ছো না, কে তুমি?"

"আঃ! কেন ত্যক্ত করিস্? কোথা এরা?—ইন্দিরা কোথা?—সুচেত সিং কোথা? ইন্দিরা গেল কোথা?" তাড়াতাড়ি নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে কালভোজ এই প্রশ্ন কোল্লে।

"তারা আবার কে?—ইন্দিরা আবার কে?—আমি তারে চিনি না। তুমি শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমার প্রভু এসে দেখ্‌লে তোমার প্রাণ যাবে। শীঘ্র দূর হও।"

রোহিয়ার এই উত্তর শুনে কালভোজের গা কাঁপ্‌লো।—মনে বড় ভয় হল্লো।—সাধ মাসের সঙ্গে সঙ্গেই তার বল, দর্প, প্রভুত্ব, সমস্তই চূর্ণ হয়েছে, ব্রুটিসন্তোপাগ্নিতে তেজোরাশি এককালে ভষ্মসাৎ হয়ে

শীক-শোণিতে সেই ছাই পর্য্যন্ত ধুয়ে নিয়ে গেছে।—কিছুদিন পূর্ব্বে যে কালভোজ সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গ ছিল, এখন সেই কালভোজ বিষ-দাঁত ভাঙা হড়্পীর সাপ হয়েছে। কেহই এখন আর তারে মান্য করে না, কেহই ভয় করে না,—গ্রাহ্যও করে না। সুতরাং "প্রভু এসে দেখ্‌লে —" রোহিয়ার মুখে এই কথা শুনে তার মনে বড় ভয় হলো।—প্রভু কে? সে কি আমার শত্রু হবে?—এই রোহিয়াও কি তবে আমাকে চেনে?—চেনে বোধ হোচ্চে,—তা নইলে, প্রভু এলে প্রাণ যাবে, এ কথা বোল্‌বে কেন?

নানাখানা তোলাপাড়া কোরে অবশেষে স্থির কোল্লে, এখানে বল প্রকাশ করা খাট্‌বে না, আর সেরকম সময়ও এখন আমার নয়,—তা ছাড়া এর উপর বল প্রকাশ কোরেই বা লাভ কি ? কিছু অর্থ দিয়ে এরে বশীভূত করি, তা হোলে বরং কাজ হোতে পারে। এইরূপ ভেবে পকেট থেকে পাঁচটী টাকা বার কোরে রোহিয়ার হাতে দিয়ে বোল্লে, "দেখ রোহিয়া! তোমাকে যে তখন আমি ধাক্কা দিয়ে-ছিলেম, সে জন্যে কিছু মনে কোরো না,—তখন আমি একটা দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিলেম, মাথার ঠিক ছিল না, সে জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না। আরো আমি কিছু দিব তোমাকে; তুমি এখন ঠিক কোরে বল দেখি, ইন্দিরা কোথায়?"

রোহিয়া একটু হাস্‌লে।—হেসে বোল্লে, "কেন বল দেখি সে খবর তোমার দরকার?"

"বিশেষ দরকার। তা আমি এখন তোমায় বোল্‌তে পারি না। যা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তারি উত্তর দাও।" উত্তেজিতস্বরে এই কথা বোলে কালভোজ তারে বারম্বার জেদ কোত্তে লাগ্‌লো।

অর্থ অতি চমৎকার চিত্তাকর্ষক বস্তু। এর দ্বারা সাধন করা না যেতে পারে, সংসারের এমন কর্ম্ম অতি কম আছে। লোভী মানুষের মন নরম কর্‌বার এমন সোহাগা আর দ্বিতীয় নাই। ক্রোধী শীতল হয়, বৈরী তুষ্ট হয়, ঘাতুক সদয় হয়, নৃশংস চণ্ডালও দয়ালু হয়। রোহিয়া একটু আগে যারে হতশ্রদ্ধা কোরে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, পাঁচটী টাকার আকর্ষণে—আর—আরো কিছু লাভের আশ্বাসে সেই রোহিয়া এখন সেই লোকের প্রতি অসম্ভব অনুকূল। একটু আগে যে উঁচু নীচু শক্ত মাটীতে পথিকের পদ ক্ষতবিক্ষত হোচ্ছিল, এক পস্‌লা বৃষ্টি হোতে হোতে সেই মাটী ভিজে কাদা হয়ে গেল। রোহিয়া আপনার অসুশ্রী মুখখানি সাধ্যমত প্রফুল্ল কোরে বোল্লে, "ও গো! আমরা এ বাড়ীতে নতুন এসেছি, কোনো লোকের নাম জানি না, এ বাড়ীতে যে একটী মেয়েমানুষ ছিল, সে তার মাসীর বাড়ী গিয়েছে, এই পর্য্যন্ত জানি। আজ তিন দিন হলো গিয়েছে।"

মাসীর বাড়ী?—কে তার মাসী?—আর কেমন কোরেই বা গেলো? সুচেত কি বিশ্বাসঘাতক হয়েছে?—মনে মনে এইরূপ তোলা-পাড়া কোরে উন্মত্ত প্রেমিক গম্ভীরস্বরে রোহিয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, —"তুমি সে বাড়ী চেনো?"

"চিনি!—যে দিন সে যায়, তার সঙ্গে একজনও মেয়েমানুষ ছিল না, বেটাছেলের সঙ্গে একলা মেয়েমানুষ যেতে পারে না বোলে আমার প্রভু তার সঙ্গে আমারে যেতে বলেন। তাই আমি রেখে আস্‌তে গিয়ে বাড়ী দেখে এসেছি। আমার প্রভু এই বাড়ীখানি কিনেছেন।"

রোহিয়ার উত্তর শুনে কালভোজ ব্যস্ত হয়ে বোল্লে, "তবে তোমাকে

আমার একটী উপকার কোত্তে হবে। আমি একখানি চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেইখানি সেই মেয়েমানুষটীকে চুপি চুপি দিয়ে আস্‌তে হবে!" রোহিয়া সম্মত হলো। কালভোজ নক্ষত্রগতি আপনার বাড়ীতে গিয়ে পত্র লিখে আন্‌লে।—এনে রোহিয়ার হাতে দিলে।—বোলে দিলে, "কেউ যখন সেখানে থাক্‌বে না, সেই সময় দিও, আর উত্তরটী আমারে এনে দিও, কাল আমি প্রাতঃকালেই তোমার কাছে আস্‌বো।" রোহিয়া হাত বাড়িয়ে পত্রখানি হাতে কোরে নিলে।

"আর একটী কথা।—তোমার প্রভু কে ?—তাঁর নাম কি ?"

রোহিয়া উত্তর কোল্লে, "তিনি একজন বাঙ্গালী,—এই লড়াইয়ের সময় কোম্পানির তরফ হয়ে এ দেশে এসেছেন, কিছুদিন এখানে থাক্‌বেন। তাঁর নাম শারদাবাবু।"

এই উত্তরে কালভোজের অন্য আশঙ্কা দূর হলো। পত্রখানার কথা আর তার জবাব আন্‌বার কথা ভুয়োভূয় কোরে বোলে, শেষকালে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "উপকারিণি! তুমি কি আমার ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পত্রিকা।

"পাপের ভোগ, করুন ভোগ,
পাপ চার পো হলেই আপনি ফলে॥"

কবিরত্ন।

রোহিয়া একখানি কাগজ হাতে কোরে বোসে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে। ঘাড় নাড়্‌ছে, গুন্ গুন্ কোচ্চে, কত কি ভাব্‌ছে, আর

হাস্‌ছে। রোহিয়া নিতান্ত ছোটলোকের মেয়ে নয়;—তার চেহারাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে, পাঠকমহাশয় তার মানসিক ভাবের সঙ্গে সে ভাবের অধিক সংস্রব রাখ্‌বেন না। সে একজন মধ্যবিধ গৃহস্থকন্যা, অবস্থার দুর্দ্দৈব ঘটনায় পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল,—নিষ্কলঙ্ক। বালিকাকাল থেকে সৎ-সহবাসে আরো সুমার্জ্জিত। সম্ভবমত কিছু কিছু লিখ্‌তে পোড়্‌তেও জানে। কাগজখানি হাতে কোরে সে ভাবছে, করি কি? নিয়ে যাওয়া ত কোনমতেই হোতে পারে না। দুশ্চারিণী কুলটা বিজলা একখানা পত্র দিয়ে গেছে, সে পত্রও এরি লেখা, জয়চাঁদের মুখে তাও আমি শুনেছি। জয়চাঁদও সে পত্র রাজকন্যাকে দেন নি। ভাল, এখানাও থাক্ এখন আমার কাছে। ইনি লাহোর গিয়েছেন। লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা কোর্‌বেন বোলেছেন, কদিন বিলম্ব হয়, তাও বলা যায় না। আচ্ছা, পত্রখানা আমি আগে পড়ি, তার পর যা কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। রোহিয়া এইরূপ ভেবে সযত্নে খাম খুলে প্রদীপের নিকটে গিয়ে বোস্‌লো। পাঠ কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

"প্রিয়তমা ইন্দিরা!

তোমাকে আমি যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার জবাব না পাইয়া পাগল হইয়াছি। আবার হাত যোড় করিয়া লিখিতেছি, এই বার যে দয়া হয়। যদি অগ্রাহ্য করহ, তবে আরো পাগল হইয়া যাইব। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার পাদপদ্মের কিঙ্কর, গোলাম। আমি জানি, তুমি আমাকে মনে মনে বড় ভালবাসো,—আমার তোমার ষোল আনা মন। কখনই তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিবে না।— আমি তোমায় ভালবাসি। আমার রূপ আছে, গুণ আছে, অর্থ

বিলক্ষণ আছে। তোমার তুল্য সুন্দরী যাহা যাহা চাহে, সকল আমার আছে। তবে কেন তোমার ভালবাসা হইব না ?”

“প্রিয়ে ! তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?—কেন করিয়াছ ? তোমার সহিত যেরূপ কথা ছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়াছে, তুমি যে দিন দেখা করিতে কহিয়াছিলে, সে দিন দেখা করিতে পারি নাই,—তোমার আশা ভঙ্গ হইয়াছে, ছয় মাসের নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে, তবু দেখা করি নাই, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াছ, সেই জন্যই কি রাগ হইয়াছে ? প্রেয়সি ! আমি তোমার পায়ে পড়ি,—আমার কোলে আইস, হৃদয়ে বৈস, তোমার চন্দ্রবদনে ঝঙ্কার কর,—মিথ্যাবাদী বলিয়া ঝাড়ু মারো, আমি তোমার গোলাম। আমাকে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, আমি যেন পাগল না হই। মহাদেব যেমন দক্ষযজ্ঞের পর পাগল হইয়াছিল, আমি যেন তেমনি না হই। আমি মিথ্যাবাদী হইয়াছি, তাহার কারণ এই আছে যে, আমাদের দেশে একটা লড়াই বাধিয়াছিল,—আমি হলেম সরদার সেনাপতি, আমার মতন শূরবীর এ দেশে আর কেউই নাই, ফিরিঙ্গীরা উৎপাত করিতে আসিয়াছিল, সহিতে পারিলাম না। আর আমি নিজে সেই লড়াইভূমে রুজু হাজির না থাকিলে কোনো ফৌজলোক সাহস করিয়া লড়িতে চাহে না, সেই জন্য তুমি আমার প্রাণপুতুলি রাধা,—তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হইয়াছি, শত শত অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, পায়ে ধরি, ক্ষমা কর !”

“আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই জন্যই কি তুমি রাগ করিয়াছ ? আমি বৃদ্ধ হই নাই, আমার তত বয়স হয় নাই, তোমার শপথ করিয়া কহিতে পারি, তোমার পদ্মনয়নে ঠেকিলে আমি বৃদ্ধ হইব না। সুন্দরি ! রাগে ক্ষমা দাও, গোলাম কখনো বৃদ্ধ হয় না। তুমি আমার কোলে বসিয়া

মুখ তুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবে, এ গোলাম তোমার গোলাপ ফুলের মত যুবা ;—তোমার গোলাম কখনই বৃদ্ধ হইতে পারে না।"

"আমি কালো, এই জন্যই কি তুমি রাগ করিয়াছ ?—সে রাগ তোমার ভাই অন্যায়। দেখ কৃষ্টঠাকুর ভ্রমরের মত কালো ছিল, আর শ্রীমতী রাধিকা চাঁপাফুলের মত সুন্দর ছিল, তবু ঐ দুজনে কেমন গলাগলি প্রেম হইয়াছিল। আর তত কালোও আমি নই, একটু একটু কালো বটে, তাহা তোমার পরশেই ক্রমে ক্রমে ফর্সা হইয়া আসিবে। রাগে ক্ষমা দাও!"

"আমার বিবাহ হইয়াছে। এই জন্যই কি রাগ করিয়াছ ? ভাবো, আমার বিবাহ হয় নাই। আমি কার্ত্তিকের মত আইবুড় আছি, এ কথা বলিলে তোমার রাগ থাকিতে পারে না। তবে যদি বল, আমার সন্তান হইয়াছে ; সে কথাও মিথ্যা। আমার সন্তান হয় নাই। যাহারা হইয়াছিল, তাহাদের আমি নিপাত করিয়াছি। যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহারা বাঁচিয়া আছে, তবে সন্ধান বলিয়া দাও, তোমার সাক্ষাতেই নিপাত করি!"

"প্রেয়সি! আমি তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, সেই জন্যে তুমি রাগ করিয়াছ ? সে সব কথা ভুলিয়া যাও। তখন আমার বুদ্ধির ভুল হইয়াছিল। তুমি ইক্ষু হও। ইক্ষুকে যন্ত্রণা দিলে সে যেমন মিষ্ট রস দান করে, তুমি তাই কর। তুমি আমারে রস দাও, আমি আশ মিটাইয়া পান করি ;—পরিপাক করিয়া গুড় করিয়া পান করি। তুমি আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী,—হৃদয় আমার মহারাজা,—তুমি তার মহারাণী হও! আমি তোমারে যত যন্ত্রণা দিয়াছি, তুমি তাহার সহস্রগুণ পরিশোধ লও। রাগ করিও না।"

"মনোমোহিনি! আজ আমি তোমার কাছে সকল মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। এক দিন বৈকালে তুমি সেতাব সিংহের উত্তর গৃহের গবাক্ষে বসিয়াছিলে, আমি অশ্ব আরোহণ করিয়া সেই পথে যাইতে ছিলাম। তুমি আমার নয়নে পড়িলে। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, তোমার অনুপম রূপমাধুরী তেমনি আমার চক্ষু আকর্ষণ করিল! ঘোড়া থামাইয়া আমি দাঁড়াইলাম। বিদ্যুতের মত তোমার দুটী মৃগচক্ষু একবার আমার দিকে ঘুরে এলো! ওঃ! এখনো আমার বক্ষ বিদারণ হইতেছে! সেই সচঞ্চল কটাক্ষবাণ আমার হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া একেবারে আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। আমি জ্ঞানহারা হইলাম। বিদ্যুতাক্ষি! তুমি মনে করিয়া দেখ, মনে পড়িবে, যেই মাত্র তোমার শাণিত অস্ত্র আমার প্রাণের ভিতর বিদ্ধ হইল, সেই মাত্র তুমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিলে! আমি মনে করি, উঠে গেলে। অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়া থাকিলাম,—কতক্ষণ থাকিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু আশা মিথ্যা হইল! আর দেখিতে পাইলাম না,—আর তুমি আসিলে না!—আমার আশা ভাসিয়া গেল! মর্ম্মে একটা নিদারুণ ব্যথা পাইলাম;—হুহু করিয়া প্রাণ জ্বলিতে লাগিল! ভাবিলাম, এমন সুন্দরী মেয়েমানুষ এখানে কে আছে? আমি দেখিতে পাই না, হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পাই না, চন্দ্রমণ্ডলের সুধা পান করিতে পাই না, এমন সুন্দরী মেয়েমানুষ এ বাড়ীতে কে আছে? আমি জানিতাম, বিধাতা কেবল আমার নিমিত্তই যত সব পরমাসুন্দরীর সৃজন করিয়াছেন; তবে আমি এমন অমূল্য রত্নে বঞ্চিত আছি কেন?—প্রেয়সি! বিশ্বাস করো, সেই দিনেই আমি তোমার পদতলে জীবনযৌবন সমস্তই

উৎসর্গ করিয়াছি। রাগ করিও না, আমি হতাশ হইয়া বাটী আসিলাম;—বাটী আসিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সন্ধ্যার পরেই ছাতু বাইকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। এ সকল কথা তোমার মনে আছে, কিন্তু কেন সে গিয়াছিল, কে পাঠাইয়াছিল, তাহা তুমি জানো না; এই জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া একে, একে সমস্ত মনের কথা আজ ভাঙ্গিয়া কহিতেছি। দেখ, আমি তোমাকে এতখানি ভালবাসি।—ছাতু বাই দেবালয় দর্শনের ছল করিয়া তোমাকে শকটে তুলিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া যায়। সে বাড়ী আমার।—কয়েদী অপরাধীদের নির্জ্জন দণ্ড দিবার স্থান সেই।—তোমাকে রাজী করিবার নিমিত্তই সেই কারাগৃহে বন্দী করি। আহা! কেন আমি এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছিলাম! প্রাণের প্রেয়সীকে কেন আমি কয়েদ করিয়াছিলাম! আর করিব না। তুমি সদয় হও। তোমার কোনো দোষ নাই; সহস্র দোষের দুষীই আমি। আহা! তোমাকে চাবী দিয়ে বন্দী কোরে সুচেত সিংহকে প্রহরী রাখি। তুমি এমনি সরলা,—তুমি আমাকে এত ভালবাসো যে, সেই রাত্রেই প্রহরীকে দিয়ে বোলে পাঠাও, তিনি আমার ঠাকুর, তিনি আমার কর্ত্তা, আমি তাঁরি পরিচারিকা, কেন তিনি আমারে যন্ত্রণা দিচ্ছেন,—ছয় মাস আমার একটী ব্রত আছে, পুরুষ স্পর্শ করিতে নাই, ছয় মাস অপেক্ষা করিতে বল। আহা প্রেয়সি! সেই কথা শুনিয়া আমি বড় লজ্জিত হইলাম। তোমাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া সুচেত সিংহের ভগ্নীর বাটীতে রাখিতে আজ্ঞা দিলাম। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে, সেই ছয় মাস পরিপূর্ণ হইবার সময়েই এই যুদ্ধ বাধিল, তোমার আশা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মিথ্যাবাদী হইলাম। আহা! তুমি বিরহযন্ত্রণায় কাতর হইয়া

কতই আমাকে ডাকিয়াছ, কন্দর্প-তাড়নায় কতই ছটফট্ করিয়াছ, আমি মূঢ়, সে সময় উপস্থিত হইয়া তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি নাই! এখন উলটিয়া আমি বলিতেছি, সুধামুখি! আমাকে বাঁচাও, আমার প্রাণ যায়! তোমাকে না পাইলে আর আমি বাঁচি না। প্রাণেশ্বরি! তুমিই আমার প্রাণ! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব!—তুমি আমারি!—আমি তোমারি!—আর যেন জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, তুমি কি আমার?"

তোমারি

অতল সিংহ।"

পত্র পাঠ কোরে সুচতুরা রোহিয়া আপনা আপনি উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌লো। "ও বাপু! বাঘের পেটে এত পিরীত!" আপনা আপনি এই কথা বোলে পত্রখানা আগা গোড়া আর একবার পোড়্‌লে। পড়ে আর হাসে, কোনো কথায় হাসি রাখ্‌তে পারে না। দুবার পাঠ কোরে চিঠিখানা পূর্ব্বমত খামের মধ্যে রাখ্‌লে। তার পর নিয়মিত কার্য্য সমাপ্ত কোরে শয়ন কোল্লে।

প্রাতঃকাল হবার বিলম্ব আছে, অতল সিংহ সারা রাত জেগেছে; ভোরে উঠেই ইন্দিরার জবাবের অন্বেষণে চল্লো। রোহিয়ার প্রভু যদি ঘরে থাকে, তবে কি হবে? এই ভাবনা অন্তরে;—বিষম দুর্ভবনা।—তীরের মত ছুট্‌ছে;—ভাব্‌ছে আর ছুট্‌ছে;—বাড়ীর কাছে গিয়ে সকাল হলো।—ডাকি কি না, আন্দোলন কোচ্চে,—রোহিয়া কপাট খুলে বেরুলো। বেরিয়েই দেখ্‌লে, সম্মুখে কালভোজ। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "এসেছ! বেশ হয়েছে! বাবু কাল আসেন নাই।"

কালভোজ আহ্লাদে যেন নেচে উঠ্‌লো। মহা উৎসুক হয়ে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এনেছ?"

"এনিছি, বাড়ীর ভিতর এসো।" এই কথা বোলে রোহিয়া তারে সঙ্গে-কোরে নিয়ে গিয়ে হাতে একখানা চিঠি দিলে। লম্পটের আনন্দের সীমা নাই। পাছে প্রভু এসে পড়েন, এই শঙ্কায় সেখানে আর বিস্তর ক্ষণ দাঁড়ালো না, রোহিয়াকে আর পাঁচটা টাকা দিয়ে চিঠি পোড়্‌তে পোড়্‌তেই চোলে গেল।—পত্রে লেখা ছিলঃ—

"তুমি অতি অসরল ব্যক্তি। তোমার কোনো কথার ঠিক পাইতেছি না। একবার তুমি বলিয়াছিলে, আমারে আর কোনো কষ্ট দিবে না, তাহা বলা মাত্র সার হইল। কয়েদী আসামীর মতই আমারে একটা বাড়ীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিলে। তাহাও আমি সহিতে পারিয়াছি। একবার বলিয়াছিলে, আমার ব্রত প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষাৎ করিবে, তাহাও মিথ্যা হইল। তোমার পত্রে দেখিলাম, বৃদ্ধের বাহানা করিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়াছ। ভাল, তাহাও হইতে পারে। আর তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ কি না, তোমার সন্তান হইয়াছে কি না, তোমার বর্ণ কালো কি না, তাহা জানিবার কোনো আবশ্যক আমার নাই, কারণ আমি তোমারে কখনো চক্ষেও দেখি নাই। কোন কারণে তোমার উপর আমার রাগ হয় নাই। যাহাকে কখনো দেখি নাই, চিনিও না, তাহার উপর রাগ হইবে কেন? যাহা হউক, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার অনিচ্ছা নাই। আমি এক্ষণে মাসীর বাড়ীতে আছি, মাসী বড় খিট্‌খিটে,—সন্দিগ্ধ স্ত্রীলোক। তুমি কোন কারণে কোনো মতে এ বাড়ীতে আসিও না, যে বাড়ী হইতে তুমি পত্র পাঠাইয়াছ, অদ্য হইতে পঞ্চম রজনীতে আমি তথায় যাইব, যদি তুমি সেই সময় সেইখানে যুটিতে পারো, সাক্ষাৎ হইবে। বার বার কেন আর জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি আমার?——————শ্রীমতী ইন্দিরা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শয়ন-কক্ষে।

"সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?
সো-ই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নিহারিনু,
নয়ন না তিরপত ভেল!
সো-ই অমিয় বচ শ্রবণহি শুনলু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল!!
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝিনু কৈছন কেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!!"

বিদ্যাপতি।

একটী ছোট কামরা।—তার এক ধারে একখানি কৌচ পাতা,—আর এক ধারে আর একটী কামরায় প্রবেশের দরজা, সেই দরজার সাম্‌নে মোটা লাল কাপড়ের পর্দ্দা ফেলা। দেয়ালের দু দিকে শারি শারি ঝাড়বুটো কাটা চারটী দেয়ালগিরি। কৌচের সম্মুখে এক পাশে একটী গোল ত্রিপদী;—তার উপর রকমারি আধারে নানা জাতি সুগন্ধি পুষ্পস্তবক সাজানো,—তার পাশে আর একটী ছোট দীপদানে আলো জ্বল্‌ছে।—ঘরের দরজা অনাবৃত,—কৌচের উপর একটী পরম

সুন্দরী কামিনী শুয়ে আছে ;—একাকিনী কামিনী। সে ঘরে আর কেউ নাই। যুবতীর নলিন নয়ন দুটী মুকুলিত হয়ে আছে ; মুখখানির এক পাশ বেশ দেখা যাচ্চে, এক পাশ উপাধানে অর্দ্ধাবৃত ;—মুখের বর্ণ যেন একটু একটু পাণ্ডু, একটু একটু উজ্জ্বল ; কেশগুলি আলুথালু হয়ে কতক বালিশের উপর—কতক গণ্ডের উপর এসে পোড়েছে ; যেন আধখানি চাঁদ কৃষ্ণমেঘে ঢেকেছে। ওষ্ঠ দুখানিতে অল্প অল্প বিচ্ছেদ হয়েছে ;—থেকে থেকে অল্প অল্প কাঁপ্‌ছে আর থাম্‌ছে ;—ডান হাতখানি বুকের উপর দিয়ে ঘুরে এসে বাঁ হাতের সঙ্গে মিলে যুগল লতার মত শোভা কোচ্চে ;—শিথিল প্রযত্নে অঙ্গবস্ত্রগুলি শিথিল হয়ে পোড়েছে ;—গায়ের অলঙ্কার যথাস্থানে বিন্যস্ত থেকেও যেন অনাদরে স্থানভ্রষ্ট হয়েছে ;—একটী হীরার ফুল কপোলদেশের উপর চিক্ চিক্ কোচ্চে ;—কামিনী ঘুমুচ্চেন। অপূর্ব্ব মাধুরী ! অতি মধুর মূর্ত্তি ! একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক উভয় করপল্লবের সন্ধিস্থলে হতাদরে খোলা আছে, সুন্দরী ঘুমুচ্ছেন। রূপবান পাঠক ! এমন নিস্তব্ধ মধুর রূপ দর্শন যদি কখনো আপনার অদৃষ্টে ঘোটে থাকে, মনে কোরে দেখুন। রূপবতী পাঠিকা ! তুমি নিজে যখন এইরূপ মধুর অবস্থা প্রাপ্ত হও, নিজে দেখ্‌তে পাও না, তোমার সুন্দরী ভগ্নী, কি সখী, কি সই, কি গোলাপ যখন এমনি কোরে ঘুমোন, তখন যেমন দেখো, মনে কর, এ তেমনি রূপ,—তেমনি কান্তি,—তেমনি শোভা !—তোমাদের প্রিয়সখী ইন্দিরাসতী একাকিনী এই গৃহে নিদ্রা যাচ্ছেন। রাত্রি দেড় প্রহর।

ঘরে কেউ নাই, কোনো শব্দ নাই,—বসন্তকালের সুমিষ্ট বায়ু গাত্র স্পর্শ কোচ্চে,—এ সময় নিদ্রায় বড় আমোদ ! কিন্তু যিনি নিদ্রিতা, তাঁর

মনে ততখানি আমোদ নাই। আশ্বস্ত বটে, কিন্তু আশা মায়াবিনী এক বার নাচাচ্ছে, একবার বসাচ্ছে। নিদ্রা ভঙ্গ হলো। "ও মা ! এই দেখ ! এই বইখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অম্‌নি ঘুমিয়ে পড়িছি !" আত্মগত এই কটী বাক্য উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে শশব্যস্তে শয্যা থেকে উঠে হাত দুখানি উচুঁ কোরে হাই তুল্লেন। শরীরটী তৎকালে ঈষৎ দীর্ঘ বোধ হলো ; কটি, কণ্ঠ, জানু ঈষৎ বক্র হয়ে মনোহর ত্রিভঙ্গিমা ঠাম দেখাতে লাগ্‌লো; অল্প উন্মীলিত নয়নপার্শ্ব কুঞ্চিত কোরে উভয় পাণিতলে উভয় চক্ষু মার্জ্জন কোল্লেন ; আরক্ত বদনমণ্ডল তখন কিছু বিরস বিরস বোধ হলো, নেত্রপুটও আরক্ত। শাড়ীর অঞ্চলখানি কাঁচুলির উপর থেকে সোরে পোড়্‌লো, বুকের দিকে চেয়ে আপনা আপনি ঈষৎ হেসে বস্ত্রখানি সাম্‌লে নিলেন। লজ্জার কারণ উপস্থিত নাই, তথাপি লজ্জাবতীর লজ্জা হলো ! চুলগুলি গুছিয়ে গুছিয়ে দিয়ে, আলোর দিকে চেয়ে, কৌচের উপর পা ঝুলিয়ে বোস্‌লেন। পুস্তক-খানি এক বার হাতে কোরে নিয়েই তখনি আবার মুড়ে রাখ্‌লেন। চিন্তার উদয় হলো।

পর পর তিনটী চিন্তা।—এক চিন্তা কালভোজ,—এক চিন্তা মতি,—এক চিন্তা স্বামী। প্রথম চিন্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হলো না। তার এখন যে রকম দুর্দ্দশা, সে আর কোনমতেই দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ কোত্তে পার্‌বে না। আর আমি এ ঘরে একাকিনী আছি বোলে এ বাড়ীতে ত একাকিনী নই ; আমার পুত্রতুল্য বীরবর সমর সিংহ দ্বিতীয় মহলে আছেন, জয়চাঁদও পাঁচ সাতবার তত্ত্ব নিয়ে যান, এতে আর আমার ভয় কি ?

দ্বিতীয় চিন্তাও অল্পক্ষণ স্থায়িনী। মতিকে এ বাড়ী থেকে সোরিয়ে

রাখ্‌লেন কেন? যে বাড়ীতে আমরা ছিলেম, শুন্‌লেম সেখানেও নাই; আর এক বাড়ীতে রেখেছেন। এ রকম ঠাঁই নাড়ানাড়ি কোচ্চেন কেন?—ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যা হোক্, জয়চাঁদ যখন রেখেছেন, তখন সে নিরাপদে আছে।

তৃতীয় চিন্তা কিছু জটিল।—শুন্‌লেম, তিনি এসেছেন, কর্ণ পরিতৃপ্ত হলো। দেখ্‌লেম না তিনি এলেন, চক্ষু পরিতৃপ্ত হলো না। জয়চাঁদ আমারে যখন পিসীর বাড়ী থেকে এখানে আনেন, তখনও কিছু ভেঙে বোল্লেন না। এসেছেন ত সত্য?—সত্যই হবে বোধ হোচ্চে। তা যদি না হবে, তবে জয়চাঁদ বোল্‌বেন কেন?—তিনি মিথ্যা কথা বোল্লে আমারে প্রতারণা কোর্‌বেন, এ কখনই বিশ্বাস হয় না। আর এই যে, বইখানি তিনি আমারে দিলেন, এখানি ত আমাদেরি সেই মিলনপত্রী। বিবাহের পর অবধি দুজনে আমরা একত্রে বোসে যে রাত্রে যা যা বলেছি, যে রাত্রে যে কথা তুলে শোক তাপ উপস্থিত হয়েছে, যে রাত্রে যে যে কথায় রহস্য করা গিয়েছে, সবগুলিই তিনি এই পুস্তকে লিখে রেখেছিলেন, এখানি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌তো,—সঙ্গেই ছিল। তিনি না এলে এ বই জয়চাঁদ পেলেন কোথা?—আর শুন্‌তে পাচ্ছি, আমার বাপের বাড়ীর পরিচারিকা রোহিয়াকেও সঙ্গে কোরে এনেছেন। সে পর্য্যন্তও তবে গিয়েছিলেন, অবশ্যই তবে এসেছেন। আহা! রোহিয়া আমারে বড় ভালবাসে। ছোট ভগ্নীর মতন স্নেহ করে। পরিচারিকা বটে, কিন্তু আমি তারে দাসীভাবে ভাবি না, সখী বোলেই ডাকি। সে এখানে এসেছে, একটী বারও আমার সঙ্গে দেখা কোচ্চে না কেন? এসেছে ত?—এসেছে বৈ কি?—জয়চাঁদ বোলেছেন।—আর এক কথা। এত দিনের পর তিনি

দেশে এলেন, আমার তত্ত্ব নিলেন না,—ভাইটী এখানে রয়েছে, ভাই ভাই দেখা সাক্ষাৎও কোল্লেন না, এর কারণ কি ?—ভিতরে কি কিছু নিগূঢ় ফেরঘোর আছে ?—অবশ্যই আছে !—তা নৈলে এমন হবে কেন ?—আরো এক কথা ! জয়চাঁদ আমায় সাবধান কোরে গেলেন, তিনি এসেছেন, সমর যেন না শোনে,—না জান্তে পারে !—এত লুকোচুরি কেন ?—ভাব কি ?—ভাই ভাইতে কি কোন রকম মনান্তর হয়েছে ?—কেন এমন হলো ?—তেমন ভাই ত এ নয়। দাদা বোল্তে অজ্ঞান হয়,—দাদা অন্ত প্রাণ, আমার প্রতিই বা কতখানি ভক্তি-শ্রদ্ধা। আহা ! অমন দেওর আর পাব না।—শেষের কথাটী ভাব্তে ভাব্তে স্বর ফুটে পোড়্লো।—“ আহা ! অমন দেওর আর পাব না। সমর আমার দুঃখে কেঁদে কেঁদে সারা ! ” এই কটি কথা স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে কৌচ্থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ জলদ গর্জ্জনের শব্দ কর্ণে এলো। চোম্কে উঠ্লেন।—ভাব্লেন, কি এ ?—কিসের শব্দ ?—মেঘ ডাক্ছে ?—এই একটু আগে দেখ্লেম, জ্যোৎস্না ফিন্ ফুট্ছে, এরি মধ্যে কি এ ?—রাত কত ?—আমি কত-ক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেম ?

দ্রুতপদে গবাক্ষের নিকটে গিয়ে কপাট খুলে দেখ্লেন, ঘোর অন্ধ-কার, আকাশে একটীও নক্ষত্র নাই, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে চন্দ্রমাকে আচ্ছন্ন কোরেছে, ভূমি আর আকাশ প্রভেদ করা যাচ্চে না। আমাদের দেবতা-দের রূপ-পরিবর্ত্তনের মত ক্ষণকালের মধ্যে প্রকৃতিসতীর ভাব পরিবর্ত্ত হয়েছে। যিনি দুর্গা, তিনিই কালী। এই মাত্র যিনি গৌরবর্ণা, সুরূপা, অষ্টালঙ্কার-ভূষিতা গণেশজননীর মত সহাস্যমুখে ক্রীড়া কোচ্ছিলেন, দেখ্তে দেখ্তে তিনি শশাঙ্কনক্ষত্ররূপ অলঙ্কার পরিহার কোরে

মুক্ত কাদম্বিনী কেশে, ঢালখাঁড়া হাতে কোরে, করালবদনা চামুণ্ডা-বেশে নৃত্য কোচ্ছেন! বাতাস হোচ্ছে,—বৃষ্টি এলো!—বসন্তকালে বৃষ্টির সঙ্গে প্রায়ই বাতাস থাকে, বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি এলো। মুষলধারে বৃষ্টি;—শিলাবৃষ্টি!

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ কোরে দিলেন,—ঘরের দরজা খোলা ছিল, সেটীও বন্ধ কোল্লেন। মনে ভয় হলো;—এমন দুর্যোগের সময় একাকী একটী বিজন ঘরে থাক্‌লেই স্বভাবত ভয় হয়। বিশেষ স্ত্রীলোক;—তায় রাত্রিকাল। রাত্রি দুই প্রহর।

ভয়াকুলা কুলবালা সভয়চিত্তে আলোটী উজ্জ্বল কোরে দিয়ে, বিছানায় গিয়ে শুলেন। পূর্ব্ব চিন্তা অন্তরে আছেই, তার সঙ্গে এই ভয়ের অনুচরী অপরাপর চিন্তা।—মনে মনে কতখানা উদয় হোচ্ছে,—আপনা আপনি কতখানা মীমাংসা কোচ্ছেন, বৃষ্টির ঝুপ্ ঝুপ্ আর শিলের চড়্ চড়্ শব্দের সঙ্গে এক একবার সে সব লুকিয়ে যাচ্ছে, আবার ফুট্‌ছে। ভাব্‌ছেন, এ সময় মতি আমার কাছে থাকলে একটুও ভয় কোর্ত্তো না।—ভয়ও কোর্ত্তো না, আর আমি আগে থেকে যে সকল অজ্ঞাত ঘটনার জটিলতায় ব্যাকুলচিত্ত হোচ্ছি, সে অক্লেশে তার মীমাংসা কোরে দিতো। তার বড় পরিষ্কার—নির্ম্মল বুদ্ধি! আহা! জয়চাঁদ কেন তারে আমার কাছ-ছাড়া কোল্লেন?—তিনি এই রকম সাতপাঁচ আলোচনা কোচ্ছেন, এমন সময় সেই কামরার যে দিকে পর্দ্দা, সেই দিকে ঝন্ ঝন্ কোরে কি একটা শব্দ হলো। বিছানা থেকে একটু উচুঁ হয়ে এ ধার ও ধার চাইলেন, কিছু দেখ্‌তে পেলেন না।—আবার শব্দ।—উঠে বোস্‌লেন;—ভাল কোরে চার দিক চেয়ে দেখ্‌লেন, কিছুই দেখা গেল না;—মনে কোল্লেন, ও বাতাস। আবার

শয়ন কোল্লেন ; কিন্তু একটা সন্দেহ হলো।—এই গভীর রাত্রে,—মেঘ অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি ছুর্যোগে একাকিনী আছেন, বিপদও অদৃষ্টের অনুগামী, সেই জন্যেই সন্দেহ।—তৃতীয়বার শব্দ!—সভয়ে সে বারেও প্রবোধ, ও বাতাস।

তৃতীয় বারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। সামরিক পরিচ্ছদধারী, মস্তকে ভাস্বর উষ্ণীষ, কটিতটে হাতিয়ার ঝুলানো, বীর মূর্ত্তি। আড় চক্ষে তাঁরে দেখেই ইন্দিরা মহা-ভয়ে জড়সড় হয়ে ছুটী চক্ষু মুদিত কোল্লেন। গুরুদেব আর পরম পিতাকে মনে মনে স্মরণ কোরে থরহরি কম্পিতা হোলেন।

বীরবর শয্যার অনিকটে দণ্ডায়মান হয়ে স্মিতমুখে নম্রস্বরে বোল্লেন,—"দেবি! ভাল আছেন? একাকিনী কোনো ভয় পান নি ত?"

স্বর শুনে ত্রাসিতার ত্রাস দূর হয়ে আহ্লাদ জন্মালো। বাম হস্ত শয্যার উপর চেপে আধ শোয়া আধ বসা হয়ে ধারের দিকে একটু ঝুঁকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চেয়ে, মধুর বচনে বোল্লেন, "ঠাকুরপো! তুমি?—তুমি এ রাত্রে কি মনে কোরে?—আমার অতিশয় ভয় হয়েছিল, সত্য বোল্‌ছি, বড় ভয় পেয়েছিলেম।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মৃছ মৃছ হেসে শয্যার উপর সোজা হয়ে উঠে বোস্‌লেন। চকিতা সুন্দরীর সে সময়ের শরীরের বক্র,—অবক্র,—কম্পিত,—কুঞ্চিত, সুঠাম ভঙ্গীটী অতি চমৎকার, স্বরটীও অতি সুললিত।

পাঠক মহাশয় বুঝ্‌তে পেরেছেন, যে বীরপুরুষ এলেন, তিনি সমর সিংহ। ইন্দিরা সহাস্যমুখে তাঁরে বোস্‌তে বোল্লেন, নিকটে ছুখানি চৌকী পাতা ছিল, তারি একখানিতে সমর সিংহ বোস্‌লেন।

বোসেই বোল্লেন, " এই রাত্রি, এই অন্ধকার,—এই ঝড়বৃষ্টি, আপনি একাকিনী আছেন, কেমন আছেন, তাই একবার দেখ্‌তে এলেম।"

" আহা! এমনি গুণই বটে তোমার!—এই জন্যেই তোমারে আমি প্রাণের সঙ্গে স্নেহ করি। আর এই দেখ, তোমরা দুই ভেয়ে দেশ-ত্যাগ কোরেছিলে, তাঁর চেয়ে তোমারি জন্যেই আমি অধিক কাতর হয়েছিলেম। কেন না, তোমার বয়স অল্প, পাছে কোনো বিপদে ঠেকে সাম্‌লে উঠ্‌তে না পারো, সেই জন্যেই বেশী ভাবনা হয়েছিল। এখন ধর্ম্মেধর্ম্মে যে রক্ষা পেয়ে এসেছ, এই-ই মঙ্গল। আমার জন্যে আর বড় চিন্তার বিষয় নাই। তত বিপদে যখন আমার প্রাণ—প্রাণ ছেড়ে দাও,—ধর্ম্ম রক্ষা হয়েছে, তখন সামান্য ঝড়বৃষ্টিতে এত ভয় কি? আমি বেশ আছি।—বিশেষ তুমি নিকটেই ছিলে, কোনো ভয়ের কারণ উপস্থিত হোলে চীৎকার কোরে ডাকৃতে পাত্তেম।"

সমর সিংহের বদন প্রফুল্ল হলো। সুবিস্তার চক্ষে ইন্দিরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেন। সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন কিছু তেজস্বিতা অনুভূত হলো। ব্যঙ্গভাবে ঈষৎ হাস্য কোরে বোল্লেন, " আর কিছু ভয় থাক্ না থাক্, ভূতপ্রেত দানাদৈত্য এসে ভয় দেখাবে, সে কথা আমি বোল্‌ছি না, আপনার ঐ অপূর্ব্ব রূপমাধুরীকেই ভয় হয়। রূপবতী রমণীর ভয়ের বস্তু অন্যপ্রকার!"

সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে আত্মাবমানিনী বোল্লেন, " তুমি যখন তখন আমার রূপের ব্যাখ্যা করো, শুনে আমার সুখ হয় না, দুঃখ হয়। পাছে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হও, এই জন্যেই মুখ ফুটে সাক্ষাতে কিছু বলি না; কিন্তু বিধাতা একটু সুশ্রী কোরে দিয়েছেন বোলে এই অভাগিনী কেবল দুষ্টলোকের চক্ষের শিকার হয়েছে! এই

সৌন্দর্য্যই আমার পরম শত্রু হয়েছে! আমি যদি সুন্দরী না হয়ে জলার পেত্নীর মতন কিম্ভূত কিমাকার হোতেম, তাঁ হোলে আমার বড় উপকার হতো।"

"মনঃক্ষুণ্ণ ?—মুখ ফুটে কিছু বলেন না ?—কেন ?—আমি যদি নিজেই মুখ ফুটে বলি, আপনি কালো বিরালীর মতন কালো, আপনার চক্ষু ঠিক কালপেঁচার চক্ষুর মতন কুটুরে, আপনার দাঁত সব শাঁকের মতন গড়ুম গুড়ুম, আর আপনার গায়ে ছুঁচোদের মতন বোট্‌কা গন্ধ,—তা হোলে আপনি সন্তুষ্ট হন তো ?" এই কথা বোলে সমর সিংহ ডোক্ দিয়ে দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

হাস্‌তে হাস্‌তে ইন্দিরা বোল্লেন, "তা হোলেই আমি সন্তুষ্ট হই। তুমি আমারে যা বোলে তুষ্ট হও, তাই আমায় মধুর মতন মিষ্ট লাগে। আর স্বধু বলাও নয়, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তুমি বলো, আমি ঠিক তাই-ই হই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো! আজ এত রাত্রে তোমার এ বেশ কেন ?"

"কেন ?—প্রকৃতিদেবী ভীমবেশ ধারণ কোরে যুদ্ধ কোচ্ছেন, তাই দেখে আমিও রণবেশ ধোরে এসেছি ; এই আর কি ? আমাদের জেতের স্বভাবই এই। আমরা স্বভাবের কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ। স্বভাব যখন যে ভাবে চলেন, আমরাও তখন সেই ভাবে চলি।"—এ কথাগুলিও সমর সিংহের হাস্যের সহিত উচ্চারিত হলো। গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত হাস্য।

এইরূপ বাক্যালাপের পর উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাক্‌লেন। বায়ুবারি মিশ্রিত ঝনৎকার শব্দ তাঁদের কর্ণে তখন মধুময় বোধ হোতে লাগ্‌লো। সমর সিংহ এক দৃষ্টে ইন্দিরার মুখপানে চেয়ে আছেন,

কুন্তলের চুলগুলি উড়্ছে, কর্ণের দুল দুটী দুল্ছে, ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুপল্লব-গুলি থেকে থেকে উঠ্ছে পোড়্ছে, এ পাশ ও পাশ দৃষ্টিক্ষেপের সময় গ্রীবা ভঙ্গী হয়ে কেমন সুন্দর কটাক্ষ হোচ্চে, বক্ষের অর্দ্ধভাগ বক্র হয়ে কাচুঁলির মাঝখানটীতে কোঁচ্কা আর এক ভাগে অল্প অল্প টান পোড়্ছে, তাই দেখ্ছেন।—দেখ্ছেন আর তারিফ কোচ্চেন। কথা কহিলেন।

"তাই ত, দাদা সেই শীঘ্র যাচ্ছি বোলে বিদেশে—বাঙ্গালা দেশে থাক্লেন, এ পর্য্যন্ত এলেনও না, কোনো সংবাদও পাঠালেন না,—অন্য কোনো গতিকে আমরা কোনো সন্ধানও পেলেম না, বড় উদ্বেগ হয়েছে। কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কি হলো, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানা গেল না। আমার ত বড় সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আপনি কি বলেন?—" শেষকালে প্রশ্ন কোরেই সমর সিংহ উত্তর প্রতীক্ষায় ইন্দিরার বিমর্ষবদনে নয়ন নিক্ষেপ্ন কোল্লেন।

বোবাকে বুঝাইতে হইলে বোবা হইতে হয়।—বোবা নিজে অঙ্গ ভঙ্গী কোরে,—আঁখি ঠারাঠারি কোরে মনের ভাব ব্যক্ত করে,—যাঁর কাছে ব্যক্ত করে, তাঁকেও ঐ সকল সঙ্কেত বুঝে তেমনি সঙ্কেতে উত্তর দিতে হয়। ইন্দিরাও এই ক্ষেত্রে সেই কৌশল অবলম্বন কোল্লেন। সরলা মিথ্যা কথাও বোল্বেন না, অথচ জয়চাঁদের উপদেশও পালন কোর্বেন, সুতরাং ঐ কৌশল অবলম্বন কোরে বোল্লেন, "তুমি কিন্তু তাঁরে সে দেশে একা রেখে এসে ভাল কর্ম্ম করো নি। তোমাকে তিনি এত ভালবাসেন, এত স্নেহ করেন, তুমিও তাঁরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করো,—এত ভক্তি যে, দুটী ভাইতে একত্রে দেশত্যাগী হয়েছিল। বিদেশে একত্রেই

ছিলে, আস্‌বার সময় তাঁরে ফেলে আসা কি উচিত কার্য্য হয়েছে ?”

“উচিত অনুচিত যদি বলেন, তবে তাতে আমার দোষ নাই। আপনি মনঃপীড়া পারেন বোলে সে রাত্রে আমি আসল কথা ভাঙি নি। তিনি আমারে এক দিন বোলেছিলেন, সংসারে আর তাঁর মন নাই, দণ্ড গ্রহণ কোরে সন্ন্যাস আশ্রমের আশ্রমী হওয়া তাঁর অভিলাষ।”

সমরের এই বাক্য শ্রবণ কোরে ইন্দিরার মুখ গম্ভীর হলো।—চিন্তায়—বিস্ময়ে বিমর্ষভাব ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো,—চেয়ে থাক্‌লেন,—সমর সিংহ সেই ভাব দেখে ঠিক সেই রকম মুখাকৃতি দেখিয়ে আবার বোল্লেন,—“আমার বোধ হোচ্চে,—এত দিন যখন কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্চে না, তখন আমার বোধ হোচ্চে, হয় ত তিনি যোগী হয়েই বেরিয়ে গেছেন্। আর দেখুন,—” বোল্‌তে বোল্‌তে সমস্থত্রে নয়ন স্থাপন কোরে আসন থেকে উঠে কৌচের নিকটে ইন্দিরার মুখের কাছে হেঁট হয়ে বোল্লেন, “আর দেখুন—”—ইন্দিরা ত্রস্তভাবে পশ্চাৎ দিকে সোরে বোস্‌লেন। সমর সিংহ বোল্লেন, “আর দেখুন, যদিই তাই ঘোটে থাকে, গুরুদেবের মনে ছিল, হয়েছে, তাতে আর ভাবনার বিষয় কি ?—তুমি অমন বিমর্ষ হোচ্চো কেন ?—আমি তোমার পর নই। আমি—” অর্দ্ধসমাপ্ত কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই ইন্দিরার কৌচের উপর আধ শোয়া—কাত হয়ে বোসে পোড়্‌লেন। ইন্দিরা চোম্‌কে উঠ্‌লেন ;—কতক ভয়ে কতক বিস্ময়ে চঞ্চলা হয়ে চম্‌কালেন। উদাস চকিত নেত্রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে তড়িৎ গতি শয্যার প্রান্তভাগে গিয়ে বোস্‌লেন। নির্নিমেষ নেত্রে অনধিকারীর মুখের দিকে

চেয়ে রইলেন। উদাস, চকিত, অথচ উজ্জ্বল দর্শন। সে দর্শনের প্রকৃত মূর্ত্তি চক্ষে দর্শন না কোল্লে বর্ণনা কোরে বুঝানো যায় না।

"সেই নয়নেতে যেন হয়ে দৃষ্টিপাত।
বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাত॥
কৃশাঙ্গী কুরঙ্গী যেন শরজালে জরে।
এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে॥
কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন॥"

চকিতা কুরঙ্গিণী সতেজস্বরে বোল্লেন,—"তুমি আজ ও সব কি কথা বোল্‌ছো ? এক দিনও ত অমন কথা তোমার মুখে শুনি নি ? তোমার আজ হয়েছে কি ?"

"কেন ?—আমি আর এমন নূতন কথা কি বোল্লেম ?—তুমি আপনিই যা বোল্‌ছিলে, তাই-ই আমি বোল্‌ছি। অনেকক্ষণ আমি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেম, আস্তে আস্তে দরজা খুলেছি, তা তুমি টের পাও নি। আপনা আপনি কত কথা বোল্‌ছিলে, এ দিক ও দিক চাচ্ছিলে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি,—সব দেখেছি। যখন তুমি বোল্লে, "অমন দেওর আর পাব না!"—তখনি আমি চরিতার্থ হয়ে উন্মত্ত হয়েছি! এই তোমার সেই দেওর এখন তোমার জন্যে লালায়িত !—আর শাস্ত্রেও——"

ভক্তবিটেলের দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট ব্যক্ত হোতে না হোতেই সতা-মূর্ত্তি মহা তেজস্বিনী হলো।—বিদ্যুৎবেগে কৌচের উপর থেকে লাফিয়ে পোড়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বল বিস্ফারিত চক্ষু যেন দপ্ দপ্

কোরে ঝোল্‌তে লাগ্‌লো। বোল্লেন, "কুক্কুর! হোমের ঘৃতে তোমার লোভ পড়িয়াছে? আমি তোমারে পুত্রবৎ স্নেহ করি, তোমার অন্তরে কালকূট বিষ?—আচ্ছা, থাকো তুমি, এর প্রতিফল অবিলম্বেই হাতে হাতে ফোল্‌বে।"—ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এই কথাগুলি বোল্লেন না, চঞ্চল গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেই বোলে গেলেন! পর্দ্দার বাইরে গিয়ে শেষ কথা সমাপ্ত হলো। কথাও সমাপ্ত হয়েছে, এই সময় দেখ্‌তে পেলেন, একটী চেহারা পর্দ্দার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল;—তাঁকে দেখে আস্তে আস্তে যেন পাশ কাটিয়ে সোরে গেল।—ইন্দিরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপই কোল্লেন না, সম্ভাষণ না কোরেই দ্রুতপদে কক্ষান্তরে চোলে গেলেন।

দ্বিতীয় মূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—মুখ ফিরিয়ে শীঘ্র শীঘ্র এসেই আলোটী নিবিয়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালেন। সমর সিংহ দেখ্‌লেন, নারীমূর্ত্তি।—মনে মনে আলোচনা কোল্লেন, স্ত্রীলোকের চরিত্রই এই প্রকার।—প্রথমে ক্রোধ জানায়, শেষে জল হয়ে পড়ে। এই ভেবে কৌচের উপর থেকে উঠে অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে স্থান লক্ষ্য কোরে সেই রমণীর গাত্রস্পর্শ কোল্লেন;—স্পর্শ কোরেই একখানি হাত চেপে ধোল্লেন। কামিনী বলপ্রকাশ কোরে হাত ছাড়াবার জন্যে টানাটানি কোত্তে লাগ্‌লেন, পেরে উঠ্‌লেন না। আক্রমণকারী উল্লাসে আত্মবিস্মৃত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "বুঝিছি বুঝিছি!—গৃহে আলো ছিল বোলে তোমার তত লজ্জা আর তত রাগ হয়েছিল, কটাক্ষে ইঙ্গিতে আমারে বোল্লেই ত আমি তৎক্ষণাৎ দীপ নির্ব্বাণ কোত্তেম। তোমার রূপের দীপ্তিতেই ঘর আলো হয়, আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোময় হোচ্চে, সামান্য আলোতে প্রয়োজন

কি ?—এসো এখন, শয্যার উপর বসি গে চল,—আমার হৃদয় শীতল হয়েছে।” প্রমত্তভাবে এই কথা বোল্‌তে বোলতে হাত ধোরে টেনে কৌচের দিকে নিয়ে চোল্লেন। রমণী কৃত্রিম কাতরস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, “আহা! লাগে যে! টেনো না, টেনো না, আমি আস্‌ছি!” —সমর সিংহ তখন এতদূর জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন যে, স্বর শুনেও চৈতন্য হ্‌লো না, বাগেন্দ্রিয়,—স্পর্শেন্দ্রিয়—উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিবিধ রহস্য কোত্তে লাগ্‌লেন। রমণী আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না। উগ্রস্বরে বোল্লেন, “ব্যাঘ্র!—ভল্লূক!—চণ্ডাল!—এই তোমার মনে ছিল? এই জন্যে তুমি আমারে প্রতারণা কোরে এই রাত্রে বেরিয়ে এসেছ?—রাক্ষস! পবিত্র কুলের রক্তপান কোর্‌বে তুমি?”—এইরূপ প্রত্যেক বাক্য উচ্চারণেই যুবতীর অষ্ট অঙ্গ থর থর কোরে কাঁপতে লাগ্‌লো।

সমর সিংহ তখন চোম্‌কে উঠ্‌লেন। বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন স্ত্রী কথা কোচ্চে বুঝ্‌তে পেরে ভয়ে ও ক্রোধে অধীর হোলেন। বামহস্তে যুবতীর হস্ত আকর্ষণ কোরে দক্ষিণ হস্তে কিরীচের থাপ্‌ খুল্লেন। “পাপীয়সি! রাক্ষসি! এই তোর দুঃসাহসের ফল ভোগ কর্‌!” সদর্পে এই কথা বোলে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কিরীচ অবলার কোমল বক্ষে নিদারুণ বিদ্ধ কোল্লেন! পরিত্রাহী চীৎকার কোরে অভাগিনী কামিনী ব্যাধ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় আপনার শোণিতের উপর আছাড় খেয়ে পোড়্‌লেন! তখন প্রভাত হয়েছে। গবাক্ষের বদ্ধ দ্বার-রন্ধ্র ভেদ কোরে গৃহমধ্যে আলো আস্‌ছে। তিমিরারি ভাস্কর এখনি সমুদিত হয়ে তিমিরাবৃত তমস্বিনীর পাপরাশি অনাবৃত কোরে দিবেন ভেবে সমর সিংহ পলা-য়নের উদ্যোগ কোচ্চে;—ইন্দিরার গৃহে স্ত্রীহত্যা হলো, ইন্দিরাই

খুন দায়ে পোড়্বে,—আমি যদি কৌশলক্রমে তারে সে দায় থেকে উদ্ধার কোত্তে পারি, তা হোলে অবশ্যই আমায় মনোরথ পূর্ণ হবে ; তত বড় উপকার কখনই নিষ্ফল হবে না,—একপ্রকার সুযোগটী ঘোটে দাঁড়ালো ভাল,—এখন এখান থেকে সোরে যেতে পাল্লেই চক্রটী বেশ পরিপক্ক হয়, এই ভেবেই নারীঘাতক পলায়নের পন্থা দেখ্‌ছে।

ঘাতুকের মনঃকল্পিত ভীম কৌশল মনে মনেই লয় পেয়ে গেল ; জয়চাঁদ প্রবেশ কোল্লেন। তাঁরে দেখেই সমর সিংহ মহাশঙ্কিত হয়ে, যে দিকে তিনি এসে দাঁড়ালেন, তার পশ্চাদ্দিক দিয়ে গ্রহগতিতে প্রস্থান কোল্লে।—শোণিত-লিপ্ত রমণীমূর্ত্তি ভূতলে পোড়ে ছট্‌ ফট্‌ কোচ্চে দেখে জয়চাঁদের মহা বিস্ময় বোধ হলো, ইন্দিরাকে সে ঘরে দেখ্‌তে না পেয়ে আরো বিস্ময়,—অধিক চিন্তা।—অন্তরে অন্তরে কত কি আশঙ্কার উদয় হোতে লাগ্‌লো, তিনিই তা জান্‌তে পাল্লেন। জয়াবতীর মুমূর্ষু যন্ত্রণায় জয়চাঁদের কপোলবাহী অশ্রুধারা বক্ষস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত কোল্লে। তিনি অতিশয় কাতর হোলেন। শীঘ্র শীঘ্র ৪ জন বাহক ডেকে শয্যারে আর এক বাড়ীর একটী নির্জ্জন ঘরে রেখে শুশ্রূষার ব্যবস্থা কোরে দিলেন। অষ্ট প্রহর উপস্থিত থাক্‌বার জন্য চিকিৎসক ও পরিচারিকা নিযুক্ত করা হলো। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত হোলেন, সমর সিংহের পত্নীর নাম জয়াবতী।—জয়াবতী নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরা হয়ে নিমীলিত নয়নে স্বামীরে উদ্দেশ কোরে বোল্লেন, "হা নিষ্ঠুর! আমি জন্মশোধ বিদায় হই!—তুমি আমার এই দশা কোর্‌বে জান্‌তে পেরেই বর্দ্ধমানে আমি তোমারে মনে মনে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তুমি কি আমার ?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গত কথা।

" বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে ॥"

অন্নদামঙ্গল।

একটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল এক সরোবর থেকে তুলে কত জায়গায় নেড়ে নেড়ে রাখা হলো, কুত্রাপি ফুলটী নিরাপদ হোচ্চে না। স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশই স্বভাববশে মলিন হোচ্চে! পরিতাপিনী ইন্দিরা একটী বুরুজের উচ্চ গৃহে অবস্থান কোচ্চেন। বন্দিনী নন, কিন্তু বন্দিনীর ন্যায় ম্রিয়মাণা। পাপাশয় সমর সিংহের সেই দুর্ব্যবহারের পরদিনেই জয়চাঁদ তাঁরে স্থানান্তর কোরেছেন। কালভোজের ভয় লঘু হয়েছিল, জয়চাঁদ একপ্রকার নিরুপদ্রব ভেবেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে আরো প্রবল নূতন বৈরীর সমুত্থান;—সুতরাং তিনি পুনরায় অহোরাত্রি ইন্দিরার প্রহরী হয়ে আছেন।—সমর সিংহ কোথায়?—নিশ্চয় নাই। সে এখন কোনো গুপ্ত আবাসে গুপ্ত ষড়-যন্ত্রের উপকরণ সংগ্রহ কোচ্চে,—অবসর পেলেই ইন্দ্রজিতের ন্যায় মায়া বিস্তার কোর্‌বে। এখনো সে ইন্দিরালাভের দুষ্ট আশা পরি-ত্যাগ করে নাই।

জয়চাঁদের পার্শ্বে ম্লানমুখী ইন্দিরা বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, দুর্গের চারি তোরণের লোকজন আপন আপন বিরামগৃহে বিশ্রাম কোচ্চে, রাস্তা দিয়াও অধিক লোকজন চলাবুলা কোচ্চে না,

সকলের গৃহেই সন্ধ্যাদীপ পবিত্র জ্যোতি বিকাশ কোচ্চে,—বুরুজের উপর থেকে সেই দীপশ্রেণী অতি শোভাময় দেখাচ্চে,—খদ্যোতেরাও শারি গেঁথে প্রদীপপুঞ্জের সংখ্যা বৃদ্ধি কোচ্চে,—এ শোভাও অতি মনোহারিণী। কবিরা এতাদৃশী শোভাকে অতি অপূর্ব্বভাবে বর্ণন করেন। আমি যদি এ স্থলে কবি হোতেম, কল্পনাদেবী যদি এ সময় আমার প্রতি সুপ্রসন্না হোতেন, তা হোলে আমি ফুল্ল সাহসে বোল্‌তেম, এই অন্ধকারে বদন দর্শনের জন্যে প্রকৃতিসতী ধরণীতলে একখানি সুপ্রশস্ত দর্পণ পেতে রেখেছেন, সেই আর্শীতে নক্ষত্রমালা-শোভিত আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়ে নিম্নে ঊর্দ্ধে দুটী গগন শোভা পাচ্চে। কাব্যপটে আবার লিখ্‌তেম, নীলাভ জলতলে নীলাভ আকাশ-পটের তৃতীয় স্তবক কম্পিত হোচ্চে ;—স্তবকে স্তবকে তিনটী অলঙ্কৃত আকাশ সহাস্য আস্য বিকাস কোচ্চে। বাস্তবিক ঐ সময়ের দৃশ্যটী বুরুজের উপর থেকে অতি অপূর্ব্ব সুন্দর দৃষ্ট হোচ্ছিল। বসন্তকাল,—দক্ষিণানিলও সুখস্পর্শ অনুকূল—অদূরে চন্দ্রভাগা কল্লোলিনী।

এমন স্থানে এমন সময়েও ইন্দিরার মনে সুখ নাই। তিনি বিষণ্ণ-বদনে জয়চাঁদের পাশে বোসে গ্রীবা বক্র কোরে এক একবার তাঁর মুখপানে চাচ্চেন। জয়চাঁদও বিমর্ষ।

বিমর্ষমুখে জয়চাঁদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বৎসে!—রোহিয়ার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল ?"

ইন্দিরা।—হ্যাঁ জয়চাঁদ।

জয়।—রোহিয়া তোমাকে কি কিছু নূতন কথা বোলেছে ?

ইন্দি।—হ্যাঁ জয়চাঁদ।

জয়।—তবে তুমি সে কথা আমাকে বলো নি কেন ?

ইন্দিরা অপ্রতিভ হোলেন। লজ্জানতমুখে বোল্লেন, "সে বড় লজ্জার কথা। তোমার সাক্ষাতে বোল্লেও আমার কলঙ্কশঙ্কা আছে।"

জয়।—কলঙ্কশঙ্কা হয়েছে বোল্লেই আমি এ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চি। পারদে কলঙ্ক ধরে না,—কীট ব্যোস্তে পারে না, এটী আমি নিশ্চয় জানি বোলে আমার মনে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হোচ্চে না, তোমার চরিত্রে আমার অটল বিশ্বাস আছে বোলে কিছুতেই মন টলমল কোচ্চে না, কিন্তু অপর লোকে শুন্‌লে এইটী হবে যে, তোমার অকলঙ্কস্বভাবে কলঙ্ক হয়ে রয়েছে। তুমি কি ইতিমধ্যে কোনো লোককে কোনো লোকের দ্বারা কোনো পত্র লিখেছ?

"না জয়চাঁদ! এমন কর্ম্ম আমি কখনো করি নি।" সচকিত নেত্রে জয়চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে এই কথা বোলে অন্যমনস্কের ন্যায় ম্লানমুখী যেন কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বিমর্ষ মুখখানি আরো বিমর্ষ হলো। পাশে বোসে ছিলেন, দারুণ উৎকণ্ঠায়, সেখান থেকে ঘুরে জয়চাঁদের সম্মুখে এসে বোসে মুখখানি উঁচু কোরে বোল্লেন, "কেন তুমি অমন কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে জয়চাঁদ?" মৃদুস্বরে প্রশ্ন কোত্তে কোত্তেই চক্ষু দুটী বাষ্পপূর্ণ হয়ে ছল ছল কোত্তে লাগ্‌লো,—স্বর গম্ভীর হয়ে স্তম্ভিত হয়ে এলো। পদ্মচক্ষু দিয়ে দর দর কোরে জল পোড়্‌লো!

মুগ্ধমতি ইন্দিরার নয়নে জলধারা দেখে জয়চাঁদ আর সে কথার পুনরুল্লেখ কোল্লেন না। প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "যে কথায় আমি বিশ্বাস করি নি, সে কথা শুনে তোমারি কান্না কেন?—চুপ কর;—ও কথার প্রসঙ্গেই আর কাজ নাই। রোহিনী তোমারে যা যা বোলেছে, তা বোল্‌তে যদি তোমার লজ্জা কি কষ্ট বোধ হয়, তবে সে সব কথাও

আমি শুনতে চাই না ;—তুমি চুপ করো;—কেঁদো না।" এই প্রকারে সান্ত্বনা কোরে আপনার রুমাল দিয়ে অশ্রুনন্দনার অশ্রু মার্জ্জন কোল্লেন। ইন্দিরা এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বোল্‌বেন ভাব্‌ছিলেন, তা আর বোল্‌তে হলো না।

অর্দ্ধ দণ্ড নির্ব্বাক থেকে জয়চাঁদ পুনরায় বোল্লেন, "এ সময় যে যে কথা উত্থাপন করা যায়, তাতেই তোমার কষ্টসম্বন্ধ আছে ;—তোমার কষ্ট, আমারও কষ্ট। কিন্তু কি করি, একটী দিন আছে, সে দিনে আমারে গুরুভারবাহী উকীলের ন্যায় ওকালতী কোত্তে হবে ; সুতরাং আদ্যোপান্ত ঘটনা,—যখন যেটী হলো,—যখন যেটী হোচ্ছে, সমস্তই আমার জেনে রাখা আবশ্যক। যে দিনের কথা আমি কোচ্চি, সেটী এই বিজটিল নাট্যাভিনয়ের উপসংহারের দিন। সে দিন আমারে সকল কথাই একে একে সুব্যক্ত কোত্তে হবে। কাজেই আগাগোড়া সব আমার জানা থাকা চাই। তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সে রাত্রে যখন দুর্ব্বুদ্ধি সমর সিংহ তোমার গৃহে প্রবেশ করে, তখন কি তুমি জাগ্রত ছিলে ?"

ইন্দি।—হ্যাঁ জয়চাঁদ।—জাগ্রত ছিলেম বোলেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পেয়েছি। গুরুদেব রক্ষা কোরেছেন। একটু আগেই আমি ঘুমিয়েছিলেম। কুলাঙ্গার প্রবেশ করবার একটু আগেই জেগেছিলেম। ইতে ভয় হোচ্ছিল,—আর সেই সঙ্গে নানা চিন্তার উদয় হোচ্ছিল,—তুমি জানই ত,—আমার মনে এক লহমাও সুখ নাই, কত কি,—কত কাণ্ড—কতখানা ভাব্‌ছিলেম, এমন সময় ঐ উৎপাত উপস্থিত হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ পাপ যদি গুপ্তভাবে প্রবেশ কোত্তো, তা হোলে যে আমি কি কোত্তেম, এখনো মনে কোল্লে গা কাঁপে ;—মহাপ্রাণী কেঁপে উঠে ;—আমার আমি থাকি না!

জয়।—সত্যই কি তবে সমর সিংহের মনোদীপে অধর্ম্মের আরতি হয়েছে? গন্ধকের খনিতে অগ্নি লেগেছে?

ইন্দি।—হ্যাঁ জয়চাঁদ।

এই উত্তর দিয়ে লজ্জামুখী মাথা হেঁট কোল্লেন। সমর সিংহ কি কি কথা বোলেছিল, জয়চাঁদ পাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠিক ঠিক সেই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করেন, তা হোলে কিরূপে উত্তর কোরবেন, এই ভেবেই আতঙ্কে লজ্জা হলো। কিন্তু জয়চাঁদ সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়ে যে ঘটনা দর্শন করেন, আর সে ক্ষেত্রে যে যে ব্যবস্থা কোরে আসেন, সংক্ষেপে সেইগুলি বোলেই ক্ষান্ত হোলেন। রাত্রে বিশ্রাম ভিন্ন অন্য কথাবার্ত্তা আর কিছু হলো না; প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান কোল্লেন।

বেলা যখন অনুমান এক প্রহর, সেই সময় একজন হরকরা এসে জয়চাঁদের হাতে একখানা পত্র দিলে।—দিয়েই চোলে গেল। বিস্মিত হয়ে খাম খুলে জয়চাঁদ মনে মনে সেই পত্রখানি পোড়তে আরম্ভ কোল্লেন।

"লাহোর।

ফাগন্ সুদি পাঁচ। হিজিরি ১২৬২।

বীরপ্রবর

সরদার শ্রীযুক্ত সুচেত সিংহ সেনাপতি বীরেশ্বরেষু।

আর্য্য!

একটী বিশেষ উপকারের নিমিত্ত আমি আপনাকে স্মরণ করিতেছি; আপনি সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শীঘ্র একবার এখানে আসিবেন। বিলম্ব হইলে আমার পক্ষে অমঙ্গল ঘটনা হইতে পারে। অবশ্য অবশ্য

অবিলম্বে আসিবেন। বাটীতে উপযুক্ত রক্ষক রাখিয়া আসিবেন। আপনাকে আমি এক দিনের অধিক কাল এখানে রাখিব না। পত্রের পৃষ্ঠে ঠিকানা লেখা থাকিল।

অবনত শিষ্য

শ্রীঅমর সিংহ।"

পত্র পাঠ কোরে জয়চাঁদ কিছু বিষণ্ণ হোলেন। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কার পত্র ? কোথা থেকে এলো ?"—জয়চাঁদ মুখে উত্তর কোল্লেন না, চিঠিখানি দেখালেন। পাঠকারিণী চমকিত হোলেন ;—তাঁর মনে তখন হর্ষবিষাদ উভয় উপস্থিত হলো। জয়চাঁদ যাবেন, এই কারণে বিষাদ,—তিনি না গেলে সেখানে অমঙ্গল হোতে পারে, এই কারণে বিষাদ,—আর পত্র এসেছে, এই কারণেই হর্ষ।—বোল্লেন, "জয়চাঁদ ! তবে তুমি আর বিলম্ব কোরো না।"

জয়চাঁদ বোল্লেন, "বিলম্বে যখন বিঘ্ন লিখেছেন, তখন শীঘ্রই আমাকে যেতে হয়েছে, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করে কে ?—রোহিয়াকে এইখানে রেখে যাই, আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ সে তোমার কাছে থাকুক।"

"তাই ভালো,—সেই ভালো, তুমি শীঘ্র যাও।"

ইন্দিরার আগ্রহ আর ব্যগ্রতা দেখে জয়চাঁদ তৎক্ষণাৎ ভগ্নীর বাড়ীতে গেলেন। তিনটী ঘরে আর সদর দরজায় চাবী দিয়ে রোহিয়াকে সঙ্গে কোরে বুরুজে ফিরে এলেন। খুব সাবধানে থাকতে বোলে পুনঃপুনঃ তাঁদের সতর্ক কোরে জয়চাঁদ সেই দিনেই লাহোর যাত্রা কোল্লেন। যখন তিনি যান, সেই সময় রোহিয়াকে দিয়ে ইন্দিরা বলালেন, যদি অবসর বুঝেন, তবে শুনাবেন, তোমার চিরকিঙ্করী

অভাগিনী ইন্দিরা এই দীর্ঘকাল দীর্ঘনিশ্বাস সার কোরে তোমার উদ্দেশে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করে, "প্রবাসি! তুমি কি আমার?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবীচক্র।

"নমস্তে সুরা দেবি শুণ্ডীশকন্যে!
নমস্তে সুরে সর্ব্বলোকেষু ধন্যে!!
নমস্তে সুরে ত্বংহি সর্ব্বাগ্রগণ্যে!
নমস্তে সুরে সুরমান্যে শরণ্যে!!"

সুরেশ্বরী সুরা ক্রমে ক্রমে জগদীশ্বরী হইয়া উঠিলেন! দেবাসুরে যাহা লইয়া দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, এখনকার জগদীশ্বরী সুধা বাস্তবিক সেই সুধা কি না, ইতিহাস সে কথা বলিয়া দেন না। মা সুরেশ্বরি! তুমি যিনিই হও, আমি তোমারে স্তব করি। তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও, কি অপ্রসন্ন হও, যাহা ইচ্ছা তাহাই হও, তাহাতে আহ্লাদিত হইব না, খেদ করিব না; কেবল মনে মনে বাসনা, আমি ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিব।

তুমি ভারতেশ্বরী হইয়া বীরবৃন্দ,—ঋষিবৃন্দ,—কবিবৃন্দের চিত্ত উজ্জ্বল করিয়াছ, যদুবংশ ধ্বংস করিয়াছ; তোমারে নমস্কার! তুমি গ্রীসেশ্বরী হইয়া সমরক্ষেত্র রক্তবর্ণ করিয়াছ, পিতামাতার হস্তে সন্তানের নিধন করাইয়াছ, তোমারে নমস্কার! রোমেশ্বরী হইয়া মহাবীর্য্য

প্রদর্শন করিয়াছ, নিরোরাজার শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়া রোমরাজ্য ভস্ম করিয়াছ, তোমারে নমস্কার! এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া কতশত মত্ত মাতঙ্গের চিত্ত মোহন করিতেছ, বঙ্গেশ্বরী হইয়া কতশত হতভাগ্য বঙ্গীর চিরসঙ্গিনী হইতেছ,—জনকজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া,—কুলস্ত্রীর হৃদয় শূন্য করিয়া, কিশোরে—যৌবনে কতশত রত্ন হরণ করিতেছ,—জননীর হাহাকার,—বিধবার অশ্রুধার তোমার প্রতাপে অনিবার্য্য হইতেছে, কতশত ধনপতিকে তুমি পথের ভিকারী করিতেছ,—তোমার প্রভাবে—তোমার সাহসে কত ভয়ঙ্কর লোকে নর-হত্যা, নারীহত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি কত ভয়ঙ্ক ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতেছে,—তোমাব প্রসাদে এদেশের রাজাবাহাদুরেরা কত দিকে কত মাশুল, কত কর প্রাপ্ত হইয়া কত লক্ষ প্রজাকে মদ্যদাস করিতেছেন,—রাজকীয় শান্তিরক্ষক বিচারালয়সমূহ তোমার নামে তোমার সেবকের বক্ষাঘাত করিয়া কত টাকা জরিমানা লইতেছেন,—তোমার মোহিনী শক্তিতে ছোট ছোট থানেশ্বরেদের কেমন সুন্দর উদর স্ফীত হইতেছে, অতএব হে মা রাজপালিনী—প্রজানাশিনি! তোমারে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার নমস্কার করি!

মা সুরেশ্বরি! তোমার কেবল এই গুণ নয়, তুমি কত দেশে কতরূপ অবতার হইয়া কত লীলা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তুমিই জানো। পারসিপোলিসের পত্তনকর্ত্তা জেম্‌সিদের আঙ্গুরভাণ্ডে তুমি একদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ;—ইটালীশ্বরী হইয়া নৃত্য করিয়াছ, ফ্রান্সেশ্বরী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছ, জর্ম্মণীশ্বরী হইয়া গীত গাইয়াছ, রুসেশ্বরী হইয়া যন্ত্র বাজাইয়াছ, পারস্যেশ্বরী হইয়া রায়বার পাঠ করিয়াছ, আরবেশ্বরী হইয়া কুলুচী গাইয়াছ, মিশরেশ্বরী হইয়া মন্ত্র পড়িয়াছ!

তোমার অসংখ্য রূপ, অসংখ্য নাম, অসংখ্য লীলা, অসংখ্য গুণ! অতএব হে সর্ব্বগুণান্বিতে! তুমি এক্ষণে জগদীশ্বরী হইয়াছ, আমি তোমারে নমস্কার করি!

প্রমাণ আছে, উপদেশ আছে, বিধিও আছে, সুরাপান করিও,—আমরা তন্ত্রের কথা কহিতেছি না, প্রাজ্ঞ দার্শনিকেদের উপদেশও আছে, সুরাপান করিও, কিন্তু সুরা যেন তোমারে পান না করে। এই বিধি সত্ত্বেও একটী অমূল্য রত্নবাক্য বিদ্যমান।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং।
নিবৃত্তিস্তু মহাফলং॥"

মনুবাক্য।

মনুষ্য মাত্রেরি প্রবৃত্তি স্বভাবসঙ্গত, কিন্তু যদি নিবৃত্ত হইতে পারে, তাহার তুল্য ফল আর নাই। এ উপদেশ পালন করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিতে বিচেতন হইয়া চৈতন্য-রূপিণীর স্বরূপ ভাব প্রায়ই সকল লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়। পাত্র-দোষে পাত্রী দোষী, এটী গুরুবাক্য। আমাদের জীবনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে অন্নে জীবন ধারণ হয়, সেই অন্ন অতিরিক্ত ভোজন করিলে জীবন বিনাশের হেতুভূত হইয়া উঠে। আর যে বিষ পান করিলে প্রাণ যায়, সময়ক্রমে অবস্থা অনুসারে সেই প্রাণঘাতী হলাহল জীবন-রক্ষক রসায়ন হয়।

মিতপানের গুণ চৈতন্য। যাঁরা মিতপায়ী, তাঁরা এই চৈতন্য অর্থ সার্থক করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপমা উপস্থিত করেন। আমরা তাহা মান্য করিয়াও সময়ে সময়ে হতাশ্বাস হই। একটী সজীব দৃষ্টান্ত আমাদের দেখা আছে, তাহাই এই হতাশ্বাসের কারণ। পাশ্চাত্য

খণ্ডের একজন ধনবান যুবা অনূঢ়াবস্থায় মিতপায়ী ছিলেন। প্রত্যহ নিয়ম রক্ষা করিয়া পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করিতেন। এক দিন তাঁহার মনে উদয় হইল যে, শুনিয়াছি, লোকে বহুপানে মত্ত হইয়া এক প্রকার বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, সেই আনন্দ এক দিন আস্বাদন করা আমার অভিলাষ। বৎসরের মধ্যে এক দিন যদি আমি তাহা করি, তাহাতে তাদৃশ লজ্জাও নাই, দোষও নাই।—কৌতূহল পরিতৃপ্তির ব্যগ্রতায় তিনি সেই বিশেষ আনন্দ অভ্যাস করিলেন। বৎসরে এক দিন করিয়া মাতাল হন। সেটী কোন্ দিন?—তাঁর নিজের জন্মদিন। —দুই তিন বৎসর এই নিয়ম চলিল;—চলিয়া আসিল।—তাহার পর তাঁহার বিবাহ হইল।—তখন ভাবিলেন, আমার নিজের জন্মদিনে আমি আনন্দ করি, এখন আমার স্ত্রী হইয়াছেন;—অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী স্ত্রী।—তাঁহার জন্মদিনে আনন্দ না করিলে স্বামী আমারে ভালবাসেন না বলিয়া যদি তিনি অভিমানিনী হন,—তবে আমি বড় অপরাধী হইব। এই ভাবিয়া তিনি পত্নীর জন্মদিনেও মাতাল হইতে আরম্ভ করিলেন;—আরম্ভ করা নয়,—শিখিলেন,—অভ্যাস করিলেন।—বৎসরে দুই দিন হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার পুত্রকন্যা জন্মিল।—স্নেহের অনুরোধে তাহাদের জন্মতিথিতেও তিনি আনন্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তিবোধ হইল না। বন্ধুবান্ধবগণের জন্মতিথিতেও পর্য্যায়ক্রমে মাতাল হন। তাহা হইয়াও পানতৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত।—অবশেষে স্বদেশের বড়বড় লোকের জন্মতিথি উপলক্ষেও অধিক মাত্রায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বদেশ হইতে হইতে পৃথিবীর মহাত্মাগণের জন্মতিথিও পালনীয় ব্রত হইল। ক্রমে ক্রমে পরিশেষে এমনি হইল যে, প্রতিদিন—প্রতি দণ্ডেই এক

এক জনের জন্মতিথি সংমিলিত হইল। জন্মদিন-মত্ত নায়কও সেই অনুরোধে দণ্ড-মাতাল হইয়া অভাগার ন্যায় মদ্যবিষানলে জীবন আহুতি দিলেন !!! সদানন্দ বিষ,—অমৃতময় বিষ এইরূপে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিল !!!

এই দৃষ্টান্ত আমাদের মিতপানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক।—পৃথ্বীজয়ী সেকেন্দর অমিতপানের বিষময়-কবলে পরাজয় স্বীকার করিয়া এক দিনে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন! সেই সদানন্দ বিষ আজ পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল উত্তেজক কালভোজের প্রণয় উত্তেজক!

পাঁচজন নায়িকা-পরিবেষ্টিত হয়ে রক্তচক্ষু কালভোজ মদ্য পান কোচ্চে। একজন কদাকার ভৃত্য সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভৈরবী চক্রের স্বরূপ চিত্র করা নিতান্ত নির্লজ্জের কার্য্য।—পাঠকমহাশয় ক্ষমা কোর্‌বেন, সে কৌতুকে অগত্যা আমারে নিরস্ত হোতে হলো। মাতাল—মাতালীরা সুরা পান কোচ্চে, এই পর্য্যন্ত শুনেই আপনি পরিতৃপ্ত হোন।

আর একটী বিশেষ কথা;—বিশেষ প্রথা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কালভোজের মদ্যপানের শেষ নিয়ম এই যে, যতদূর আবশ্যক, তত দূর অগ্রসর হয়ে উপসংহারকালে পঞ্চনায়িকার প্রত্যেকের নামে নামে পাত্র গ্রহণ হয়। যে নায়িকার নামে যত অক্ষর, সেই নায়িকাকে বামে বোসিয়ে তাঁরি স্বাস্থ্যের ভূমিকায় তত পাত্র সুরা কণ্ঠস্থ হবে। প্রথম পাত্রী বিজলা। বি, এক পাত্র;—জ, এক পাত্র;—লা, এক পাত্র;—এই তিন অক্ষরে তিন পাত্র ঢেলে বিজলার ওষ্ঠে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পান কোল্লে। অভ্যাসমত বিজলা এক বার তার গলা জোড়িয়ে কোলে এলো, চোখো-চোখী মুখামুখী কোরে মৃদু মৃদু হেসে স্বস্থানে বোসলো,—তার পর নেমে গেল।

দ্বিতীয় পাত্রী চিত্রাবতী।—পূর্ব্বরূপ প্রাওল্লায় এই চতুরাক্ষরার স্বাস্থ্য পান করা হলো, পূর্ব্ব প্রক্রিয়াতেই উপসংহার।

তৃতীয় পাত্রী অপরাজিতা।—এটী পঞ্চাক্ষরা নায়িকা।—চতুর্থ পাত্রী সুরতহল;—যড়ক্ষরা নায়িকা।—পঞ্চম পাত্রী জম্‌জম্‌দুলালী;—সপ্তাক্ষরা নায়িকা।

এই পঞ্চ নায়িকার স্বাস্থ্যপানের কৌতুকী নাম পঞ্চবিলাস।—পানবিলাস সমাপ্ত হোলে নৃত্যগীত আরম্ভ হলো। নায়িকামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী কালভোজ এই গীত গেয়ে বেতালা নৃত্য কোচ্চে :—

গীত।

বিলাতী ভেঁপুর সুর।

বিজলা লো বিজলা, তুমি আমার বিজলা!—
চিত্রাবতী, চিত্রাবতী, অ—পরা—জিতা;
অ—পরা—জিতা লো, সু—রত—মহলা;—
মহলা—মহলা—জম্ জম্ দুলালী;—
দুলালী লো দুলালী, আয় আয় কোকিলা!
বিজলা লো বিজলা!!!

সকলেরি প্রায় নেসা হয়েছিল, তার মধ্যে কালভোজ আর তার ভৃত্যের কিছু বেশী। ভৃত্যের নাম পেস্‌গু।—মাতাল মাতালীরা সকলেই হল্লা কোরে চীৎকার কোচ্চে,—লাফাচ্চে, হাস্‌ছে, নাচ্‌ছে, গান গাচ্চে, এ উহার গায়ে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌ছে, কালভোজ এক এক বার মাগীদের টেনে টেনে নিয়ে মায়াসুত কুসুমকার্ম্মুকের রাগ বৃদ্ধি কোচ্চে, কথনো বা "পপাত ধরণীপৃষ্ঠে"—"ধূলায় ধূসর নন্দ-

কিশোরী” হোচ্চে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বোসে প্যোড়্লো, কুলটারাও এরে একে গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি কোরে শুলো। সে অবস্থায় শয়ন মাত্রেই অগাধ নিদ্রা,—শুলো আর ঘুমুলো।

পেস্‌গুকে কাছে বোসিয়ে কালভোজ হাঁফাতে হাঁফাতে জড়িত জিহ্বায় বোল্‌তে লাগ্‌লো “ দ্যাখ্ পেস্‌গি! বিবিলোক সব ঘুমিয়েছে, এদের ভিতর তেমন সুন্দর একটাও নয়। সে মেয়েমানুষ কেমন সুন্দর!”

পে।—বড্ড জী!—ভারী জী!

কা।—তারে হাত কর্‌বার জন্যে আমায় বেজায় হায়রাণ হোতে হোচ্চে। সে আমারে বিস্তর হায়রাণি দিচ্ছে। তার কিন্তু আমার উপর মন আছে!

পে।—বড্ড জী!

কা।—তুই তারে দেখেছিস্?

পে।—না জী!

কা।—তবে তুই কেমন কোরে জান্‌লি?

পে। লাল্‌জীলোক তো মর্ গেরি জী! মার্ ডালা লাল্‌জী—মার্ ডালা হোঁ!

পশ্চিম দেশের লোকেরা সন্তানকে সস্নেহে লাল্‌জী বোলে সম্বোধন কর্‌রে। পেস্‌গু কি ভেবে এই বাক্য উচ্চারণ কোল্লে, বুঝ্‌তে না পেরে কাল্‌ভোজ বিরক্ত হলো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, “ গোলাম! বেইমান! এক কথার আর জবাব?”

পেস্‌গু ভয়ে একটু থতমত খেলে, রোগের ধর্ম্মে তখনি আবার হেসে ফেল্লে। কি উত্তর দিবে, ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ঠাউরে ঠাউরে একটু থেমে বোল্লে, “ রোসো মনে করি।”

কাল্‌ভোজ ভারী বিরক্ত হয়ে তারে মাত্তে উঠ্‌লো। সে আপনার মাথার উপর এক হাত চিৎ কোরে দিয়ে সম্মুখে এক হাত বিস্তার কোরে আত্মরক্ষার্থ হাঁ হাঁ কোত্তে লাগ্‌লো। "উহুহু! রোসো রোসো! মেরো না!—মনে করি—মনে করি!—ওঃ! তারি কথা?—সে আমারে বড় ভালবাসে!"

কা।—তোরে ভালবাসে? সে কিরে? পাগল!—বজ্জাত!—নেমক হারাম! তোরে ভালবাসে?

পে।—বড়ই জী!

কা।—ফের ঐ কথা?—তুই ক্ষেপেছিস! গোলাম, উল্লুক, খচ্চর!—তুই দুর হ!

পে।—এখুনি জী?—আর এক চষক খাই!

খাই বোলেই দ্রুতগতি উঠে বড় এক পাত্র সুরা কালভোজের মুখে ধোল্লে, ধর্‌বামাত্রেই নিঃশেষ! আপনিও এক পাত্র টেনে পেছন ফিরে বোল্লে, "তবে আমি দূর হই!"

কা।—তুই?—পেস্‌সি তুই?—তুই এলি?

পে।—আমি জী!

কা—এরা এলো?

পে।—গোলাম জী!—রোহিল্লা—

শেষ নাম উচ্চারণমাত্রে বিস্মিত হয়ে কালভোজ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো।—আরক্তনেত্র বিস্তার কোরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুই তারেও চিনিস?"

পে।—বড্ড জী!—বড় সুন্দরী।—সে আমারে বড় ভালবাসে।

কালভোজ চোম্‌কে উঠ্‌লো। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে

না। তুই ফটকে যা,—যারা যারা সেখানে আছে, তাদের এখান ডেকে আন্। শীঘ্র আসিস্।" পিঠ চাপ্‌ড়ে এই হুকুম দিয়ে তারে বিদায় কোল্লে,—পেস্‌গু চোলে গেলো।

এই অবসরে পাপাত্মা অতল সিংহের সঞ্চিত দুরভিসন্ধি উদ্বেগের সঙ্গে একত্র হলো।—সে ভাবছে, রোহিয়াকে পেস্‌গু চেনে। এটা এক প্রকার হয়েছে ভাল।—সন্দেহ কোত্তে পার্‌বে না। আর ইন্দিরা আমাকে সে দিন যে পত্র লিখেছে, তাতে লেখা আছে, অদ্য হইতে পঞ্চম রজনীতে সাক্ষাৎ হইবে।—সেই পঞ্চম রজনী আজ।—আজ সাক্ষাৎ কোত্তে না পাল্লে ত্বরায় আর সংযোগ হওয়া ভার। বিশেষ তার আর ব্রত নাই,—সাক্ষাৎ হোলেই সে আমার হবে, তাতে আর কিছু সংশয় নাই। না বল্‌বার কথাটী নাই। কিন্তু বাহারমল্ল আমাকে বোলেছে, সে বাড়ীতে লোকজন কেউ নাই,—যেখানে ইন্দিরা আছে, —তাও সে জানে। কিন্তু লোকজন কেউ নাই বোলে যে, ইন্দিরা আজ রাত্রে সে বাড়ীতে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কোর্‌বে না, এ কথা কথাই নয়। সে যখন আমায় ভালবাসে, আর ভালবেসেই যখন চিঠি লিখেছে, তখন অবশ্যই যাবে। আরো বরং সুবিধাই হবে। খালি বাড়ীতেই এ সব কর্ম্ম ভাল চলে। ইন্দিরারি এই কৌশল!—তার আমার প্রতি যে অন্তরের টান আছে, এই কৌশলেই তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। বেঁচে থাক্ ইন্দিরা!—বাহবা তারিফ!—বহুৎ তারিফ! —আর যদি সে বাড়ীতে না থাকে, কি না যায়,—তা হোলেও বড় মজা আছে। নূতন ঠিকানায় গিয়ে ধোরবো।—হাস্‌তে হাস্‌তে কত রঙ্গই যে কোর্‌বো, কত ঠাট্টাই যে চোল্‌বে, তা এখন মনে কোরেই আমার বুক আহ্লাদে নেচে উঠ্‌চে। আমি চোক্ ঠেরে বোল্‌বো,

সুন্দরি! আমাকে মিথ্যাবাদী বোলেছিলে, এখন কি হয়?—তুমি ঠিকানা ছেড়ে এসে কেমন সত্যবাদী হোলে? হাত দুখানি ধোরে হাস্‌তে হাস্‌তে এই সব কথা বোল্‌বো, আর খিল্ খিল্ কোরে হাস্‌বো। সে অমনি লজ্জায় মাটী হয়ে যাবে। তার পর তখনি আবার আমি তারে হাসাবো, মাটী কোরেই রাখ্‌বো না। উঃ! আর দেরি কোত্তে পারি না। রাত অনেক হয়ে গেছে;—প্রায় শেষ হয়;—পেস্‌গু এখনো আস্‌ছে না কেন?

ভাবছে,—পেস্‌গু এলো। সঙ্গে ১০।১২ জন পালোয়ান।—তাদের মধ্যে মুখ্য সেনাপতি বাহারমল্ল আর সাহাবউদ্দীন।

কালভোজ তাদের দাঁড়াতে না দিয়েই তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল, অনেকক্ষণ জানা গেল না। তার পর একটা দুর্গচত্বরে হৈ হৈ হাই রব উত্থিত হয়ে অনেক লোক একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে পোড়্‌লো। দলপতির উচ্চ চীৎকার, তুমি কি আমার? তুমি কি আমার? তুমি কি আমার?

ইতি প্রথম কল্প

Printed by R. K. Dass, at the Kasi-Khanda Press
Taligunge,—Calcutta.

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !

দ্বিতীয় কল্প ।

আখ্যায়ক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[illegible] ব্রজ মধুপুরীং কো ভবেদ্ বা বিরোধী ।
গোপীভর্ত্তুর্বিরহজলধিং গোপকন্যাস্তরন্তু ।

পদাঙ্কদূত ।

কলিকাতা—টালীগঞ্জ

কাশীখণ্ড যন্ত্রে

শ্রীরামকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

সম্বৎ ১৯৩৫ ।

Printed by R. K. Dass

and

Published by the Author.

সূচীপত্র।

পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা।

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !!!

মধ্য স্তবক।

সম্বৎ ১৯৩০।

কবিজীবন সারদার প্রসাদে সুখপ্রদ শরৎকালে এই আখ্যায়িকার প্রথম কল্প সমাপন করিয়া দ্বিতীয় কল্পের সূত্র ধারণ করিলাম। আদ্য কল্পে যে প্রকার বিঘ্ন ও নিরুৎসাহের হেতু উপস্থিত হইয়াছিল, এ কল্পে সেরূপ কিছু না ঘটে, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান ও যত্নবান হইব, এরূপ প্রত্যাশা ও সাহস আছে।

প্রথমে দুটী বিষয় পাঠক মহাশয়কে বিজ্ঞাপন করা আমার কর্ত্তব্য। একটী এই যে, চৈত্র মাসে আরম্ভ করিয়া সাত মাসের মধ্যে এত অল্প সংখ্যক পুস্তিকা প্রকাশ হইল কেন ?—এই যে কেন ;—ইহার উত্তর কিছু জড়িবটী। সুতরাং জড়িবটী জানিয়াই আপনি প্রবুদ্ধ হউন। বিশেষ গূঢ় কারণে আমি সেটী প্রকাশ করিব না।

দ্বিতীয় কথা, নবন্যাসের গল্প-সংযোগ শীঘ্র শীঘ্র মিলন হইতেছে না কেন ?—হইতে নাই ;—কারণ তাহা হইলে উপসংহারে রস রাখা কঠিন হয়। তাপ ও বাষ্প বিন্দু বিন্দু উত্থিত হইয়া মেঘের আকার পুষ্টি করে,—সেই তাপ ও বাষ্প ধূম এক স্থান হইতে উঠে না,—কোথা হইতে কত আকর্ষিত হয়, সকলের সেটী জানিবার উপায় নাই। যখন বৃষ্টি হইয়া পড়ে, তখন সকলে দেখেন, বৃষ্টি হইল। নবন্যাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনও অবিকল সেইরূপ। আর এক কথা,—কেহ কেহ বলিয়াছেন, গল্পের মধ্যে মধ্যে রহস্যগুলি খোলা হইতেছে কেন ?—ইহারও কারণ আছে। নবন্যাস ও রহোন্যাস, এ দুটী পরস্পরা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পদার্থ। রহোন্যাসে যদি শীঘ্র শীঘ্র রহস্য ভাঙ্গিয়া দিই, তাহা হইলে আপনি আমারে তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু নবন্যাসে কতক কতক আভাস দিয়া না গেলে আপনাকে আমি তুষ্ট করিতে পারি না। বোধ করুন, এক জন নায়ক অথবা উপনায়কের নাম করিলাম, বহুদিন যদি তাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় না দিই, তবে নবন্যাসে ও রহোন্যাসে কিছুমাত্র ভেদ থাকে না। আমি এই দুটীতে কিছু প্রভেদ রাখিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুরাগী। কারণ শুনিয়া আপনি বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আমরা যাহাকে নবন্যাস বলি, তাহার ইংরাজী নাম নবেল—(Novel), এবং যাহার রহোন্যাস আখ্যা দিলাম, তাহার ইংরাজী নাম মিষ্ট্রী—(Mystery)।

এখন আমার আর একটী নিবেদন।—আমি এই নবন্যাসের সঙ্গে শির নত করিয়া আমার হৃদিপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাদে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি আমার?—হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না,—মনের কথা।—যিনি অনুকূল হইয়া সদুত্তর দিবেন,—কেবল কথায় নহে,—মনের সহিত কথা কহিবেন,—নিশ্চয় জানিবেন, আমি তাঁহারি।

পাঠক মহাশয়! আপনি আমার সাক্ষাৎ পরিচয় জানেন কি না, জানি না,—যদি জানেন, পরম সৌভাগ্য। আর যদি না জানেন, আপনার প্রদর্শিত অনুগ্রহই আমার সৌভাগ্য। আমার হস্তপ্রসূত বস্তুগুলিকে আপনি যে, সুনয়নে দেখেন, তাহাই আমার পরম সৌভাগ্য। এখন প্রার্থনা, সেই অনুগ্রহ যেন অটলভাবে চিরদিন স্থায়ী হয়। আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিনই আমার চিরদিন।

আপনার

অনুরাগে অহঙ্কৃত

সব নেহি জান্তা।

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !!!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সময় প্রতীক্ষায়।

প্রদোষে কমলদলে বাঁধা মধুকরী।
ভাবিতেছে পোহাইয়া যাবে বিভাবরী ॥
প্রভাতে উদয় হবে তিমিরারি হরি।
হাসিয়ে প্রফুল্ল হবে নলিনী সুন্দরী ॥
তখনি যাইব উড়ে গুঞ্জ রব করি।
এই ভেবে, ছিল প্রাণে, আশা ডোর ধরি ॥
হেনকালে আসি তথা, মদমত্ত করী।
দলি গেল পদ্মবন, সহ মধুকরী !!

পুনঃ পুনঃ সঙ্কট-শঙ্কিতা অনাথা ইন্দিরা এখন কোথায় ?—ছুরাচার কালভোজ কোথায় ?—জয়চাঁদ, অমরসিংহ, সমরসিংহ আর সুবুদ্ধিমতী মতি এখন কোথায় ? পরিচারিকা রোহিয়াই বা কোথায় ? এই তত্ত্ব জান্‌বার জন্যে সকলেই বোধ হয় সমুৎসুক। সকলেই সময় প্রতীক্ষায়;—পাঠক মহাশয়ের ন্যায় নায়কনায়িকা সকলেই এখন সময় প্রতীক্ষায়।

নদীর স্রোতের ন্যায় সময় চলিয়া যাইতেছে, কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। কবিরা সত্যই কহেন, সময়ের পাখা আছে। রাশি রাশি সুবর্ণ অথবা তদপেক্ষা বহুমূল্যবান অপর কোন ধাতু দিয়াও কেহ গত কালকে প্রত্যানয়ন করিতে পারেন না। যে কাল আসিতেছে, তাহার অধিকারেই বা কি হইবে, এটীও সকলের স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞাত। যদি আমি এখানে ব্যাকরণকে অমান্য না করিতাম,—অমান্য করিয়া ভবিষ্যৎকে যদি স্ত্রীলিঙ্গ পদে বাচ্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম, ভবিষ্যৎকাল গর্ভবতী, ইহার জরায়ুমধ্যে যে কি কি বাস করে, পুরাণকথিত দেবতা ও দৈবজ্ঞ ভিন্ন কাহারও নিকট সে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা নাই। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চনদ রাজ্যে যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা এখন ভূতকালের অন্তর্গত, কিন্তু তাহা যে ঘটিবে, সেটী ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল। এক জন কৃপণ সসাগরা রাজ্যেশ্বর হইয়া চির সঞ্চিত অর্থের দ্বারাও অতীত কালকে পুনরাহ্বান করিতে যেমন অক্ষম, ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করিতেও সেইরূপ অসমর্থ। অন্তিম শ্মশানভূমির বিদ্যমানতা কাহারও অজ্ঞাত নহে, কিন্তু কবে সেই শ্মশানে শয়ন করিতে হইবে, তাহা কেহই জানেন না।—মণিরত্ন-শোভিত রাজমুকুট পর্য্যন্ত শ্মশানের নিকটে কেবল ভস্ম ভিন্ন অপর কিছুই নয়, অথচ জীবিত সংসারের পরিবারেরা চিরজীবন নিয়তই ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ।

যে সময় এত দূর অপরিজ্ঞাত, এই আখ্যানের নায়ক-নায়িকারা সকলেই এখন সেই সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। ঘোর অন্ধকার নিশীথে পাপাত্মা কালভোজ দস্যুদল সঙ্গে কোরে ইন্দিরারে কোথায় হরণ কোরে নিয়ে গেল, নিশ্চয় নাই। জয়চাঁদের নামে দুর্ব্বৃত্তকে

যে চিঠি এসেছিল, সেখানি বাস্তবিক কার লেখা, নিশ্চয় নাই। স্বাক্ষর দেখে যা আপনি স্থির কোচ্চেন, সেটী বোধ হয় সত্য না হ'তে পারে। সমরসিংহ পাপবুদ্ধিতে ইন্দিরার সতীত্ব হরণ কোত্তে উদ্যত হয়েছিল। কৃতকার্য্য হয় নাই, তথাপি আপনার অভাগিনী স্ত্রী জয়াবতীরে অস্ত্রাঘাতে আহত করেছে। এ সময় তার শুশ্রূষা কে করে, ইন্দিরার তত্ত্ব কে লয়, মতির রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা কে, এগুলি বড় সংশয়ের কথা। জয়চাঁদ লাহোরে, অমরসিংহ ছদ্মবেশে গুপ্ত। কোন্ পক্ষের অভিসন্ধি কি, উভয়ের হৃদয়ে প্রবেশ কোত্তে না পার্‌লে, কল্পনার সাহায্যে সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায় না। কিন্তু গতিক যে রকম দাঁড়িয়েচে, তাতে কালভোজ আর সমরসিংহের দুরভিসন্ধি অক্লেশেই বুঝা যায়। পাপাচার কালভোজ ইন্দিরারে আবার বন্দিনী করেছে। কেন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ কোচ্চে না, সেই জানে। যে ধর্ম্ম অশোক বনে জানকীর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন, তিনিই পদছায়া দিয়ে সুরূপসী সাধ্বী ইন্দিরারে রক্ষা কোচ্চেন।—একটী হরিণীর উপর পরস্পর-বিরোধী উভয় ব্যাধের লক্ষ্য। নিরাশ্রয় ভীষণ কাননে সেই কুরঙ্গিণী নিদারুণ ভয়ে কতদূর ব্যাকুলিনী হোচ্চে, চলুন, নির্জ্জনে গিয়ে এক বার দেখে আসি।

সত্যই ইন্দিরা বন্দিনী। জয়চাঁদের ভগিনীর যে বাড়ীতে মতি আর ইন্দিরা আতিথ্যব্রত কোরেছিলেন, সেই বাড়ীর অন্যূন দুই ক্রোশ দূরে আর একখানি জীর্ণ বাড়ী। সেই বাড়ীতে ইন্দিরা এখন বন্দিনী; দ্বারে দ্বারে প্রহরী। ভয়াতুরা কুলবালা একটী অন্ধকার ঘরে একাকিনী নিরাসনে শুয়ে আছেন। চক্ষের জলে কপোলযুগল প্লাবিত হোচ্চে। জীর্ণ বস্ত্রখানি নিরন্তর অবিরলবাহী অশ্রুধারেই আর্দ্র। শরীর অবসন্ন, রসনা বাক্যশূন্য, কেবল চক্ষের পলকে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে

অনুভব হয়, দেহে প্রাণ আছে। একটী কথা কইলেন ;—"আঃ! কত দিন আর সময় প্রতীক্ষায়?"

মধুকরী দিবাভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে মধুপান কোচ্ছিল, প্রমোদে অন্যমনস্ক ছিল বোলে, সূর্য্য অস্ত গেল, জানতে পাল্লে না। কমলিনী প্রিয়বিরহে মুদিত হলো, মধুকরী বাঁধা পোড়লো। কতই চিন্তা, কতই উদ্বেগ।—কিন্তু আশা আশ্বাস দিলে। সেই আশ্বাসেই আপনা আপনি ভাবছে আর আশা কোচ্চে,—রাত্রি চলিয়া যাইবে,—সুপ্রভাত হইবে, প্রভাকর উদয় হইবেন, পদ্মিনী আবার হাসি মুখে ফুটিবে, সেই সময় আমি স্বচ্ছন্দে উড়িয়া যাইব। এইরূপ কল্পনা কোচ্চে, এমন সময় অকস্মাৎ একটা মত্ত মাতঙ্গ এসে পদ্মবন দলন কোরে গেল! মধুকরীরও আশায় জলাঞ্জলি হলো! সুকুমারী ইন্দিরারও এখন তেমনি দশা! রাজকন্যা ভাবছেন, আমি এখন অসহায়,—জয়চাঁদ লাহোরে,—রক্ষা করে, এমন এক জনও নিকটে নাই; কিন্তু এ দিন থাকিবে না, আমি অসহায় থাকিব না,—জয়চাঁদ আসিবেন, আমি সহায় পাইব, —অবশ্যই আমি মুক্তি পাইব, শুভ সূর্য্য উদয় হইলেই আমার আশা-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে।

অভাগিনী একাকিনী জনশূন্য গৃহে এইরূপ চিন্তা কোচ্চেন, হঠাৎ পশ্চাৎ দিকের দ্বারে কে এক জন প্রবেশ কোল্লে;—নিঃশব্দে প্রবেশ কোল্লে!—সেই মূর্ত্তিই মত্তদন্তীর ন্যায় অকস্মাৎ রাজকুমারীর আশাপদ্ম বিদলিত কোরে দিলে! ইন্দিরা তারে না দেখেই অন্যমনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন! সেই নিশ্বাসের সঙ্গে পতির উদ্দেশে একটী কাতর-স্বর।—"বীরেন্দ্র! তুমি কি আমার?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ দৃশ্য !!

"দুই দল, রয়ে বল, যায় তল ধরা।
কাল প্রায়, বেগে ধায়, নাহি যায় ধরা ॥"

জয়াবতী।

বড় জোর ৪।৬ দণ্ড রাত্রি আছে, ঘোর অন্ধকার; নিকটে কা-.. বেশে এক জন মানুষ দাঁড়িয়ে, ইন্দিরা তারে দেখ্‌তে পেলেন না। অলক্ষিত করাল মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে দুটী কথা কইলে,—"আমি তোমা..; স্বর ইন্দিরার কর্ণে গেল;—শঙ্কিতা বন্দিনী কুলবালা সত্রাসে চোম্‌কে উঠ্‌লেন! এ স্বর অজানা,—কৃতান্তের স্বর।—নীরবে দরদর ধারে দুটী চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌লো!

প্রবেশকারী পুনরায় সেই স্বরে বোল্লে, ভ্রমময় পরিপূর্ণ,—আর বিল নয়। ইন্দিরা অস্পষ্ট স্বরে উদ্দেশে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কিসের বিল নয়? কে তুমি?—উত্তর হলো, সেনাপতি।

ইন্দি।—খুন কোর্‌বে?

মূর্ত্তি।—সম্মত না হলে আমিই খুন হব।

ইন্দি।—বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—খুনে আমি সম্মত কি না, এই কথ জিজ্ঞাসা কর?—এখনি সম্মত;—এখনি তুমি আমায় কেটে ফেলো!

মূর্ত্তি।—সহস্র মুদ্রা।

ইন্দিরা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, কোনো রাক্ষস নয়, দানব নয়,

সেনাপতিও নয়,—তস্কর প্রবেশ কোরেছে। করুণ স্বরে বোল্লেন, সহস্র মুদ্রা?—আমার?—কোথায় পাব?—আমি কাঙালিনী!

অদৃশ্য লোক হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, আমি দিব;—সহস্র মুদ্রা আমিই তোমারে দিব,—রাজরাণী করিব।

রাজকুমারী কেঁপে উঠ্‌লেন;—লোকটা কে, ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লেন না, কিন্তু বক্ষস্থল কম্পিত হলো। সাহসে ভর কোরে সতেজ স্বরে বোল্লেন,—ঐখানেই থাকো, নিকটে এসো না, স্পর্শ কোরো না, সহস্র মুদ্রায় আমার প্রয়োজন নাই, আমি রাজরাণীদের সুখে ঘৃণা করি, কাঙালিনী কাঙালিনীই থাকিবে। তুমি বিদায় হও!

অদৃশ্য মূর্ত্তি সানুরাগ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বোল্লে, সুন্দরি! আমি তোমার গোলাম!

ইন্দি।—আমি গোলামের মাথায় পদাঘাত করি!—দূর হও!

মূর্ত্তি।—যদি এমন কর, তবে জোর—

ইন্দিরার হৃদয় আরো সাহসী হলো, চক্ষু সতেজ হলো,—দুরাশীর কথা শেষ হতে না হতে তারে বাধা দিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, জোর?—জোর?—দাঁড়া তস্কর দাঁড়া! শীকের কন্যারা কেমন কোরে সতীত্ব রক্ষা করে দেখ্!—বোল্‌তে বোল্‌তে সতেজে উঠে দাঁড়ালেন। দেখ্, তোরি সাক্ষাতে এই পাপ জীবন বিসর্জ্জন দিই! যাঁর জন্যে এত দিন এই ভারবহ জীবন ধারণ কোচ্চি, যাঁর জন্যে বার বার বিপদের উপর বিপদ সহ্য কোচ্চি, এ জন্মে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা আজ ফুরালো!—শেষ কথাটী বোলেই করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগ্‌লেন। ছাদের উপর থেকে নীচে পোড়েই মনের আশা আর জীবনের আশার সঙ্গে দেহখানি চূর্ণ করাই তখন স্থির সংকল্প হলো! দ্রুতপদে

ছুটে ছাদের দিকে যাচ্ছেন,—আগন্তুক বিকট বেশে দুই বাহু প্রসারণ কোরে পথ আগ্‌লাচ্চে,—ছিন্নবেশা এলোকেশী যেন পাগলিনীর মতন আর্ত্তনাদ কোচ্চেন, এমন সময় আর এক আকস্মিক দৃশ্য উপস্থিত হলো! কৈ?—কৈ?—কে?—কে?—কে আমার প্রাণাধিকা কুসুম-লতাকে লৌহদণ্ডে দমন কোচ্চে?—উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর একজন অস্ত্রধারী বীরপুরুষ অকস্মাৎ সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে!—ইন্দিরা অবাক হয়ে কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় ক্ষণকাল অস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ভীম সৈনিক গৃহমধ্যস্থ অপর মূর্ত্তিকে সহসা অসিপ্রহার কোল্লে!—অসি লক্ষ্য স্থলে সংলগ্ন হলো না, স্কন্ধ অতিক্রম কোরে পৃষ্ঠেই আঘাত হলো! বিকট চীৎকার কোরে পাপাচারী অসুর ভূমিপৃষ্ঠ চুম্বন কোল্লে! এই সময় রাজকন্যার হর্ষ শঙ্কা, দুই ভাব একত্র।—সতীত্ব অপহরণে উদ্যত তস্করের পতনে হর্ষ,—"প্রাণাধিকা কুসুমলতা" সম্বোধনে সংশয়সূচক হর্ষ, আর কে সেই বীরপুরুষ, স্পষ্ট চিন্‌তে না পেরেই শঙ্কা;—সন্দেহের সঙ্গে শঙ্কা। —কে সেই বীরপুরুষ?—ভাল কোরে দেখ্‌বার অবসরও হলো না। রাত্রি শেষ হয়েছে, একটী স্ত্রীলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে সেই ভয়ঙ্কর রঙ্গস্থলে উপস্থিত!—তাকে দেখেই সেই আগন্তুক বীরপুরুষ তীরের ন্যায় বেগে অলক্ষিতে প্রস্থান কোল্লে!—কোন্ দিকে গেল, কোথায় গেল, কিছুই জানা গেল না। প্রবেশকারিণী সচকিতে গৃহতল দৃষ্টি কোরেই শিউরে উঠ্‌লো। ইন্দিরার চক্ষে চক্ষে মিলন হলো,—রাজ-কন্যা তখন এক প্রকার চেতনাশূন্যা হয়েছিলেন,—কথা কইতে পাল্লেন না,—স্থির দৃষ্টে,—স্থির সজল দৃষ্টে ক্ষণকাল তার পানে চাইতে চাইতে,—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় প্রতিমা যেমন অশ্রু অশ্রু ছেড়ে

ঘুলে জলশায়ী হয়, তেমনি হেলতে হেলতে রাজকুমারী অকস্মাৎ ধরাশায়িনী হোলেন! গৃহচারিণী রমণী তাড়াতাড়ি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে শুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো।—এ রমণী কে?—রোহিয়া।—এত দিনের পর রোহিয়া হঠাৎ কোথা থেকে এখানে উপস্থিত হলো? সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার এখন অবসর নাই। রাজনন্দিনী ইন্দিরা অনাথিনীবেশে মূর্চ্ছাগত! অনেক শুশ্রূষার পর তাঁর কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হলো। চটুল বিস্ফারিত নয়নে রোহিয়ার মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন, কিন্তু মোহ তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই,—বালিকা-সহচরী রোহিয়াকে চিন্‌তে পাল্লেন না! আমাদের দেশে যারে ডাইনের দৃষ্টি বলে, ইন্দিরার তৎকালীন চাউনীতে অবিকল সেই ভাব ব্যক্ত হোতে লাগ্‌লো! সেইরূপ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ দৃষ্টিতে রোহিয়ার দিকে কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন; কে তুই রাক্ষসী?—কোন্‌ পাপিষ্ঠ নরাধমের দূতী?—আমার গাত্র স্পর্শ কচ্চিস্‌! সম্মুখ থেকে দূর হ! তুই দেখ্‌ছিস্‌ না, যমরাজ আমারে ঘন ঘন আহ্বান কোচ্চেন! ঐ দেখ্‌, রক্তবস্ত্র পরা, আষাদণ্ড হাতে, মহিষের শিং মাথায়, ঘন ঘন আমার পানে দৃষ্টিপাত কোচ্চেন! আমি যাই!—এই আমি চোল্লেম! পাপাত্মা আমারে স্পর্শ কোর্‌তে না কোর্‌তে আমি এই পাপ পৃথিবী থেকে জন্মশোধ বিদায় হই! তুই পাপীয়সী পিশাচী দূর হ! উন্মাদিনীর ন্যায় বার বার এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অভাগিনী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন;—উভয় নেত্র দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্‌লো! মহীলতা অহি মর্দ্দিতলাঙ্গুল হয়ে যেমন ভীম রোষে গর্জ্জন করে, প্রতিনিশ্বাসে নিশ্বাসে জীবনে হতাশাসিনী রাজবালা ঠিক তেম্‌নি গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন! পাপিষ্ঠ

কোথায়? উঃ! সে আমার স্পর্শ কোর্‌বে! সে আমার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন চুরি কোর্‌বে! ছাদ থেকেই পড়ে মরি! উঃ!—আমি কারাগারে বন্দিনী,—নিকটে বিষ নাই, ছুরি নাই, ছাদ থেকেই পড়ে মরি!—হুঁ,—সেই-ই ভাল! পাগলিনীর ন্যায় এই কথা বলেন, আর ত্রাসিতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ঘন ঘন চারি দিকে চান। মা রজনী দেবি! তোমার আবরণ থাক্‌তে থাক্‌তে,—কেউ যেন আমার এ মুখ আর দেখ্‌তে না পায়, সূর্য্যদেব যেন এ কলঙ্কিনীর বদন আর দর্শন না করেন, এই বেলা আমি তোমার ক্রোড়ে জন্মের মতন শয়ন করি! এই বেলা আমি ধরণী দেবীরে জননী বোলে তাঁরি কাছে গিয়ে সকল যন্ত্রণা জুড়াই! উন্মাদিনীর ন্যায় আপনা আপনি আর্ত্তনাদ কোত্তে কোত্তে দরজা পার হয়ে ছুটে যান,—রোহিয়া ধোলে।

বনে যবে ধরে উঠে প্রবল অনল।
ভয়ে ভীতা সচকিতা কুরঙ্গিণী দল॥
ছুটে যায় ফিরে চায় ঘূরায়ে নয়ন।
চিরবাস বনবাস করে বিসর্জ্জন!!
বাঁচি যদি বনে ফিরে আসিব আবার।
নতুবা জনম ভূমি হলো অন্ধকার!!
ছেড়ে যেতে বাস বন যাতনা অপার।
জন্মভূমি মায়া-মোহ বাড়ে অনিবার!!
লেজ নেড়ে ঘাড় নেড়ে চাহে বার বার।
অবিরল দুটী চক্ষে বহে অশ্রুধার!!

তেমতি ইন্দিরা আজি রাজার কুমারী।
কাতরা মনের বেগে নেত্রে ঝরে বারি !!
ভূতলে পড়িতে যায় দ্রুত লাফ দিয়া।
কি কর কি কর বলি ধরিল রোহিয়া !!

রাজকন্যার সংকল্পে বাধা পড়িল ;—রোহিয়াকে অবলম্বন কোরে স্তম্ভের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ; কিন্তু হস্তপদ স্থির থাক্‌লো না ; থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো ! রোহিয়া তাঁরে ধোরে বোসিয়ে স-কাতর স্বরে বোল্লে, রাজকুমারি ! এমন কোচ্চেন কেন ?—আপনার ভয় কি ?—আমি আপনার চির কিঙ্করী রোহিয়া। ভাল কোরে এক বার চেয়ে দেখুন দেখি, চিন্‌তে পার্‌বেন। চমকিতা হয়ে ইন্দিরা আবার চাইলেন,—একটু উদাস হাসি হেসে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, রোহিয়া ?—তুমি এখানে কতক্ষণ ?—আর কেনই বা তুমি এখানে ? আর একটী কথা ;—কেন ভাই তুমি আমার মরণে বাধা দিলে ?

রোহিয়ার তখন একটু সাহস হলো। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, রাজনন্দিনি ! বলুন দেখি, ব্যাপারখানা কি ? আপনি মনে কোচ্চেন, এখন রাত্তির, কিন্তু তা নয়, ঐ দেখুন, সূর্য্য উদয় হয়েছে, বেলা প্রায় চার দণ্ড,—ঘরে এত রক্তই বা কেন ? আর ঐ একজন রক্তমাখা হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছেই বা কেন ? আপনিই বা মূর্চ্ছিত হয়ে-ছিলেন কেন ? আর যখন আমি আসি, তখন সেই যে একজন বীর-পুরুষ তলোয়ার হাতে কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সে লোকটাই বা কে ? সত্য বোল্‌চি, এখনো পর্য্যন্ত আমার ভয় ঘুচে না। আপনি এখানে একাকিনী আছেন, তাতে আবার কারাগার, এখানে এ সব কাণ্ড এ রাত্রে কেমন কোরে ঘোট্‌লো ?

যে বিধাতা এই পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, কেবল তিনিই সে কথা বোল্‌তে পারেন। একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভগ্নাকুলা ইন্দিরার এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এ কথার ভাব রোহিণী কিছু বুঝতে পাল্লে না। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে,—আবার সেইরূপ হতাশ উত্তর। তৃতীয় বার প্রশ্ন না কোরে উঁকি মেরে এক বার ঘরের ভিতর দেখ্‌লে, যে মূর্ত্তি রুধিরাক্ত কলেবরে ধূলায় বিলুণ্ঠিত, সে মূর্ত্তি রোহিণীর অদেখা কি অচেনা নয়।—দেখেই শিউরে উঠ্‌লো। মনে মনে ভাব্‌লে, এ কি সর্ব্বনাশ! এ রাক্ষস রাত্রিকালে এখানে কি কোত্তে এসেছিল? আগেকার সেই পাপ কল্পনা আজো পর্য্যন্ত কি পরিত্যাগ করে নি! কি সর্ব্বনাশ! আর এরে খুন কোল্লেই বা কে? নিশ্চয়ই আমার মনে নিচ্চে, যে অস্ত্রধারী উষাকালে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, তারই এই কর্ম্ম! কিন্তু সে যে, কে, ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না! ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে জান্‌তে পাল্লে, চিন্‌তে যদিও না পারি, একবার দেখেও রাখ্‌তেম।

রোহিণীকে অন্যমনস্ক দেখে ইন্দিরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, রোহিণী! তুমি অমন কোরে ঘরের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ও কি ভাব্‌চো? আর আপনা আপনি কি বোক্‌চো?

বলি কি না বলি?—যদি বলি, রাজকন্যা একে আর ভাব্‌বেন; আর যদি না বলি, তা হলে আরও অধিক সন্দেহ হবে, জানি কি, হয় তো আমারেও অবিশ্বাসিনী মনে কোত্তে পারেন। করি কি?—বলি কি না বলি? মনে মনে এই রকম সাত পাঁচ তোলাপাড়া কোরে, অবশেষে বলাই স্থির কোরে ইন্দিরাকে সম্বোধন কোরে কাতর ভাবে

বোল্লে, রাজকুমারি ! যাকে তুমি কখনো দেখ নাই, যে পাপিষ্ঠ দস্যু তোমার পবিত্র কুলধর্ম্ম বিনাশ কোত্তে নিরন্তর উদ্যত, সেই পাপিষ্ঠই খুন হয়েছে ! ভগবান দিন দিয়েছেন”!

ইন্দিরার হৃদয় আরো কেঁপে উঠ্‌লো ।” সে দিকে আর চাইতে পাল্লেন না। সভয়ে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, রোহিয়া ! সত্যই কি সেই নৃশংস রাক্ষস ঐ ?

হাঁ রাজনন্দিনি ! ঐ সেই চণ্ডাল ; ওরি নাম কালভোজ !—যেই মাত্র সেই নাম উচ্চারণ কোরেছে, অমনি সেই শোণিতাক্ত পতিত মূর্ত্তি গোঁ গোঁ শব্দ কোরে একবার নোড়ে উঠ্‌লো ! রোহিয়ার মুখে এই কথা শুনে, আর ঐ গোঁঙানি শব্দ পেয়ে, ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কেঁপে বিষম বিত্রাসিতা রাজপুত্রী আবার জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পোড়ে গেলেন ! রোহিয়ার কাঁধের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁরে শুদ্ধ তাল সাম্‌লাতে না পেরে রোহিয়াও পোড়ে গেল !—“ওমা আমার কি হবে !—এ আবার কি সর্ব্বনাশ ! এই পাখীটীকে কিছুতেই যে আমি বাঁচাতে পাল্লেম না !—হায় ! হায় ! কেন আমি এ সময় এঁর কাছে কালভোজের নাম কোল্লেম !” শশব্যস্তে, সকাতরে, সাশ্রুনয়নে এইরূপ বিলাপ কোত্তে কোত্তে রোহিয়া ধীরে ধীরে ইন্দিরার মাথাটী তুলে আপনি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠ্‌লো ;—উঠে অচৈতন্য রাজকন্যাকে কোলে কোরে বোস্‌লো। —তার চক্ষের জলে নৃপতনয়ার মূর্চ্ছাম্লান বদনকমল যেন শারদীয় সন্ধ্যাবর্ষণার্দ্র শতদল পদ্মের ন্যায় দেখাতে লাগ্‌লো ! “রাজনন্দিনি ! আমার বুক যে, ফেটে যায় !—প্রাণ যে, বেরিয়ে যায় ! আমি যাই যে রাজলক্ষ্মি !—তোমার এ দশা চক্ষে দেখে আমি যাই যে রাজলক্ষ্মি !

—এ অবস্থায় তোমারে এখান থেকে কেমন কোরেই বা নিয়ে যাই?—কোথাই বা নিয়ে যাই?—এমন সর্ব্বনাশও—"

রোহিয়া এই রকমে বিলাপ কোচ্চে, শেষ বাক্যটী সমাপ্ত হোতে না হোতে অকস্মাৎ ঘরের ভিতর ভয়ঙ্কর হল্লা উপস্থিত। "কর্ত্তা কাটা পড়েছে! কর্ত্তা কাটা পড়েছে!" এই কথা বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে বিশ, পঁচিশ জন প্রহরী সেনা সেইখানে তাড়াতাড়ি প্রবেশ কোল্লে। ভয়ানক গোলমালে ইন্দিরার চৈতন্য হলো।—ভয়ের সঙ্গে চৈতন্য।—চেয়ে দেখ্লেন, ভীষণ দৃশ্য!—জীবনে হতাশ হয়ে রোহিয়াকে জাপ্টে ধোরে প্রতিপ্রাণা বিষাদিনী একটী নিশ্বাস ফেলে পতির উদ্দেশে ঊর্দ্ধ-কণ্ঠে বোল্লেন, "প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমার?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম যামিনী।

চক্ষে চক্ষে।

" ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে!
গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি! সুবিমলকান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু-
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥"

কালিদাস।

বসন্তকাল।—আকাশ পরিষ্কার। বায়ু প্রসন্ন। বৃক্ষলতা প্রফুল্ল। পশুগণ রোঁ-কাটানো, পাখীগুলি পরমসুন্দর। নদনদী নির্ম্মল। শুভ্র-

অভ্রমালা সচল। বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প। পুষ্পে পুষ্পে সুবাস। সুস্নিগ্ধ সমীরণেও সুবাস। সলিলে সলিলে কমল। কমলে কমলে ভ্রমর। ভ্রমরে ভ্রমরে গুঞ্জন। প্রদোষকাল অতি সুখকর;—দিবাভাগও মনোহর। বসন্তে সমস্ত বস্তুই রমণীয়। এই রমণীয় সময়ে পঞ্চনদের চন্দ্রভাগাতীরে একটী সুরম্য গৃহে দুটী কামিনী।

গৃহটী অতি পরিপাটী।—ছোট বটে, কিন্তু দিব্বি ঝর্‌ঝরে। উপর নীচে ৪টী ৪টী কামরা,—বেশ সাজানো। দেয়ালে নানা রঙের লতা-পাতা,—ঝাড়বুটো কাটা;—কড়িকাষ্ঠের নীচে নীচে রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ। ঘরের দক্ষিণদিকে ছাতের উপর পাথরের সুখাসনে প্রকাণ্ড এক সিংহ শুইয়া আছে। সিংহ সজীব নয়,—কৃত্রিম।—গৃহের উভয় তলাতেই চারিদিকে রেল দেওয়া-টানা বারাণ্ডা।—বারাণ্ডার একদিকে সবুজ, একদিকে লাল, একদিকে সফেদ, আর একদিকে জরদ রঙ্ দেওয়া। চমৎকার বাহার! সম্মুখে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ।

প্রাঙ্গণের মাঝে মাঝে ছোট ছোট চান্‌কা, ছোট ছোট রঙ্গীণ আসন, ছোট ছোট ফুলগাছ, ছোট ছোট রাস্তা। দিব্বি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে সাত আট হাত উচ্চ পাথরের প্রাচীর। মাঝে মাঝে থাম।—থামের মাথায় মাথায় এক মাপের কাশ্মীরী টব। ধারে ধারে বৃক্ষশ্রেণী।—একদিকে দেবদারু;—একদিকে বকুল;—একদিকে হরীতকী, আমলকী, কেলিকদম্ব; আর উত্তরদিকে নিবিড় দীর্ঘ দীর্ঘ খর্জ্জুরবৃক্ষ। চারি কোণে চারিটী বহুপ্রাচীন বাদামতরু।—এই সকল বৃক্ষের শাখাপল্লব প্রাঙ্গণের উপর সমসূত্রে বিস্তৃত হওয়াতে বোধ হয় যেন, শূন্যপথে একখানি সবুজরঙের চাঁদোয়া খাটানো রহিয়াছে।—দক্ষিণ ধারে ফটক।—ফটকের দুই পাশে দুটী কামিনীবৃক্ষের ঝাড়।—

পশ্চিমে চন্দ্রভাগা নদী। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে তরঙ্গিণীবক্ষে তরঙ্গ হইতেছে। আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে। নদীর জলে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ পড়িয়াছে। ঢেউগুলি তীরে লাগিয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন, চারুহাস্য চন্দ্রভাগা চন্দ্রদর্শনে চঞ্চল হইয়া চন্দ্রিকারূপ চন্দ্রহার পরিধান করিয়াছে। শোভা অতি মনোহারিণী। তটিনী-তটবর্ত্তী ঐ কুঞ্জগৃহটী দূর থেকে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, কোন্ সুরসিক চিত্রকর নরলোকের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত একখানি মনোহর ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে।

একটু দূরে একটী কৃত্রিম পর্ব্বত।—সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ নানাবিধ তরুলতায় সুশোভিত। প্রবাদ এইরূপ যে, একদল নানক-পন্থী সন্ন্যাসী এই পর্ব্বতে বাস করে। সেই নিমিত্ত এই পর্ব্বতের নাম পান্থশৈল। এই শৈলটী বামে রাখিয়া ঐ কুঞ্জগৃহে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ।

চন্দ্রভাগানদী এই সুদৃশ্য পর্ব্বতটীকে আর ঐ সুচারু বাড়ীখানিকে আরো চমৎকার দেখাইবার নিমিত্তই যেন সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া,—বুক উঁচু করিয়া,—বুকের উপর কতরকম তরণী ভাসাইয়া,—দিবারাত্রি মন্থরভাবে নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রি একপ্রহর।—আকাশে পূর্ণচন্দ্র।—পাখীরা মধুরস্বরে গান করিতেছে;—গাছেরা বায়ুভরে মাথা নাড়িয়া বাহবা দিতেছে,—কুসুমেরা সুগন্ধ বিলাইয়া পবনদেবকে মাতোয়ারা করিতেছে;—প্রমত্ত প্রভঞ্জন আপন হিল্লোলে হিল্লোল বাড়াইয়া মুহুর্মুহু মহীধরনন্দিনীকে মাতাইয়া তুলিতেছে। অতি রমণীয় শোভা;—অতি রমণীয় সময়।

গৌরচন্দ্রিকা আর নয়। পাঠকমহাশয় হয় ত মনে করিতেছেন,

আমরা চারুপাঠের গল্প কাঁদিয়া ছেলে ভুলাবার পন্থা দেখিতেছি।—গৌরচন্দ্রিকা আর নয়।—এই সময় পাঠ পরিবর্ত্তন করি।

দুটী কামিনী মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে।—এ সময় বেশী হিম পড়ে না;—বেশী বরফ পড়ে না;—অল্প অল্প শীতে গৃহতল সুশীতল, কামিনীরা বারাণ্ডাতেই বসিয়া আছে। তাদের বদনমণ্ডলে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। তাহারা হাতমুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছে, চন্দ্র-কিরণে কাণের দুল চারটী চিক্‌চিক্ করিতেছে, হাতের কঙ্কণ জ্বলিতেছে,—বুকের ধুক্‌ধুকী চক্‌মক্ করিতেছে। সাপের মাথায় যেন মাণিক জ্বলিতেছে!—পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কামিনী দুটী কে?—শোকাতুরা ইন্দিরা, আর মধুমতী মতি।

তাহারা নিরিবিলি বসিয়া কি কথা কহিতেছে?—দুঃখের কথা?—না,—আজ আর সে ভাব নয়।—আজ কিছু নূতন ভাব।—মুখে হাসিখুসি আছে, গল্পের তরঙ্গ আছে, মনেও যেন স্ফূর্ত্তি আছে। ইন্দিরা কিরূপে বন্দিদশা থেকে পরিত্রাণ পেলেন, রোহিয়া কোথায় গেল, সে রাত্রে কি ঘটনা হয়েছিল, মতি সে সব কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কোচ্চেন না। আগে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন কি না, জানি না;—এখন সে সকল কথার নামগন্ধও নাই, আজ সব নূতন কথা;—নূতন ভাব।

মুখখানি ঘুরিয়ে একটু টিপে টিপে হেসে মতি একবার আকাশ পানে চেয়ে মধুরস্বরে ইন্দিরারে বোল্লেন, "পূর্ণশশি! শীঘ্র ঘরে চলো!—বাইরে আর থেকো না!"—ইন্দিরা একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেন?"

মতি আবার তেমনি ভাবে তেমনি স্বরে উত্তর কোল্লেন, "ঐ দেখ, চাঁদ কাঁপচে, গ্রহণ লাগে লাগে, রাহু পাছে ঐ চাঁদকে ছেড়ে এই

অকলঙ্ক চাঁদটীকে গ্রাস কোত্তে আসে!"—সহাস্যমুখে এই কটী কথা বোলে একবার চাঁদের দিকে, একবার ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে চোক্ মোট্‌কে থুতিখানি ধোল্লেন।

ইন্দিরা একটু হাস্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তুমিও আমারে কয়েদ কোত্তে চাও না কি!—কর!—এ যাত্রা পৃথিবীতে কেবল কয়েদ হোতেই আমি এসেছি!—কয়েদ হোতে হোতেই জন্মটা কেটে গেল!—যা বলো যা কও, চাঁদ হই আর নাই হই, রাহু আমার পাছু পাছুই ঘূর্‌চে!—কেন যে ঘোরে, কিছুই জানি না। বাইরে থাক্‌লেও ঘোরে, ঘরের ভিতর কয়েদ থাক্‌লেও ঘোরে! রাহুর আর ঘোরাঘুরির কামাই নেই! তুমি আমারে ঘুরে যেতে বোল্‌চো,—যাই,—তুমি অমনি চাবী দিয়ে পালাও!—কেমন?"

মতি অপ্রতিভ হোলেন।—ইন্দিরা হাস্‌তে হাস্‌তে ঐ কথা-কটী বোল্লেন বটে, কিন্তু শর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো।—মতি অপ্রস্তুত হোলেন। —বুদ্ধিমতী মেয়েরা অপ্রস্তুত হোলে কৌশলে পাশকথা পেড়ে আগেকার কথাটী হেসেই উড়িয়ে দেয়। বুদ্ধিমতী মতিও তেমনি কৌশলে চাঁদের কথাটী চাপা দিয়ে খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেন। একটু গভীরভাবে মুখ ভারী কোরে বোল্লেন, "হাঁা, ভাল কথা!—ঠাট্টা তামাসা যাক্,— তুমি সেই যে, বইখানি দেখিয়ে কদিন আমারে বোলেছিলে, তোমাদের বিয়ের আগাগোড়া কথা তাইতে লেখা আছে;—দেখ্‌তে চাইলেম, দেখালে না; একদিন সময়মত গল্প কোরে বোল্‌বে বোলেছিলে;—আজ বেশ নিরিবিলি আছে,—এখানে কেউ নেই,—আজ তোমারে সেই কথাগুলি বোল্‌তেই হবে। তোমার পায়ে পড়ি!—সে কথাগুলি শোন্‌বার জন্যে আমার ভারী আকিঞ্চন রয়েছে। কেমন কোরে দেখা

হলো, কোথায় মিলন হলো, কে তোমারে কয়েদ কোল্লে, করে আবার খালাস পেলে, কেমন কোরে বিয়ে হলো, এই সব শোন্‌বার জন্যে আমার বড়ই আকিঞ্চন।—মিনতি কোরে বোল্‌ছি, আজ তোমারে সেই কথাগুলি বোল্‌তেই হবে। না শুনে আজ আমি কখনই ছাড়্‌বো না!"

পাঠকমহাশয়ও বোধ হয় মতিসুন্দরীর প্রশ্নে প্রতিধ্বনি কোরে বোল্‌তে পারেন, "না শুনে কখনই ছাড়্‌বো না!"—কিন্তু একটী কথা আছে। মতি পায়ে পোড়্‌তে চায়!—সে কাজ কেমন কোরে হয়?—কেন?—তাতেই বা দোষ কি?—মেয়েমানুষের পায়ে পড়া পরম ভাগ্যের কথা!—বিশেষ,—তাতে এ মেয়েটী বড় ভাল।—সাধ্বী সতী পতিব্রতা।—রূপসাগরের মহামৃত;—লাবণ্যসমুদ্রের মহ্যরত্ন;—সতীত্ব-সরসীর পদ্মফুল!

মতির আগ্রহে ইন্দিরার আবার হাসি এলো।—তিনি কি উত্তর দেন দেন মনে কোচ্ছেন, জয়চাঁদ এলেন। তাঁরে দেখেই উভয়ে আহ্লাদে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দাঁড়ালেন।

জয়চাঁদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখনো ঘুমোও নি?"—মতির মুখপানে চেয়ে ইন্দিরা একটু হেসে উত্তর কোল্লেন, "না জয়চাঁদ! ঘুম আস্‌ছে না! গুমরে গুমরে কেমন এক রকম হয়েছে, চক্ষের পাতা বুজ্‌লেই আন্‌কা আন্‌কা স্বপ্ন দেখি!—কি যেন সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ কোরে চক্ষের কাছে ঘোরে! কারা যেন ঢালতলোয়ার হাতে কোরে দাঁতমুখ খিচিয়ে চক্ষের কাছে ঘুরে বেড়ায়!"

জয়চাঁদ গম্ভীরভাবে অসি স্পর্শ কোরে বোল্লেন, "তোমরা বোসো।—কোনো ভয় নাই! আমি তোমাদের এখানে এনে রেখেছি, কেউ এ কথা জানে না। এখানে কাহারো আস্‌বার অধিকার নাই! জয়চাঁদ

বেঁচে থাক্‌তে,—জয়চাঁদের কণ্ঠে শ্বাস থাক্‌তে কার সাধ্য তোমাদের অনিষ্ট করে !—তোমরা বোসো।—সচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদ করো ;—কোনো শঙ্কা কোরো না।—আজ রাত্রে আমি ফটকে যে রকম পাহারার বন্দোবস্ত কোরেছি, তাতে কোরে যমেরও অধিকার থাক্‌বে না। তোমরা সচ্ছন্দে থাকো। আমি এখন চোল্লেম। এ রাত্রে আমি এখানে আজ থাক্‌তে পাচ্চি না, ফিরে আস্‌তে শেষ রাত্রি হবে। আজ রাত্রে আমাকে এক ঘাটের জল এক কোত্তে হবে !—রোহিয়া ধরা পোড়েছে, তারে উদ্ধার কোরে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌বো,—এইমাত্র শুনে এলেম, তিনি সহরে এসেছেন,—সাহেবেরা একেবারে ৪।৫টা খুনের বিচার কোচ্চে !—আজ রাত্রে আমার অনেক কাজ। তোমরা থাকো, কোনো চিন্তা নাই, আট ঘাট বন্ধ।—নীচে নেমো না, যা যখন দর্‌কার হবে, চাকরাণীদের ডাক্‌লেই তারা আস্‌বে। এখন আমি বিদায় হোলেম।”

উপদেশ দিয়ে,—সাহস দিয়ে জয়চাঁদ চোলে গেলেন। মতির হাত ধোরে ইন্দিরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। মতির প্রশ্ন আবার নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত হলো।—ম্লানমুখী ইন্দিরা প্রফুল্লবদনে পুরাতন কাহিনী আরম্ভ কোল্লেন।

“সাত বৎসর হলো, একদিন বৈকালে আমরা যুগাদ্যার মন্দিরে উৎসব দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।” এই পর্য্যন্ত বোলে ইন্দিরা একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে বোল্লেন, “দেখ ভাই ! যা যা আমি বোল্‌বো, সব কিছু আমার আপনার কথা নয়, তাতে যদি আমার নিজের কিছু ব্যাখ্যানা পাও, হেসো না।”

মতি হাস্‌লেন।—মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লেন। ইন্দিরা তা দেখ্‌তে পেলেন না, আবার আরম্ভ কোল্লেন।—“বৈকালবেলা গিয়েছিলেম,

ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হলো।—বাসন্তীদেবী আমার সঙ্গে ছিলেন।—দুজনে আস্‌ছি,—আরো অনেক যাত্রীলোক আস্‌ছে,—মেঘ কোরে এলো।—লোকেরা হন্ হন্ কোরে চোলে যে যার আপনার আপনার রাস্তা ধোল্লে। আমরা দুটীতে রাস্তায়। এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেল,—আমরা একটা ঝাড়ালো বকুলতলায় দাঁড়ালেম। বৃষ্টি ধোরে গেল,—সন্ধ্যা হলো,—চাঁদ উঠ্‌লো,—বেশ ফুটন্ত চাঁদ,—ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। ঠিক এমনি সময়,—ফাগুনসুদি,—মেঘ বিস্তরক্ষণ থাকে না, দিব্বি ফর্সা হয়ে এলো।—বাসন্তীদেবী বুড়মানুষ, আস্তে আস্তে চোল্‌তে লাগ্‌লেন, আমিও ধীরি ধীরি সঙ্গিনী। চুপ্‌টী কোরে গুটি গুটি আসা যায় না, বুঝ্‌তেই পার্বো, আমি একটী কথা পাড়্‌লেম। নাটমন্দিরে রাসধারী যাত্রায় দিব্বি একটী গীত গেয়েছিল, চমৎকার গীত;—সেইটী আমি আওড়াতে আরম্ভ কোল্লেম।—

বসন্তে বিহরে বনে, রাধারাণী কানু সনে।
নব অনুরাগ ভরে, সাজায়ে শাম নবঘনে॥
গলে দিয়ে বনমালা, দোলাইল রাজবালা,
কি শোভিল চিকণকালা, রাধাঅঙ্গ পরশনে॥
কালিন্দী তরঙ্গ কূলে, প্রেমানন্দে ফুলে ফুলে,
নাচে যেন বাহু তুলে,
রাধাকৃষ্ণ দরশনে॥

ও ভাই! সবেমাত্র এই গানটী গেয়ে থেমিছি, অমনি চেয়ে দেখি, পাশে একজন পথিক! দিব্বি সুপুরুষ,—চমৎকার চেহারা! আমার মুখে ওড়্‌নাখানি ঝুলোনো ছিল, তিনি আমারে দেখ্‌তে পেলেন না।

তিনি আমার মুখ দেখতে পেলেন না বটে, আমি কিন্তু ঘোমটার ভিতর থেকে বেশ দেখ্‌তে পেলেম। মুখ দেখে বোধ হলো, তিনি যেন আমার গান শুনে তুষ্ট হয়েছেন, তাই জন্যে—”

মতি অমনি মুখের কথা চুমে নিয়ে বাঁ হাতে খুতিখানি ধোরে ডান হাতখানি মুখের কাছে নেড়ে নেড়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বোল্লেন, “ তাই জন্যে এই চাঁদমুখখানি দেখ্‌বার লেগে উন্মত্ত!—কেমন ?—এই না ? ত। ভাই,—তোমার ঐ মধুর তরঙ্গ শুন্‌লে আমাদেরিই মন টলে, তা সে তো হলো পুরুষমানুষ,—বেটাছেলে!—সত্যি কথা বোল্‌তে কি ভাই, ঢের ঢের গান শুনিচি, অমন গান কক্ষণো কোথাও শুনি নি!”

ইন্দিরা একটু লজ্জা পেয়ে ঠোঁট কুলিয়ে বোল্লেন, “যাও ভাই! তবে আর আমি বোল্‌বো না!”

মতি।—না—না, তুমি বোলে যাও,—তোমার গানটান কিছুই ভাল নয়;—তুমি বোলে যাও!—গান শুন্‌লেই বাহবা দিতে হয়, তাই দিয়েছিলেম! ওটা ভাই, বিধেতার কলম;—খণ্ডাবার নয়! দিতেই হয়!—তা যাক্‌, ওসব কিছু মনে কোরো না;—তুমি বোলে যাও!

ইন্দিরা বোল্লেন, “হ্যাঁ ভাই! সত্যি! তুমি ধোরেছ ঠিক! তিনি বোধ হয় গান শুনে খুসি হয়ে থাক্‌বেন, গীতটী হয় তো তাঁরে মিষ্টি লেগেছিল, তাই জন্যে আমার মুখখানি দেখ্‌বার তরে বড় ব্যস্ত। আমি আরো জড়সড় হয়ে বড় কোরে ঘোম্‌টা টেনে দিলেম। ওড়্‌নাখানি ছপুরু কোরে ঝুলিয়ে রাখ্‌লেম। কথা কওয়া বন্ধ কোরে দিলেম;—একেবারে থেমে গেলেম।—বাসন্তীদেবীও কিছু বোল্লেন না। আমরা যাচ্ছি,—নিঃশব্দেই যাচ্ছি;—কারো মুখে টুঁশব্দটী নেই!—যাচ্ছি, আস্তে আস্তে অনেকদূর এসেছি,—দেখি, তখনো তিনি পেছোনে!—হন্‌ হন্‌

কোরে চোলতে আরম্ভ কোল্লেম ;—পথের লোক,—কে কি বলে, কে বারণ করে, কে কারে কি বলে, পথ দিয়ে কত লোক্ যায়, যেতে দাও !—এই ভেবে হন্ হন্ কোরে চোল্তে লাগ্‌লেম। বুড়ী বড় বিরক্ত কোরে তুল্লেন ! শীঘ্র শীঘ্র চোল্‌তে পারেন না,—এগুতেও পারেন না, হঠাৎ পা পিছ্‌লে গেল ! এখন আমরা যে বাড়ীতে আছি, তখনো এই বাড়ীতেই আমরা থাক্‌তেম ; এই দিকেই আস্‌ছিলেম ; বারাণ্ডায় দাঁড়ালে ঐ যে পর্ব্বতটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ওর নাম পার্শ্বশৈল ;—উরি ধার দিয়ে পথ ;—নীচেই চন্দ্রভাগা ;—পথটী অতি সঙ্কীর্ণ। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কি না, পিছল হয়েছিল ;—বুড় মানুষ, তাল সাম্‌লাতে পাল্লেন না,—পা পিছ্‌লে পোড়ে যাচ্ছিলেন, কাঁপ্‌তে কাঁপতে পাহাড়ের গায়ের একটা লতা জড়িয়ে ধোল্লেন। লতা গাছটাও ছিঁড়ে গেল !—তিনি অমনি মুখ থুব্‌ড়ে পোড়ে গেলেন !—যিনি আমাদের সঙ্গে আস্‌ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে হাতখানি না ধোল্লে তখনি অমনি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর জলেই পোড়ে যেতেন ! আমি তখন এমনি অন্যমনস্ক হয়েছিলেম যে, কে এলো, কি হলো, কে ধোল্লে, ঠিক কোত্তেই পাল্লেম না ! অল্প অল্প হাওয়াও উঠেছিল, নদীর জলে ঢেউ খেলা কোচ্ছিল, সেই বাতাসে দৈবাৎ আমার মুখের ওড়্‌নাখানি উড়ে একটু সোরে পোড়্‌লো !—একটী কাণ, একটী চক্ষু, আর একদিকের জুল্‌পি শুদ্ধ আধখানি মুখ আল্‌গা হয়ে গেল ! সাম্‌লাতে পাল্লেম না !—তিনি দেখে ফেল্লেন !”

মতি অমনি করতালি দিয়ে বোলে উঠ্‌লেন, “যা ! অ্যাঁ ?—কি পাশে একজন প… দেখে ফেল্লেন ?—অ্যাঁ ?”

মুখে ওড়্‌নাখানি খুলে…বে উত্তর কোল্লেন, “হ্যাঁ ভাই ! দেখে ফেল্লেন !—

কি কোর্‌বো বলো, অসাবধানে পাপ নেই! আমিও অমনি কিন্তু তখনি আবার ওড়্‌নাখানি সেরে সুরে নিয়ে সবশুদ্ধ ঢেকে ফেল্লেম!"

মতি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। একটু কি চিন্তা কোরে ইন্দিরা আবার বোল্লেন, "যিনি আমাদের সঙ্গে আস্‌ছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়্‌লেন না। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, বাসন্তীদেবী আমার জননী। তাই ভেবেই আরো ততখানি বেশী ঘনিষ্ঠতা কোচ্ছিলেন। কোথায় লেগেছে, কত ব্যথা হয়েছে, এখান থেকে কতদূর যেতে হবে, চোল্‌তে পার্‌বেন তো?—এই রকম কতই আত্মীয়তা জানাচ্ছিলেন, তা আর বল্‌বার নয়।"

"বাস্তবিক তাঁর অনুমান বড় মিথ্যা ছিল না। বাসন্তীদেবী আমার গর্ভধারিণী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর স্নেহমমতার কোলে আমি গর্ভধারিণীর স্নেহমমতা ভুলে গিয়েছি। তিনি আমার পিসীমা। জন্মাবধি আমি মা বাপ জানি না,—শুনেছি তাঁরা পৃথিবীতে নাই!—পিসীমাই আমার বাপ, পিসীমাই আমার মা। তিনি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর আমার বল্‌বার কেউ ছিল না,—তাঁরে ছাড়া পৃথিবীতে আমি কাউকেই আর জান্‌তেমও না। ছেলেবেলা থেকে কেবল তাঁরি কাছেই আমি এই বাড়ীতে থাক্‌তেম। যিনি তাঁরে পাহাড়ী রাস্তায় অবলম্বন দিয়ে উদ্ধার কোল্লেন, তিনি তখন পথের পথিক বৈ আর কেউ না, কিন্তু পিসীমা তাঁরে চিন্‌তেন। দরদযত্ন দেখে বাপু বাছা বোলে পিসীমা তাঁরে কতই আদর অপেক্ষা কোল্লেন। বিপদ্‌সময় সহায় হয়েছেন বোলে কতই কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমিও তখন মনে মনে ভাব্‌লেম, সত্যি কথা! আমাদের পরিত্রাণের জন্যেই ভগবান তাঁরে পথে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সহায় না হোলে এ রাত্রে আমরা মেয়েমানুষ,—

একেবারে অকূল পাথারে ভাস্‌তেম !—ভাব্‌ছি আর আস্‌ছি,—তিনিও পিসীমার সঙ্গে গল্প কোত্তে কোত্তে আমাদের সঙ্গে আস্‌ছেন। পিসীমার সঙ্গে গল্প কোচ্ছেন বটে, কিন্তু—লজ্জা খেয়ে বলি,—দৃষ্টি আমার পানে! —কথার কৌশলে এমনি সমিস্যা এনে ফেল্‌ছেন যে, আমারে যেন তার উত্তর দিতেই হবে ;—আমি যেন সে কথার উত্তর না দিয়ে কোন-মতেই থাক্‌তে পারবো না! কিন্তু আমিও তেমনি সাবধান! কব কেন?—একটীও কথা কইলেম না।—কেন না, কথাবার্তার ভঙ্গীতে বুঝ্‌তে পাল্লেম, পিসীমা তাঁরে চেনেন বটে, কিন্তু তিনি পিসীমাকে চেনেন না। এ গতিকে,—হ্যাঁ ভাই!—এ গতিকে হঠাৎ কি অমনি অচেনা মানুষের সঙ্গে,—হ্যাঁ ভাই,—বলো!—হঠাৎ কি অমনি অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া যায়?—কব কেন?—একটীও কথা কইলেম না।”

প্রশ্নকারিণী লজ্জা জানিয়ে মতিবালাকে সাক্ষী মান্‌লেন বটে, কিন্তু মতিবালা মধ্যস্থতা কোল্লেন না ;—মুখে রুমাল দিয়ে একটুখানি হাস্‌-লেন,—একটীও উত্তর দিলেন না।—মধুরভাষিণী ইন্দিরা মধুস্বরে আবার সূত্রপাত কোল্লেন।

“ক্রমে আমরা ফটকের কাছে পৌঁছিলেম।—তখনো তিনি আমা-দের সঙ্গে।—পিসীমা মিষ্টি মিষ্টি কোরে তাঁরে বোল্লেন, ‘বাছা! তুমি আমাদের বিস্তর উপকার কোল্লে, এ জন্মে আমি তোমার এ গুণ ভুল্‌তে পারবো না। বেঁচে থাকো, রাজা হও, আলাই বালাই দূর হোক্‌, সুখেসচ্ছন্দে ঐশ্বর্য্য ভোগ করো! এখন ঘরে যাও, রাত্রি ঢের হয়েছে, আর দেরি কোরো না!’—তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, ফিরে যান ;—আমাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসাই তাঁর বড় ইচ্ছা ;—পিসীমার কথা

শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল!—খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পানে একবার চেয়ে একটী নিশ্বাস ফেলে কাতরভাবে পিসীমাকে বোল্লেন, "আপনি কেমন থাকেন, কাল একবার এসে দেখে যাব!'—পিসীমা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের স্বরে বোল্লেন, 'বেঁচে থাকো বাবা!—আমার জন্যে ভাবতে হবে না,—আঘাত বড় বেশীও লাগে নি;—আস্‌তে চাও, কাল আস্‌তে পারো;—লক্ষী আস্‌তে বাধা কি!'—পিসীমার কথায় উৎসাহ পেয়ে তিনি প্রফুল্লনয়নে আমার দিকে চাইলেন। বোল্লেন, 'চারুশীলে! তবে তোমরা যাও, আমি চোল্লেম।—ভগবান যদি—' সব কথাগুলি সায় কোত্তে না দিয়েই পিসীমা ব্যস্তভাবে বোল্লেন, 'হাঁ বাছা! এসো গে!—রাত্রি হয়!'—এই সময়,—কে জানে ভাই, কেন!—এই সময় আমার যেন কত সাহস বাড়্‌লো;—লজ্জাসরম ভুলে গেলেম;—ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে তাঁর মুখপানে চেয়ে আস্তে আস্তে বোল্লেম, আপনার বড় দয়ার শরীর, আপনিই আজ আমার পিসীমাকে বাঁচালেন!—এই কটী কথা বোলেই আবার লজ্জা এলো। মাথাটী হেঁট কোরে ঘোম্‌টাটী ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেম। আমার মুখে কৃতজ্ঞতা শুনে তিনি একেবারে অবাক!—এতক্ষণ বরং ফিরে যাবার একটু একটু মন ছিল, তখন আর আসলে পা উঠ্‌লো না;—পাথরের পুতুলের মতন অচলভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন!—এই সময় পিসীমা আমার হাত ধোরে ডেকে বোল্লেন, "আয় মা! আর না!" আমি আর দাঁড়াতে পাল্লেম না,—বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। পিসীমা আগে আগে যাচ্ছেন, আমি পেছোনে।—আড়ে আড়ে ফটকের দিকে চেয়ে দেখি, ঠিক সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে।—তাঁর চক্ষে আমার চক্ষু পোড়্‌লো। আমার চক্ষুই যেন তাঁর চক্ষুকে

জিজ্ঞাসা কোল্লে, কি তাঁর চক্ষুই যেন আমার চক্ষুকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, " নীলপদ্ম! তুমি কি আমার ? "

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় যামিনী।

আশাবাক্য।

"——এই তোর পতি লো পাঞ্চালি!
বরমালা দিয়ে গলে, বর নরবরে॥ "

বীরাঙ্গনা।

রজনী প্রভাত।—দিবা অবসান।—পুনরায় সন্ধ্যা সমাগত।—কুঞ্জগৃহের বারাণ্ডায় বিধুমুখী ইন্দিরা;—সম্মুখে মতিবালা।—দুই এক দণ্ড অতীত।—জয়চাঁদ এলেন।—সঙ্গে রোহিয়া।—ব্যস্তভাবে রোহিয়াকে সেইখানে রেখেই জয়চাঁদ বিদায় চাইলেন।—" যা যা শুনতে হয়, রোহিয়ার মুখে শুনতে পাবে, রোহিয়া সব জানে; আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব কোর্‌বো না, কত দিকে যে, কত চক্র ফিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সংখ্যা হয় না! " সংক্ষেপে এই কটী কথা বোলেই জয়চাঁদ বিদায় হোলেন।

রোহিয়া জয়চাঁদের অনুমতি পালন কোল্লে। শুনেই ভয়াতুরা ইন্দিরার হৃৎকম্প।—জয়চাঁদের সাহসের পরিচয়েই হৃৎকম্প;—কোনো অমঙ্গলের নামে নয়,—অমঙ্গলের আশঙ্কাতেও নয়। বরং রোহিয়ার

মুখে যতগুলি কথা শুনলেন, সকলগুলিই মঙ্গলের নিদর্শন,—সকলগুলিই জগৎমোহিনী আশার সুপরামর্শ।

অবসর পেয়ে মতিবালা চক্ষুদুটী ঘুরিয়ে সাগ্রহস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে আর কেন ?—আমাদের পাঠ আরম্ভ হোক—আর বিলম্ব কেন ?—তোমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে, তিনি ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর কি হলো ?"—সুলোচনা ইন্দিরা একটু ইতস্ততঃ কোরে চারিদিকে চেয়ে গল্প আরম্ভ কোল্লেন।

"তার পর,—হাঁ,—তার পর আমরা উপরে এসে উঠ্‌লেম, তিনি ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।—না—না,—দাঁড়িয়ে রইলেন না,—চোলে গেলেন!—খানিকক্ষণ ছিলেন বটে, কিন্তু শেষকালে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। যান যান, ফিরে চান।—একজাই বারাণ্ডার দিকে দৃষ্টি!—হয় তো আমি নিকটেই আছি, হয় তো আমি বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি, হয় তো আবার তিনি তখনি আমারে দেখ্‌তে পাবেন, এই ভেবে ঘন ঘন বারাণ্ডার পানেই দৃষ্টি!—গতি অতি মৃদু, চক্ষু অতি চঞ্চল, শরীর অত্যন্ত ভারী!—এইভাবে খানিক্ষণ থেকে, যখন দেখলেন, আমি এলেম না,—আমারে আর দেখ্‌তে পেলেন না,—সাড়াশব্দও কিছু শুনতে পেলেন না, তখন বিষণ্ণবদনে প্রস্থান কোল্লেন। সারাটী রাত্রি আমার ভাবনাতেই,—আমার স্বপ্নেতেই তিনি অভিভূত ছিলেন। একবারও ঘুমোন নি!—অভাগিনী আমি!——আমিও——"

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই লজ্জাবতী অমনি মধুর লজ্জায় নতমুখী হয়ে জিব কাট্‌লেন। মুখখানি কুঞ্চিত কোরে কোমলস্বরে বোল্লেন, "আচ্ছা মতি! তুমি কি আমারে পাগল মনে কোচ্চো?—এক জন অপর পুরুষের মনের ভাব আমি কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লেম,

তাই কি তুমি মনে মনে প্রশ্ন কোচ্চো আর হাস্‌চো ? কখন তিনি কি ভাব্‌লেন, কখন কি ভেবে কোন্ দিকে চাইলেন, কি মনে কোরে কখন আস্তে আস্তে চোল্লেন, রাত্রে ঘুমুলেন কি জাগ্‌লেন,— কখন কি স্বপ্ন দেখ্‌লেন, এ সকল আমার জান্‌বার সম্ভাবনা কি ?—এ কথা তুমি অবশ্যই মনে কোত্তে পারো, তোমার মনে অবশ্যই এ সকল তোলাপাড়া হোতে পারে, অবশ্যই এ গতিকে তুমি আমারে পাগল ঠাওরাতে পারো, কিন্তু যখন তোমার চক্ষু ফুট্‌বে, যখন আমি তোমার চক্ষু ফুটিয়ে দিব, তখন আর এ সব সন্দেহ থাক্‌বে না। যেদিনকার কথা, সেদিন আমি কিছুই জান্‌তেম না, বনের পাখী যেমন আকাশের মেঘ দেখে ঝট্‌পট্ শব্দে আপন আপন বাসায় উড়ে যায়, আমিও তেমনি তাঁর রকমসকম দেখে ঘরের ভিতর লুকিয়ে ছিলেম, কিছুই জানি নি, কিছুই জান্‌তেম না ;—শেষে যখন বিধাতার যোগাযোগে,—প্রজাপতির ঘটকালীতে পরস্পর দেখা হলো,—পরস্পর মিলন হলো, তখন তাঁরি মুখেই———"

এই টুকু বোল্‌তে বোল্‌তেই বিরহিণীর মনে আবার যেন কি স্মরণ হলো। চকিতস্বরে চঞ্চলভাবেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, বলো দেখি মতি ! কার কথা আমি বোল্‌ছি ?—বোধ করি, বুঝ্‌তেই পেরেছো ; কিন্তু এখন তাঁর যে নাম হয়েছে, সে নাম তখন আমি জান্‌তেম না,—উনিও নাই ;—পিসীমা বোলেছিলেন, তাঁর নাম বীরেন্দ্র।—আজো পর্য্যন্ত আমি তাঁরে বীরেন্দ্র বোলেই জানি,—বীরেন্দ্র বোলেই ডাকি।—আসল নামটী শুনেছি বটে, জানিও এখন, কিন্তু সে নামের সঙ্গে আলাপ কোত্তে মন যায় না, সে নামে সম্বোধন কোত্তেও মন চায় না ;—কেমন একরকম বাধো বাধো করে,—লজ্জা লজ্জাও করে!

আজিও আমি তাঁরে বীরেন্দ্র বোলেই জানি,—জান্‌বোও চিরদিন!—শুনেছি, তাঁর বাবাপ আছেন, কিন্তু কে তাঁরা,—তাঁদের নাম কি, তা আমি জানি না।—তখনো জান্‌তেম না, এখনো জানি না। যে দুঃখিনী জন্মাবধি আপনার বাপমার নাম জানে না, সে কি, কখনো—হ্যাঁ ভাই, বলো,—সে কি কখনো ইচ্ছা কোরে অপরের বাপমাকে চিন্‌তে পারে? জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌বার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু সে ইচ্ছা,—সে চেষ্টা আমার একদিনের জন্যেও হয় নি। তিনিও আমার সাক্ষাতে সে কথা একদিনও বলেন নি। জয়চাঁদকেও আমি একদিনও জিজ্ঞাসা করি নি, কেবল এই টুকু জানি; বীরেন্দ্রের—"

বাধা দিয়ে মতিবালা ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, "ও সব কথা এখন আমি শুন্‌তে চাই না!—যাঁর কথা তুমি বোল্‌তে আরম্ভ কোরেছ, তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি,—সে পরিচয় এখন রেখে দাও,—আসল কথা বলো।—তার পর তিনি কি কোল্লেন?—তুমিই বা কি কোল্লে?"

ইন্দিরা একটু কুণ্ঠিত হোলেন।—কুণ্ঠিতভাবেই মুখ মুচ্‌কে একটু হাস্‌লেন।—মৃদুস্বরে বোল্লেন,—"ধন্নি যা হোক্‌!—সেই কথাই তো আমি বোল্‌ছি।—তার পর,—সে রাত্রি সেই রকমেই গেলো। সকালে উঠে আমি পিসীমার কাছে বোসে আছি, এমন সময় একজন কিঙ্করী এসে একখানা পত্র দিলে। পিসীমা সেখানা আমারেই পোড়্‌তে বোল্লেন। আমি খুলেই দেখি, বীরেন্দ্র!—লজ্জা হলো, পোড়্‌তে পাল্লেম না। সলজ্জভাবে পিসীমার কোলেই ফেলে দিলেম। আমি লজ্জা পেয়েছি দেখে পিসীমা কট্‌মট্‌ চক্ষে আমার পানে চাইলেন।—বুঝ্‌লেম, সে চাউনিতে যেন কিছু রাগরাগ ভাব!—মুখখানি হেঁট কোল্লেম। —পিসীমা চস্‌মা এনে পত্রখানি পাঠ কোল্লেন,—আমারে

কিছু বোল্লেন না,—বাহিকাকে বোলে দিলেন, 'জবাব লেখ্‌বার দরকার নেই, বোলো আমি ভাল আছি।'—কিঙ্করী চোলে গেল, পিসীমা মুখ ভারী কোরে বোসে রইলেন। আমি সেখান থেকে সোরে গেলেম।—দিনমানের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সে সম্বন্ধে আমার আর কোনো কথাই হলো না। সন্ধ্যা হলো।"

"বীরেন্দ্র আট্‌কা পোড়্‌লেন!—তাঁর জননী বড় খিট্‌খিটে;—যেমন খিট্‌খিটে, তেমনি রাগী!—যার উপর যখন কোপ, পড়ে, যে রকমে হয়,—যতদিনে হয়, একেবারে তার সর্ব্বনাশ করেনই করেন!—বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের ঘরণী, এই অহঙ্কারেই ফেটে পড়েন!—ভারী অহঙ্কার!—দয়ামায়ার নামগন্ধও জানেন না।—দুটী ছেলে।—পৃথিবীতে ছেলেদের উপর মাবাপের যেমন স্নেহ হয়, তাঁর সে রকম স্নেহ ছিল না, কিন্তু শাসনটা খুব ছিল। ছোট ছেলেটী অবাধ্য,—তুমি জানোই তা,—তারে বড় কিছু কোরে উঠ্‌তে পারেন না,—বীরেন্দ্র বড়, বীরেন্দ্রের উপরেই যত ঝোঁক!—শুনেছিলেন, পূর্ব্বদিন তিনি অনেক রাত্রে বাড় গিয়েছেন, সেই আক্রোশে সেদিন আট্‌কালেন। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে নাচ!—কোনো উপলক্ষ নেই,—কিছুই না,—মিছিমিছি শুধুশুধু নাচ!—বীরেন্দ্র গানবাজনা ভাল জানেন, বাড়ীতে সব রকম যন্ত্র আছে, তাঁরি উপর যন্ত্র মিলাবার ভার হলো।—তিনি সেই হুজুগে রাতদুপুর পর্য্যন্ত আটক থাক্‌লেন! মায়ের তো এই ধরণ,—শুন্‌তে পাই, বাপ আবার তারো অধম!"

মতি একটু কাঁপ্‌লেন।—ইন্দিরাকে সে ভাবটী অনুভব কোত্তে না দিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে কি বীরেন্দ্র সে রাত্রে তোমার পিসীমাকে দেখ্‌তে আস্‌তে পাল্লেন না?"

পাল্লেন,—কিন্তু অনেক রাত্তিরে।—পিসীমাকে দেখ্তে এসে ছিলেন,—দেখা হয় নি। অনেক রাত্রে তাঁদের বাড়ীর নৃত্যগীত ভাঙে, তার পর তিনি একাকী চুপি চুপি এই দিকে আসেন। ফটকে তখন চাবী পোড়েছে, সকলেই শুয়েছে, ঘরের জানালা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সেই সময় তিনি এলেন। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখ্লেন, কারু উচ্চ বাচ্য পেলেন না, আশা ছেড়ে দিলেন। তবু ফিরে গেলেন না, —আমি নিকটেই আছি, এই ভেবে কতক উল্লাসে,—কতক আশ্বাসে, বাগানের ধারে ধারে বেড়াতে লাগ্লেন। রাত্রি দুই প্রহর ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, অল্প অল্প হাওয়া উঠেছে, চন্দ্রভাগাতে তরঙ্গ উঠ্ছে, জলে জ্যোৎস্না পোড়েছে, জলের নীচে আকাশের ছায়া পোড়েছে,—বাতাসে জল কাঁপ্ছে, ছায়াও কাঁপ্ছে!—চাঁদের ছায়া,—নক্ষত্রের ছায়া থর্ থর্ কোরে কাঁপ্ছে। একটী চাঁদ যেন সহস্রখণ্ড দেখাচ্ছে;—তরঙ্গের কোলে কোলে যেন হীরামতি জ্বোল্ছে!—আকাশ নিথর। অল্প অল্প বাতাস হোচ্চে বটে, কিন্তু সে বাতাসে গাছের পাতা নোড়্ছে না,—কেবল জলের উপর ঢেউ দিয়ে দিয়েই ঢেউ খেলাচ্চে!—এ সকল শোভা তাঁর চক্ষে ভাল লাগ্ছে না,—সে দিকে দৃষ্টিই নাই!—চক্ষু কেবল বারাণ্ডার দিকে,—মন কেবল আমারি দিকে! হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে একটী গম্ভীর শব্দ তাঁর কাণে এলো! পর্ব্বতের গুহার ভিতর বেশী লোকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বর কোরে কথা কইলে যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তেমনি গম্ভীর শব্দ!—তিনি সেই দিকে কাণ খাড়া কোল্লেন। কিছু নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেন না!—সেই সময় আর একটী কোমল স্বর তিনি শুন্তে পেলেন;—বীণাস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর।—শুনেই তিনি চোমকে উঠ্লেন। কাণ পেতে ভাল কোরে শুনেই বুঝ্লেন, সে স্বর আমার।—যা তিনি

বুঝ্লেন, তাই ঠিক।—রোজ রোজ অর্দ্ধরাত্রে আমি হরপার্ব্বতীর স্তুতি গান করি।—গুরুপন্থীধর্ম্ম আমি ভাল বুঝ্তে পারি না,—বড় কঠোর,—বড় গোলমাল,—ছেলেমানুষ কি না,—তত আমি বুঝ্তে পার্বো কেন, কাজেই সোজা পথ ভালবাসি। পান্থশৈলের সন্ন্যাসীরা প্রতি রজনীতে উচ্চরবে গুরুগীত গান করেন, বিশ পঁচিশ জনে একসঙ্গে স্তুতি পাঠ করাতে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। আমিও সেই সময় সুযোগ পেয়ে বীণার স্বরে সুর মিশিয়ে আপনার মনে ভক্তিভাবে শিবদুর্গার স্তব করি। বীরেন্দ্র সিংহ চন্দ্রভাগাতীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে গম্ভীর শব্দ শ্রবণ কোরেছিলেন, সেটী ঐ সন্ন্যাসীদের ধর্ম্মসঙ্গীত। আমিও সেই সময় অভ্যাসমত হরগৌরীর মহিমা গান কোচ্ছিলেম। এটী কিন্তু কেউ জানে না;—এমন কি, আমার পিসীমাও জানেন না। সকলেই জানে, আমি নানকপন্থীর মেয়ে, নানকপন্থী ধর্ম্মই মানি, ভিতরে ভিতরে আমি যে, শিবশক্তির ব্রতদাসী, গোপনে গোপনে যে আমি শিবশক্তির পূজা করি,—স্তব করি, কীর্ত্তন করি, সেটী কেবল আমিই জানি, আর কেউ না। মেয়েমানুষের মন, বুঝ্তেই পারো, স্বভাবতই তরল, কঠিন ধর্ম্মকে বড় ভয়। এই জন্যেই আমি নির্জ্জনে হরপার্ব্বতীর উপাসনা করি।"

"স্বর লক্ষ্য কোরে বীরেন্দ্র সিংহ আমার বারাণ্ডার দিকে চাইলেন। উর্দ্ধদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কিছুই দেখ্তে পেলেন না,—নদীর ধারে ধারে দক্ষিণদিকে একটু অগ্রসর হোলেন, তথাচ কিছুই দেখা গেল না, পূর্ব্ববৎ অন্ধকার, সমস্ত জান্লা দরজা বন্ধ, আমি অদৃশ্য! ক্রমশই অগ্রসর। বীণার স্বর আর আমার কণ্ঠস্বর ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। তরঙ্গিণীর কলকল শব্দের সঙ্গে সেই স্বর তখন আরো সুললিত বোধ

হোতে লাগ্‌লো। নিজে আমি সেটা অনুভব কোত্তে পারি নে, কখনই পারি না, পারা যায়ও না। তাঁরি মুখে শেষে আমি শুনেছিলেম। তিনি ক্রমে যখন আমার কক্ষের ঠিক সরাসর সাম্‌না সাম্‌নি এসে দাঁড়ালেন, তখন আমার জান্‌লার ফাঁক দিয়ে তাঁর চক্ষে আলো গেলো।—জানালা খোলা ছিল, অল্প অল্প বাতাস আস্‌ছিলো, সেই বাতাসে আলোটীও অল্প অল্প কাঁপ্‌ছিলো। এই নিদর্শনে তিনি একটু আশ্বাস পেলেন। ফটক বন্ধ, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌বার উপায় নাই, অথচ প্রণয়ী-হৃদয় নিরস্ত হবার বস্তু নয়;—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ভাব্‌লেন, উপায় অন্বেষণ কোল্লেন, কৌশল স্থির কোল্লেন, সাহসের উদয় হলো। নির্জ্জন প্রদেশ, সকলেই নিশুতি, জনমানবের সঞ্চার নেই, এখানে এ সময়ে কারে ভয়? একটী আমলকী গাছের ডাল ছাতের দিকে ঝুঁকে পোড়ে আমার বারাণ্ডায় প্রায় সংলগ্ন হয় হয় হয়েছিল; সাহসে ভর কোরে তিনি সেই গাছে উঠ্‌লেন। ধীরে ধীরে ডালে ডালে নিঃসাড়ে এগুতে লাগ্‌লেন। যখন খুব নিকটে, তখন আরো সাবধান। আমার তখন স্তুতিপাঠ সাঙ্গ হয়েছে, হাতের বীণা হাতেই আছে, রাখি রাখি মনে কোচ্চি, মুখে বাক্য নাই, আকাশ পানে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেল্লেম;—সেই নিশ্বাসের সঙ্গে হঠাৎ উচ্চারণ হলো, "বীরেন্দ্র সিংহ।" নামটী শুনেই তিনি শিউরে উঠ্‌লেন। তখন তাঁর মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তিনি ভিন্ন,—আর তাঁর প্রণয় ভিন্ন আর কেউ সেটা বোল্‌তে পারে না!"

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোলতেই সহসা ইন্দিরা চুপ কোল্লেন। খানিক ক্ষণ কি ভেবে সলজ্জভাবে একটু হেসে চকিতস্বরে আবার বোল্লেন, "দেখ ভাই! সে সময় যে আমার কত লজ্জা,—কেউ দেখ্‌চে না, কেউ শুন্‌চে না,—তিনি যে চুরি কোরে গাছে উঠে আমার গুপ্ত গৃহে উঁকি

যাচ্চেন, তাও আমি জানি না,—তবুও ঐ নামটী উচ্চারণ কোরেই আমার যে তখন কত লজ্জা, তা আর বল্বার নয়! আরো এক কথা! তখন আমার শয়নের বেশ। সামান্য একখানি নীল রঙের শাড়ী পরা, মুখে ঘোম্‌টা নেই, মাথায় আবরণ নেই, গায়ে ওড়্না নেই, চুল এলো থেলো, নির্ভয়ে অসাবধান! বোল্‌তে গেলে সর্ব্বাঙ্গই আদুড়! নামটী শুনেই যদি তিনি সাড়া দিতেন, তা হোলে বোধ হয়, তখনি অমনি লজ্জায় একেবারে মাটি হয়ে যেতেম! কিন্তু তা তিনি কোল্লেন না। বোধ করি, অনাবৃত শরীর দেখ্বার জন্যেই কৌতুক ভেবে চুপ্‌টী কোরে লুকিয়ে ছিলেন। যখন আমি বীণাটী রাখ্‌তে যাচ্চি, ঠিক সেই সময় ঝুর ঝুর শব্দে সমুখের গাছের পাতাগুলি নোড়ে উঠ্‌লো। সভয়ে সচকিতে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে গেলেম, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। মনে কোল্লেম, পাখী। লজ্জায় হাসি এলো। জান্‌লাটী বন্ধ কোত্তে যাচ্চি, দেখি, সম্মুখে তিনি! ঘরের আলোতে দেখা গেল না, নির্ম্মল আকাশে কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রায় অখণ্ড চন্দ্র, জ্যোৎস্না ফিন্ ফুট্‌চে, সেই আলোতেই দেখ্‌লেম্।—দেখেই চিন্‌লেম। নিষ্ঠুর চন্দ্রমাই এই অনর্থ ঘটালে! জান্‌লা বন্ধ কোত্তে পাল্লেম না,—হাত আর উঠ্‌লো না,—কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো; সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! চার পাঁচ মুহূর্ত্ত যেন অচল পুতুলের মতন অচল ভাবেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম! মুখে একটীও কথা ফুট্‌লো না; তিনিও কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না। একটু সাম্‌লে ঝনাৎ কোরে জান্‌লা বন্ধ কোরে দিলেম্! দিয়েই ছুট! এক ছুটেই দরজা পার!—সে ঘরেও আর থাক্‌লেম না! বীরেন্দ্র কতক্ষণ সেখানে ছিলেন, জানি না, কিন্তু ছিলেন। যদি আমি আবার জানালা খুলি, যদি আবার দেখা দিই, অলক্ষিতে থেকে আবার আমারে যদি সেই ভাবেই দেখ্‌তে পান, এই আশায়

আশায় খানিকক্ষণ ছিলেন, যখন দেখ্‌লেন, আশা ফলবতী হলো না, আমি বেরুলেম না, জানালাও খুল্লেম না, তখন হতাশ হয়ে নেমে গেলেন। রাত্রি তখন প্রায় আড়াই প্রহর অতীত।”

“রাত্রি এক রকমে কেটে গেল। প্রভাতে রোজ্ রোজ যে রকম দেখেন, পিসীমা আমারে সেদিনও সেই রকম দেখ্‌লেন। রাত্রের খবর কিছুই তিনি জানেন না, সুতরাং কোনো কথা জিজ্ঞাসাও কোল্লেন না।”

“অপরাহ্ন। পূর্ব্বদিন নাচের মজ্‌লিসে আট্‌কা পোড়েছিলেন, পাছে আবার আট্‌কায়, প্রবল আশঙ্কা। কাজেই সেদিন আর রাত্রি হবার অপেক্ষা কোল্লেন না, বীরেন্দ্র সিংহ অপরাহ্নেই এই কুঞ্জগৃহে উপনীত। ফটকে উপস্থিত হোলে রোহিয়া গিয়ে সঙ্গে কোরে আন্‌লে। পিসীমা যে ঘরে বসেন, বরাবর সেই ঘরেই তিনি উপস্থিত হোলেন। পিসীমা তখন একাকিনী।—একাকিনী বোসে বোসে রেসমের গুটী পাকাচ্ছিলেন। সাম্‌নে একখানা বড় চৌকির উপর একখানা চাউস মখ্‌মল্ বিছানো ছিল, আমি তারি উপর জরির ফুল কাট্‌ছিলেম। একটু আগেই উঠে এসেছি।—আমিও উঠে এসেছি, তিনিও এসে উপস্থিত হোয়েছেন। যে উদ্দেশে তাঁর আসা, পিসীমা সেটী জানেন্ না! তিনি জান্‌তেন, তাঁরেই দেখ্‌তে আস্‌বার কথা, কাল্ পারেন নি, আজ্ এসেছেন। পিসীমা তাঁরে আদর কোরে বসালেন। বীরেন্দ্র মনের ভাব গোপন কোরে বাইরে আর এক রকম মমতা জানিয়ে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনি কেমন আছেন? বেদ্‌না কম পড়েছে কি?

“পিসীমা উত্তর দিলেন, ‘হাঁ বাছা! অনেক ভাল আছি। তোমার কল্যাণে আজকালের মধ্যেই সেরে যাবে।’ সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে

নানা রকম পাশ কথা পাড়্লেন। বীরেন্দ্র পাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই কথা নিয়ে পাছে অনেকক্ষণ তোলাপাড়া কোত্তে হয়, বুড়ো মানুষ, পাছে অসাবধানে কথায় কথায় আমাদের ঘরাও পরিচয় দিয়েই ফেলেন, সেই ভয়ে সাবধান হবার জন্যেই বাজে কথা পেড়েছিলেন। কিন্তু সেদিকে বীরেন্দ্রের মন ছিল না। মাঝে মাঝে এক একটী হুঁ দেন, আর আড়ে আড়ে ঘন ঘন, ঘরের এদিক ওদিক কটাক্ষপাত করেন! পিসীমা তাঁর আসল মতলব জান্তেন না, তথাচ ছম্‌ছমে ভাব দেখে মনে মনে কি ভাব্লেন, গল্প কোত্তে কোত্তে হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁরে আর অধিকক্ষণ বসাতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না;—ভদ্রলোকের ছেলে,—বিশেষ,—উপকারী বন্ধু,—উঠে যাও,—হঠাৎ এ কথাও বোল্‌তে পারেন না, কাজেই থেমে গেলেন। আলাপ কোত্তে কোত্তে নিস্তব্ধ হোলে অথবা আলাপকারীর কথার উত্তর না দিলে, বুদ্ধিমান্ লোকে সহজেই বুঝ্‌তে পারে, সেটী বিদায়ের ইঙ্গিত। বীরেন্দ্র চমৎকার বুদ্ধিমান্,—তুখোড় চতুর, তিনি তখনি সে ইঙ্গিত বুঝ্লেন। তবুও ভদ্রতার অনুরোধে আরো দুচার্‌টী কথা কোয়ে আপনা হোতেই সে দিনের মত বিদায় হোলেন। আশা সফল হলো না, মনের আকিঞ্চন মনেই থেকে গেলো!”

মতিবালা এই সময়ে যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন উপক্রম কোচ্ছিলেন, কিন্তু ইন্দিরা তাঁরে সে অবসর না দিয়েই ব্যস্তভাবে মৃদুস্বরে বোল্লেন, “দুঃখের কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই অনেক দুঃখের কথা মনে পড়ে! এই সময় আমার ভাই আর একটী কথা মনে পোড়্লো!—আগেই তোমারে বোলেছি, কে বাপ, কে মা, আমি কার মেয়ে, কিছুই জানি না, কেউ আমারে সেটী জান্‌তেও দেয় নি, জগতে কেবল পিসী-মাকেই চিনি, পিসীমার কাছেই থাকি, তাঁরে ছাড়া কাউকেই জানি না।

কাপড়ের উপর ঝাড় বুটো কেটে যোগে যাগে তাতেই দিন গুজরাণ করি। ঐ যে পাহ্ণশৈল দেখ্‌তে পাচ্চো, ঐ পর্ব্বতে যে সকল সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের কাছে জনকতক ভৈরবী থাকেন, একটী ভৈরবী অনুগ্রহ কোরে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন, তাঁরি হাতে আমি ঐ সকল কার্‌চুপি কাজ অর্পণ করি, তিনি দয়া কোরে নিয়ে যান, পাঁচ সাতদিন পরে রোহিয়ার হাতে দাম পাঠিয়ে দেন। তাঁদের ওটা ধর্ম্মশালা কি না, অনেক বড় বড় ঘরের পঞ্জাবী মহিলারা তাঁদের কাছে ধর্ম্মকথা শুন্‌তে আসেন, তাঁরাই পছন্দ কোরে বেশী বেশী দাম দিয়ে আমার হাতের কাজ করা রেস্‌মী কাপড়গুলি কিনে নিয়ে থাকেন। আমার উপর তাঁদের বড় অনুগ্রহ! আমার কাজকর্ম্ম দেখে তাঁরা সকলেই বিস্তর তারিফ করেন। ভৈরবীর মুখে শুনেচি, তাঁরা আক্ষেপ কোরে বলেন, 'আহা! ঐ তাঁতির মেয়েটীর বড় দুর্দ্দশা!—মেয়েটী কিন্তু খুব ভাল! সর্ব্বদাই আমরা এখানে আসি, এই নিকটেই ওদের বাড়ী, একটী দিনের জন্য ওর একগাছি চুল পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাই নি;—মুখে একটী বড় কথাও কন্নো শুন্‌তে পাই নি।—আর কারিকুরিও দিব্বি শিখেচে!'—দুঃখের কথা কি বোল্‌বো মতি! এ অঞ্চলে আমারে সকলেই তাঁতির মেয়ে বোলেই জানে! শুনে আমি বড় লজ্জা পাই। পরিশ্রম কোত্তে আমার লজ্জা নেই,—ছোট কাজ করি, তাতেও লজ্জা নেই, কিন্তু লোকে সেটী জান্‌তে পাল্লেই কেমন লজ্জা হয়! পিসীমা আমারে বলেন, 'এ কাজ ভাল। কারুর অধীন হোতে হয় না, কারুর দ্বারস্থ হোতে হয় না, মুখ ফুঁড়ে দুটো কথা কেউ বোল্‌তে পারে না, হাটে বাজারে বেরুতে হয় না, ঘরে বোসে সব দিক চলে, মানসম্ভ্রমও রক্ষা হয়, এ বেশ কাজ।' আমিও তা বুঝি; কিন্তু কেমন এক লজ্জা,

লোকে জান্‌তে পাল্লেই যেন ঘৃণা হয়! আমার ইচ্ছা, এ কাজ যত্ত গোপনে থাকে, ততই ভাল। ভৈরবী নিয়ে যান, তিনি যে সকলের কাছে আমার নাম কোরে গল্প কল্লেন, তা আমি এতদিন জান্‌তেম না, ক্রমে ক্রমে এখন জান্‌তে পাচ্চি। তাঁরে আমি বারণও করি নি। তা না কোল্লে কি হয়? তিনি হোলেন ভৈরবীমানুষ, চিরদিন সত্যবাদী, স্বপ্নেও মিথ্যা কথা জানেন না,—আমার জন্যে মিথ্যা কথা বোল্‌বেন কেন? গোপন কোরেই বা রাখ্‌বেন কেন? আমার লজ্জা হয়,—হলোই বা!—তাতে তাঁর কি?—তাঁরা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! যাতে তাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা হয়, কেবল সেইটীই তাঁরা দেখেন। আমার লজ্জাসম্ভ্রমে—আমার ভালতে মন্দতে তাঁরা ভ্রূক্ষেপ কোর্‌বেন কেন? যা হোক্ ভাই! যেমন কোরেই হোক্ ভাই!—এই রকম পাকে চক্রেই আমি তাঁতির মেয়ে!”

একটী নিশ্বাস ফেলে মুখখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মতিবালা কাতরস্বরে বোল্লেন, “তা হোক্! ভৈরবীই হোন্, আর যিনিই হোন্, সত্যবাদীই হোন্, আর মিথ্যাই না জানুন, যাতে একজনের মনে বেদনা লাগে, সে কথা দশজনের কাছে বল্‌বার দরকার? যে কথা গোপন রাখ্‌লে কারুরিই কিছু ক্ষতি হয় না, আমার মতে সেটী প্রকাশ করার চেয়ে গোপন রাখাই ভাল।”

“আর ভাই গোপন!—অদৃষ্টে যে ভোগ আছে, কে খণ্ডাবে বল! যে অবস্থায় আমি রোয়েচি, বিধাতাই তা জানেন! এ অবস্থায় ভৈরবীর উপর মন ভার কোল্লে পাপ হয়!”

মতিবালা তাচ্ছিল্যভাবে একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে চোক টিপে টিপে বোল্লেন, “আহা হা! সকল দিকেই তোমার ভয়! পাপে ভয়, লজ্জায়

ভয়, মানে ভয়, সকল দিকেই ভয়! কপাল আমার!!—যাই হোক্, ধর্ম্ম মাথায় থাক্, ভৈরবী সুখে থাকুন, তার পর কি হলো বলো! বীরেন্দ্র বিদায় হোলেন, বাসন্তীদেবী বোসে রইলেন, তার পর তখন তুমি কি কোল্লে?"

ইন্দিরা একটু মৌনভাবে থেকে যেন কি চিন্তা কোরে ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেন, "কিছুই কোল্লেম না! কপালে যা লেখা আছে, তারি আরাধনা কোল্লেম! যে বেলাটুকু ছিল, ফুরুলো!—আবার সন্ধ্যা হলো। আবার আকাশে শশধর দেখা দিলেন। আবার আমি দুঃখের সাগরে ভাস্‌লেম! চন্দ্রকে দেখে সাগর যেমন ফুলে ওঠে, চন্দ্রকে দেখে আমার দুঃখের হৃদয়ও তেমনি দুঃখের তুফানে কেঁপে উঠ্‌লো! দিন গুজ্‌রাণের যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে অর্দ্ধেক রাত কাটালেম্। ক্ষণকালমাত্র ইষ্টদেবতার স্তুতি পাঠ কোল্লেম। আবার প্রভাত হলো। সূর্য্য এলেন, সূর্য্য গেলেন। রাত্রি এলো, রাত্রি গেলো। এই রকমে একপক্ষ এলো আর গেলো,—অভাগিনীর দুঃখ গেল না! অভাগিনী ইন্দিরার কপালের দুঃখ যেমন তেমনি সমানভাবেই থাক্‌লো!"

"এই যে একপক্ষ গেলো, এর ভিতর বীরেন্দ্র প্রত্যহই এই কুঞ্জগৃহে উদয় হয়েছিলেন। আমার চক্ষে নয়, জগতের চক্ষে নয়, কেবল প্রকৃতির চক্ষে!—প্রথম দুরাত ছাড়া একটী দিনও আমার সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয় নি। তিনিও বড় বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারেন নি। শুন্‌লেম, তাঁর মাবাপের বড় ভয়ঙ্কর তাড়না! তাঁরা হোলেন বড়লোক, আমি হোলেম ছোটলোকের মেয়ে, বীরেন্দ্র এখানে যাওয়াআসা করেন, এইটী টের পেয়ে তাঁর পিতামাতা তাঁরে বিস্তর লাঞ্ছনা করেন! কে তাঁদের বোলেছিল, আমার সঙ্গে বীরেন্দ্রের বিয়ের কথা হোচ্চে! কিন্তু

ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে বোল্‌তে পারি, আমি তার বাপ্পও জানি না! তবুও তাঁরা আকাশে দড়ী দিয়ে আপনাদের জাত যাবার ভয়ে নানা রকম উপদ্রব আরম্ভ কোরেছেন! বীরেন্দ্র সেই ভয়ে রাত্রে আর এ মুখোও হন্ না! দিনের বেলা এক একবার আসেন, পিসীমার সঙ্গে এক আধ দণ্ড দুটী চারটী কথা কোয়েই চোলে যান! পোনেরো দিনের পর একদিন আমি পিসীমার কাছে বোসে আছি, সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে, পাখীরা কলরব কোরে আমাদের আশ্রমতরুর শাখায় শাখায় পালকের শব্দ কোরে উড়ে বোস্‌চে, নদীতে নাবিকেরা দুটী একটী প্রদীপ জ্বেলে আপন আপন তরণীতে সন্ধ্যা দিচ্চে, কোন কোন হিন্দু যাত্রীর নৌকায় শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌চে, পিসীমা মৌনভাবে আকাশপানে চেয়ে গুরুমন্ত্র জপ কোচ্চেন, বীরেন্দ্র এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রোহিয়া এসে আমাদের ঘরে একটী বাতি দিয়ে গেল। সেদিন পিসীমার আশ্চর্য্য ভাবান্তর! মুখেও ভাবান্তর, মনেও ভাবান্তর! বীরেন্দ্রকে দেখেই তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন! আগে আগে যে রকম আদর অবেক্ষা কোত্তেন, সেদিন আর সেরকম কোনো লক্ষণ দেখালেন না। আঙুল বাড়িয়ে একখানি আসন দেখিয়ে দিয়ে স্তম্ভিতভাবে কেবল এই কথাটী বোল্লেন,—বোসো।— আমারেও কিন্তু সোরে যেতে বোল্লেন না! ভাব দেখে আমার চমৎকার জ্ঞান হলো। অবাক হয়ে মাথা হেঁট কোরে বোসে রইলেম। তিনজনেই আম্‌রা নিস্তব্ধ! নিথর নিস্তব্ধ! ঘর পর্য্যন্ত নিঃসাড়! সে সময় বাইরে যদি কেউ আস্‌তো,—আমাদের না দেখে দরজার কাছে এসেও যদি কেউ দাঁড়াতো, তা হোলেও জান্‌তে পাত্তোনা যে, ঘরে মানুষ আছে! প্রায় আধঘণ্টা এই ভাব! একটু পরে পিসীমা আমারে ডাক্‌লেন। বীরেন্দ্রকে বোসতে বোলে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলেন। যে ঘরে আমি

থাকি, সেই ঘরেই নিয়ে গেলেন। বীরেন্দ্র একাকী পিসীমার ঘরেই বোসে থাকলেন। আমি কিছু ভাব বুঝতে পাল্লেম না। মনে একটা খট্‌কা হলো। ভাবলেম, সে রাত্রে বীরেন্দ্র আমারে অসাবধানে দেখে গেছেন, হয় তো সেই কথা পিসীমা শুনেছেন, কিম্বা কোন রকমে হয় তো জান্‌তে পেরেছেন, অথবা বীরেন্দ্রই হয় তো গল্প কোরেছেন, হয় তো সেই কথাই আজ্ আমারে বোল্‌বেন,—সেই কথা বোলে তিরস্কার করবার জন্যেই হয় তো আমারে নির্জ্জনে ডেকে এনেছেন! কিন্তু দেখ্‌লেম, তা নয়। সেটা আমার মনেরিই ভ্রম! পিসীমা আমারে কাছে কোরে বোসিয়ে গায়ে হাত দিয়ে চুপি চুপি বোল্লেন, 'দেখ মা! আমি বুড়ো হয়েচি, কবে মরি! এই সময় তোমার একটী কিনারা কোরে যাওয়া আমার বড় ইচ্ছা। কিন্তু বিধাতা সেটী যোগাযোগ কোরে দিচ্চেন্ না। ঐ যে বীরেন্দ্র বোলে ছেলেটী এখানে আসে, ওটী বড় ভাল। ওরি হাতে তোমারে সোঁপে দিতে পাল্লে আমি নিশ্চিন্ত হোতেম;—সুখীও হোতেম; কিন্তু সেটী হয় না; হবারও নয়। আমাদের ঘরের মেয়ে ওদের ঘরে পড়ে না। ওরা কিছু নীচু ঘর। জেতে কিছু ছোট!'

"এই সকল কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই তিনি যেন কি ভাব্‌লেন কোথাও কি যেন ফেলে এসেছেন, কে যেন তাঁরে বাইরে থেকে ডাক্‌চে, এই ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে একটু হেঁট হয়ে আমারে বোল্লেন, 'যেও না,—এখান থেকে উঠো না,—চুপ্‌টী কোরে বোসে থাকো। আমি এলেম বোলে।'—এই কথা বোলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যতক্ষণ তিনি কথা কইলেন, ততক্ষণ আমি মুখখানি হেঁট কোরেই বোসে ছিলেম; মাথা তুলে তাঁর পানে চাইতে পারি নি;—লজ্জা হয়েছিল, কি

ভয় হয়েছিল, কি মনে কোন রকম কষ্ট পেয়েছিলেম,—তা এখন ঠিক কোরে বোল্‌তে পাচ্চি না ;—কিন্তু চাইতে পারি নি। তিনি চোলে গেলেন, আমি একাকিনী থাক্‌লেম। মনে কোল্লেম, হয় তো বীরেন্দ্রের কাছেই গেলেন,—হয় তো গোপনে তাঁরে আমার কথাই কিছু বোল্‌তে গেলেন ; কিন্তু তাও না। পরে জান্‌লেম, সেখানেও তখন যান্ নি। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কি জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে বেরুলেন, জান্‌তে পাল্লেম না। একাকিনী থাক্‌লেম। একলা থাক্‌লেই মনে নানাখানা তোলপাড় করে। যার যেমন সময়, যার যেমন মন, তার তেম্‌নি কথাই,—জানোই তো,—তার তেমনি কথাই মনে পড়ে। আমি কেবল আমার নিজের ভাবনাই ভাবতে লাগ্‌লেম। আশাভঙ্গ হবার ভয়ে বুক গুর্ গুর্ কোরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! অনেকক্ষণ এই ভাবে থাক্‌লেম। পিসীমা এলেন্ না। বারণ কোরে গিয়েছেন, ঘর থেকেও নোড়্‌লেম্ না, আসন থেকেও উঠ্‌লেম না। পাশে বীণাটী শোয়ানো ছিল, হাতে কোরে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনটী তার নখ দিয়ে খুঁট্‌তে লাগ্‌লেম। টুন্ টন্ কোরে শব্দ হোতে লাগ্‌লো। নজর সেই দিকে, কিন্তু মন অন্য দিকে। মন উদাস! অপনা আপনি আস্তে আস্তে বোল্লেম, নীচু ঘর,—বীরেন্দ্রের ছোট ঘর!—উঃ! কেন এ বৃথা অভিমান! বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমার মিলন হোতে পারে না!—বিয়ে হোলে মান যাবে!—ছোট হোতে হবে!—জাত থাক্‌বে না!—উঃ!—কেন এ বৃথা অভিমান!—মনে মনে যারে আমি—উঃ!—আপনা আপনি এই সব কথা বোল্‌চি, হঠাৎ দক্ষিণের দরজায় খুট্ খুট্ কোরে কি শব্দ হলো!—চোম্‌কে উঠে মুখ তুলে সেইদিকে চাইলেম।—চেয়েই দেখি, সম্মুখে বীরেন্দ্র!—থতমত খেয়ে শশব্যস্তে হাত নেড়ে ইসারা কোরে সোরে যেতে

বোল্লেম! তিনি হাস্তে হাস্তে বোল্লেন, 'এই মাত্র যা তুমি বোলছিলে, আড়ালে দাঁড়িয়ে সব আমি শুনেছি!'

"আমি আড়ষ্ট! সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্তে লাগ্লো! বীণাটী নামিয়ে রেখে কাঁপ্তে কাঁপ্তে উঠে দাঁড়ালেম! কপালে ঘাম ঝোর্তে লাগ্লো! চারিদিক চেয়ে থতমত খেয়ে বোল্লেম, না—না—, আমি এখান থেকে যাই! কিছুই আমি বলি নি! তুমি ভুলে যাও! কি আমি বোলেচি, তা আমি জানি না! কিছুই আমি বলি নি!—তুমি—না—না—আমি—না—না—, আমি চোল্লেম!"

"বীরেন্দ্র একটু হেসে তেম্নি মৃদুস্বরে বোল্লেন,—একটু থাকো! একটী কথা!—একটীবার ঐ চাঁদমুখে বলো, তুমি কি আমার?

"আমি একেবারে জড়সড়! কি বলি, কি করি, কিছুই ঠিক কোত্তে না পেরে জড়িয়ে জড়িয়ে বোল্লেম, আর আমি থাক্তে পারি না! তোমার সঙ্গে কথা কোচ্চি, এতেও কত পাপ হোচ্চে!—বোল্লেম বটে, কিন্তু হাসি পেলে! চেপে রাখ্তে পাল্লেম না,—মুখখানি নীচু কোরে একটু হেসে ফেল্লেম!"

"বীরেন্দ্র আমার কথাগুলি নিলেন না, কেবল হাসিটুকুই নিলেন! বুঝ্লেন, যা যা আমি বোল্লেম, তা আমার মনের কথা নয়, ঐ হাসিই আমার মনের কথা! এইটী বুঝে তিনিও একটু হাস্লেন! আমি অম্নি ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে পোড়্লেম! পিসীমা কোথায় আছেন, এ ঘর ও ঘর পাতি পাতি কোরে খুঁজ্লেম, দেখ্তে পেলেম না। বীরেন্দ্র যে ঘরে বোসে ছিলেন, উঁকি মেরে দেখ্লেম, সেখানেও নেই।—মনে কোল্লেম, নীচে নেমে গেছেন। নীচের যাচ্চি; সিঁড়িতে দেখা হলো। তিনি ধীরি ধীরি নীচে থেকে উপরে আস্ছিলেন। ঘর থেকে উঠে

আস্‌তে বারণ কোরে গিয়েছেন, তবু এসেছি, দেখেও কিছু বোল্লেন না,—মৌনভাবে সঙ্গে কোরে নিয়ে আপনার ঘরেই চোলে গেলেন। বীরেন্দ্র সেখানে একাকী বোসে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে আর ভাল কোরে চাইলেম না। একটু আগে তাঁরে দেখে যতটুকু লজ্জা হয়েছিল, তার চেয়েও তখন বেশী লজ্জা হ'লো। পিসীমার কাছে খুব গা ঘেঁসেই মাথা হেঁট কোরে বোস্‌লেম। পিসীমা বীরেন্দ্রকে বোল্লেন, 'দেখ বাছা! তোমায় আমি বড় ভালবাসি। তখন যে ভাল কোরে কথা কই নি, সে জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না। কাল নাকি তুমি আমারে ইন্দিরার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলে, সমস্ত রাত আমি সেই কথাই ভেবেচি। যখন তুমি এলে, তখনও আমি সেই কথা ভাব্‌ছিলেম; তুমি মনে করো, আমরা তোমাদের চেয়ে জেতে ছোট,—তা হোতে পারে,—ইন্দু আমার তোমাদের চেয়ে ছোট ঘরে জন্মেচে, এ কথা সত্যও হোতে পারে,—কিন্তু তা বোলে এমন মনে কোরো না যে, গৌরবে আমরা খাটো। বংশের গৌরব তোমাদের যা আছে, আমাদেরও তাই!' এই পর্য্যন্ত বোলে একটী নিশ্বাস ফেলে মনে মনে কি চিন্তা কোরে পিসীমা আমার হাত ধোরে মুখপানে চেয়ে বোল্লেন, 'মা ইন্দু! আমি আর বাঁচ্‌বো না! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে! ঐ যে পরম-সুন্দর আকাশ, ঐ সব মাণিকঝুরি নক্ষত্র, ঐ ঢল্‌ঢলে চন্দ্রভাগানদী, ঐ নির্ম্মল জল, ঐ মনোহর পর্ব্বত, এই চিরদিনের নিকুঞ্জ, এই চিরবাসের নিকেতন, এ সকল কিছুই আর আমি চক্ষে দেখ্‌বো না! এ সকল শোভা শীঘ্রই,—অতি শীঘ্রই আমার চক্ষে অস্ত যাবে! এ জন্মে কিছুই আর আমি দেখ্‌বো না! ঐই যে তুমি আমার প্রাণের পুতুলী, জীবনের সর্ব্বস্ব, সংসারের পদ্মফুল! তোমারেও আর আমি দেখ্‌বো না!'

বোল্‌তে বোল্‌তে চক্ষে হাত চাপা দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রুপাত কোল্লেন। তা দেখে আমি আর থাক্‌তে পাল্লেম না!—দর দর কোরে আমার দুটী চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো, ঠোঁট মুখ শুকিয়ে এলো, পষ্ট কথা কইতে পাল্লেম না! অতি কষ্টে একটী একটী কোরে বোল্লেম, কেন মা! এমন অমঙ্গলের কথা তুমি কেন বোল্‌চো মা! তোমাকে একদণ্ড না দেখ্‌লে আমি জগৎসংসার অন্ধকার দেখি! তুমি না থাক্‌লে আমি কার কাছে যাবো! কোথায় দাঁড়াবো! কার কাছে থাক্‌বো! কে আমার মুখপানে চাবে! আমিও আর বাঁচ্‌বো না! এই কথা বোলে অজস্রঝরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম!"

"পিসীমা আমারে আরো কোলের কাছে সোরিয়ে নিয়ে চক্ষু মুছিয়ে দিয়ে ছল ছল চক্ষে বোল্লেন, 'না মা! তুমি কেঁদো না! আমি আর ক দিন থাক্‌বো? অনেকদিন এসেছি, কত কাল আর পৃথিবীতে থাক্‌বো? আমার সময় হয়ে এসেছে, দিন ঘুনিয়ে এসেছে, আর আমি বাঁচ্‌বো না! আমি অবর্ত্তমানে তোমার যে অনন্ত অবস্থা হবে, তাও আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি,—কে যেন তোমার দুরবস্থার ছবি লিখে আমার চক্ষের কাছে এনে ধোরে দিচ্চে! তাও আমি দেখ্‌চি, কিন্তু তা বোলে তুমি কেঁদো না! ভগবান রক্ষা কোর্‌বেন! তোমারে আমি একটী সুপাত্রের হাতে—' এইটুকু বোলে একটু থেমে বীরেন্দ্রের পানে চেয়ে কাতরভাবে বোল্লেন, 'দেখ বীরেন্দ্র! তোমার হাতেই আমি এই আমার সর্ব্বস্বধন সোঁপে দিয়ে যাবো। তুমি যা-ই মনে করো, বংশগৌরব কমবেশী বোলে যতই মানঅভিমান করো, আমার এই প্রাণপ্রতিমাটীকে অযত্ন কোরো না!—তাচ্ছিল্য কোরো না! মা আমার রূপেও যেমনি জগৎসুন্দরী, জগৎমোহিনী, গুণেও তেমনি মা আমার

সাক্ষাৎ ভগবতী! এরে যত্ন কোরে আশ্রয় দিলে অবশ্য না অবশ্য তুমি সুখী হবে,—অবশ্যই তোমার ভাল হবে। আর দেখ, আমি এ জন্মের মতন চোল্লেম! আর আমি কিছু দেখ্‌তে আস্‌বো না, কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় তোমরা চিরদিন সুখসচ্ছন্দে থাক্‌বে।'

"ছলছল চক্ষে সেই সময় আমি একবার বীরেন্দ্রের পানে চাইলেম। চেয়েই অম্‌নি চক্ষু বুজিয়ে মুখখানি নীচু কোল্লেম। বীরেন্দ্র প্রফুল্লমুখে পিসীমাকে বোল্লেন, 'আপনি অত অমঙ্গল শঙ্কা কোর্‌বেন না। মানুষ ইচ্ছা কোল্লেই পৃথিবী ত্যাগ কোরে যায় না, যেতে পারেও না। যিনি জগৎসংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়; মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। তবে আপনি যা অনুরোধ কোচ্চেন, তা আমি প্রাণপণে পালন কোর্‌বো। মধুমতী ইন্দিরা,—যদি বিধাতার মনে থাকে,—মধুমতী ইন্দিরা যদি আমার ধর্ম্মপত্নী হন, গুরুদেব সাক্ষী, যতদিন বাঁচ্‌বো, একদিনের জন্যও অযত্ন হবে না, চিরজীবনে ভাবান্তর হবে না।'

"তখনো আমি কাঁদ্‌চি। পিসীমা আমারে শান্ত কোরে নিজের চক্ষের জল মুছে বীরেন্দ্রকে আবার বোল্লেন, 'আর দেখ,—সেদিন তুমি যে কথা বোল্‌ছিলে, সব মিথ্যাকথা! কারু সঙ্গেই ইন্দিরার সম্বন্ধ হয় নি। সে কথাই হয় নি। তোমার মা যার মুখে শুনেছেন, সে লোক ঠিক খবর জানে না; কি হয় তো কোন রকম রিষ কোরে মিছে কথা সাজিয়ে বোলে থাক্‌বে। তুমি সে কথায় বিশ্বাস কোরো না। গুরুদেবের নাম কোরে আমি বোল্‌চি, সে সমস্তই মিথ্যাকথা।' বীরেন্দ্র আমার পানে চেয়ে একটু আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লেন, 'তা আমি তখনি বুঝেচি। আমার যে কেউ শত্রু হয়েছে, তাও আমি জান্‌তে

পেরেচি। তবুও,—জানেন কি না,—তবুও সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম।'

" কথায় কথায় অনেক রাত্রি হয়ে গেল। বিবাহের প্রসঙ্গে আরো ছটী চারিটী কথা কোয়ে বীরেন্দ্র বিদায় চাইলেন। কাল এ কথার শেষ মীমাংসা হবে বোলে যথেষ্ট খাতিরযত্ন কোরে পিসীমা তাঁরে সে রাত্রের মতন বিদায় দিলেন। যাবার সময় পিসীমার অগোচরে আমার পানে কটাক্ষপাত কোরে তিনি বোলে গেলেন, 'ইন্দু! বিধাতা কবে এমন দিন দেবেন, যে শুভদিনে শুভক্ষণে আমি তোমারে নির্জ্জনে সঙ্গোপনে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা কোরবো, প্রেয়সি! তুমি কি আমার?'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় যামিনী।

অকস্মাৎ মৃত্যু!—ভয়ঙ্কর বিপদ!!!

হাহা হতাস্মি! জননীজনকেন হীনা
পশ্চাৎ সুহৃৎস্বজনবান্ধববন্ধুহীনা।
বাতাহতেব কদলীপতিতাদ্য সদ্যো
হাহা মনো দহতি! সম্প্রতি নাস্ত্যপায়ঃ॥

নবরত্ন।

যে রাত্রে ইন্দিরা মতিবালার কাছে এই গল্প কোল্লেন, সে রাত্রে আর তাঁদের ঘুম হলো না। গল্পের নিবেড় মিট্‌তে একেবারে ভোর হয়ে গেল। ঊষাকালে একটু শয়ন কোরেছিলেন, সে কেবল নাম মাত্র। পরদিন সন্ধ্যা না হোতেই দুজনে একত্র হোলেন। পূর্ব্ব

রাত্রের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত। সকাল সকাল আয়োজন। উল্লাসে উল্লাসে রোহিয়াও এসে জুট্‌লো। মতিবালা প্রমোদিতমুখে ইন্দিরারে হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিয়ের তো সম্বন্ধ সব ঠিক ঠাক্‌ হয়ে গেলো, তবে আর ভাবনা কি ? তার পর তুমি কি কোল্লে ?"

ইন্দিরা কথা কইলেন না। মতি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, পুন রায় নিরুত্তর। বার বার তিন বার। ইন্দিরা এইবারে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে করুণস্বরে বোল্লেন,—

ক্যানে লো জ্বালিস মতি ! নিবন্ত অনল !
সে অনল জ্বেলে তোর কিবা হবে ফল ?
অভাবিনী অচিন্তিনী জ্বলিল অনল !
নিবাতে পারেনা তাহা সাগরের জল !!
যাহার আশ্রয়ে থাকি ছেলেবেলা থেকে।
জুড়াতো তাপিত প্রাণ মা মা বোলে ডেকে
সেই আশালতা মম তাপে শুকাইল !
জন্মশোধ মা মা বলা বুলি ফুরাইল !!
জনম দুখিনী আমি চির অভাগিনী !
সংসারে আমার সম নাহি অনাথিনী !!
ভাঙিল আশ্রয়তরু পড়িল ভূতলে !
ডুবিল আশার তরী নিরাশার জলে !!
সহসা গরল পিয়ে পিসীমা আমার !
স্বর্গধামে পশিলেন ত্যজিয়ে সংসার !!
দিবস যামিনী আমি করি হাহাকার !!
জগতসংসার মম হলো অন্ধকার !!

ইন্দিরার দুঃখে মতিবালার চক্ষে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্লো। আর যে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, এমন প্রবৃত্তি থাক্‌লো না;—ভরসাও হলো না! কিন্তু ইন্দিরা চক্ষুর্জ্জল মার্জ্জন কোরে অতি কষ্টে একটু হেসে কাতরস্বরে বোল্লেন, "কাঁদিস্ নি মতি, চুপ্ কর্! যে বজ্র আমার মাথার উপর দিয়ে চোলে গিয়েচে, তফাতে দাঁড়িয়ে সেই বজ্রপাতের শব্দ শুনে আর কি আমার ভয় হয়? অতি তরুণ বয়সে নিরাশ্রয় অবস্থায় যে কষ্ট, যে বিপদ আমি মাথায় কোরে সহ্য কোরেচি, এখন মুখে গল্প কোরে সেই পুরোণো কথা স্মরণ করাও কি তার চেয়ে কিছু কঠিন কাজ? আশাবাক্যে আশ্বস্ত হয়ে বীরেন্দ্র বিদায় হোলেন, আমি আশায় আশায় কতক প্রবোধ পেয়ে নির্ভাবনায় সারারাত জাগ্‌লেম। তার পর কি হলো,—বোল্‌চি,—শুনে যাও!"

"বীরেন্দ্র যখন যান, তখন ঘোর অন্ধকার! শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, সন্ধ্যাকালে একবার পশ্চিম আকাশে উঁকি মেরেই চন্দ্রদেব আস্তে আস্তে অস্তাচলে চোলে গিয়েছেন; নক্ষত্রেরা পতিবিরহে খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক তাঁরে খুঁজে বেড়িয়েছিল;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারাও অদৃশ্য! —চারিদিক থেকে বাসন্তী মেঘ এসে ছেয়ে পোড়ে তাদের ঢেকে ফেল্লে! তখন কেবল জোনাকিরাই পৃথিবীতে আধিপত্য কোচ্ছিল। কুঞ্জের গাছগুলি সমস্তই জোনাকিতে ঢাকা! ঐ পাষাণশৈলটী আগাগোড়া জোনাকিতে ঢাকা! যখন জ্বলে, দূর থেকে তখন ঠিক অগ্নিগিরির মতন দেখায়! যখন নিবে যায়, তখন নিবিড় অন্ধকার! বীরেন্দ্র যখন ঐ পর্ব্বতের ধারে গিয়েছেন, তখন হঠাৎ শুন্‌তে পেলেন, ভিতর থেকে কে যেন গম্ভীর আওয়াজে তাঁরে ডেকে ডেকে বোল্লে, চোলে যা! শীঘ্র চোলে যা! ফের্ যদি এদিকে আসিস্, প্রাণ

যাবে! খবরদার! সাবধান! ভুলেও আর এ পথে পা বাড়াস্‌ নে! তোর মতলব আমরা বুঝিচি। তুই এখানে আসিস্‌, সকলেই জান্‌তে পেরেচে! এখনও সাবধান হ! ফের এখানে এলেই টুস্‌ কোরে মারা যাবি!—কোনমতেই নিস্তার থাক্‌বে না!

"বীরেন্দ্র এই সব কথা শুন্‌লেন, আর কেউ হোলে ভূতের উপদ্রব মনে কোরে আঁত্‌কে পোড়্‌তো; না হয় দাঁতকপাটী লেগে অজ্ঞান হয়ে পোড়ে যেতো! আমাদের মতন মেয়েমানুষ হোলে হয় তো দৈব-বাণী বোলে ভয় পেতো! কিন্তু তিনি বীরপুরুষ,—অকুতোসাহস; ভ্রূক্ষেপ কোল্লেন না; সাঁ সাঁ কোরে চোলে গেলেন! যখন বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন বেশী রাত ছিল না।—বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়েছিল, কারু সঙ্গে দেখা হলো না। কখন গেলেন, কেউ জান্‌তেও পাল্লে না; চুপি চুপি আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন। সে রাত্রে কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লেনা বটে, কিন্তু তার পরদিন তিনি আর এদিকে আস্‌তে পারেন নি। ভারি গোলযোগ হয়েছিল। তাঁর জননী তাঁরে বিকেলবেলা থেকে চোকে চোকে রেখেছিলেন, সন্ধ্যার পরেই এক নতুন রঙ্গ!"

"পাম্বশৈলের একজন সন্ন্যাসী বীরেন্দ্রের জননীর ইষ্টগুরু। তিনি সেই দিন তাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুন্‌লেম, প্রায়ই তিনি যান। তাঁর প্রতি শিষ্যসেবকদের অচলা ভক্তি! তিনি যা বলেন, নিতান্ত অসম্ভব হোলেও শিষ্যেরা তাতে অটল বিশ্বাস করেন। যখন তিনি বীরেন্দ্রের জননীর গৃহে ধর্ম্মকাহিনী ব্যাখ্যা কোচ্ছিলেন, বীরেন্দ্র তখন সেইখানে। তাঁদের আরাধনা সায় হয়ে গেলে বীরেন্দ্র উঠে আসেন, সন্ন্যাসী অনুরোধ কোরে বসালেন। এ সন্ন্যাসীর মনের কথা কেউ জান্‌তে পারে না। ধর্ম্মের গুরু বটেন, কিন্তু খোসামোদ কোত্তে খুব

পটু! তিনি অভ্যাসমত খোসামোদ কোরে বীরেন্দ্রকে ফুলিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেন। বিস্তর বাগ্‌জাল বিস্তার কোল্লেন। বীরেন্দ্র তাতে ভোল্‌বার নন। তিনি কেবল প্রণাম কোরেই সেরে দিলেন! তার পর তাঁর জননী আড়ে আড়ে আমার কথা ফেলে তাঁরে লজ্জা দিতে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী তাতে সায় দিয়ে দিয়ে ফোঁস্ ফাঁস্ দিতে ছাড়্‌লেন না!—অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা শুনে বীরেন্দ্রের মনে একটা সংশয় উপস্থিত হলো। গত রাত্রে পাহাড়ের ধারে যে আওয়াজে তাঁরে শাসিয়েছিল, গুরুদেবের গলার ঠিক সেই রকম আওয়াজ! তিনি নিশ্চয় ভাব্‌লেন, সে আর কেউ নয়, এই-ই লোক! নামে সন্ন্যাসী, বাইরে ধর্ম্মের ঝুলি, ভিতরে ভিতরে পাকা বদ্‌মাস! মনে কোল্লেন, কিছু বলেন, কিন্তু চেপে গেল্লেন; একদিনে হঠাৎ কিছু প্রকাশ করা ভাল নয় ভেবেই সাম্‌লে গেলেন। সন্ন্যাসী তাঁরে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে আমারে কলঙ্কিনী বোলে, ছোট লোক বোলে, এ পথে আস্‌তে বার বার নিষেধ কোল্লেন; তাঁর চেলাও রেগে রেগে ভৎর্সনা কোর্ত্তে ভুল্‌লেন না; কিন্তু বীরেন্দ্র পর্ব্বতের মতন অটল। কোনো কথাতেই ভ্রূক্ষেপ কোল্লেন না। গম্ভীরভাবেই,—গম্ভীর অথচ মৌনভাবেই এক মনে সকল কথাগুলি শুন্‌লেন। কিন্তু সে রাত্রে এদিকে আর এলেন না।"

"রাত্রি সাঁ সাঁ কোরে কেটে গেল। দিনও কেটে গেল। সন্ধ্যাকালে বীরেন্দ্র এই কুঞ্জগৃহে আস্‌বার জন্যে গুপ্তভাবে বাড়ী থেকে বেরুলেন। পেছোনে শত্রু লেগেছে, রাত্রিকালে এ পথে একাকী যাওয়া আসা অকর্ত্তব্য, এইটী ভেবে সেদিন একজন লোক সঙ্গে নিলেন। বনোয়ারি নামে তাঁর একজন বিশ্বাসী চাকর ছিল, সেই বনোয়ারিই সঙ্গে এলো। দুজনের হাতেই তলোয়ার। যখন তাঁরা পাষ্টশৈলের

কাছে এলেন, তখন রাত্রি অধিক নয়, কিন্তু অন্ধকার হয়েচে। যেখানে দাঁড়িয়ে আগের রাত্রে শাসনবাক্য শুন্‌তে পেয়েছিলেন, ঠিক সেই বরাবর এসেই একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেন। নিমেষমাত্র দাঁড়িয়েছেন, পাশ দিয়ে যেন ভোঁ কোরে একজন লোক চোলে গেলো! অন্ধকারে চিন্‌তে পাল্লেন না; ভোঁ কোরে ছুটে গেলো!—খুব দীর্ঘাকার, প্রকাণ্ড মোটা,—গলা থেকে পা পর্য্যন্ত কালো আল্‌খাল্লা; মুখে মুখোস!—দেখেই তিনি বনোয়ারিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, বনোয়ারি! কিছু দেখ্‌তে পেলি?—বনোয়ারি উত্তর কোল্লে, দেখিচি! কে একজন ছুটে গেলো; আমার গা ঘেঁসেই দৌড়ে গেলো! কিন্তু আমার বোধ হয়, ও কখনই মানুষ নয়! নিশ্চয়ই ভূত! আপনি ফিরে চলুন! আর এগিয়ে গিয়ে কাজ্ নেই! না হক্ বেটাট্‌কা ভূতের হাতে প্রাণ যাবে!

"বীরেন্দ্র হাস্‌লেন। হেসে হেসে বোল্লেন, হাঁ! আমিও তাই চাই! ভূত আমারে দেখ্‌তেই হবে! সবে মাত্র তিনি এই দুটী কথা উচ্চারণ কোরেছেন, অমনি পর্ব্বতের উপর থেকে মেঘগর্জ্জনের মতন শব্দ এলো!—আবার এসেছিস্! পাজি! নচ্ছার! কুকুর! প্রাণে ভয় নাই!—আবার এ পথে এসেছিস্! এখনো বোল্‌চি ফিরে যা! সে নাই! সে মরেছে! তোরাও এখনি মারা যাবি!—ফিরে যা!

"বীরেন্দ্র একটু থতমত খেলেন। সে মরেচে! সে নাই! এই কথা শুনে গা রোমাঞ্চ হলো। কে মরেচে?—কে নাই?—ইন্দিরা?—ইন্দিরা মরেচে?—ইন্দিরা নাই?—এরা কি তারে মেরে ফেলেচে?—আর কি আমি তারে দেখ্‌তে পাব না?—উঃ!—এমন পাষণ্ড এরা!—বনোয়ারি!—না,—ফিরে যাওয়া হবে না!—দেখ্‌তে হবে!—পর্ব্বতের উপরে উঠ্‌তে হবে!—কেমন ভূত, ভাল কোরে একবার দেখ্‌তে হবে!

রোজ রোজ এইখানে ভূত থাকে! কাণ্ডখানা কি, আজ আমারে জান্‌তেই হবে!—ভূত না দেখে কখনই আজ্ আমি ফিরবো না!

" বনোয়ারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁরে দুহাত দিয়ে জাপ্‌টে ধোরে কাকুতি মিনতি কোরে বোল্লে, না—না, তা কখনই হবে না! আমি আপনারে কখনই যেতে দেবো না! বিপদ হবে! ঘোর বিপদ! আপনি ফিরে চলুন! ভূতেরা একলা থাকে না! দল বেঁধে বেঁধে বেড়ায়!—আমাদের——

" বীরেন্দ্র তারে ধমক দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেন বিপদে যদি তোর এত ভয়, তুই ফিরে যা! আমি একাই যাবো! ভূত আমারে দেখ্‌তেই হবে! যখন তিনি এই কথা বলেন, সেই সময় উপরদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, একটা আবছায়া!—কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বনোয়ারিকে সে কথা বোল্লেন্ না। বনোয়ারি অপ্রতিভ হয়ে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে তলোয়ারের খাপ খুলে দাঁড়ালো। দম্ভ কোরে বোল্লে, ফিরে আমি কখনই যাবো না! আপনাকে এখানে একা রেখে কখনই, আমি ফিরে যাবো না! প্রাণ যায়, যাক্! আগে আমার যাবে, তার পর যা হবার——

" বীরেন্দ্র চকিতস্বরে বোল্লেন, আয়! তবে আমার সঙ্গে আয়! পর্ব্বতের উপরে চল্! বনোয়ারি আর দ্বিরুক্তি কোল্লে না। পাশাপাশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো।

"সরাসর তাঁরা শিখরে গিয়ে উঠ্‌লেন। বীরেন্দ্র নীচে থেকে যে আবছায়া দেখেছিলেন, সেখানে আর তা নাই! দেখ্‌লেন, একটা প্রকাণ্ড দরজা!—খোলা খাঁ খাঁ কোচ্চে। আসে পাশে চেয়ে দেখ্‌লেন, ঘর নাই, ফাঁকা ধূ ধূ কোচ্চে! তবে এ দরজা কিসের? অন্ধকার, ভাল

দেখা যায় না,—তবে নীচের চেয়ে উপরে একটু ফর্সা। হেঁট হয়ে উঁকি মেরে দেখ্লেন, নীচের দিকে সিঁড়ি; সারি সারি অনেকগুলো ধাপ। মনে কোল্লেন, নীচেতেই ঘর আছে। বনোয়ারিকে বোল্লেন, নীচেতেই নাম্তে হবে! বনোয়ারি আবার বারণ কোল্লে।—বোল্লে, ভূত কাছেই আছে! এখুনি এসে আমাদের ধোত্তে পারে!

"বীরেন্দ্র হাস্তে হাস্তে বোল্লেন, আমিও নিকটে আছি! আমিও এখুনি তারে ধোত্তে পারি! খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর কিছু দেখ্তে পেলেন না; কোনো শব্দও পেলেন না। বনোয়ারি বার বার জেদ্ কোত্তে লাগ্লো, কাজেই সে রাত্রে আর গুহার ভিতর নাম্লেন না। কাল মশাল জ্বেলে গুহা অন্বেষণ কোর্‌বেন, এইটীই স্থির কোরে পর্ব্বত থেকে নেমে এলেন। বাড়ীতে ফিরে গেলেন না, এই কুঞ্জগৃহেই,—বনোয়ারি বারম্বার নিষেধ কোল্লেও—এই কুঞ্জগৃহেই উপস্থিত হোলেন। দেখ্লেন, বাড়ী অন্ধকার! রোহিয়ার নাম ধোরে ডাক্লেন, সাড়া পেলেম না।—বরাবর উপরে এসেই উঠ্লেন।

"পিসীমার ঘরে গেলেন, আলো নেই, লোক নেই! আমার ঘরে এলেন, কেউ নেই! সব ঘর দেখ্লেন, বারাণ্ডা বেড়িয়ে এলেন, কোনো চিহ্নই দেখ্তে পেলেন না। নেমে গেলেম। সব টেরের নীচের ঘরে মিট্ মিট্ কোরে একটী আলো জ্বোল্‌ছিল। দরজার পাশ দিয়ে দেখ্লেন, আমরা আছি।—পিসীমা—" বোল্‌তে বোল্‌তেই পদ্মচক্ষু দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়ালো। রুমাল দিয়ে চক্ষু ঢেকে খানিক থেমে স্তম্ভিত-স্বরে আবার বোল্লেন, "পিসীমা প্রাণশূন্য হয়ে শুয়ে আছেন! আমি তাঁর মুখের কাছে বোসে এলোথেলো হয়ে হাপুস্ নয়নে কাঁদ্‌চি! একটু দূরে প্রদীপের কাছে রোহিয়া গালে হাত দিয়ে বোসে আছে! বীরেন্দ্র

সন্দেহ কোত্তে কোত্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। আমার শোকের তরঙ্গ বাড়্‌লো! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সমস্ত বিপদের কথা তাঁরে জানালেম! শুনে তাঁর চক্ষেও টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌লো! বোল্লেন, আহা! বুড়ী যা বোল্লে, তাই কোল্লে! একটী দিনও পার হলো না!—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কাল এখানে কে এসেছিল? আমি উত্তর কোল্লেম, কেঁউ না।—যে ভৈরবী আমার ফুল্‌দার কাপড়গুলি বিক্রী কোত্তে নিয়ে যান, কেবল তিনিই এসেছিলেন; তিনি ছাড়া আর কেউ না।—বীরেন্দ্র একটী নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লেন, হুঁ!

"তাঁর "হুঁ" শুনেই আমি অবাক!—তৎক্ষণাৎ তিনি একজন হকিম আনালেন।—হকিম এসে পরীক্ষা কোরে বোল্লেন, 'কোনো রোগে মৃত্যু নয়, অপঘাত মৃত্যু!'—হকিম মুসলমান, ছুঁলেন না, কিছুই কোল্লেন না, কেবল লক্ষণ দেখেই এই সিদ্ধান্ত কোল্লেন। সমস্ত শরীর নীলবর্ণ, কপালে কাল কাল শির ওঠা, দুই কস্ দিয়ে নীলবর্ণ গাঁজা ভেঙেছে; বিষ খেলেই এই সকল লক্ষণ হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দেখেই হকিম স্থির কোল্লেন, বিষ খেয়েই মরেছে! বীরেন্দ্র তাঁর কথায় সায় দিয়ে ফুস্ ফুস্ কোরে বোল্লেন, ঘটনা শুনে আপনি আস্‌বার আগে আমিও এইরূপ স্থির কোরেছিলেম। কিন্তু আমি জান্‌তেম, আত্মঘাতিনী হবার কোনো কারণ ছিল না, সেই জন্যই সন্দেহ কোরে আপনাকে ডেকেছি।

"খানিকক্ষণ থেকে হকিম বিদায় হোলেন। বিষ খাওয়া শুনে আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌লেম! কেন খেলেন, কেন এমন কোরে আমার সর্ব্বনাশ কোল্লেন, আমারে পথের ভিখারিণী কোরে কেন এমন কোরে মরে গেলেন! এই সকল তোলাপাড়া কোরে আরো অস্থির হোতে লাগ্‌লেম! আমার চক্ষে তখন সমস্ত জগৎসংসার অন্ধকার বোধ

হোতে লাগ্‌লো! বীরেন্দ্র চক্ষুজল মার্জ্জন কোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, আহা! এক রাত্রি আগে এই শরীর আমি সজীব দেখে গিয়েছি,—এই আমি যেমন চেয়ে আছি, এক রাত্রি আগে ঐ চক্ষু ঠিক এমনি সজীব,—এমনি সতেজ ছিল; সজল চক্ষে ঠিক এমনি কোরে আমাদের পানে চেয়ে কত কথাই বোলেছিলেন! আহা! সেই চক্ষু আজ জন্মের মতন বুজে গিয়েছে! এখনো আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না যে, ইনি বেঁচে নাই!—উঃ! আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি!—এই রকম অনেক অনুতাপ কোরে একটু স্তম্ভিতভাবে থেকে অস্পষ্টস্বরে বোল্লেন, ইনি আপনি মরেছেন, এমন ত আমার বিশ্বাস হয় না! ঠিক মনে নিচ্ছে, কোনো দুষ্টলোকে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কোরে এঁরে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে!

"আমি শিউরে উঠ্‌লেম। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেম, সে কি! এ সন্দেহ কেন তোমার?—কে বিষ খাওয়াবে?—কে এমন শত্রু হবে?—কেন খাওয়াবে?—আমরা কার কি কোরেছি?—কেই বা এখানে এসেছিল?—কার উপরেই বা সন্দেহ করি?—ভৈরবী এসে-ছিলেন।—ভৈরবী!—বাপ্‌রে! তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী!—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! তাঁর উপরে কি ও রকম সন্দেহ কোত্তে আছে?—মনে কোল্লেও,—স্বপ্নে ভাব্‌লেও পাপ হয়!"

"আমার এই কথায় বীরেন্দ্র কিছু উত্তর দিলেন না। আগের মতন একটী হুঁ দিয়েই সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে উদাসভাবে বোল্লেন, উঃ!—এখনো যেন আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

"সেই রাত্রেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা হলো। পৃথিবীতে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পোড়্‌লেম! জন্মাবধি যা জান্‌তেম না, এত

দিনের পর পৃথিবীতে মাতৃহারা হোলেম! কত কাঁদ্‌লেম, কত কি মনে হলো, কত কি বোল্লেম, এখন আর সে সব কথা মনে পড়ে না! কিন্তু সে রাত্রি,—সে ভয়ঙ্কর রাত্রি চিরদিন আমার মনে মনে জাগ্‌চে! বীরেন্দ্র অনেক বুঝুলেন, অনেক রকমে প্রবোধ দিলেন, তাঁর হাতে আমারে গছিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি আমার আশ্রয় হবেন, এই কথা বোলে কত রকম সান্ত্বনা কোল্লেন, কিন্তু মন কি তা মানে? কিছুতেই আমি শান্ত হোতে পাল্লেম না! বীরেন্দ্র নিকটে থাক্‌লে কি রকম হতো, বোল্‌তে পারি না, কিন্তু তিনি থাক্‌তে পাল্লেন না! মাবাপের ভয়,—দুর্দ্দান্ত মাবাপ,—কাজেই আমারে রোহিয়ার কোলে একাকিনী ফেলে কাল সন্ধ্যার পরেই আস্‌বেন বোলে প্রায় শেষরাত্রে বাড়ী গেলেন।"

"সকালেই এখানে আস্‌বার জন্যে বীরেন্দ্রের মন হয়েছিল, কিন্তু সাহস করেন নি।—একখানি পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। সে পত্র লেখ্‌বার যে রঙ্গ, তা যদি শুনিস্‌ মতি!—তা যদি তুই শুনিস্‌,—হেসে মোরে যাবি!—তা শুন্‌লে বড় দুঃখের সময়েও হাসি পায়! তাঁর মুখে যখন আমি সেই রঙ্গের কথা শুনি, হেসে আর বাঁচি নি!"

"তিনি পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেন। ঘরে দোর দিয়ে, চারিদিকের জান্‌লা বন্ধ কোরে, যেখানে যে ফাঁক ছিল, পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে, একলাটী ঘরের ভিতর বোস্‌লেন! দিনের বেলা অমবস্যার রাত্রি হলো! দুদিকে দুটো বাতি জ্বাল্লেন। দুধারে দুটী সামাদান রেখে মাঝখানে আপনি বোস্‌লেন। এক ছত্র লেখেন, চারদিকে চান!—এত সাবধান! সবদিক বন্ধ, তবু ভয়!—কে যেন দেখ্‌চে! কে যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মাচ্চে! আপনার ঘরে যেন আপনিই চোর!! এই রকমে পত্রখানি লেখা হলো।—পোড়্‌লেন।—পোড়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে

আপনা আপনি বোল্লেন, উঁ হুঁ !—হলো না ! কম হলো !—ছোট হলো !—এত ছোট পত্র ইন্দিরাকে লেখা হয় না !—ইন্দিরা ভাব্‌বেন, তাচ্ছিল্য কোরে লিখেছে !—ভাব্‌বেন, আমারে ভালবাসে না !—উঁ হুঁ !—না !—হলো না !—এ পত্র পাঠানো হয় না !—ছিঁড়ে ফেল্লেন ! —আবার একখানি লিখ্‌লেন। সেই ভাবে চোম্‌কে চোম্‌কে আর এক-খানি লেখা হলো। পোড়্‌লেন,—দু তিনবার পোড়্‌লেন !—পোড়ে আবার বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়া দিয়ে বোল্লেন, উঁ হুঁ !—না,—হলো না !—এ বারেও হলো না !—বড় হয়েচে !—এত বড় পত্র লেখা হয় না !—অনেক বোকেচি !—পাগল মনে কোর্‌বে !—এখানিও পাঠানো হয় না !—সেখানিও ছিঁড়ে ফেল্লেন ! আবার একখানি লিখ্‌লেন।—তবুও মনের মতন হলো না ! মনে মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কম হয়েছে কি ?—ছোট হলো কি ?—হুঁ !—তাই হবে ! অনেক কথা মনে রয়েচে !—না, মনেই বা কই ?—সাক্ষাতেই তো সে সব কথা বোলে এসেচি !—যা লেখ্‌-বার, সকলি ত লিখেছি ;—না,—কম হয় নাই !—বড় হলো কি ?—তাই হবে !—না, এত বড়ই বা কি হয়েছে ? ইন্দিরার নামের পত্র বড় হয় না !—মনে মনে আপনাআপনি এই রকম প্রশ্ন, এই রকম উত্তর !—মনের মতন হলো না, তবু সেইখানি পাঠালেন। আমি তা দেখে হেসেই ঢলাঢল !—কি যে তাতে লেখা ছিল, সে দিকে মন দিবার সময় হলো না ! আজো পর্য্যন্ত সেখানি আমার কাছে আছে !—যখনি দেখি, তখনি হাসি পায় !—যে দিন সেখানি পাই,—সে দিন যে কতবার পড়িচি, কতবার হেসিচি, বোল্‌তে পারি না !—বেশী কথা আর কি বোল্‌বো, ততবড় শোক,—তত শোকে আচ্ছন্ন, তথাচ সেই পত্রখানি নিয়েই দিন কেটে গেল !—এত অন্যমনস্ক হয়েছিলেম যে, খাওয়াদাওয়া পর্য্যন্ত মনে

ছিল না!—যখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তখন জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখি, বাইরে অন্ধকার!—ঘরে প্রদীপ জ্বোল্‌চে!—পত্রখানি হাতে কোরে আমি সেই প্রদীপের কাছে কাঠের পুতুলের মতন বোসে আছি!

"রাত্রি হলো।—রাত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটী নতুন চিন্তা! যে আশ্রয়ে ছিলেম, সেটী তো গেল! এখন দাঁড়াই কোথা?—অনেকক্ষণ ভাব্‌লেম, মন যেন দুভাগ হয়ে গেল! পিসীমার শোক একভাগ আচ্ছন্ন কোরে রাখ্‌লে;—একভাগে বীরেন্দ্রের আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো! একদিকে অন্ধকার, একদিকে আলো!—মেয়েমানুষের মন,—বুঝ্‌তেই পারো,—যে দিকে একটু আশা থাকে, সেই দিকেই আগে ঝোঁকে!—আমার মন সেই আলোর দিকেই বেশী ঝুঁক্‌লো!—পিসীমা সম্বন্ধ কোরে রেখে গেছেন, বীরেন্দ্রও স্বীকার কোরেছেন, তিনি আমার আশ্রয় হবেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে! উষাকালে ক্রমে ক্রমে পদ্মফুল যেমন ফুট্‌তে থাকে, আমার হৃদয়সরোবরে আশাপদ্ম তেম্‌নি ফুট্‌তে লাগ্‌লো! তিনি কখন আস্‌বেন, মুহুর্মুহু কেবল আশাপথেই চাইতে থাক্‌লেম! রোহিয়াকে জিজ্ঞাসা করি,—দেখ্‌দেখি, তিনি কি আস্‌চেন! মনকে জিজ্ঞাসা করি, বল্‌ দেখি, তিনি কতদূর? বাইরে একটু কিছু শব্দ হয়, অমনি মনে করি, ঐ বুঝি তিনি এলেন! থাকি থাকি একজাই একজাই উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, ফটকের ধারে তাঁরে দেখা যাচ্চে কি না? যখন এসে বসি, তখন একটু লজ্জা হয়! সেই লজ্জায় কখনো মুখ টিপে টিপে হাসি! কখনো অপ্রস্তুত হই! মনের আমার এইরকম অবস্থা! অন্তঃকরণ যেন ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লো! আর কেউ সেখানে তখন থাক্‌লে আমার রকম সকম দেখে হয় তো কতই

হাস্‌তো,— কত কি বোল্‌তো,—মুখ ফুটে কিছু না বলুক, মনে মনেও কত কি ভাব্‌তো! কিন্তু কেউ ছিল না! রোহিয়াও সকল সময় কাছে ছিল না। একাকিনী আপনার মনেই ঐ রকম ছেলেখেলা কোচ্ছিলেম সে সময় সেই এক কাণ্ড! সেই এক রঙ্গ! এখন তা মনে কোল্লে হাসি পায়! অনেক রাত্রি হলো। বীরেন্দ্র এলেন না।

মতি তাঁর মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে কি সে রাত্রে তিনি আসোলেই এলেন না?"—ইন্দিরা সাপের মতন ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে নিশ্বাস ফেলে দুটী চক্ষে হাত চাপা দিলেন। গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। গল্প কোচ্চেন, তখন যেন সে ভাব্‌টী ভুলে গেলেন।—ঠিক যেন ভাব্‌লেন, ঠিক সেই দশা উপস্থিত! ঠিক সেই রাত্রিই যেন এই! একটু পরে চট্‌কা ভাঙ্‌লো। আকাশ পানে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, 'ওঃ! মানুষের মন কি চঞ্চল! মতিকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "শোনো!—আসোলেই এলেন কি না, শোনো!"

"একটু বেশী রাত্রে বনোয়ারিকে সঙ্গে কোরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপন ভাবে তিনি বাড়ী থেকে বেরুলেন। দুটী মশাল প্রস্তুত কোরে সঙ্গে নিলেন। জ্বেলে নিলেন না, তোয়ের করা থাক্‌লো। একটী চক্‌মকিও সঙ্গে রইলো। এই রকম সাজপাট নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলেন। যখন পর্ব্বতের ধারে এলেন, তখন কেবল চার দিকেই দৃষ্টি।—কারু কথা শুন্‌তে পেলেন না। দুরাত্রি যে রকম কোরে শাসিয়েছিল,—ভয় দেখিয়ে ছিল, সে রাত্রে তখন তার কিছুই টের পেলেন না। অনেকক্ষণ গা ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বনোয়ারির সঙ্গে ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কন, আসে পাশে চেয়ে দেখেন, পর্ব্বতের উপরেও চক্ষু রাখেন, অতি সাব-ধান।—বনোয়ারি চুপি চুপি বোল্লে, চলুন,—আজ আর ভূত নেই!

বীরেন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখনি শিখরের দিকে চেয়ে দেখেন, কে একজন দাঁড়িয়ে!—পূর্ব্ব রাত্রে যেখানে একটা আবছায়া দেখেছিলেন, ঠিক সেইখানে ঐক মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে!—বনোয়ারিকে বোল্লেন, ভূত যদিও দেখা যাচ্ছে না,—তবুও তাদের আড্ডাটা একবার খুঁজে আসি। আয়, আমার সঙ্গে উপরে আয়!

দুজনেই শিখরে উঠ্‌লেন।—বীরেন্দ্র নীচে থেকে যে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তখন আর সে মূর্ত্তি সেখানে নাই! আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো।—ঠিক সেইখানেই গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন। সোঁসোঁ কোরে কি একটা শব্দ হলো।—কে একজন তাঁদের সম্মুখ দিয়ে পাশ কাটিয়ে চোলে গেল। ছুটে গেল না, আস্তে আস্তে চোল্লো। খানিকদূর গিয়ে থোম্‌কে দাঁড়ালো। বীরেন্দ্র এই সময় বনোয়ারির কাণে কাণে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, দেখেছিস্?—বনোয়ারি উত্তর কোল্লে, আজ্ঞা হাঁ, দেখিচি। বীরেন্দ্র বোল্লেন, এইবারে ওরে ধোরেছি!—এই কথা বোলেই আর উত্তর শোন্‌বার অপেক্ষা না কোরে তলোয়ারের খাপ খুলে পায়ে পায়ে অগ্রসর হোলেন। বনোয়ারিও হাতিয়ার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। তাঁরা এগুলেন।—সে মূর্ত্তি সেইখানেই দাঁড়িয়ে!—দু তিন হাত তফাত আছে, তখনো সেই ভাবে দাঁড়িয়ে!—এক হাত তফাত, গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি হয় হয়, তখনো নড়ে না!—বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কে তুমি?—জিজ্ঞাসা কোরেই আর দেখ্‌তে পেলেন না! যেন অন্ধকারেই মিশিয়ে গেল! বীরেন্দ্র অবাক!—বিস্ময়ে অবাক! বনোয়ারি বোল্লে, আশ্চর্য্য!—আর এখানে দাঁড়াতে নেই! আপনি ভূত বিশ্বাস করেন না, দেখ্‌লেন তো, কি ব্যাপারখানা হলো!—উবে গেল! বীরেন্দ্র বোল্লেন. তাই তো! এ গেল কোথা? কোন্ দিক দিয়ে গেল?

কেমন কোরে পালালো? আজগুবি ব্যাপার বটে! নানা রকম চিন্তা কোরে ডান্‌দিকে একবার মুখ ফিরালেন। অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে দেখ্‌লেন, একটা দরজা। গতরাত্রে সম্মুখ দিকে যে রকম দরজা দেখেছিলেন, ঠিক সেই রকম প্রকাণ্ড একটা দরজা। বোল্লেন, এই পথ দিয়েই পালিয়েছে!—এখান দিয়েও গুহায় যাবার পথ আছে! মশাল জ্বেলে আজ তন্নতন্ন কোরে না খুঁজে ফেরা হবে না। বোল্‌ছেন, সেই দিকেই চেয়ে আছেন, হঠাৎ পেছনদিক থেকে কে এসে পিঠে একটা ধাক্কা দিলে! সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকে পোড়্‌লেন! তাল সাম্‌লে মুখ ফিরিয়ে দেখেন,—কেউ না। খানিকদূর এগিয়ে দেখে এলেন, কেউ না। চক্‌মকি ঠুকে দুটো মশাল জ্বেলে ফেল্লেন। পাহাড়ের উপর চারদিক বেড়িয়ে দেখে এলেন, কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না। গাছপালা, ঝোপ্‌ঝাপ পাতি পাতি কোরে খুঁজ্‌লেন, আলো দেখে গোটাকতক পাখী ঝটপট কোরে উড়ে উঠ্‌লো। দু-একটা খটাস, একটা বেজী, তিনটে শেয়াল সম্মুখ দিয়ে ছুটে পালালো! আর কিছুই না! গুহায় প্রবেশ করাই তখন সঙ্কল্প হলো। বনোয়ারি অনেক বারণ কোল্লে, শুন্‌লেন না। তাকে টেনে নিয়েই দরজা পার হয়ে নেমে পোড়্‌লেন। পাঁচসাত ধাপ সবে নেমেচেন, এমন সময় শুন্তে পেলেন, ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে চারদিকের দরজার কপাট বন্ধ হয়ে গেল! ফিরে এসে দেখ্‌লেন, বাইরে বন্ধ! অনেক টানাটানি কোল্লেন, খোলা গেল না! চারদিকেই চারটে সিঁড়ি।—চারদিকেই বন্ধ! তখন ভয় হলো! কোনো রকমে উদ্ধার হবার উপায় হোতে পারে, এই ভরসায় একেবারে হতাশ না হয়ে ধীরে ধীরে নাম্‌লেন। সঙ্গে আলো আছে, অস্ত্র আছে,—বীরের হৃদয়,—সাহসও আছে, নিতান্ত নিরাশ হোলেন না। গুহার ভিতর সব জায়গা আলো

ঘোরে ঘোরে দেখ্‌লেন। কোথাও কেউ নাই। দশ বারোটা ঘর।—সব ঘরের দোর খোলা। ঘরে এক একখানা খাটিয়া পাতা আর কতকগুলো পচা পুঁথি ছড়ানো।—তা ছাড়া আর কিছুই নাই! একটা ঘরে চাবি দেওয়া। কিন্তু একটা জানালা খোলা।—দেখ্‌লেন, মাজ্‌খানে একটী পাথরের বিগ্রহ আছে, আর চারধারে বড়বড় সিন্দুকে দু তিন্‌টে কোরে বড়বড় চাবি লাগানো। জনমানব নাই! বনোয়ারিকে বোল্লেন, এখনো কি তুই মনে করিস্ ভূত!—ভূতের ঘরে কি ঠাকুরের প্রতিমা থাকে?—ভূতেরা কি সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখে?—এরা নিশ্চয় ডাকাত!—ডাকাতের হাতেই আমরা কয়েদ হয়েছি!—বনোয়ারিকে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আবার চারিদিক অন্বেষণ কোল্লেন। নীচে দিয়ে বেরোবার কোনো পথ নাই;—একটা গর্ত্তও নাই! আবার উপরে উঠে একে একে চারটে দরজা টানাটানি কোল্লেন;—খোলা দূরে থাক্, একটু নাড়্‌তেও পাল্লেন না! অবসন্ন হয়ে বেদম হয়ে একটা ধাপের উপর বোসে পোড়্‌লেন! সেই রাত্রে গুহার ভিতর দুজনেই কয়েদ! একেবারে নিরুপায়!"

মতিবালা চকিত হয়ে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অ্যাঁ! একেবারে নিরুপায়! কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের কয়েদ কোরে ফেল্লে?—অ্যাঁ?—ডাকাতে কয়েদ কোল্লে?—অ্যাঁ?—ওখানে কি ডাকাত থাকে?—অ্যাঁ?—তবে যে তুমি বোল্লে, সন্ন্যাসী থাকে, ভৈরবী থাকে, তা হোলে এ সব কি?" ইন্দিরা সে কথার উত্তর না দিয়ে ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, "আরো শোনো! আমি সেই রকমে এই ঘরে বোসে আছি, একজাই উট্‌বোস্ কোচ্চি, একজাই বাইরে যাচ্চি, একজাই ঘরে আস্‌চি, সারাখুণ্ডি কেবল এই রকমে ঘরবার কোচ্চি, রোহিনী এক একবার এসে

দেখে যাচ্চে ;—মনে মনে কতখানাই ভাব্‌চি, মন কিছুতেই স্থির হোচ্চে না ; এক একবার পিসীমার কথা মনে পোড়্‌চে, ফুলে ফুলে কাঁদ্‌চি ; তখনি আবার আশা এসে সে ভাবনা সরিয়ে দিচ্চে। বীরেন্দ্র আস্‌চেন, তাঁরে দেখে কতই আহ্লাদ হবে, তিনি আমারে আদর কোরে কত কথাই বোল্‌বেন, তাঁরে দেখে আমার যদি বেশী লজ্জা না হয়, আমিও কত কথা বোল্‌বো ! অনেকটা লজ্জাভাঙাও হয়েছে ; হয় তো বোল্‌তেও পার্‌বো ! কত রকম আমোদ আহ্লাদের গল্প হবে ! তিনি আমারে ভালকথা বোলে বুঝিয়ে আশ্বাস দিয়ে কতই সুখের আশা দিবেন। হয় তো দুটী একটী তামাসাও কোর্‌বেন ! আমি অম্‌নি লজ্জায় চোক বুজিয়ে মুখ ফিরিয়ে চুপটী কোরে বোসে থাক্‌বো ! হাসি এলে হয় তো মাথাটী হেঁট কোর্‌বো,—নয় তো হেসে ফেল্‌বো !—এ দুঃখ আর মনে থাক্‌বে না ! তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, সে কথাও হয় তো তিনি আজ তুল্‌বেন। শুনে আমি হয় তো লজ্জা পেয়ে চোক বুজিয়ে উঠে পালাবো !—এই রকম কতখানা ভাব্‌চি, এমন সময় নীচের বারাণ্ডার কাছে মানুষের পায়ের শব্দ হলো। যেন দুজন তিনজন লোক তাড়াতাড়ি গুম্‌গুম্‌ কোরে চোলে আস্‌চে, ঠিক সেই রকম শব্দ। মনে কোল্লেম, বীরেন্দ্র এলেন ; তাঁর সঙ্গে হয় তো দু তিনজন লোক এয়েছে। আশ্বাসে আশ্বাসে আহ্লাদে আহ্লাদে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে দেখ্‌তে গেলেম, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো ! মায়াবিনী আশা আমারে প্রতারণা কোল্লে ! কি দেখ্‌লেম ?—খুব ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা তিনজন লোক !—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা ভোঁ কোরে দৌড়ে গেলো ! ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না ! ভয় হলো।—ভয়ে গা কেঁপে উঠ্‌লো ! জানালা বন্ধ কোত্তে পাল্লেম না। বারাণ্ডায় যেতেও সাহস হলো না ! রোহিণী রোহিণী বোলে ডাক্‌তে

ডাক্‌তে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্চি,—দেখি, সম্মুখে দুজন মানুষ!—উঃ!—এখনো গায়ে কাঁটা দেয়! নীচে যে রকম ছায়া দেখেছিলেম, ঠিক সেই রকম ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুজন মানুষ!—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা;—মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা! কেবল নাক চোখ বার করা!—দেখ্‌লেই ভয় হয়!—বিকট চেহারা!—ভয়ঙ্কর বিকট!—ঘরে ঢুকেই তারা সজোরে আমার হাত দুখানি চেপে ধোল্লে! ভয়ে থতমত খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমি বোল্লেম, কে তোমরা?—কেন এসেচ?—কেন আমারে এমন কোরে ধোল্লে?—আমি তোমাদের কি কোরেচি?—তারা কথা কইলে না। সেই সময়ে পেছনদিক থেকে আর একজন এসে একখানা কাপড় দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে!—বেঁধেই হিড়্‌হিড় কোরে টেনে নিয়ে চোল্লো!—বাইরে গিয়েই পাশের দিকে আমার নজর পোড়্‌লো। দেখি, রোহিয়াকে পিছমোড়া কোরে একটা থামে বেঁধে রেখেচে! সেই রকমের একজন লোক তার কাছে দাঁড়িয়ে শাসিয়ে শাসিয়ে ভয় দেখাচ্চে! কথা কোয়ে কিছু বোল্‌চে না, ছোরা উঁচিয়ে উঁচিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে রেগে রেগে গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে ইসারা কোরে ভয় দেখাচ্চে! রোহিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো!—মুখ বাঁধা, একটীও কথা কইতে পাল্লে না! আমারো মুখ বাঁধা,—আমিও কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চাইতে লাগ্‌লেম! তার চক্ষেও জল, আমার চক্ষেও জল! আহা! বেচারা অনেক দিন আমাদের কাছে রয়েচে, তার দুর্দ্দশা দেখে আমি আমার দুর্দ্দশা ভুলে গেলেম! দম ফেটে প্রাণ যেন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগ্‌লো! কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পাল্লেম না! ডাকাতেরা আমারে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চোল্লো! শুয়ে পোড়্‌লেম! তারা আমারে টেনে হিঁচ্‌ড়ে

ঘেঁস্ড়ে ঘেঁস্ড়ে নিয়ে চোল্লো! আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়্লেম! কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেম, মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখ্লেম, আমি একখানা এক্কায়!—গাড়ীখানা খুব বড়; মাথায় ছই আছে, তিনদিকে ক্যাম্বিসের পর্দ্দা ফেলা;—মস্ত একটা উট সেইখানা টেনে নিয়ে চোলেচে; খুব দৌড়ে চোলেচে! যে তিনজন লোক ঘর থেকে আমারে ধোরে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে দুজন দুখানা ছোরা হাতে কোরে আমার দুপাশে বোসে আছে!—তখন আমার মুখের বাঁধন খুলে দিয়েচে; কিন্তু হাত ছাড়ে নি! সারারাত গেছে, ঢের বেলা হয়েচে, রদ্দুর ঝাঁঝাঁ কোচ্চে, বাতাসের নাম নেই, গুমট গর্ম্মী, ঘেমে ত্রিখুণ্ডী হয়েছি, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্চি!—মিনতি কোরে তাদের গাড়ীর একটা পর্দ্দা তুলে দিতে বোল্লেম। তারা শুন্লে না!—একজন খিল্খিল কোরে হেসে উঠ্লো!—বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় গাড়ীখানা এক জায়গায় থাম্লো। সেইখানে তারা উটটা খুলে দিয়ে একটা ঘোড়া জুৎে দিলে। সেটা ঘোড়া বদলের আড্ডা। যারা গাড়ীতে ছিল, তারা সেইখানে কতকগুলো রুটী খেলে। আমারে কিছুই বোল্লে না, আমি কিছুই খেলেম না, ইচ্ছাও ছিল না। গাড়ী আবার চোল্লো। গর্ম্মীতে প্রাণ যায়! আবার আমি বিস্তর কাকুতি মিনতি কোরে একটা পর্দ্দা উঠিয়ে রাখ্তে বোল্লেম। সেবারে নিতান্ত নিষ্ফল হলো না। আমার জন্যে না হোক্, তাদের নিজের জন্যে তিন দিকের তিনটে পর্দ্দা তুল্লে দিলে। একটু একটু হাওয়া আস্তে লাগ্লো, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। তখন দেখ্লেম, দুধারী কেবল জঙ্গল!—কিন্তু কতদূর গিয়েচি, কোথায় গিয়েছি, সেটা কোন্ জায়গা, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না! গাড়ী ক্রমাগতই চোল্লো। বেলা অবসান। সূর্য্য অস্ত যাবার বড় বিলম্ব নাই,

সেই সময় গাড়ীখানা আবার থাম্‌লো। যেখানে থাম্‌লো, সেটাও একটা ঘোড়া বদলের আড্ডা। গাড়ীর লোকেরা আমারে গাড়ীতে রেখে সেইখানে নাম্‌লো। নেমে পরস্পর কি বলাবলি কোল্লে;—জল খেলে, রুটী খেলে, হাসিমস্করা কোত্তে লাগ্‌লো; ঘোড়াটাও বদ্‌লালে। আড্ডায় যে সব লোক বোসে ছিল, আমারে দেখ্‌বার জন্যে তারা উঠে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়ালো। আমি যেন তাদের কি এক তামাসার সামগ্রী হোলেম!—বোধ হলো, তারা যেন মেয়েমানুষ কখনো দেখে নি!—ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো। দাঁত বার কোরে, জিব বার কোরে কত রকম ভঙ্গী কোত্তে লাগ্‌লো!—পরস্পর মুখ চাওয়াচাউয়ি কোরে গোল পাকিয়ে হেসে উঠ্‌লো! ভাবে বুঝ্‌লেম, যথার্থই আমি তাদের তামাসার জিনিস হয়ে এসিচি! তারা এক একবার আমার দিকে কিল উঁচিয়ে ভয় দেখালে; এগিয়ে এগিয়ে দৌড়ে এলো!—দেখে আমার ভয় হলো না। ঘৃণা হোতে লাগ্‌লো। তাদের শরীরে দয়ামায়া কিছুই নেই, তাদের দেখে দয়ামায়াও হয় না; দেখ্‌তেও অতি কদাকার! রোগা,—হাড় পেকে,—হাড় পাঁজরা বার করা, সর্ব্বাঙ্গে শির ওঠা;—পেট উঁচু,—গলা সরু,—চোকের কোল বসা,—কোটরে সেঁদোনো, তাতে কালী পড়া; গালে ঝল্‌সানো ঝল্‌সানো কাল্‌সিটে দাগ;—রুক্ষু চুল,—কেউ কেউ একেবারে নেড়া! এক একখানা লাল রঙের কপ্নি পরা;—সর্ব্বাঙ্গ আদুড়! সকলেরি প্রায় একি রকম চেহারা!—গাড়ী ছেড়ে দিলে বাঁচি, তখন কেবল এইটাই আমার মনে হোতে লাগ্‌লো। এমন সময় আমার সঙ্গীদের একজন একটা মাটীর ভাঁড়ে কোরে একটু জল এনে আমারে খেতে দিলে! সমস্ত রাত গিয়েচে, সমস্ত দিন গিয়েচে, কিছুই

খেতে বলে নি, সন্ধ্যাকালে ঐ একটু জল দিলে! ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই ছিল না, তবু এক চুমুক জল খেয়ে ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দিলেম! লোকগুলো যেন রেগে রেগে খিচিয়ে উঠ্‌লো! সন্ধ্যার পরেই গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। রাত্রে আর কোথাও থাম্‌লো না। তিন দিন, তিন রাত্ত এই রকমে চোল্লো। মাঝে মাঝে কেবল আড্ডায় আড্ডায় ঘোড়া বদল করে, আপনারা খায়দায়, আমারে কিছুই বলে না! তিন দিনের পর একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে গাড়ীখানা থাম্‌লো। যতদূর গেলেম, যতদূর দেখ্‌তে পেলেম, তাতে কেবল ছোট বড় পাহাড় আর জঙ্গল ছাড়া একটীও লোকালয় দেখ্‌তে পেলেম না। জনমানবের সঙ্গে দেখা হলো না! যেখানে থাম্‌লো, সেখানেও দুধারী জঙ্গল, আর কাঁটাগাছ। সেই পাহাড়টা এমনি বেআড়া উঁচু, এমনি বেআড়া পথ, সেখানে গাড়ী উঠ্‌তে পারে না। তারা আমারে নাম্‌তে বোল্লে, আমি নাম্‌লেম। তখন আর তারা আমারে ধোরে ছিল না। হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে, আমি বলিদানের ছাগলের মতন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। পথ উঁচু নীচু, অতি সঙ্কীর্ণ, ঠাঁই ঠাঁই পিছল, ধর্‌বার অবলম্বন নেই, থর থর কোরে পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, উঠ্‌তে পাল্লেম না! তারা আমারে টেনে টেনে নিয়ে চোল্লো! শূন্যে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়েই তুল্লে! উপরে নিয়ে গিয়েই আছ্‌ড়ে ফেল্লে! আমার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। পৃথিবী যেন ধোঁয়াকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম! শুয়ে পোড়্‌লেম! তিন দিন তিন রাত উপবাস, তার উপর এই কষ্ট, অনেকক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পোড়ে রইলেম!—যখন চৈতন্য হলো, তখন চেয়ে দেখি, সে লোকেরা সেখানে নেই। এই অবস্থায় এইখানে ফেলেই কি তারা পালালো? এইখানে এনেই কি তারা এই রকমে আমারে মেরে ফেল্লে!

নিশ্চয়ই এখানে প্রাণ যাবে! কোমলতে কি মতি! মরণই তখন আমার বাঞ্ছা হয়েছিল! সে অবস্থায় মরণই মঙ্গল! তারা গেল কোথায়? যদি মেরে ফেল্‌বার ইচ্ছা ছিল, ঘরেই কেটে ফেল্লে না কেন? এখানে এনেও কেটে ফেল্লে না কেন?—পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে একেবারে চূর্ণ কোরে দিলে না কেন?—তা হোলে তো সকল উৎপাত একেবারে চুকে যেতো! বীরেন্দ্রের কথা মনে পোড়্‌লো! উদ্দেশে তাঁরে স্মরণ কোরে নাম ধোরে ডেকে নিঃশব্দে কাঁদ্‌লেম! এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না! এ জন্মে আর আমি তাঁরে আমার বোলে ডাক্‌তে পাব না! তিনিও আর আমারে আমার বোলে আদর কোর্‌বেন না! পিসীমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, তাও আর তাঁরে পালন কোত্তে হবে না!—পিসীমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের শেষ হলো!—হলো ভাল! যাঁর কোলে এতদিন জুড়িয়েচি, এখন আবার তাঁরি কাছে গিয়ে জুড়োবো! বীরেন্দ্র আর আমারে দেখ্‌তে পাবেন না! কোথায় বা দেখ্‌তে পাবেন? এ পৃথিবীতে আমি আর থাক্‌বো না! যদি থাকি,—এ প্রাণ যদি,—এ পাষাণপ্রাণ যদি শীঘ্র শীঘ্র না যায়,—যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হোলেই বা তিনি কেমন কোরে দেখ্‌তে পাবেন?—কেমন কোরেই বা জান্‌তে পার্‌বেন?—কোথায় এসেচি, কে চুরি কোরে এনেছে, কোথায় রেখেচে,—রেখেচে কি মেরে ফেলেচে, এ কথা তিনি কেমন কোরে জান্‌বেন?—জন্মের শোধ লীলাখেলা সব ফুরুলো! হা বীরেন্দ্র! নতুন অঙ্কুরেই বজ্রাঘাত!—কোথায় তুমি, কোথায় আমি!—সে রাত্রে তুমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলে, শুভদিনে কবে আমারে জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তুমি কি আমার?—হা প্রাণেশ——না,—আর না!—হা বীরেন্দ্র! এ জন্মে আর সে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হলো

না! আমি তোমার হোলেম না! জন্মের শোধ সব সাধ ফুরিয়ে গেল!—মরণসময়। যদি একবার তোমারে দেখ্‌তে পেতেম, বিধাতা যদি দয়া কোরে এই পাহাড়ে তোমারে একবার এনে দিতেন; কপালক্রমে সে রকম সংঘটন যদি ঘোটে উঠ্‌তো, তা হোলে বরং আমিই একবার মনের সাধে জিজ্ঞাসা কোরে নিতেম, তুমি কি আমার?—তা আর হলো না! এ জন্মে সে সংঘটন কপালে আর ঘোট্‌লো না!" বিখোরে আমার প্রাণ যায়! বীরেন্দ্র!—হৃদয়ের বীরেন্দ্র! এখন কোথায় তুমি, কোথায় আমি!—এই রকমে কাঁদ্‌চি আর ভাব্‌চি, এমন সময় দূরে দেখি, দুজন স্ত্রীলোক।—আমাদের ঐ পাহাড়ে ভৈরবীদের যে রকম বেশ দেখিচি, ঠিক তেম্‌নি বেশ।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা নিকটে এলো।—এসেই একজন আমারে হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'কেমন গো! তোমারি নাম ইন্দিরা?'—আমি যেন আকাশ থেকে পোড়্‌লেম! কথা কইতে পাল্লেম না! কেবল একদৃষ্টে ছল্‌ছল্‌ চক্ষে তাদের পানে চেয়ে রইলেম! প্রকাণ্ড তামার হাঁড়ীর মতন মুখ;—খুব বড় বড় চোক্‌, তাতে কাজল দেওয়া;—চ্যাপ্‌টা নাক;—বেআড়া মোটা;—ভুঁড়ি অনেকদূর পর্য্যন্ত ঝোল্লা;—গাঁডা কাপড় পরা;—গায়ে ভস্ম মাখা;—গলায় তিন চারি হালি ফটিকের মালা;—কপালে খঞ্জনির মতন মস্ত মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা;—হাতে ত্রিশূল;—মাথায় জটা!—তাদের দেখেই আমার হরিভক্তি উড়ে গেল! কেমন কোরে তারা আমার নাম জান্‌তে পাল্লে, ঠিক্‌ কোত্তে পাল্লেম না। উত্তর দিতেও ভরসা হলো না। আমারে নিরুত্তর দেখে একজন সেখান থেকে চোলে গেল, একজন দাঁড়িয়ে রইলো।—তখন আমার ভারী পিপাসা হয়েছিল। কথা কবার ইচ্ছা ছিল না, তত শক্তিও ছিল না, তথাপি দারুণ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর

হয়ে ধীরে ধীরে গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে বোল্লেম, একটু জল!—ভৈরবী আমার কাছে বোস্‌লো। বোসে সেই বিকটাকার চোক মুখ ঘুরিয়ে বোল্লে, জল?—এখনো অনেক দেরি! আগে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্, তার পর জল খাবি! আমি চোক বুজ্‌লেম। ভৈরবী তর্জ্জনগর্জ্জন কোরে বোল্লে, ঈস্!—ও সব ভিট্‌কিলিমি এখানে খাট্‌বে না যাদু! একঘর সাধুর কুল মজিয়েছেন, কুমারীব্রত ভঙ্গ কোরেছেন,—কুলটা হয়েছেন,—খুন কোরেছেন,—আবার ন্যাকা হন!—উঃ!—তাই তো! নষ্টমেয়ের চাতুরী বড়!—আবার চোক্ বোজেন!—হাঃ—হাঃ হা! এইখানেই তোর——আচ্ছা, বল্ দেখি, কেন তোর সে রকম মতি হয়েছিল?—কেন তুই চুপি চুপি বিষ খাইয়ে রেতের বেলা বাসন্তীকে মেরে ফেল্লি?——কেন তুই একজন সাধুর সন্তানকে লোভ দেখিয়ে, রূপ দেখিয়ে, ফাঁদে ফেলে ধর্ম্মনষ্ট কল্লি?—তার ধর্ম্মও খেলি, তোর নিজের ধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিলি!—কেন বল্ দেখি—একরত্তি মেয়ে—কেন বল্ দেখি তোর এ সকল কাজ?—কেবল এই নয়, আরো আছে! —আগে আমার এই দুটী কথার উত্তর দে, তার পর এক এক কোরে তোর সব বিদ্দে বার্ কোর্‌বো!—উঃ!—জলতেষ্টা পেয়েছে!—তবে তো আমি একেবারে জল হয়ে গেলেম!—ওরকম ন্যাক্‌রা আমি ঢের দেখিচি,—ঢের ঢের ন্যাকামি জানি!—এক এক কথার উত্তর দিবি, এক এক ফোঁটা জল পাবি!

"ভৈরবীর এই সব কথায় আমি একেবারে দোমে গেলেম! পিপাসায় প্রাণ যায় যাক্, সংকল্প কোল্লেম, কথা কবো না।—কথা কইলেম না।—কিছুই উত্তর কোল্লেম না দেখে ভৈরবী রাগে গর্‌গর্ কোত্তে কোত্তে আমার হাত ধোরে এক হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে টেনে

বসালে!—শরীর অবসন্ন হয়ে পোড়েছিল, সোজা হয়ে বোস্‌তে পাল্লেম না, ঘাড়্‌ নেতিয়ে নেতিয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো; সেই অবস্থায় জোর কোরে টেনে টেনে তুলে ভৈরবী আমারে টেনে টেনেই নিয়ে চোল্লো!—কতদূরই নিয়ে চোল্লো!—খানিক পরে একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। দিব্বি বাড়ী।—যেমন উঁচু,—তেম্‌নি চওড়া।—পাথরের বাড়ী, খুব বড় বড় থাম,—বড় বড় দরজা;—সারি সারি অনেক দরজা। সেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়েই ভৈরবী আমারে ছেড়ে দিলে; আমি কাঁপ্‌ছিলেম, মুখ থুব্‌ড়ে পোড়ে গেলেম!—ভৈরবী তাতে ভ্রূক্ষেপ কোল্লে না! ভৈরবীদের উপর আমার যে একটু ভক্তি ছিল, এই ব্যাভার দেখে সেটুকু একেবারে উড়ে গেলো!—ভাব্‌লেম, ভৈরবীর প্রাণে দয়ামায়া নেই!——পোড়ে আছি, সেই সময়ে পাঁচসাতজন ভৈরবী বেরিয়ে এসে চার দিকে আমারে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজনের বয়েস কিছু বেশী। ভাবে বোধ হলো, তিনিই সে বাড়ীর প্রধান ভৈরবী।—তিনি আমার দুর্দ্দশা দেখে একটু জল এনে দিতে বোল্লেন। আমি চাইলেম না, আপনা হোতেই দিতে বোল্লেন। এতক্ষণ যে আমারে তাড়না কোরেছিল, সে ঐ কথা শুনে মুখ ভারী কোরে কাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; কিন্তু দ্বিরুক্তি কোত্তে পাল্লে না। আর একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে আমারে একটু জল এনে দিলে।—খেয়ে আমার শরীর জুড়ুলো!—হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম। ধড়ে যেন প্রাণ্‌ এলো।—চার দিন উপবাস, তবুও যেন একটু একটু বল পেলেম। মনে কোল্লেম, বুড় ভৈরবীর খুব দয়ার শরীর।—ক্রমে জান্‌লেম, আগে যা ভেবেছিলেম, তাই ঠিক।—তিনিই এই ভৈরবীচক্রের মূলাধার।—তাঁর আদেশে দুজন ভৈরবী আমারে একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

সে ঘরে কেবল একটীমাত্র দরজা; আর কোনো দিকে বাতাস আস্‌বার পথ নেই। ঘরের ভিতর আমারে ফেলেই তারা দরজায় চাবি দিলে! ঘরটা ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল!—তখন মনে হলো, বুড় ভৈরবীর যে দয়া, সে কেবল রাক্ষসীর মায়া! যেমন জলে, তেম্‌নিই নিবে যায়! এ চক্রে দয়ামায়ার প্রবেশ করবার বড় অধিকার নেই!

"আমি কয়েদ! বিধাতার বিড়ম্বনা! বিনা অপরাধে কারাগারে অসহায়িনী বন্দিনী! সন্ধ্যা অতীত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি ছয় দণ্ড। আমি একাকিনী বোসে বোসে আকাশপাতাল ভাব্‌চি,—ক্ষুধাতৃষ্ণা চার্‌ দিন মনে নেই,—আজ্‌কের তো কথাই নেই!—কেবল বোসে বোসে আকশাপার্তাল ভাব্‌চি! ঘর অন্ধকার!—এত অন্ধকার যে, আমি যে সেখানে আছি, আপনাকেও আপনি দেখ্‌তে পাচ্চি না! হঠাৎ ঝন্ ঝন্ কোরে চাবি খুলে একটা আলো নিয়ে একজন ভৈরবী প্রবেশ কোল্লে।—শিখরের উপর থেকে যে আমাকে টেনে এনেছিল, এ ভৈরবী সে ভৈরবী নয়, যিনি একটু আগে আমারে একটু জল দিতে বোলেছিলেন, দয়ার শরীর বোলে একটু আগে যাঁর উপর আমার ভক্তি হয়েছিল,—এই প্রবেশকারিণী সেই প্রধান ভৈরবীও নন। এ আর একজন -সম্পূর্ণ অচেনা। আলোটা এক ধারে রেখে সেই ভৈরবী বিকট মুখে হাস্‌তে হাস্‌তে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, হাঁ্যা গো! তোমারি বাড়ী পঞ্জাবে? তুমিই কি একজন সাধুসন্তানকে পিরীতে মজিয়ে ধর্ম্মনষ্ট কোরেছ?—তুমিই কি তবে আপনার কুলে কালী দিয়েছ?—তুমিই কি তবে অন্ধকার রাত্রে একটী মেয়েমানুষকে খুন কোরেছ? ও বাবা!—ধন্নি মেয়ে যা হোক্ বাছা তুমি! সামান্নি মেয়ে নও তুমি বাবা!—এমন মেয়ের খুরে খুরে দণ্ডবৎ!

"সন্ধ্যার আগে আর একজনের মুখে আমি এই সব কথা শুনেছিলেম। শুনে অবধি অন্তর্দাহে আপনা আপনি দগ্ধ হোচ্ছিলেম, তখন একটীও কথা কই নি, একটীও উত্তর করি নি; কিন্তু এখন আর সাম্‌লাতে পাল্লেম না। অসহ্য বোধ হোতে লাগ্‌লো। কান্না পেলে।—কিন্তু চোক দিয়ে জল পোড়্‌লো না; চক্ষে এক বিন্দুও জল এলো না। গলা শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তখনকার সে স্তম্ভিতভাব এখন আর কল্পনা কোরেও বোল্‌তে পারি না। কথা কবার সামর্থ্য ছিল না, তবুও কেমন রাগ হলো, কেমন এক রকম ঘৃণা জন্মালো, কষ্টে নিশ্বাস ফেলে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উত্তর কোল্লেম, দেখ, তোমাদের আমি কখনই চিনি না, তবু তোমরা যা মুখে আস্‌চে, তাই আমারে বোল্‌চো;—বলো,—কিন্তু দোহাই ধর্ম্মের, আমি সজ্ঞানে একটী দিনের জন্যেও ধর্ম্মের কাছে অপরাধিনী নই;—নিশ্চয় জেনো, আমি আজও পর্য্যন্ত পবিত্র কুমারী। তোমরা আমারে যাই বলো, আমার উপরে যত ইচ্ছা, ততই দৌরাত্ম্য করো, প্রাণে মেরে ফেল্‌তে চাও, সচ্ছন্দে মেরে ফেলো;—কিন্তু নিশ্চয় জেনো, ধর্ম্মের পথ থেকে আমার অন্তঃকরণ এক লহমার জন্যেও টোল্‌বে না। তোমাদের ষড়্‌যন্ত্র আমি সব বুঝেছি, ধর্ম্মের ছল কোরে তোমরা এই রকমে ঠাঁই ঠাঁই দল বেঁধে রয়েছ। তোমাদের লোকেরাই আমার বাড়ীতে ডাকাতপড়া হয়ে আমাকে জোর কোরে ধোরে এনেছে! সব আমি বুঝেছি; কিন্তু কেন যে তোমরা এই অসহায়িনী নিরপরাধিনীকে এমন কোরে দগ্ধে দগ্ধে মার্‌ছো, সেটী আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যাই করো, যাই বলো, সমস্তই আমি সবো, কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকেন, চন্দ্রসূর্য্যের উদয় অস্ত যদি মান্‌তে হয়, জগতে যদি পাপপুণ্যের বিচার থাকে, তা হোলে এ পাপের প্রতিফল তোমরা হাতে হাতে পাবেই পাবে!

"কথাগুলি বোল্লেম বটে, কিন্তু যারে বোল্লেম, তার পানে একটী বারও মুখ তুলে চাইলেম না। ভৈরবীটা খিল্‌খিল্‌ কোরে হেসে উঠ্‌লো। কত রকম ঠাট্টাবিদ্রূপ কোল্লে,—জগতে যত রকম শাস্তি থাকৃতে পারে, আমারে সব রকম শাস্তি দিবে বোলে ভয় দেখালে; আমি কেবল মাঝে মাঝে এক একটী নিশ্বাস ফেলেই তার সকল কথার উত্তর দিলেম। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত সে আমারে ঐ রকমে জ্বালাতন কোল্লে। তার পরে একটা দাসী এসে গোটাকতক শুক্‌নো আক্‌রোট ফল আমার কাছে ফেলে দিয়ে গেল! তা ছাড়া এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দিলে না! দুই প্রহরের পর সেই ভৈরবী আবার আমারে শাসিয়ে শাসিয়ে আলোটা হাতে কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়েই খট্‌খট্‌ কোরে দরজায় চাবি বন্ধ কোরে দিলে।

"দিনরাত আমার সমান যন্ত্রণা! যখন একাকিনী থাকি, তখন কেবল বোসে বোসে ভাবি আর কাঁদি। যখন ভৈরবীরা আসে, তখন আর তিলমাত্র বাঁচ্‌বার সাধ থাকে না! এক রাত্রে তারা পাঁচসাত জন একত্র হয়ে এসে একেবারে আমাকে সট্টেপট্টে ধোল্লে। আমি খুন কোরেছি, কুমারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে কলঙ্কিনী হয়েছি, এই দুই ভয়ঙ্কর কথা তাদের কাছে কবুল কোত্তেই হবে, এই বোলে তারা আমারে বারবার প্রহার কোত্তে লাগ্‌লো! নখের ভিতরে ভিতরে কাঁটা ফুটিয়ে দিলে! লোহার শলা আগুনে তাতিয়ে তাতিয়ে গায়ে, বুকে, মুখে ছাঁকা দিতে লাগ্‌লো! তুই জানিস্‌ মতি! প্রাণে আমার মায়া নেই! এখনো নেই! তখনো ছিল না। তারা যতই যন্ত্রণা দিক্‌, মিথ্যাকথা মুখ দিয়ে বেরোবে না। অধর্ম্মের সেবা কোর্‌বো না, ধর্ম্মের অপমান কোর্‌বো না, এটী আমার দৃঢ় সঙ্কল্প কি না, এটী আমার জীবনের চিরব্রত কি না, কিছুতেই কিছু বোল্লেম না!

যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়, তখন কেবল পরিত্রাহি চীৎকার করি, মেরে ফ্যাল্! মেরে ফ্যাল্! এখুনি মেরে ফ্যাল্! বলে দু হাত দিয়ে তাদের পায়ে জড়িয়ে ধরি, আবার যখন তারা ধমক দেয়, গালাগাল দেয়, তখন আস্তে আস্তে চক্ষের জল মুছে চুপ্টী কোরে থাকি!

"সাত দিন সাত রাত এই রকমে গেল। আহারের মধ্যে সেই পাঁচ সাতটা আক্রোট ফল, দুই এক রাত্রে এক আধখানা বাসি রুটি! যে দিন দয়া হয়, সে দিন একটু একটু জল দেয়, কোনো দিন তাও না!

"সহায়ের মধ্যে কেবল আমি! দুঃখের কান্না শোন্বার মধ্যে কেবল আমি! ভাব্বার জন্যেও আমি, কাঁদ্বার জন্যেও আমি!

কত যে কি ভাবি মনে, করি হাহাকার!
কেবা দেখে কেবা শুনে, অন্ধ কারাগার!!
কোথায় বীরেন্দ্র মম, প্রাণের আধার!
কোথায় করুণাময়ী, পিসীমা আমার!!
ভুলে গেছি জগতের, খেলাধূলা ছার!
কেবল নিশ্বাস কান্না, করিয়াছি সার!!
কারে বলি যে যাতনা, সহি অনিবার!
কারে বা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার?"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ যামিনী।

এ কি কলঙ্ক!—একদিক ফর্সা!

"তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৃতা ন ধূলিস্তনো—
র্নস্বচ্ছন্দমকারিকন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা!
দূরোন্মুক্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ!!"

বল্লালসেন।

মতিবালা আগাগোড়া এই সকল দুঃখের কাহিনী শুনে ক্রমাগত কেবল হা-হুতাশ কোরেছেন, ক্রমাগত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে নিদারুণ মর্ম্মবেদনা জানিয়েছেন, অতীত ঘটনার গল্প শুন্‌ছেন, মাঝে মাঝে সে কথা ভুলে গিয়ে সত্য সত্য যেন সেই দিন,—সেই রাত্রি সম্মুখে, এই ভেবে ভয়ে ভয়ে ইন্দিরারে থামাতে গিয়েছেন, দণ্ডে দণ্ডে চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে গিয়েছেন! দয়ায় পুতুলী, স্নেহের প্রতিমা, সততই এই রকম অস্থির। চতুর্থ রজনীতে পূর্ব্বকথা চাপা দিয়ে পদ্মমুখী বিষণ্নমুখে ইন্দিরারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আচ্ছা, তোমার তো এই দশা হলো, তুমি তো অবান্ধব পুরীতে শত্রুর ঘরে একাকিনী কয়েদ থাক্‌লে, বীরেন্দ্রের কি হলো?—বনোয়ারির সঙ্গে তিনি গুহার ভিতর আট্‌কা পোড়্‌লেন, ডাকাতেরা তাঁদের চাবি দিয়ে গেল, বেরোবার পথ পেলেন না, তার পর তিনি কি কোল্লেন?

ইন্দিরা সহাস্যমুখে উত্তর কোল্লেন, তাঁরে বেশীদিন কয়েদ থাক্‌তে

হয় নি। একরাত্রি থেকেই তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরে কয়েদ করা তো তাদের ইচ্ছা ছিল না, কোনো রকমে তাঁরে আট্‌কে ফেলে আমারে চুরী করাই তাদের সঙ্কল্প কি না, তাই জন্যেই এক রাত্রি তাঁরে আটক কোরে রেখেছিল।—অনেক রাত্রে একটা দরজা খুলে একজন সন্ন্যাসী,—সন্ন্যাসী হোক্ আর যে-ই হোক্, সেই রকমের মুখস পরা একজন লোক গুহার ভিতর প্রবেশ কোল্লে।—বীরেন্দ্র তারে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে হাস্‌তে হাস্‌তে আমোদ কোরে বোল্লে, এই বারে তোর আশাভরসা ঘুরিয়েছি! তুই এতদিন ফুস্‌লে ফাস্‌লে চুপি চুপি যে ছুঁড়ীটার পরকাল নষ্ট কোরেছিলি, তোর সেই প্রাণাধিকা ইন্দিরা,—সেই কুলকলঙ্কিনী ইন্দিরা তোরে কাঙাল কোরে সচ্ছন্দে ড্যাংডেঙিয়ে তার পিসীর কাছে চোলে গিয়েছে!—মরেছে!—মরেছে!—সে কলঙ্কিনী আর এ জগতে নাই!—মরে গিয়েছে! তুই তারে খুব সতীসাধ্বী ভেবেছিলি, কিন্তু তা সে নয়,—তা সে ছিল না;—আমরা বেশ জানি, সে তা কখনই ছিল না!—অনেকদিন অবধি রণজিত সিংহের এক সেনাপতি তারে উৎসর্গ কোরে ভোগ দিয়েছিল!!! এই কথা বোলেই সেই লোক হো হো কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে হাততালি দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালো!—আবার সেই সিংদরজায় চাবি পোড়্‌লো!

কয়েদ হয়েছিলেন বোলে বীরেন্দ্রের যত কষ্ট না হয়েছিল, আমি মরে গেছি শুনে তার চেয়ে শতগুণ বেশী কষ্ট উপস্থিত হলো! আমি কলঙ্কিনী, সে কথায় তাঁর বিশ্বাস হলো না।—পিসীমার কাছে সব কথা তিনি শুনেছিলেন কি না, কুচক্রী দুষ্টলোকের কথায় সে বিশ্বাস হবেই বা কেন? তিনিই আমারে কলঙ্কিনী কোরেছেন, সে কথা শুনেও ক্ষুণ্ণ হোলেন না।—যা নয়, তাতে তিনি মিছিমিছি মনঃক্ষুণ্ণ হবেনই বা

কেন? তবে এই একটু উৎকণ্ঠা হলো যে, কোথাও কিছু নেই, মাঝে থেকে অপযশ।—তাপও ঘুচ্‌লো না, তৃষ্ণাও ভাঙ্‌লো না, গায়ের ধূলো-কাদাও ধোয়া হলো না, শুঁড় দিয়ে পদ্মিনীকে একটীবার ছোঁয়াও হলো না, তবুও কেমন কপাল, হাতীকে দেখেই অমনি "ঐ পদ্মফুল ভাঙ্‌লে! ঐ পদ্মফুল ভাঙ্‌লে!" বোলে অকস্মাৎ ভ্রমরেরা ঝঙ্কার দিয়ে কোলাহল কোরে উঠ্‌লো!—নিজের সম্বন্ধে এই ভাবটী মনে কোরেই বীরেন্দ্র মনে মনে কিছু ক্ষুব্ধ হোলেন।—বৃথা কলঙ্ক রোট্‌লো!—আশা পর্য্যন্ত ফুরুলো! বৃথা কলঙ্ক!—বলো,—হ্যাঁ ভাই!—বলো, ঠিক কথা কি না!—বৃথা কলঙ্ক!—আমি নেই, আমি মরে গেছি!—সম্বন্ধটী হয়েছিল, সেই সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আশাভরসা জলশায়িনী! শোকে অত্যন্ত অধীর হোলেন,—শোকে, তাপে, উদ্বেগে, বিষাদে, সমস্ত রজনী অবসান।—উষাকালে বনোয়ারির কাছে আমার কথা তুলে বীরেন্দ্র এই সব দুঃখের গল্প কোর্‌ছিলেন, হঠাৎ চোম্‌কে উঠে বনোয়ারিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, বনোয়ারি! এ কি!—এ আলো কিসের?—চার্‌ দিক্‌ বন্ধ, এ আলো কোথা দিয়ে এলো?—বনোয়ারি শশব্যস্তে উত্তর কোল্লে, তাই তো! এ বড় চমৎকার ব্যাপার!—চমৎকার বোল্‌তে বোল্‌তেই দৌড়ে গিয়ে দেখ্‌লে, উত্তরের সিঁড়ির দরজার এক বাল্‌ কপাট খোলা।—আহ্লাদে আহ্লাদে নেমে এসেই বীরেন্দ্রকে সুসমাচার দিলে। বীরেন্দ্র অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন, সংবাদ পাবা মাত্রেই ধাঁ কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন। কুচক্রীরা ছলনা কোরে দরজা খুলে তামাসা দেখ্‌ছে কি না, সেইটী জান্‌বার জন্যে পাহাড়ের উপর তন্ন তন্ন কোরে খুঁজ্‌লেন। কেউ কোথাও নাই। বনোয়ারিকে বোল্লেন, আর দেরি করা নয়। হয় তো তারা নিকটেই আছে, বেশী লোকজন জড় কোত্তে গিয়েছে, এই

বেলা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করাই ভাল। বনোয়ারি আজ্ঞাকারী ভৃত্য, তৎক্ষণাৎ অনুগামী হলো। সচকিতে অলক্ষিতে তাঁরা পাহাড় থেকে নেমে এলেন, হৃদয়ে কেবল আমার চিন্তাই প্রবল। আমি নেই, এ কথা সত্য কি মিথ্যা ?—ভাবলেন, হয় তো সেটা প্রতারণা। নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্যে বরাবর আমাদের সেই কুঞ্জগৃহে গেলেন। ফটক খোলা ;—বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন।—সদর দরজা বন্ধ।—অস্থিরভাবে উচ্চরবে রোহিয়াকে ডাকলেন,—তিন চার ডাক।—উত্তর পেলেন না। অনিষ্ট আশঙ্কা কোরে আরো অধীর হয়ে পোড়লেন।—সন্ন্যাসীর কথা তখন যেন সত্যই বোধ হলো।—অবসন্নহৃদয়ে মনে মনে কতখানা ভাবতে লাগলেন। বারাণ্ডার একটা জানালা খোলা ছিল।—বড় বড় জানালা ;—তাতে গরাদে ছিল না ;—সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর লাফিয়ে পোড়লেন।—দেখলেন, রোহিয়া একটা থামে বাঁধা !—ভয়ের সঙ্গে আশ্চর্য্যের উদয় হলো।—তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি কোরে তার বাঁধন খুলে দিলেন।—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, রোহিয়া ! ব্যাপার কি ?——ইন্দিরা কোথায় ? তোমার এ অবস্থা কে কোল্লে ?—রোহিয়া চিঁচিঁ কোরে রাত্রের সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিলে ;—শুনেই তিনি আড়ষ্ট !—তখনি স্থির কোল্লেন, তাঁর পিতামাতার চক্রেই এই ঘটনা হয়েছে !—আর সেই ধড়ীবাজ গুরুদেব এই পাপচক্রের গুরুমশাই !—বনোয়ারিকে রোহিয়ার কাছে রেখে তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়ী এলেন। পিতার পায়ে ধোরে মিনতি কোরে বোল্লেন, ইন্দিরা কোথায় ? "বালিকা একাকিনী অসহায়িনী আপনার ঘরে ছিল, রাত্রের মধ্যে কে তারে চুরি কোরে নিয়ে গেল ?

তাঁর পিতা ভারী রেগে উঠে গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে বোল্লেন,

আমি তার কি জানি?—কোথাকার ইন্দিরা?—কে তারে চুরি কোরে নিয়ে গেল, কে কোথায় কি কোল্লে, আমি তার কি জানি?—হাঁ হাঁ!—একবার শুনেছিলেম বটে, ইন্দিরা বোলে কে একটা মেয়ে ঐদিকে আছে বটে, তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হোচ্চে, তাও শুনেছি বটে,—তা যদি হয়, তা হোলে সেই দিন থেকেই তুমি আমার তেজ্যপুত্র হবে!—এই কথা বোলেই তিনি সেখান থেকে উঠে গেলেন। পিতার কাছে এইরূপ ফল হলো!—বীরেন্দ্র খানিকক্ষণ বোসে বোসে ভেবে বিষণ্ণ-বদনে জননীর কাছে গেলেন। জননীও মূর্ত্তিমতী উগ্রচণ্ডা!—তাঁর কাছে যা হবার, বুঝতেই পাচ্চো;—কেবল মুখঝাম্‌টা খেয়ে সেখান থেকেও ফিরে আসতে হলো! ভাব্‌লেন, সেই সন্ন্যাসীটাকেই আজ ভাল কোরে ধোত্তে হবে!—দিনের বেলা এত ভয়ই বা কি?—আর যদি জোর করে, জোরে আমার সঙ্গে পার্‌বে না;—কখনই পার্‌বে না। কেটে কুটে যেমন কোরে পারি, বেরিয়ে পোড়্‌তে পার্‌বো। এইরূপ স্থির কোরে একখানি তলোয়ার নিয়ে সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বেরুলেন। পান্থশৈলের ঠিক দক্ষিণ গায়ে তাদের ভজনালয়।—দিনের বেলা তারা প্রায় সেইখানেই থাকে,—তারা সব সেইখানেই আছে;—সেইখানেই গেলেন।—দ্বারে প্রয়োজন ছিল, সে খানিকক্ষণ নানারকম ভয় দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লে; অবশেষে তারে এক ধাক্কা মেরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন।

পাঁচ সাতটা ঘর;—সব ঘর ফাঁকা।—জনমানব নাই। এক কোণের একটা ঘরে বীরেন্দ্র দেখ্‌লেন, আপাদমস্তক আলখাল্লা ঢাকা একজন লোক দাঁড়িয়ে।—নড়েও না, কথাও কয় না!—অচল অবাক-মূর্ত্তি! আকারে বুঝ্‌লেন, এই সেই গুরুদেব।—বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা

কোল্লেন, ইন্দিরা কোথায় ?—উত্তর নেই।—তিন চার বার এক প্রশ্ন, —উত্তর নেই।—সে সময়ের যে অবস্থা,—মনে করো, কতখানি ভাবনা, কতখানি উৎকণ্ঠা, শেষে আর ধৈর্য্য রাখ্তে পাল্লেন না। ভারী রাগ হলো। রেগে রেগে বোল্লেন, গুরুদেব! আমার অপরাধ নিও না। তোমাদের কাণ্ডকারখানা আমি সব বুঝ্তে পেরেছি, সব আমি শুনেছি, তোমার চেলারাই ইন্দিরাকে চুরি কোরে নিয়ে গেছে! সেই পাপিষ্ঠেরাই কুচক্র কোরে সেই অনাথিনী কুমারীকে কাল গভীর রাত্রে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে!—কোথায় নিয়ে গেছে, কোথায় রেখেছে, কি করেছে, এখুনি তোমাকে সে সব কথা বোল্তে হবে। তুমি সব জানো, তোমাকে সে সব আজ বোল্তেই হবে। কিছুতেই আমি ছাড়্বো না। ভণ্ডামী ছেড়ে দাও,—ভিট্‌কিলিমি রাখো,—যদি ধর্ম্ম মানো,—তোমাদের ধর্ম্ম তোমরাই বোলতে পারো,—তা যদি তোমরা মানো, তা হোলে সত্য কথা কও!—যদি চাতুরী খেলো, এখনি আমি একটা অনর্থ বাধাবো। আমার কাছে ও সকল ভিট্‌কিলিমি খাট্‌বে না।

বীরেন্দ্র খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই কথাগুলি বোল্লেন। সেই অচলমূর্ত্তি একটীও কথা কইলে না, মুখ তুলে চাইলেও না, ভ্রূক্ষেপও কোল্লে না! কিন্তু চেঁচাচেঁচি শুনে পাশের ঘর থেকে আট দশজন সেই রকমের আলখাল্লা ঢাকা লম্বা লম্বা সন্ন্যাসী নিঃশব্দে ছুটে বেরিয়ে এলো। এসেই বীরেন্দ্রকে ধমক দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, কে হ্যাঁ বাপু তুমি?—কোথাকার লোক?—এখানে এসে অসময়ে এত সোর গোল কোচ্চো কেন?—কে তুমি?—কে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তা দেখ্‌চো? কে ইনি মৌনভাবে মহাগুরুর ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, তা চিন্‌তে পাচ্চো?—বীরেন্দ্র তাদের থামিয়ে থামিয়ে তেমনি উচ্চস্বরে দম্ভ কোরে বোল্লেন,

হাঁ,—দেখেছি,—চিনেছি ;—একজন ভণ্ডতপস্বী ছলী পেতে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি ;—চক্ষু বুজে ঘাড় হেঁট কোরে লোকের সর্ব্বনাশ করবার ধ্যান কোচ্চে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি ;—বেশ চিন্‌তে পেরেছি ! তোমাদের দলের ধর্ম্মকর্ম্ম তোমরাই প্রকাশ কোরে দিয়েছ !—এই বিড়ালতপস্বীই তোমাদের গোদা !—খুন বলো, চুরী বলো, ডাকাতী বলো, রাহাজানি বলো, কুলস্ত্রীর কুলনষ্ট করা বলো, সকল কর্ম্মেই তোমরা তৎপর !—সকল কর্ম্মই তোমাদের সাজে ! সকল কর্ম্মই তোমরা কোত্তে পারো ! মাঝে মাঝে গুরুগিরিও আসে ! সকল বিদ্যাই তোমাদের আল্‌খাল্লার ভিতর লুকানো আছে ! তা আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি ! সে কথা যাক্, এখন বলো দেখি, অনাথা কুমারী ইন্দিরারে চরী কোরে নিয়ে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ?

এই কটী কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই লোকেরা হল্লা কোরে বীরেন্দ্রকে গালাগালি দিয়ে উঠ্‌লো। তাদের কলরবে ঘরটা যেন প্রতিধ্বনিত হোতে লাগ্‌লো। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বীরেন্দ্রকে ধোত্তে গেলো ; কেউ কেউ দাঁতমুখ খিচিয়ে মার্‌তে এলো ;—গোদা সন্ন্যাসী কিন্তু একটীও চুঁ শব্দ কোল্লে না ; যেমন মাথা হেঁট কোরে স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি মৌনভাবেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো ! বীরেন্দ্র তাদের আস্ফালন দেখে একটুও ভয় পেলেন না !—তারা অনেক লোক, তিনি একা, তাতেও ভ্রূক্ষেপ কোল্লেন না। ছেলেরা যেমন বানর নাচ দেখে তফাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাসে, কৌতুকে কৌতুকে তিনিও তেমনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন। দলের মধ্যে একজন তাঁকে লক্ষ্য কোরে সঙ্গীদের ডেকে ডেকে বোল্লে, ধর্ ব্যাটাকে !—বেঁধে ফ্যাল্ !—

গুহার ভিতর নিয়ে চল্! কয়েদ কোরে রাখ্! এত বড় আস্পর্দ্ধা! গুরুদেবের অপমান! বাঁধ্ ব্যাটাকে!

ইঙ্গিত পেয়ে সকলেই হুড়োহুড়ী কোরে তাঁর গদির উপর এসে পোড়্লো। বীরেন্দ্র অকুতোভয়ে তলোয়ারের খাপ খুলে দাঁড়ালেন। আঘাত কোল্লেন না, সে চেষ্টাও কোল্লেন না;—যেমন কোরে পারি, ঘুঘুর বাসায় আগুন দিবই দিব!—সদর্পে এই কথা বোলে তলোয়ার ঘুরুতে ঘুরুতে ধাঁ কোরে সেখান থেকে বেরিয়ে পোড়্লেন।

যেখানে যেখানে আশা ছিল, সব বিফল!—কোথাও কিছু সন্ধান পেলেন না।—অন্তঃকরণে ক্রমাগতই চিন্তাতরঙ্গ ক্রীড়া কোত্তে লাগ্লো। ভাব্লেন, এখন করি কি? কা'র কাছে যাই?—কার কাছে সন্ধান পাই? উপায় কি? সেনাপতি এখানে নাই, কারেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি?—সেনাপতি কে, তা তুই বুঝ্তে পাল্লি মতি?—কে সেই সেনাপতি?—কারে উদ্দেশ কোরে তিনি ও কথাটী বোল্লেন, তা তুই কিছু বুঝ্লি? সেই সেনাপতি আমাদের জয়চাঁদ। যখনকার কথা আমি বোল্চি, তখন আমি জয়চাঁদকে জান্তেম না,—চক্ষে কথনো দেখিও নি। তার পর ক্রমে ক্রমে যখন জানাশুনা হলো, তখন তিনি আমারে আপনার মেয়ের মতন ভালবাস্তে লাগ্লেন,—আমিও সেই অবধি তাঁরে পিতার মতন ভক্তি করি।

যখনকার কথা আমি বোল্চি, জয়চাঁদ তখন একটী যুদ্ধের বন্দোবস্ত কোত্তে দূরদেশে গিয়েছিলেন। সে জায়গার নামটী এখন আমার ঠিক মনে হোচ্চে না। বীরেন্দ্র তাঁরে সম্বাদ পাঠালেন। এদিকে নিজেও নানা স্থানে আমার অন্বেষণ কোরে বেড়ালেন, কোথাও কিছু ঠিকানা কোত্তে পাল্লেন না।

এক মাস নানা স্থানে অন্বেষণ কোল্লেন, কোথাও কিছু অনুসন্ধান পেলেন না। সেনাপতিকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে তিনিও এসে পৌঁছিলেন না। নিরুপায় হয়ে ক্রমাগত বীরেন্দ্র কেবল পথে পথেই ফিরতে লাগ্‌লেন। একদিন সন্ধ্যাকালে একটী পাহাড়ের ধারে বোসে আমারে উদ্দেশ কোরে আপনাআপনি বোল্লেন, মনের আশা মনেই থেকে গেল! এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হলো না! বিধাতা সে দিন আর দিলেন না!—ইন্দিরা! তুমি যেখানেই থাকো, সুখে থেকো!—আমারে যদি আমার বোলে মনে হয়, অনুগত বোলে এক একবার নাম কোরো!—যদি বেঁচে থাকো, ডাকাতেরা যদি তোমারে মেরে ফেলে না থাকে, তা হোলে তুমি যেখানে আছ, সেখানকার মেঘের মুখে এই কথাটী বোলে পাঠাও,—বার বার আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, সেখানকার বাতাসের মুখ দিয়ে আমারে একবার এই কথাটীর উত্তর দাও, "তুমি কি আমার?"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম যামিনী।

বজ্র বন্ধন।

"ন্যাকারোহ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।
ধিগ্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ॥"

মহানাটক।

বীরেন্দ্র যে দিন পান্থশৈলের ধর্ম্মশালা থেকে নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে

আসেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর তাঁর জননীর গৃহে গুরুদেব উপস্থিত হন্। মুখ বিষণ্ণ, আকারপ্রকার ম্লান, গমন মন্থর। জননী তাঁরে আসন দিয়ে প্রণিপাত কোল্লেন;—মৃদুস্বরে মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশীর্ব্বাদ কোরে গুরুদেব অবনতমুখেই বোস্‌লেন। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। জননী ভাব্‌লেন, বীরেন্দ্র পালিয়ে এসেছে, যদি কোন রকমে ইন্দিরার সন্ধান পায়, আমাদের সব চক্র প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে, এই ভাবনাতেই হয় তো গুরুদেব বিষণ্ণ। মন বোঝ্‌বার জন্যে অনেকগুলি কথা বোল্লেন, গুরুদেব উত্তর দিলেন না,—কাণ দিলেন কি না, তাতেও সন্দেহ। ভাব গতিক দেখে জননী প্রফুল্লমুখে মনের ভাব প্রকাশ কোল্লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, গুরুদেব! আপনার কিন্তু বড় চমৎকার কৌশল! আপনি এক লহমার মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কোত্তে পারেন! এই কথা শুনেই গুরুদেবের গম্ভীর মুখে হাসি এলো,—তিনি মনে কোরেছিলেন, বীরেন্দ্র তাঁরে যে রকমে অপমান কোরে এসেছে, হয় তো মায়ের কাছে সে সব কথা বোলেছে, তা যদি বোলে থাকে, তা হোলে আর শিষ্য-মহলে মুখ পাল্লেন না!—এখন দেখ্‌লেন, তা নয়;—ইনি কিছুই জানেন না।—মনে সাহস হলো;—যে সাহসে দুঃসাহসিক কার্য্য কোরে জগতের লোকের সর্ব্বনাশ করেন, সেই সাহস আবার ফিরে এলো! হাতমুখ নেড়ে দম্ভ কোরে বোল্লেন, এক ঢিলে দুই সাপ মেরেছি! সে মেয়েটার সন্ধান পাওয়া এখন দেবতাদেরও অসাধ্য! বীরেন্দ্রকে আমি ইচ্ছা কোরেই ছেড়ে দিয়েছি। তারে কয়েদ কোরে আমাদের লাভ কি? সে ছোক্‌রা খালাস পেয়ে একা প্রাণে আমাদের কি কোত্তে পারে?—তবে কি না—তবে কি না——

এই টুকু বোল্‌তে বোল্‌তেই গুরুদেব নিস্তব্ধ হোলেন। বীরেন্দ্রের

জননীর মনে ধোঁকা লাগ্লো।—সচকিতে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কি গুরুদেব!—তবে কি না কি?—সে কি কিছু জানতে পেরেছে না কি?—তা যদি হয়, সে পথ আমি এই দণ্ডেই ঘুচোবো। আপনি দেখ্বেন, বীরেন্দ্রের কেবল নাম ছাড়া কাল প্রভাতে সংসারে আর আর কোনো চিহ্নই থাক্বে না!

মনের ভাব গোপন কোরে মনে মনে আহ্লাদে ফুলে উঠে বাহিরে স্নেহভাব দেখিয়ে গুরুজী ত্রস্তস্বরে বোল্লেন, না না,—অতদূর কোত্তে হবে না;—সে ছেলে তেমন নয়। তোমার ছেলে কি না, কেনই বা তেমন হবে!—তবে কি না—তবে কি না—ছেলেবেলা থেকেই ছেলেটী কিছু অবাধ্য!—বুঝ্লে কি না?—তা হোক্,—তাতেই বা এমন কি হোতে পারে? দু এক দিন শাসন কোরে দিলেই সোজা হয়ে যাবে।—জান্তে পেরেছে!—হুঁ! জান্তে পারে, কার সাধ্য?—যে ফিকির এঁটেছি, জান্তে পারে কার সাধ্য?—একেবারে উধাউ কোরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি! তারা তারে কোথায় নিয়ে ফেলেছে, মানুষ দূরে থাক্, পঞ্জাবের পিঁপ্ড়েটী পর্য্যন্ত জানে না! সে কথা আমি বোল্ছি না;—তবে কি না, ছেলেটী কিছু অবাধ্য;—একটু শাসন করা ভাল!—তুমি কত বড় লোকের মেয়ে, কত বড় ঘরের ঘরণী, কত বড় মান তোমার, কতখানি বুদ্ধিবিবেচনা রাখো তুমি, তোমার পেটের ছেলে ও রকম বেদাব হয়ে যায়, সেটী ভাল কথা নয়,—ভাল দেখায় না;—বুঝ্লে কি না?—সে আজ আমাকে যে রকম অপমান কোরেছে, যে রকম যাচ্ছে-তাই বোলে গালাগাল দিয়েছে, অনন্তদেব সাক্ষী, সে সব কথা মুখ দিয়ে বার কোত্তে গেলে মহাপাতক হয়!—এই রকম ভূমিকা কোরে, হাজার প্রকার অলঙ্কার দিয়ে গুরুদেব একে একে ধর্ম্মশালার কাণ্ডকারখানা গল্প

কোল্লেন! বাড়ীর কর্ত্তা তখন ঠিক পাশের ঘরে বোসে ছিলেন; গুরুজীর ঐ সব কথা শুনে রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নক্ষত্রগতি তিনি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। মহা হুলুস্থূল পোড়ে গেল! অমন ছেলের মুখ দেখ্‌তে নেই! অমন ছেলে রাখ্‌তে নেই! টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে কেটে ফেল্‌তে হয়! এই রকম আস্ফালনে পিতৃস্নেহের পরিচয় হলো! মাটীতে পা ঠুকে ঠুকে বারম্বার গর্জ্জন কোরে বোল্‌তে লাগলেন, অপমান!—গালাগাল!—অ্যাঁ!——গুরুদেবের অপমান!—মুণ্ড খোসে যাবে!—বংশ জোলে যাবে! অমন ছেলে এক্ষুণি নিপাত করা ভাল!

মনে মনে হেসে গুরুদেব অবসর বুঝে বোল্লেন, না না,—কাটা হবে না!—বাপ্‌রে!—ছেলে!—বংশধর!—তারে কি খুন কোত্তে আছে!—কিছু অবাধ্য;—তা অমন হয়ে থাকে;—একটু শাসন কোরে দিলেই সেরে যাবে! আমি মনে কোল্লেই তখুনি তারে ভস্ম কোরে ফেল্‌তে পাত্তেম, কেবল তোমার ছেলে বোলেই,—তোমাদের স্নেহের সামগ্রী বোলেই ক্ষমা কোরেছি!—তোমাদের স্নেহের সামগ্রী,—তা হোলেই আমারও স্নেহের সামগ্রী হলো কি না,—তাই জন্যেই ক্ষমা কোরেছি!—তোমরাও তাই করো;—আমার কথা রাখো!—ছেলেকে কেটো না! মুখে এই সব কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু গুরুজীর মনের ভাব তা নয়! মনের আকিঞ্চন হাতে হাতে নিপাত! কিন্তু প্রদীপ উজ্জ্বল কর্‌বার মতন ধীরে ধীরে উস্কে দিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে আবার বোল্লেন, উঁহু!—না,—ছেলেকে কেটো না!—উঁ হুঁ!—কেটো না!—অমন কর্ম্ম কোরো না!—বরং সেই ছুঁড়ীটাকেই কেটে ফেলাও!

কর্ত্তা চোম্‌কে উঠ্‌লেন। হাত নাড়া দিয়ে বোল্লেন, না না,—তারে নয়,—তারে কাটা হবে না!—মেয়েটী খুব ভাল!—কে থাক্!—

তার দোষ কি ? সে—না না—দোষ—তবু সে থাক্ ! আমার বংশের যে কুলাঙ্গার, তাকেই নিপাত কোর্‌বো !

রাগ দেখে সন্ন্যাসীঠাকুর আনন্দে বিহ্বল ! মুখে সে ভাব ব্যক্ত হলো না। কৃত্রিম স্নেহভাব দেখিয়ে, শান্ত কর্‌বার ছল কোরে মুখ্যিয়ে ফিরিয়ে বোল্লেন, শান্ত হও !—ও কাজ কোরো না ! আমারে অপমান কোরেছে, আর কেউ তা জানে না। শুনলে রাগ হয় বটে, কথাও তাই বটে, যে বংশে তোমাদের জন্ম, তাতে ও রকম তেজস্বিতাও শোভা পায় বটে, কিন্তু কি কোর্‌বে,—ছেলে ! শান্ত হও, একটু শাসন কোরে দাও।

সাক্ষী দেওয়া বৃত্তান্ত কওয়ার মতন এদিক ওদিক দুদিক গেয়ে পাত নামা কোরে গুরুদেব তখন কত যে শাস্ত্র বার কোল্লেন, কত সংস্কৃত কথা, কত হিন্দি কথা, কত সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন, আমি মেয়েমানুষ, সে সব মনে করে বোল্‌তে পাচ্চি না। বীরেন্দ্র যখন আমার সাক্ষাতে সেই সব কথা গল্প করেন, তখন কিন্তু হাসি রাখ্‌তে পারি নি। গুরুদেব একটী শ্লোক পোড়েছিলেন, সেটী দুদিকে খাটে। শ্লোকটী মনে কোত্তে পার্‌বো না, মানে বলি। তিনি মুখভঙ্গী কোরে বোল্লেন, তেজ দেখাও ! পুরুষ ব্যাটাছেলে, নিস্তেজ হওয়াটা ভাল নয়,—বুঝ্‌লে কি না ? শিশুপাল যখন ভারী উৎপাত করে, শ্রীকৃষ্ণ তারে বারবার ক্ষমা করেন, সেই সময় বলরাম উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরে কৃষ্ণকে বলেন, নরম পেলেই সকলে চেপে ধরে ! তার সাক্ষী; দেবতাদের সঙ্গে একজন অসুর যখন অমৃত পান কোত্তে বসে, চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই তখন বোলে দিয়েছিলেন, ঐ বেটা অসুর। সেই কথা শুনেই দেবতারা সেই অসুরকে কেটে ফেলেন। তাতেই রাহুকেতুর জন্ম ! সেই অবধি চন্দ্রসূর্য্যের রাহুগ্রাস হয়ে থাকে ! ধোর্ত্তে গেলে সে ক্ষেত্রে চন্দ্রসূর্য্য উভয়েরই রাহুর কাছে সমান অপরাধ। তবুও প্রভাকর তেজীয়ান

বোলে বহুদিন অন্তর রাহু তাঁরে একটু একটু স্পর্শ করে, ভয়ে ভয়ে এক পাশ ছুঁয়েই অমনি ছেড়ে দেয়! আর আমাদের চাঁদঠাকুর খুব ঠাণ্ডা কি না, তাঁর তেজ নেই কি না, তাই জন্যে প্রায় মাসে মাসেই টপ্ টপ কোরে তাঁরে খায়! তেজ আছে বোলেই দশবারো বৎসর অন্তর একবার সূর্য্যগ্রহণ! আর তেজ নেই বোলেই ঘনঘন চন্দ্রগ্রহণ! এই দৃষ্টান্ত দিয়ে গুরুদেব আস্ফালন কোরে বোল্লেন, তোমরা তেজীয়ানের জাত,—তেজীয়ান হও! অবাধা ছেলেটাকে দমন কর! কেটো না! মেয়েটাকেও কাট্‌তে না চাও, তাও ভাল,—তারেও কেটো না! উমর ভোর কয়েদ করা গিয়েছে,—বস্ আচ্ছে! ছেলেটাকেই শাসন কর!

তেজের কথা শুনে বীরপুরুষের তেজ বেড়ে উঠ্‌লো। চোক্ মুখ যেন জ্বোল্‌তে লাগ্‌লো, রাগে দাঁত কড়মড় কোরে সদর্পস্বরে উত্তর কোল্লেন, কাট্‌বো না! যে পাষণ্ড আমাদের কুলে জোন্মে আমাদের গুরুদেবের অপমান করে, তারে কাট্‌বো না! তিল তিল কোরে কাট্‌বো! তিল তিল কোরে শতক্রুর জলে ভাসাব! আমি মহাবীর রণজিত সিংহের সেনাপতি! আমার আবার শত্রু! সে শত্রু কি না একটা ছেলে! সেই ছেলে কি না মাবাপের অপমান কোরে গুরুদেবের অপমান করে! এখনো আমি বেঁচে আছি!—ধিক্ আমাকে!

গৃহমধ্যে যখন এইরূপ অভিনয় হয়, বীরেন্দ্র তখন অন্ধকারে পাশের বারাণ্ডায় দরজার ধার ঘেঁসে একেবারে দেয়াল লাগ্‌টা হয়ে দাঁড়িয়ে। তেজীয়ান গুরুশিষ্যের বীরদর্প শুনে তাঁর মনে একটুও ভয় হলো না, নির্ভয় হৃদয় একটুও কাঁপ্‌লো না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাস্‌লেন। যবনিকা পতনের পর যদি কেউ হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাঁরে দেখে, এই ভেবে সাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেন। খানিক তফাতে গিয়ে

নিশ্বাস ফেলে আকাশ পানে হাত তুলে করুণস্বরে বোল্লেন, জগদীশ্বর! তুমিই সত্য! ইন্দিরা বেঁচে আছে, যত্ন কোল্লে আবার আমি স্বর্গের ধন পাবই, পাব! ঈশ্বরকে নমস্কার কোরে আমার উদ্দেশে কাতরভাবে বোল্লেন, ইন্দিরা! আমি আছি! এখান থেকেই তোমারে আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি যেখানে আছ, সেইখান থেকেই একটীবার উত্তর করো, "তুমি কি আমার?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ যামিনী।

সহচরী।—সঙ্কট!—সুপ্রভাত!

* * *

"হিতৈষিণী সীতার পরমা তুমি, সখি!

* * * *

মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী রূপী
এ কাল কনকলঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি! কাঙ্গালিনী সীতা!"

মেঘনাদবধ।

আজ রাত্রে ইন্দিরাসতী কিছু বেশী তেজস্বিনী। পূর্ব্বভাব স্মরণ কোরে

বিপক্ষদলকে বারম্বার ধিক্কার দিয়ে মন্তিবালাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, পাঁচ রাত্রি আমি যে দুঃখের কাহিনী গল্প কোচ্চি, আজ আমার সেই দুঃখের অবসান। সহজে অবসান নয়, অনেক বিপদের পর বহুকষ্টে মুক্তিলাভ। কুয়াসার পর সূর্য্য, মেঘের পর চন্দ্র, ঝড়ের পর শান্ত!

বন্দিনী হয়েও তখন আমি আর বন্দিনী নই। ভৈরবীচক্রে তখন যেন আমি কতক কতক স্বাধীন। ছেলেবেলা থেকে সংসারধর্ম্মের কাজকর্ম্ম আমি দস্তুরমত অভ্যাস করেছি। জন্মাবধি দুঃখিনী কি না, পিসীমার কাছে সব কাজ আমি শিখেছি। ভৈরবীরা তা যখন জান্‌তে পাল্লে, তখন থেকে আমার উপর একটু একটু দয়া দেখাতে লাগ্‌লো। বাইরের কাজ্ ছাড়া রন্ধনশালার ভারও তারা আমার উপর দিলে! একটা অন্ধকূপে কয়েদ রাখ্‌তো, যথাকালে এক আদ্‌খানা পোড়া রুটী খেতে দিতো, এখন আর সে ভাব নয়।—আমি দাসীবৃত্তি কোত্তে লাগ্‌লেম! চিরদুঃখিনী বটে, কিন্তু কখনো কারো দাসী হই নি, এখন আমি দাসী!—তাতেও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। মনে মনে কষ্ট হলো বটে, কিন্তু ভাবগতিকে অপরকে সেটা জান্‌তে দিলেম না। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই সকলকে যেন একপ্রকার ধাধ্য কোরে ফেল্লেম। মন যোগাতে আমি বেশ জানি!—পারিও তা;—পাল্লেমও তা;—কাজেই তারা আমার উপর একটু একটু তুষ্ট হলো। ততবড় নির্দ্দয় দেশে,—ততবড় নির্দ্দয় পুরীতে আমার যেন একটু একটু আদর হলো!—আমার আবার আদর কি?—পৃথিবীতে যাদের কাছে আদর ছিল, তাদের হারালেম!—তবে আর কিসের আদর?—যা হোক্, তবুও যেন একটু আদরিণী হোলেম!—আদরিণী হোলেম বোলে আহ্লাদে ফুলে উঠ্‌লেম না। কি জানি, ডাইনের মায়া,—রাক্ষসের পুরী,—কখন কি হয়,—কখন কি করে,—বিশ্বাস কি?

রোজ রোজ সন্ধ্যার পর একটী ছোট ভৈরবী আমার কাছে আস্‌তো। তার চেহারাতে যেন একটু একটু আদুরে ভাব ছিল; আদুরে বটে, কিন্তু নিতান্ত শান্ত নয়,—ছট্‌ফোটে,—যেমন চালাক,—তেমনি ছট্‌-ফোটে;—শিকারী বিরালীর মতন মাঝে মাঝে কুট্‌ কুট্‌ কোরে চাউনী ছিল!—সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, যৌবনকালের কিছু কিছু অহঙ্কারও ছিল।—গড়ন খর্ব্ব;—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ;—নিতান্ত কাহিল নয়, বড় মোটাও নয়, মাজারি;—হাতপাগুলি থাটো থাটো;—নাকটী ছোট,—একটু ডগা উঁচু;—চোক্‌ ঘোরালো, কিন্তু একটু বসা, ঈষৎ কাজলের রেখার মতন কোলে একটু কালী পড়া,—তারা কটা;—গাল দুটী ফুলো ফুলো;—সমুখের দুটী চারটী দাঁত কিছু উঁচু;—ঠোঁট পুরু, একটু উল্‌-টোনো;—কপাল ছোট;—চুলগুলিও থাটো থাটো, কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া;—দেহের আয়তনের চেয়ে স্তন দুটী খুব ডাগর।—দেখ্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়, মোটের উপরে একপ্রকার সুশ্রী বোলেও পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।—বয়স ২১।২২ বৎসর, নাম পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী আমারে বড় ভালবাস্‌তো।—আমার অদৃষ্টের পরিচয় পেয়ে সে যেন আমারে ভগ্নীর মতন স্নেহমমতা জানাতো। দু এক মাস গেল, দিন দিন পার্ব্বতীর সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মালো। সে আমারে তাদের চক্রের অনেক গুপ্তকথা বলে, আমিও তারে অনেকটা মনের কথা বলি; দুজনে বেশ ভাব হলো। এও এক রকম মঙ্গলের কথা। যেখানে একটীও কথা কবার লোক ছিল না, সেখানে একজন দুঃখের দুঃখী পাওয়া সামান্য লাভ নয়। অনেক রাত পর্য্যন্ত দুজনে এক ঘরে বোসে নানা রকম গল্প করি, বীরেন্দ্রের কথা উপস্থিত হোলে পার্ব্বতী আমার জন্যে কত আপসোস্‌ করে, যাতে কোরে আমি সেই পাপপুরী

থেকে উদ্ধার পেতে পারি, তার পরামর্শ দেয়; শুনে শুনে ভাবি, যথার্থই পার্ব্বতী আমার অকপট হিতৈষিণী। রাক্ষসপুরে অশোক-কাননে সরমা যেমন জানকীর হিতৈষিণী হয়েছিলেন, লক্ষণ দেখে ভাবলেম, এই নিষ্ঠুর পুরীতে পার্ব্বতীও আমার তেমনি হিতৈষিণী।

এক রাত্রে বীরেন্দ্রের কথা তুলে পার্ব্বতী আমারে বোল্লে, যদি কোন রকমে তিনি এখানে একবার আস্তে পারেন, তা হোলে নিশ্চয়ই আমি তোমারে উদ্ধার কর্‌বার উপায় কোত্তে পারি। আর একবার আমি একটী ভদ্রলোকের মেয়েকে এমনি কৌশলে এখানে থেকে মুক্ত কোরে ছিলেম। কেউ কিছু জান্‌তে পারে নি।—আহা! তার যে কষ্ট গো!—সে কথা আর তোমারে কি বোল্‌বো!—তোমারে যেমন কোন্ দেশ থেকে চুরী কোরে এনেছে, তারেও এম্‌নি কোরে ধোরে এনেছিল! এনে হাত পা বেঁধে বুকে হাঁটু দিয়ে ক্রমাগত সাত দিন সাত রাত কত রকম ভজিয়েছিল, কত কি জপিয়েছিল, মনের কথা কবুল করাবার জন্যে চোরের মতন কতই যন্ত্রণা দিয়েছিল, শেষে যখন কিছুতেই সে রাজী হলো না, তখন দেবীর কাছে বলিদান কর্‌বার জোগাড় কোল্লে! মাঝে মাঝে এদের এখানে ঐ রকমে নরবলিও হয়!

শুনে আমার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌লো! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!—হতাশস্বরে বোল্লেম, আর না!—পার্ব্বতি! আর না! আর আমি শুনতে পারি না!—যখন আমারে এখানে এরা এনেছে, তখনি আমি জীবনের আশা ত্যাগ কোরেছি; কিন্তু ঐ রকমে বেরাল-কুকুরের মতন কেটে ফেল্‌বে, সেই ভয় বড় করি! পার্ব্বতী আমারে অনেক বুঝিয়ে পড়িয়ে আশ্বাস দিয়ে বোল্লে,—তা কখনই পার্‌বে না!—সে কাজ আমি কখনই কোত্তে দেবো না!—যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আমার হাত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ভিতরের সব সলা-পরামর্শ জান্‌তে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবহিংসা দেখি না! এই আমার ধর্ম্ম!—অনেককেই আমি ঐ অবস্থায় রক্ষা কোরেছি!—যার কথা বোল্‌ছিলেন, তারেও যেমন কোরে বাঁচিয়েছি,—গুরুদেব না করুন, তেমন বিপদ তোমার না ঘটুক,—বিশেষ—ওরা তোমায় ভালবেসেছে,—তেমন কথনই হবে না;—যদিই হয়, তোমারেও আমি তেমনি কোরে বাঁচাবো!—আর দেখ, তুমি এক কাজ করো! তাঁরে একখানা পত্র লেখো!—মাসে দু বার এখান থেকে সওয়ার যায়, তাদের এক জনকে আমি ঘুষঘাস দিয়ে সেই পত্রখানি পাঠাবো। জান্‌লে তো?—তুমি তাই করো! তিনি এলেই রাতারাতি আমি তোমারে খালাস কোরে দেবো!—আর দেখ, তিনি যে বেশে থাকেন, সে বেশে যেন এখানে আসেন না;—সে কথাটীও লিখে দিও! বুঝ্‌লে তো?

আবার আমার কপাল ভাঙ্‌লো! পার্ব্বতীর কথায় বিশ্বাস কোর্‌বো কি না,—তাঁকে আমি পত্র লিখ্‌বো কি না, ভাব্‌চি, হঠাৎ এক বিকটাকার ভৈরবী ঘরের ভিতর এসে আমারে দুই লাথী মেরে, পার্ব্বতীকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বার কোরে নিয়ে গেল! যা ভেবেচি তাই!—রাক্ষসের মায়ায় বিশ্বাস নেই!—তিলে তাল, পলকে প্রলয়! আবার আমি কয়েদ!—আমার ঘরে পার্ব্বতীর যাওয়া আসা বন্ধ হলো! এক মাস পরে এক রাত্রে—অনেক রাত্রে—অন্ধকারে চুপি চুপি পার্ব্বতী আমার ঘরে এলো! পায়ের সাড়া পেয়ে আমি আতঙ্কে আঁৎকে উঠ্‌লেম! পার্ব্বতী আন্দাজে আন্দাজে আমার কাছে এসে বোসে চুপি চুপি চুপ কোত্তে বোলে আস্তে আস্তে বোল্লে, আজ রাত্রেই তুমি পালাও! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আজ থেকে তিন দিনের দিন রাত্রে এদের একটা উৎসব আছে,

সেই উৎসবের পরদিন সকালেই তোমারে নরবলি দেবে! দশ বার জন একত্রে বোসে এই পরামর্শ কোচ্চে, শুনেই আমি তাড়াতাড়ি তোমারে খবর দিতে এসেছি! এখুনি তুমি পালাও!

আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কেমন কোরে পালাই?—জিজ্ঞাসা কোচ্চি,—চেয়ে দেখি,—জানালার বাইরে একটা ছায়া!—রাত্রি অন্ধকার বটে, কিন্তু ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার নয়;—আকাশে মেঘ না থাক্‌লে বেশী রাত্রে অন্ধকারেও বেশ ফর্সা দেখায়, তাতেই দেখ্‌লেম, সুস্পষ্ট একটী ছায়া!—ঠিক যেন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে!—আতঙ্কের উপর আতঙ্ক!—স্পষ্ট আওয়াজ বেরুলো না, গোঁ গোঁ কোরে চেঁচিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পোড়ে গেলেম!—পার্ব্বতীও ছুটে পালালো! একটু পরেই সেই ছায়া আশ্বাসবাক্যে বোল্লে, ভয় নেই!—আমি!—কাণে যেন অমৃত বর্ষণ হলো!—জ্ঞান হলো যেন, দেবতার দৈববাণী!—ভয়ের অবসানে আমার হৃদয় পূর্ণ আনন্দে আশ্বস্ত! ধীরে ধীরে জানালার কাছে সোরে গেলেম; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—তুমি?—তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?—তোমারে এখানে কে আন্‌লে?—কেমন কোরে তুমি এ মায়াপুরী চিন্‌লে?

যাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি চুপি চুপি উত্তর দিলেন,—বেশী কথা নয়; সব আমি শুনেছি, একটি স্ত্রীলোক আমারে সব কথা বোলেছে; তুমি কাতর হয়ো না;—ভয় পেয়ো না;—এখন আমি চোল্লেম।—যে সময়ে যে ব্যবস্থা কোত্তে হবে, সব আমি ঠিক্‌ঠাক্ কোরে রেখেছি। কেবল তিন রাত্রি তোমারে আশ্বাস দিয়ে রাখ্‌বার জন্যেই এ রাত্রে আমার আসা। এই কটী কথা ছাড়া চুপি চুপি আরো অনেকগুলি

কথা হলো।—গল্প কোত্তে যতক্ষণ লাগ্‌ছে, সে রাত্রে, সে ক্ষেত্রে, সেই কথাগুলি বলা কওয়াতে এর অর্দ্ধেক সময়ও লাগে নি। তিনি শশব্যস্তে আবার বোল্লেন, এখন আমি চোল্লেম! আমি আর একটী কথা বলি বলি মনে কোচ্ছি, আর তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম না; তিনি যেন নক্ষত্র-বেগে সাঁ কোরে সোরে গেলেন।

আমার আনন্দের সীমা নাই। তিনটী দিন গেলেই আমি উদ্ধার হবো, এই আহ্লাদে অন্তঃকরণ যেন নাচ্‌তে লাগ্‌লো!—একটী স্ত্রীলোকের মুখে শুনেছেন।—বোল্লেন, সে স্ত্রীলোকটী খুব ভাল।—কে সেই স্ত্রীলোক?—এ দেশে তেমন স্ত্রীলোক কে হবে?—পার্ব্বতী?—পার্ব্বতী তাঁরে কোথায় দেখ্‌তে পেলে?—কেমন কোরে দেখা হলো?—পার্ব্বতী তাঁরে কেমন কোরে চিন্‌লে?—ভাব্‌চি, পার্ব্বতী খিল্‌ খিল কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে আবার আমার ঘরের ভিতর এলো।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, কেমন কোরে চিন্‌লেম্‌!—গুরুবলেই চিনেছি!—আমাদের একটু একটু দৈববল আছে কি না,—তাইতেই চিনি!—যাক্‌, ও কথা থাক্‌, তুমি আর ভয় কোরো না;—যা যা কোত্তে হবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব আমি তাঁরে শিখিয়ে দিয়েছি।—সাঁ সাঁ কোরে তিনটে দিন কেটে গেলে হয়!—যে রাত্রে ভৈরবীদের উৎসব, সে রাত্রে এখানে অবারিত দ্বার। অনেক লোকের মেলা হয়। কোন লোকেরিই প্রবেশ কর্‌বার মানা নেই। চেনা অচেনা বিচার করে না। তবে কি না, যে সে লোকের আস্‌বার অনুমতি নেই।—সন্ন্যাসী, মোহন্ত, আর ভৈরবী, যেখান থেকেই যে আসুক, সচ্ছন্দে প্রবেশ কোত্তে পারে। তাঁকেও আমি সন্ন্যাসীর সাজে আস্‌তে বোলেছি।—যে চিহ্ন দেখে তিনি তোমারে চিন্‌বেন, তাও ঠিক্‌ কোরেছি।—তোমারে ভৈরবী সাজিয়ে নিয়ে

যাবো।—তোমার গলায় ফুলের মালা থাকবে। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকবে। আর কেউ চিন্‌তে পারবে না। এখানকার ভৈরবীরা কেউই ফুলের মালা পরে না।—বুঝ্‌লে কি না?—আর তাঁকেও আমি একটী লাল রঙের চূড়ো দেওয়া টুপি দিয়ে এসেছি। এখানকার সন্ন্যাসীদের তেমন টুপি হয় না। দেখ্‌লেই তুমি চিন্‌তে পারবে।

আমার সন্দেহ ঘুচেও ঘুচ্‌লো না। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, আচ্ছা পার্ব্বতি! এর ভিতর যদি এত কথা,—আমার হয়ে তুই যদি এত উপকার কোচ্চিস্, তবে তাঁরে দেখে তুই পালালি কেন?—মুখ টিপে টিপে হেসে পার্ব্বতী উত্তর কোল্লে, আমি ভেবেছিলেম, বুঝি আর কেউ!—সে রাত্রের কথা মনে পোড়্‌লো;—ভয় হলো;—তাই জন্যেই ছুটে পালালেম!—আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, আচ্ছা পার্ব্বতি! তা যেন হলো, কিন্তু আমি যে এ ঘরে থাকি, তা তিনি কেমন কোরে জান্‌লেন? পার্ব্বতী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, সে ঢের কথার কথা!—সে কথা এখনকার নয়। রাত্রি প্রায় ফর্সা হয়ে এলো, আমি পালাই! সময়ে সব তুমি জান্‌তে পারবে। এই কথা বোলেই পার্ব্বতী বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাইরের দরজায় চাবী দিয়ে গেল।

আর আমার সন্দেহ থাকলো না। উদ্দেশে মনে মনে হরপার্ব্বতীকে প্রণিপাত কোল্লেম। এ পার্ব্বতীকেও পরম হিতৈষিণী জ্ঞানে মনে মনে নমস্কার কোল্লেম। তখন আমার মনে যে কতখানি আনন্দ, তা তুই বুঝ্‌তেই পাচ্ছিস মতি! শরীরে আর আনন্দ ধরে না! গিরিরাজকুমারী মহেশ্বরী পার্ব্বতী যেমন সংসারসাগরের কাণ্ডারী, এই শিখরবাসিনী ভৈরবীরূপিণী মানবী পার্ব্বতীও আমার তেম্‌নি এই দারুণ বিপত্তিসাগরের কাণ্ডারী!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন দিন কেটে গেল। উৎসবের রজনী আগত। সে রাত্রে আমার নতুন বেশ! সর্ব্ব শরীর রক্তবস্ত্রে ঢাকা। মুখে এক হাত ঝুলোনো ঘোমটা। গলায় পাঁচ ছড়া ফুলের মালা। মালাছড়াগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত ঝুলে অল্প অল্প বাতাসে অল্প অল্প দুল্‌ছে।—আপনার বেশ আপনি দেখ্‌লেই ভয় হয়!—আগা গোড়া মনে কোল্লে হাসিও পায়! কিন্তু মুখে হাসিও নেই, কথাও নেই, মনে ভয়ও নেই! চুপটী কোরে এক ধারে বোসে আছি!—পার্ব্বতী এক এক বার আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার তফাতে গিয়ে দলে মিশে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প কোচ্ছে।—ঘর লোকারণ্য! আলোয় আলোয় কুর্‌থুট্টি!—সকল ঘরই লোকারণ্য;—সকল ঘরই আলোময়!—কেবল কালো কালো আলখাল্লা আর ঘাগ্‌রা ঘোমটার কুরুক্ষেত্র! রাঙার মধ্যে কেবল আমি! কত মেয়েপুরুষ আমার গা ঘেঁসে ঠেস মেরে মেরে চোলে যাচ্ছে;—পাছে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে আমি জড়সড় হয়ে পাশকাটিয়ে সোরে সোরে বোস্‌ছি।—কিন্তু কেউ একটী কথাও কোচ্চে না।—কেবল আপনা আপনি হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ঘরবাড়ী মাথায় কোচ্ছে,—পাহাড়টাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!—একটা ঘরে দেখি, প্রকৃত ভৈরবীচক্র বোসিয়েছে!—পঞ্চ-মকার চালিয়েছে!—আমি একটু একটু ঘোম্‌টা ফাঁক কোরে আড়ে আড়ে এদিক ওদিক্‌ চাচ্ছি, যা দেখ্‌তে এসেছি, সে বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না!—ঝাড়া চার দণ্ড এই রকম!—তার পর দেখি, মানসচন্দ্র সুপ্রকাশ!—কালো আলখাল্লা পরা রাঙা টুপি মাথায় একটী সন্ন্যাসী।—নবীন সন্ন্যাসী।—তিনি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন।—কে তো কে?—কোনো দিকে নজর নেই, মাথাটী হেঁট কোরে এ ধার ও ধার,—এ ঘর ও ঘর বেড়াতে লাগ্‌-

লেন।—খানিকক্ষণ আর আমি তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম না।—একটু পরেই আবার তিনি সেই ঘরে ফিরে এলেন।—মাথা হেঁট, কিন্তু তারিই ভিতর আসে পাশে,—দূরে নিকটে এক একবার কটাক্ষ আছে;—বেশ সুবঙ্কিম কটাক্ষ!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যমনস্কভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে এগিয়ে ধীরে ধীরে তিনি আমার দিকে এলেন।—কাছে কাছে অনেক লোক,—তবু পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এসে লহমামাত্র আমার কাছে দাঁড়ালেন।—দাঁড়িয়েই একতাড়া কাগজ আমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ঝাঁ কোরে সে দিক থেকে সোরে গেলেন! কোনো দিকেই আর চাইলেন না,—সে ঘরেই থাক্‌লেন না;—বেড়াতে বেড়াতে গোঁ-ভরেই বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বিপাকে ঠেক্‌লেম! কিসের কাগজ, কি বৃত্তান্ত, কেনই বা ফেলে গেলেন, কুড়িয়ে নিতেও সাহস হোচ্চে না! যখন তিনি ফেলেন, তখন যদি কেউ দেখে থাকে, তা হোলে আমি ওতে হাত দিলেই ধোরে ফেল্‌বে!—করি কি?—অনেকক্ষণ ভাব্‌লেম।—যখন দেখ্‌লেম, লোকেরা আপনা আপনি মত্ত হয়ে অন্যমনস্ক হয়েছে, সেই সময় টিপি টিপি একবার হাত বাড়ালেম!—সবে বাড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি, একটা ছুঁড়ী হাত ঘুরুতে ঘুরুতে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে! তখনি অমনি ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে নিলেম! সে ছুঁড়ী কিন্তু আমার দিকে চাইলেও না,—ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভিড় ঠেলে আমার গায়ে একটা ঠেস্ দিয়ে হুঁ হুঁ কোরে গান গাইতে গাইতে আপনার মনেই আর এক ঘরে চোলে গেল!—আমি মনে কোল্লেম, কি পাপ!—একটুতেই ভয় হয়! ঝুর ঝুরে বাতাসের শব্দেও গা কাঁপে!—মনে মনে হাসি এলো!—আবার হাত বাড়ালেম!—ভয়ে ভয়ে এ দিক্ ও দিক্ চাচ্চি, আর টিপি টিপি হাত বাড়াচ্চি!

কি জ্বালা!—কেউ দেখ্‌ছে না, কেউ শুন্‌ছে না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও কোচ্চে না, তবু হাত কাঁপে! চার পাঁচ বার এই রকম কষ্ট কোরে কোরে কাগজের তাড়াটা কুড়িয়ে নিলেম!—নিয়েই চার দিক্ চেয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে ফেল্লেম! তখনও হাত কাঁপ্‌চে!—ভয় আর ভাঙ্‌চে না!—দেখি দেখি, একটু গোঁণেও যদি কেউ ধোত্তে আসে, অম্‌নি ওটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পালাবো!—এই ভেবে ঠিক্ প্রস্তুত হয়েই বোসে থাকলেম।—ছুই এক দণ্ড গেল, কেউ এলো না, কেউ কিছু বোল্লেও না; তখন ভরসা হলো; তাড়াটা এঁটে সেঁটে ধোরে সাব-ধান কোরে রাখ্‌লেম।—একটু পরে পার্ব্বতী হেল্‌তে দুল্‌তে এসেই আমার হাত ধোরে দাঁড় করালে।—যেন কি পরামর্শ আছে, এই ভাবে আমার গলা জড়িয়ে কাণের কাছে মুখ এনে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে হাস্‌তে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোল্লো;—মরাল-গমনেই চোল্লো!—যে ঘরে আমারে রাখে, সেই ঘরেই নিয়ে গেল।—রেখে কিন্তু আর দাঁড়ালো না।—কোথায় গেল, বোলেও গেল না!—সেই অবকাশে আমি কাগজের তাড়াটা খুলে উপ্‌রি উপ্‌রি দু একখানি পত্র দেখে নিলেম!—দু চার ছত্র দেখেই বুক কাঁপ্‌লো!—দণ্ডখানেক পরে পার্ব্বতী ব্যস্তভাবে ফিরে এসে আমার কাণে কাণে বোল্লে, ওঠো!—আর না!—এসো!—দেরি না!—সব ঠিক্!

আমি আর বিবেচনা কর্‌বার সময় পেলেম না।—কোথায় যেতে হবে, জিজ্ঞাসাও কোল্লেম না।—কাগজের তাড়াটী হাতে কোরে মৌন-ভাবেই পার্ব্বতীর অনুগামিনী হোলেম। পার্ব্বতী আমারে আর একটা নির্জ্জন ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আমার নতুন বেশ খুলে নিয়ে তাদেরি ধরণের সাজ গোজ পরিয়ে দিলে।—কালো ঘাগ্‌রা, কালো ওড়্‌না,

আর বুক পর্য্যন্ত কালো ঘোম্‌টা!—দুজনেরি এক রকম বেশ হলো।—পাহাড়ী ভৈরবীদের সকলেরিই ঐ একিই রকম সাজ।—দুজনেই আমরা এক সঙ্গে বেরুলেম। কোথায় যাচ্চি, জানি না,—পার্ব্বতীও কিছু বলে না;—এক সঙ্গেই চোলেছি।—উৎসবের লোকেরা হো হাঁ কোরে চীৎকার কোচ্চে, হল্লা কোরে হেসে মাতামাতি কোচ্চে,—শুনছি,—কিন্তু যে দিক্ দিয়ে আমরা যাচ্চি, সে দিকে লোক নেই। আট দশটা ঘর পার হয়ে একটা বাগানে গিয়ে পোড়্‌লেম। মাঝে মাঝে এক একটা আলো আছে, লোক নেই।—দিব্বি বাগান।—ঠাঁই ঠাঁই লতাকুঞ্জ, ঠাঁই ঠাঁই বড় বড় গাছ, ভিতরে ভিতরে ছোট্ট ছোট রাস্তা;—রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ী ঝাউগাছের ঝোপ্।—আমরা যে সে দিক্ দিয়ে যাচ্চি, খুব নিকটে না এলে কেউ সেটী জান্‌তে পারে না, চিন্‌তেও পারে না।—আগা গোড়া কালো পোষাক,—অন্ধকার,—গাছের ছায়া,—চারদিকে ঝোপ্ ঝাপ্, চেনাও বড় সহজ নয়।—খানিক দূর গেছি, হঠাৎ কে একজন লোক সাঁ সাঁ কোরে সেই দিকে এলো;—আমাদের কাছ ঘেঁসেই এলো।—পোষাক চিন্‌লেম, মেয়েমানুষ।—আমি অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পার্ব্বতীকে জোড়িয়ে ধোরে দুজনে যেন এক হয়ে গেলেম!—সেই নতুন ভৈরবী পার্ব্বতীকে চিন্‌লে;—কি প্রকারে, জানি না, কিন্তু চিন্‌লে।—জিজ্ঞাসা কোল্লে, কে?—পার্ব্বতি?——এ জিজ্ঞাসাটীও কিন্তু চোল্‌তি জিজ্ঞাসা।—থোম্‌কে দাঁড়ালো না,—উত্তর শোন্‌বারও অপেক্ষা কোল্লে না, যেমন হন্ হন্ কোরে আস্‌ছিল, জিজ্ঞাসা কোরেই তেম্‌নি ভোঁ কোরে চোলে গেলো।—পার্ব্বতীও তেম্‌নি চোল্‌তি রকমে উত্তর দিলে,—হুঁ!

আমি তখন পার্ব্বতীকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!—তার পর

আমরা অনেকদূর গেলেম।—বাগানটা খুব ডাগোর,—খুব লম্বা;—অনেকদূর গেলেম, জনমানবের সঙ্গে দেখা হলো না।—মস্ত একটা ফটকের সামনে গিয়ে পৌঁছিলেম।—ফটকে লোহার জাঁতার মতন প্রকাণ্ড কপাট্।—পার্ব্বতী আমার গা টিপলে;—ইসারা কোরে একটু সোরে দাঁড়াতে বোল্লে।—জনমানব নেই, গা টেপা কেন, ইসারা করা কেন, বুঝ্লেম না; কিন্তু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালেম। পার্ব্বতী সেই প্রকাণ্ড কপাটে ঠুক্ ঠুক্ কোরে তিনটী ঠোকর মাল্লে! বাইরে থেকেও তেমনি তিনটী ঠোকরে পার্ব্বতীর ইঙ্গিতের উত্তর হলো।—বোধ হয়, পরীক্ষার জন্যে পার্ব্বতী আবার চারটী ঠোকর মাল্লে।—কিন্তু উত্তরের ঠোকর সেই তিনটী;—বেশী না।—যাদের ইঙ্গিত, তারাই বুঝ্লে, আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিছুই বুঝ্তে পাল্লেম না।—দেখে শুনে আমার আতঙ্ক হলো,—বুক্ দুর্ দুর্ কোরে কেঁপে উঠ্লো!—পার্ব্বতীর সঙ্গে এক থোলো চাবী ছিল, তারিই দুটী চাবী দিয়ে সে আস্তে আস্তে ফটকের দুটী বড় বড় কুলুপ খুল্লে;—আস্তে আস্তে নিঃশব্দে এক থাল্ কপাট্ ফাঁক্ কোল্লে,—মুখ বাড়িয়ে কি দেখ্লে, তখনি তখুনি মুখ ফিরিয়ে আমারে হাতছানি দিয়ে ডেকে বোল্লে,—এসো! সব ঠিক্!

আমি কাঁপ্তে কাঁপ্তে পার্ব্বতীর হাত ধোরে ফটকের বাইরে পা বাড়ালেম।—পার্ব্বতী আমার ঘোম্টা খুলে দিলে।—দেখ্লেম, সম্মুখে দুই মূর্ত্তি!—একজনের হাতে একটা ছোট লণ্ঠন, আর একজন সুধু হাত।—একটী মূর্ত্তি দেখেই আমার ধড়ে প্রাণ এলো!—পার্ব্বতীকে যথার্থই পরম উপকারিণী জ্ঞান কোল্লেম। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী চিন্তে পাল্লেম না।—তারিই হাতে লণ্ঠন ছিল।—লোকটা বুড়ো,—নাই পর্য্যন্ত চাঁপ-দাড়ী,—শ্বেতচামরের মতন পাকা চাঁপদাড়ী;—গলা থেকে পা পর্য্যন্ত

কালো আলুথালু ;—মুখ খোলা।—পার্ব্বতী আমারে তাদের কাছে রেখে ফটকের ভিতরে এসে দাঁড়ালো।—হ্যাঁ, ভাল কথা!—পার্ব্বতী যখন আমারে কালো পোষাক পরিয়ে বার কোরে আনে, তখন আমার সেই রক্তবস্ত্র আর সেই ফুলের মালা সে নিজের কাছেই রেখেছিল,—সঙ্গে কোরেই এনেছিল; ফটক বন্ধ করবার আগে সেই দুটী সে ঐ বুড়োর হাতে দিলে,—দিয়ে হাত নেড়ে ইসারা কোরে আমাদের যেতে বোল্লে। তখন বুঝ্লেম, পার্ব্বতী যাবে না ;—মনে মনে বড় কষ্ট হলো,—তেমন হিতৈষিণী ভগ্নী আমাদের সঙ্গে আস্বে না, এইটী মনে কোরে বড় কষ্ট হলো!—ছলছল চক্ষে পার্ব্বতীর দুটী হাতে ধোরে চক্ষের জলে হাত দুটী ভিজালেম ;—যত মনে এলো, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বার বার তারে নমস্কার কোল্লেম ;—পার্ব্বতীও আমারে আলিঙ্গন কোল্লে। কিন্তু বেশী কথার সময় হলো না। হিতৈষিণী বারম্বার আমার চক্ষের জল মুছিয়ে মিষ্ট বাক্যে বোল্লে, যাও!—কোনো ভাবনা নেই!—সেই লণ্ঠনধারীও হিন্দি ভাষায় আমারে আদর কোরে বোল্লে, "আও মায়ি!"

আমরা চোল্লেম। পার্ব্বতীকে ছেড়ে যেতে মন সরে না, তবু কি করি, না গেলে নয়, কাজে কাজেই চোল্লেম।—বুড়ো সন্ন্যাসী আগে আগে পথ দেখিয়ে চোল্লো, মাজখানে আমি, পশ্চাতে সেই দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ;—নবীন সন্ন্যাসী।—তিনি তখনো পর্য্যন্ত একটীও কথা কন্ নি ;—পথে যেতে যেতেও কথা কোচ্চেন না ; আমি থেকে থেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে একবার তাঁর দিকে একবার ফটকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্চি।—যতক্ষণ দেখা গেল, পার্ব্বতী ততক্ষণ ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে রইলো ; তার পর ফটক বন্ধ কোরে দিলে!

আমরা একটা শুঁড়ি পথে এসে পোড়্লেম।—দু দিকে পাহাড়,

মাঝখানে পথ।—ওসার বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত।—কোনো খানে একটী আলোর নামও নেই; আমাদের সঙ্গে যে আলোটী আছে, কেবল সেইটীই আলো। কোনো দিকে লোকের সাড়াশব্দ শোনা যাচ্চে না।—কতদূরই যাচ্চি, নিকেশ নেই!—পথ আঁকাবাঁকা, সাপখেলানো; আট দশ পা সোজা পথে চোলেছি কি না, মনে পড়ে না! কত ঘোর, কত ফের, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, এই রকমে ঝাড়া চার দণ্ড চলা গেল; পা অবশ হয়ে পোড়্তে লাগ্লো, শরীর অবসন্ন হয়ে এলো;—পথের অন্ত নেই, শেষ আর হয় না!—নবীন সন্ন্যাসী ততক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হয়ে ছিলেন, কিন্তু তখন আর চুপ কোরে থাক্তে পাল্লেন না।—ধীরে ধীরে পথদর্শককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কোথায় নিয়ে চোলেছ?—এটা কোন্ পথ?—আস্বার সময় ত এ দিক্ দিয়ে আসি নি! বুড়ো সন্ন্যাসী অন্যমনস্কভাবে উত্তর কোল্লে,—হাঁ হাঁ, এই দিকেই পথ আছে!

আবার আমরা চোল্লেম। খানিক দূর গিয়ে নবীন সন্ন্যাসী নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে আবার তারে বোল্লেন, নিশ্চয়ই তুমি পথ ভুলেছ! এ পথ কখনই নয়! পাহাড় থেকে নাম্তে হোলে এ রকম পথে আস্তে হবে কেন?—তা ছাড়া শিখর থেকে যখন তুমি আমারে আন্লে, তখন ত এ পথ দেখি নি!—নিশ্চয়ই তুমি পথ ভুলেছ!—বুড়ো বিরক্ত হয়ে মুখ ভঙ্গী কোরে উত্তর দিলে, না গো না! ভুল্বো কেন? রোজ রোজ আমরা এই পথে যাওয়া আসা কোচ্চি, ভুল হবে কেন? এই দিকেই ঠিক পথ;—এসো!

কথার ভাবে সন্দেহ জন্মালো,—তবু তিনি আমারে অভয় দিয়ে আরো খানিক অগ্রসর হোলেন।—সম্মুখে একটা ছোট দরজা।—তাই

দেখেই সন্দেহ বাড়লো।—নবীন সন্ন্যাসী ঈষৎ ক্রোধে সেই সন্ন্যাসীকে বোল্লেন, বার বার বোল্‌ছি, শুন্‌ছো না, কোথায় নিয়ে এলে ?—এতক্ষণে আমি তোমার মতলব বুঝ্‌তে পাচ্ছি!—বুজ্‌রুকি খোরেছ!—আমার কাছে ও সব দমবাজী খাট্‌বে না!—যদি ভাল চাও, এখনি ফিরে চলো,—নেমে যাবার পথ দেখিয়ে দাও,—না হোলে এখনি,—এই দণ্ডেই,—এই মুহূর্ত্তেই তোমার মুণ্ডু উড়ে যাবে!—রেগে রেগে এই কথা বোলেই তিনি কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কিরীচ্‌ টেনে বার কোল্লেন!—বুড়ো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে,—না—না—তা—তা—এরা—না—আমি—কেটো, না—বুড়োমানুষ—ভুলেছি—ভুলেছি!—এই রকম ছাড়া ছাড়া কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর এক দিকে ফিরলো! আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌লেম।—অন্য পথ দিয়ে একটু ঘুরেই আবার সেইখানে!—সম্মুখে সেই ছোট দরজা! চার পাঁচ বার এই রকমে ঘুরে ফিরে গোলক-ধাঁধার মতন যেখানকার সেই থানে! সম্মুখে সেই ছোট দরজা!—সমূহ বিপদ আশঙ্কা কোরে নবীন সন্ন্যাসী আর ক্রোধ সম্বরণ কোত্তে পাল্লেন না;—রাত্রিও প্রায় তিন প্রহর অতীত হয়ে গেছে;—সজোরে বুড়োর গলা টিপে ধোরে চিত কোরে ফেলে গলার কাছে কিরীচ ধোল্লেন! ধোম্‌কে ধোম্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, বল্‌, কে তোরে এ কাজ কোত্তে বোল্লে?—কার কথায় তুই এখানে আমাদের এনেছিস্‌? তোর্‌ মতলব কি? শীঘ্র বল্‌! না বোল্লে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই!—বোলেই এক টিপুনী!

বুড়ো সন্ন্যাসী ঠক্‌ ঠক্‌ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গোঁ গোঁ কোরে বোল্লে, দই গুরু!—দই গুরু!—আমি না!—তারা সব—না না—মেরো না!—দই দই!—পার্ব্বতী—পার্ব্বতী!—কেটো না!—বুড়োমানুষ!—

সব ভৈরবী—দই গুরু !—খুন কোরো না !—সব সন্ন্যাসী—তারা—পায়ে পড়ি !—সব্বাই—না—না—ধরম্ বাপ্ !—তারা !

এই রকম অ্যান্‌কা আন্‌কা কথা বোলে বুড়ো হাঁই ফাঁই কোরে হাঁফাতে লাগ্‌লো !—নবীন সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে আবার তারে তাড়া দিয়ে বজ্রস্বরে বোল্লেন, বল্ না,—থাম্‌লি কেন ?—বল্ না !—কি বোল্‌ছিলি, স্পষ্ট কোরে বল্ !—পার্ব্বতী—ভৈরবী—সন্ন্যাসী—কি তারা ?—শীঘ্র বল্ !—না হোলে এই দ্যাখ্, এখনি দু টুক্‌রো কোরে ফেল্‌বো !—তুই বুঝ্‌লি ?—শীঘ্র বল্ !—এই কথা বোল্লেই আবার এক অন্তর-টিপুনী দিলেন !

বুড়োর আর কথা সরে না !—লণ্ঠনটা তথনো পর্য্যন্ত তার হাতে ছিল, দারুণ টিপোনে অস্থির হয়ে সেটা মাটীতে আছ্‌ড়ে ফেল্‌ছিল, আমি অমনি যেন ছোঁ মেরে তার হাত থেকে লণ্ঠনটা কেড়ে নিয়ে নিজেই হাতে কোরে রাখ্‌লেম। বুড়ো হাঁস্ ফাঁস্ কোত্তে লাগ্‌লো !—ছট্‌ফট্ কোত্তে কোত্তে জিব বার্ কোরে হাত পা ছুড়্‌তে লাগ্‌লো !—বেগতিক দেখে টিপন্‌দার একবার তারে ছেড়ে দিলেন !—ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু আস্ফালন ছাড়্‌লেন না।—ঝঙ্কনাস্বরে বোল্লেন, এখনো বোল্‌ছি, শীঘ্র বল্ !—বজ্জাতি কোল্লে এখনি আমি তোরে মেরে ফেল্‌বো ;—টিপে মেরে ফেল্‌বো !

বুড়ো একটু সাম্‌লে হাত জোড় কোরে হাঁফাতে হাঁফাতে বোল্লে, বোল্‌চি, বোল্‌চি,—ও বাবা ! বোল্‌চি !—দই বাবা ! মেরো না !—আর টিপো না !—ঘাট হয়েছে !—পায়ে পড়ি !—এমন কর্ম্ম আর হবে না !—পার্ব্বতী আমারে তোমার সঙ্গে দেখা করায় !

নবীন সন্ন্যাসী বোল্লেন, হাঁ, আমি তারে চিন্‌তেম না,—পাঁচ সাত

দিন এই পাহাড়ে এসে আমি ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্ছিলেম, এক রাত্রে দৈবাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়। তারে আমি একটা সন্ধান জিজ্ঞাসা করি, সেই জন্যে তোকে আমার সঙ্গে দেয় ;—তা তো জানি ; তার পর ?

" তার পর, তারি কথায় আমি তোমারে ইন্দিরার ঘর দেখাই।"

" তা তো বটেই; কিন্তু তার পর ?"

" তার পর, এই রাত্রে পার্ব্বতী আমারে তোমাদের এইখানে আনতে বলে।—সব সন্ন্যাসীরা,—সব ভৈরবীরা পরামর্শ কোরেছে, কাল সকালে তোমাদের দুজনকে এইখানে নরবলি দেবে! যে ঘরে নরবলি হয়, সেই ঘরেরি এই দরজা।—এ ঘরের চাবীও পার্ব্বতী আমারে দিয়েছে।—দই বাবা! আর আমি কিছুই জানি না!—দই বাবা!—আর আমায় টিপো না!"

বুড়ো এই কথা বোলে একটা চাবীর থোলো বার কোরে দেখালে। নবীন সন্ন্যাসী যেন বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পোড়ে চাবীর থোলোটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন।

আমার বুকটা ঝাঁৎ কোরে উঠ্‌লো!—পার্ব্বতী বিশ্বাসঘাতিনী!—অ্যাঁ!—এত পরামর্শ, এত আত্মীয়তা, এত হিতৈষিতা, সমস্তই জাল!—উঃ!—ডাকিনী!—এ মায়াপুরীর ডাকিনীদের মায়া বোঝে, কার সাধ্য! তখন যে, আমার মনে কত রকম তোলাপাড়া হয়েছিল, অনেক চিন্তা কোল্লেও সে সব এখন আর মনে হয় না!

চিন্তা কোচ্চি, হঠাৎ সেই নবীন সন্ন্যাসী অস্তস্বরে বুড়ো সন্ন্যাসীকে বোল্লেন, বুঝেছি,—এখন চল্‌,—রাত্রি শেষ হয়,—শীঘ্র আমাদের নিয়ে চল্‌,—শিখরের পথ দেখিয়ে দে!—বুড়ো আর দ্বিরুক্তি কোল্লে না।—প্রাণের ভয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চোল্লো।

আর একটা খুব সোজা পথে এক দণ্ডের মধ্যেই শিখরে উপস্থিত!—সেখানে আর একজন সন্ন্যাসী আল্‌খাল্লা মুড়ি দিয়ে যেন ভারী ব্যস্তভাবে এ ধার ও ধার কোচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই তিনি আনন্দে জয়ধ্বনি কোরে উঠ্‌লেন। নবীন সন্ন্যাসীর মুখে আমাদের বিলম্বের চক্রান্ত শুনে তিনি আস্তে আস্তে বুড়োর একখানা হাত চেপে ধোল্লেন। বুড়ো তখন আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চোট্‌পাট জবাব দিয়ে লোক জড় করবার উপক্রম কোল্লে!—শিখরের সন্ন্যাসী একটু বিদ্রূপ-হাসি হেসে বোল্লেন, বাঃ! এ লোকটা তো বেশ চট্‌পোটে!—পতঙ্গের ছট্‌ফটানি দেখ্‌তেও বেশ রঙ আছে!—বোলেই মধুমোড়া দিয়ে বুড়োকে বেঁধে ফেল্লেন;—তারি আল্‌খাল্লা খুলে নিয়ে তারেই পিছ্‌মোড়া কোরে বেঁধে ফেল্লেন!—বেঁধেই এক বগলে তারে আর এক বগলে আমারে ঝুলিয়ে নিয়ে সড়্ সড়্ কোরে পাহাড় থেকে নেমে পোড়্‌লেন!—নবীন সন্ন্যাসীও বীরদর্পে দ্রুতপদে অনুগামী!—যখন আমরা পাহাড় থেকে দুই তিন ক্রোশ দূরে একটা লোকালয়ে এসে পৌঁছিলেম, তখন প্রভাত হলো।

যে দুটী সন্ন্যাসী এই রকমে আমারে সেই মায়াপুরী থেকে উদ্ধার কোরে আন্‌লেন, তাঁরা কে?—তা তুই কিছু বুঝ্‌লি মতি?—যিনি শিখর থেকে আমারে বগলে কোরে নামালেন, তিনি আমাদের জয়চাঁদ।—তিনিই সন্ন্যাসীবেশে পর্ব্বতশিখরে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।—তিনিই আমার সন্ধান পেয়ে চুপি চুপি পঞ্জাবে সংবাদ দিয়ে উদ্ধারের জন্যে তত কষ্ট নিয়ে ততদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।—তিনিই আমাদের জয়চাঁদ!—আর সেই নবীন সন্ন্যাসীই আমার বীরেন্দ্র!—জগতের সমস্ত আনন্দ একত্র!—বহুদিনের পর আমি বীরেন্দ্রকে পেয়ে চক্ষের জলে তাঁরে ভাসিয়ে আধো আধোস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বীরেন্দ্র!—প্রাণের

বীরেন্দ্র!—তুমি কি আমার?—তিনিও আমার দুটী হাত ধোরে অশ্রু-ধারে ভাস্তে ভাস্তে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, ইন্দিরা!—দুঃখিনী প্রেমময়ি! তুমি কি আমার?—সেই এক দিন!—মতি! আমার কপালে সেই এক দিন!—এখন তোরে আমি কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করি, বল্ দেখি মতি! কবে আবার আমি তেমনি কোরে তাঁরে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, বীরেন্দ্র!—প্রাণের বীরেন্দ্র! তুমি কি আমার?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম যামিনী।

কেন ভালবাসি?—

"সেই সে আমার পতি, যতদিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে, তোমার মুখে ছাই!!"

ভারতচন্দ্র।

গল্প শুনে শুনে মতিবালা থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছেন, রোহিয়া অবাক হয়ে একদৃষ্টে গল্পকারিণীর মুখপানে চেয়ে পুতুলের মত বোসে আছে, সপ্তম রজনীতে ইন্দুমুখী ইন্দিরা বিমর্ষমুখে আবার আরম্ভ কোল্লেন।

সাতদিনে আমরা অমৃতসরে পৌঁছিলেম।—সেইখানে জয়চাঁদের একখানি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতেই আমরা থাক্‌লেম। একমাস পরে আমার মনোরথ,—চিরমনোরথ পূর্ণ হলো।—জয়চাঁদের সাক্ষাতেই অগ্নি সাক্ষী কোরে বীরেন্দ্র আমার পাণিগ্রহণ কোল্লেন!—এতদিনের

পর পৃথিবীতে আবার একটু জুড়োবার স্থান পেলেম !—জীবনের বীরে-ন্দ্রকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে ভক্তিভাবে আমি পতিত্বে বরণ কোল্লেম !

তার পর যা যা হয়েছে, তা তুমি জানো।—এর পরে বিধাতা যদি দিন দেন, তা হোলে আরো অনেক জানতে পারবে। তা নইলে—

এই পর্য্যন্ত বোলতে বোলতে চন্দ্রমুখীর চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো ;—বিরস মুখখানি আরো মলিন মলিন দেখাতে লাগলো ;—কষ্টে নেত্রজল মার্জ্জন কোরে কুরঙ্গনয়না সুরঙ্গনয়নে মতিবালার মুখের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বোল্লেন, মতি ! তা নইলে আমার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব কথা আকাশে আকাশে মিলিয়ে যাবে !

মতিবালা সজলনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে কাতরস্বরে বোল্লেন, বালাই !—সে কি !—ও কথা কি বোলতে আছে ?—তিনি আসবেন বৈ কি ?—এসেছেন বৈ কি ?—শুভদিন হবে বৈ কি ?—কেন হবে না ?—আমরা কার কি কোরেছি ? তুমি অতো ভেবো না ; সব ভাল হবে।—তার পর কি হলো ?

ইন্দিরা আবার নেত্র মার্জ্জন কোরে বাষ্পকণ্ঠে বোল্লেন, তার পর সায়েবদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো ;—লালসিং নাগরদোলায় দুলতে লাগলো ;—যাতে কোরে আপনাদের দেশটী আপনাদের হাতে না থাকে, ভিতরে ভিতরে তারি জোগাড় কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোল্লে ! বাইরে বাইরে দেশের লোককে যুদ্ধ কোত্তে পরামর্শ দিলে,—দেশে হুলুস্থুল পোড়ে গেল !—সে সব তুমি ঢের শুনেছ, বেশী আর কি পরিচয় দিব, আমার নিজের কথাই বলি।

বীরেন্দ্রের পিতা খুব রুকে উঠলেন ;—লাল সিঙের দিকেই ঢোলকে পোড়লেন !—গোলাপ সিং আপনার বুদ্ধিতেই রাজার কীর্ত্তি মাৎ কোরে

নিলেন ;—যায় পাহাড়, যায় নদনদী পঞ্জাবরাজ্য টলমল্ কোত্তে লাগ্‌লো ; কে কারে দেখে, কে কারে শোনে ! সেই তুফানে ওঁরা দুভাই দেশত্যাগী হয়ে গেলেন !—ভাগ্যবতী জয়াবতীও সঙ্গে গেলো,—আমরা অকূলে পোড়ে রইলেম !

মতি !—আচ্ছা মতি ! তুই বল্ দেখি, কবে আবার দেখা হবে ?—রোহিয়া ! তুই জানিস্, কবে আমার বীরেন্দ্র আমার হবেন ?—উঃ !—না ! —কেন ভালবাসি ?—মতি !—এ জগতে সকলেই কি ভালবাসে ?—না ! —তা হোলে সংসার এমন জ্বোল্‌বে কেন ?—যে ভালবেসেছে, সে বিরহিণীও জ্বোল্‌চে,—যে বাসে নি, সে অভাগিনীও জ্বোল্‌চে।—যে রমণী ভালবাসে, সে রমণীও জ্বলে, যে কামিনী ভালবাসে না, সে দুঃখিনীও জ্বলে !—যদি এমনি কোরে জগৎসংসার পোড়ে,—আমার মতন যদি জগৎসংসার জ্বলে, তবে সুখী কে ?—উঃ ! কেন ভালবাসি ?—মতি !—রোহিয়া !—তোরা জানিস্, কেন ভালবাসি ?—না ;—আপনার হৃদয়কেই জিজ্ঞাসা করি।

কেন ভালবাসি ?—কেন ভালবাসি ?—কবে মিলন হবে ? মনে মনে এই প্রশ্ন কোরে চন্দ্রমুখী ইন্দিরা চন্দ্রমুখ নীচু কোরে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, হৃদয় ! তুমি কি আমার ?—আবার আকাশপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, ভালবাসা !—সই !—তুমি কি আমার ?

ইতি দ্বিতীয় কল্প।

Printed by R. K. Dass. at the Kasi-Khanda Press.

নির্ঘণ্টপত্র।

তুমি কি আমার ?

অপূর্ব্ব নবন্যাস !

তৃতীয় কল্প ।

তৃতীয় (অন্ত্য) স্তবক ।

সম্বৎ ১৯৩৫ ।

পাঠকমহাশয় !

সারপ্রদা সারদার করুণায় আর আপনার সস্নেহ কৃপায় অদ্য এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসবিহারী বাসুদেবের রাসযাত্রার প্রথম রজনীতে আমি আমার এই নবীন নবন্যাসের তৃতীয় সোপান স্পর্শ করিলাম। প্রথম দুই কল্পে কোনপ্রকারে আপনারে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। দুটী বিষয়ে আমি আপনার নিকট অপরাধী আছি;—অনিচ্ছায় অপরাধী।—প্রথমতঃ প্রথম কল্পখানি সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয়

সূত্র ধারণে অসঙ্গত বিলম্ব করা হইয়াছে। এখন আর সেরূপ দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তবে বলিতে পারি না, বিশ্বরঞ্জনা মনোময়ী প্রকৃতিসতীর মনে কি আছে। প্রকৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তী বলিয়া আমি আর কিছু এ দিক ও দিক ভাবি না;—যিনিই আমার মনোময়ী, তিনিই আমার মনোময়!—দ্বিতীয়তঃ আখ্যায়িকামধ্যে নায়কের ভাগ অধিক, নায়িকা অল্প।—তাহা ছাড়া প্রথম হইতেই গল্পকল্পের গোলমাল দেখাইতেছে, সকল পরিচ্ছেদেই যেন নূতন নূতন আন্‌কা আন্‌কা পরিচ্ছদ দেওয়া হইতেছে, একটী কথারও শেষ হইতেছে না, ইতিহাসের সম্পর্কটী আরো কিছু গোলযোগের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা ছিল, ইতিহাস-ভাগটী ত্যাগ করিয়া কেবল উপাখ্যানভাগটীই সাজাইয়া লইব,—তাহা হইলেই ভাল হইত;—কিন্তু পাঠকমহাশয়! আপনি জানেন, আজকাল এক একজনের এক এক রকম রুচি।—চিরকালই তাহাই বটে, তবুও এখন যেন আর এক রকম;—যেন কেমন কেমন আকাশপাতাল ঠেকে।—আপনার রুচি এক প্রকার, আর একজনের অন্যপ্রকার। সুতরাং সকল দিকের সকল রুচি বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়। কেহ কেহ গল্পের সঙ্গে ইতিহাসের সংস্রব বড়

ভালবাসেন, সেই অনুরোধেই আমারে তাঁহাদের মনস্তুষ্টির আকিঞ্চন পাইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক, আমি বোল আনার উপর অপরাধী হইয়াছি;—দুটী অপরাধে অপরাধী!—তথাপি সাহস হইতেছে, এ অপরাধের ক্ষমা আছে;—অমার্জ্জনীয় নয়!

যে কারণেই হউক, আপনারে আমি এ উদ্যমে প্রীতি প্রদানে অসমর্থ হইয়াছি বোধ হইতেছে। যদি ইচ্ছাময়ীর মনে থাকে, তাহা হইলে আশা করি, এই শেষকল্পে যৎকিঞ্চিৎ প্রীতির সঞ্চার জন্মাইতে পারিব। এ কল্পে সমস্ত সংযোগ এক সঙ্গে সংযোজিত হইবার কথা।—অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর, অনেক প্রফুল্ল প্রফুল্ল দৃশ্য এই কল্পে প্রতিফলিত হইবে। ইতিহাসে যাহা নাই, লোকেও যাহা শুনেন নাই, সে সকল ঘটনাও এই কল্পে স্থান পাইবে।—নিরাকারা আকাশকামিনী কল্পনাদেবী মধ্যে মধ্যে স্বপ্নযোগে আমারে যে সকল উপদেশ দিবেন,—পাঠকমহাশয়! রাত্রিশেষে চুপি চুপি দয়াময়ী আমার কাণে কাণে যে সকল পরামর্শ দিবেন, অসঙ্কোচে আবরণ মোচন করিয়া তাহাও আমি আপনার নেত্রপথে ধরিয়া দিব।—দেখিয়া আপনি সুখী হইবেন কি না, জানি না,—বলিতেও পারি না,—কিন্তু আমার

নিজের আকিঞ্চনের ত্রুটী পাইবেন না। ফলকথা,—এই শেষ কল্পে আমি একবার "সব নেহি জান্তা" নামের উপর দিয়াও দুই এক পাদ অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইয়া দেখিব। অহঙ্কার ভাবিবেন না, বিরক্ত হইবেন না, কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্য ধারণ করুন।

পাঠকমহাশয়!

আমি আপনার চির অনুগ্রহের অযোগ্য পাত্র। এই কারণে মাঝে মাঝে নিজের কথায় বিরাম দিয়া নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া আপনারে দুই একটী নূতন কথা শুনাই। দ্বিতীয় কল্পের সপ্ত পরিচ্ছেদে সপ্ত রজনীতে আখ্যায়িকার নায়িকা ইন্দিরা দেবী যে একটী জীবনকাহিনী ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আপনি স্থূল স্থূল অনেক পরিচয় অবগত হইলেন বোধ হয়। এই কল্পে আর একটী কামিনী আর একটী কাহিনীর অবতারণা করিবেন, সেই গল্পে আপনার হৃদয়-পদ্ম ফুটিবে,—হৃদয়ভৃঙ্গ নাচিবে,—হৃদয়তন্ত্রী বাজিবে!—বেশী হাসিবেন না, বেশী লজ্জা দিবেন না, বেশী দুঃখ পাইবেন না,—আর আমার অনুরোধ,—রাগ আসিলেই করিবেন না।

আর একটী বিষয়ে আমি ক্ষমা চাই।—মধুমতী ইন্দিরাসতী নিজের জীবন-আখ্যানে একটী ধর্ম্মদলকে

স্পর্শ করিয়াছেন। নানকপন্থী ধর্ম্মের জনকতক লোক তাঁহারে অশেষ বিশেষে যন্ত্রণা দিয়াছে!—পাঠকমহাশয়! কোন্ ধর্ম্মে ভণ্ডতপস্বী নাই?—সকল দলেই ভণ্ডদল আছে। নানকপন্থী ধর্ম্মটী নিতান্ত অপদার্থ নয়,—এ ধর্ম্মে সার আছে, এ ধর্ম্মে পবিত্রতা আছে,—উদারতাও বেশ আছে।—এই ধর্ম্মে যথার্থ ভক্তিমান ধার্ম্মিকেরা অনেক ধার্ম্মিকের আদর্শ। গুরুনানক আমাদের দেবতুল্য পূজনীয়। তাঁহার ভক্তেরাও আমাদের ভক্তিভাজন।—তবে যেসকল ছদ্মবেশী ধূর্ত্তলোক স্বধর্ম্মের দোহাই দিয়া অধর্ম্মের অভিনয় করে, তাহারা পাষণ্ড!—ইন্দিরার মুখে আপনি যে ভয়ঙ্কর চক্রের ঘটনা শুনিলেন, সে চক্রের ভক্তেরা ঘোর পাষণ্ড, ঘোর দাম্ভিক, ভয়ানক নৃশংস চণ্ডাল, নরভোজী নরহন্তা রাক্ষস!—এই দৃষ্টান্তে আপনার মনে যেন এমন ধারণা হয় না যে, নানকপন্থী ধর্ম্মই ঐ রকম,—ধর্ম্মই একেবারে অপবিত্র!—ধর্ম্ম কখনই অপবিত্র হইবার বস্তু নয়।—যাহার যেমন রূপ, দর্পণে তাহার তেমনি ছায়া পড়ে।—ধর্ম্মদর্পণে ধর্ম্মসেবকের ছায়া পড়ে। সেবকের আচরণেই সেই ছায়ার সুকৃতি বিকৃতি। সেবকের চেহারার ছায়া পড়ে না, স্বভাবের ছায়াতেই তাহার সুকৃতি বিকৃতি।

পাঠকমহাশয় ! আর একবার পুনরুক্তি করি, এই আমার এ আখ্যায়িকার শেষ কল্প।—যেখানকার যাহা, যেখানকার যে সূত্র, যেখানকার যে ছায়া, যেখানকার যে ছবি, যেখানকার যে ঘটনা,—যেখানকার যে ধর্ম্ম, যেখানকার যে গুপ্তকথা, সমস্তই এই কল্পে একসঙ্গে সূত্রে গাঁথিয়া এক খেয়া সূত্র আপনার পবিত্র হস্তে অর্পণ করিব;—তখন জানিবেন,—পাঠকমহাশয় ! অধৈর্য্য হইবেন না,—বিরক্ত হইবেন না, হতাশ ভাবিবেন না, অস্থির হইবেন না, সর্ব্বরী অবসানপ্রায়,—অল্পদিন ধৈর্য্য ধারণ করুন,—তখন জানিবেন, কোথাকার পাপ কোথায় গড়াইল, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইল !

আজ এই পর্য্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ।—এখন অনুমতি হয়, আমি একবার নাট্যশালায় প্রবেশ করি !

অপিনারি

আমি।

সব নেহি জান্তা।

তুমি কি আমার?

অপূর্ব্ব নবন্যাস!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাঘ্র পিঞ্জরে।

"সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
তোর বাপের পাপ যে, ফলিল এত কালে॥"

কবি কৃত্তিবাস।

এই সেদিন বসন্ত গেল, আবার বসন্তকাল উপস্থিত!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর এক চক্র ঘুরে গেল!—আবার বসন্ত উপস্থিত!—আবার প্রকৃতিদেবী মনের মতন নবীন সাজে সাজিলেন।—সাজিলেন আর হাসিলেন।—আবার সুনীল নভস্তল সুনীল রঞ্জনে রঞ্জিত হইল।—আবার সুধাময় বসন্তচন্দ্র সুবিমল আকাশের সুবিমল হৃদয়ে হাসিমুখে দেখা দিলেন।—আবার সুধাপিপাসী চকোরেরা সুধাকরের সুধাপানে প্রমত্ত হইল।—সুহাসিনী কুমুদিনী আবার সুবিমল সরসীনীরে হাসিমুখে ভাসিল।—নক্ষত্রমালা আবার হেমন্তঋতুরে উপহাস করিয়া দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিল। আবার বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জতরু মুঞ্জরিল।—আবার বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, উপবনে উপবনে, নিকুঞ্জের লতায় লতায়

সুমোহন নবকুসুম ফুটিল।—আবার কুসুমসৌরভে চারিদিক আকুল করিয়া প্রেমিকের হৃদয়প্রাণ ব্যাকুল করিল।—বুকুলে বকুলে, মুকুলে মুকুলে, নবধবাগমনের কোলের নূতন ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে মধুব্রত আবার চুম্বন দিয়া গুঞ্জন করিয়া উড়িল।—আবার রসালে রসালে উচুঁ উচুঁ ডালে ডালে কালো কোকিল কুহুরবে ডাকিল।—পাপিয়ারা আবার বঁধুমুখে মুখ দিয়ে পিও পিও রবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।—বৌ কথা কও আবার বসন্তরাগ আলাপ করিয়া বৌগুলির মানভঞ্জনের ধুয়া ধরিতে লাগিল।—হলুদমাখা কোনে বউ আবার ঘরের কোণে বসিয়া পাখীর কথায় কথা কহিতে শিখিল!—বড় বৌ আবার পাখীর সাধনায় অভিমান ত্যাগ করিয়া হৃদয়-পাখীর কাণে কাণে প্রেমের কথা কহিলেন!—ছোট বৌ আবার পাখীর আদরে মুখ ভারী করিয়া প্রাণের পাখীকে কীল উঁচাইয়া রাঙাচরণের লাথী ছুড়িয়া মারিলেন!—নতুন বৌ আবার পাখীর উপর রাগ করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া মান করিয়া বসিলেন! আবার বসন্ত-কাল উপস্থিত!—পাখী আবার পালক নাড়িয়া গলা ফুলাইয়া ডাকিয়া বলিল, বৌ! কথা কও!

ভুবনমোহিনী প্রকৃতিসতী আবার যেন ভুবনমোহিনী সাজিলেন;—সাজিলেন আর হাসিলেন।—ভগবান দিনমণি আবার "মকরে প্রখর প্রভাকর" নামটী উজ্জল করিয়া উত্তরায়ণে প্রবেশিলেন। আবার দিন-মান কমিয়া গেল, রাত্রিমান আবার বাড়িয়া উঠিল।—রণজিতের রাজ্য ইন্দ্রজিতের হইল!—কত সতী পতিহারা হইল, কত জননী পুত্রশোকে ডুবিলেন, কত উলট্ পালট হইয়া গেল!—মহাবীর মহাতেজস্বী ইংরেজবাহাদুর পঞ্জাবরাজ্যের রাজা হইলেন।—লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল।—পঞ্জাবে এখন কোম্পানির রাজত্ব।

লাহোরে তাঁবু পোড়েছে।—রাজমহিষী, রাজমন্ত্রী, কুমার দলীপ সিং ইংরেজ-সম্ভাষণে প্রবোধিত হয়েছেন।—দেশবৈরী,—জাতিবৈরী,—বিশ্বাসঘাতক পঞ্জাবী বীরেরা যথাযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন।—যার যেমন কপালজোর,—তিনি তেমনি ধরণের পারিতোষিক লাভ কোরেছেন।—যুদ্ধের সময় যারা যারা যে যে রকমে অপরাধী হয়েছিল, তারা সকলেই সেই সেই রকমে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে।—আজ দুজন পলাতক খুনী আসামীর বিচার।

শিবির খুব সরগরম।—কাপ্তেন, কর্ণেল, জাঁদ্রেল, আর হরকসম গোরাসেনা গিস্‌গিস্‌ কোচ্ছে।—হিন্দুস্থানী শান্ত্রীরাও তোবদান-বন্দুক এঁটে সারি সারি বারখাড়া হয়েছে।—যাদের রাজ্যটী দুদিন আগে দখল করা হয়েছে, তারাও কৃতনক শিকসন্তান চিরানুগত দাস হয়ে লম্বাদার দাড়ী চুম্‌রে, দু'হাতে সেলাম বাজিয়ে, তলোয়ার ঝুলিয়ে, সাঙীণ চড়িয়ে তাঁবুর বাইরে মস্‌মস্‌ শব্দে পাহারা দিচ্ছে।—ভিতরে বাহিরে রাঙা কালা পোষাকের বেহদ্দ বাহার!—মজলিস ভারী জল্‌জ্‌লাট্‌!

একজন শ্বেতবর্ণ বিচারকর্ত্তা উচ্চ আসনে বাস দিয়ে চস্‌মা তুলে তুলে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাচ্ছেন, আর ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পাশের একজন আমলার সঙ্গে কি পরামর্শ কোচ্ছেন। বাহিরে মকরের দুই প্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছে,—তাঁবু ফুঁড়েও ঝলকে ঝলকে অগ্নিকণা বর্ষণ হোচ্ছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা দুইপ্রহর অতীত।

হাতকড়ি বাঁধা চাপ্‌রাসীতে ঘেরা দুজন লোক কাটগড়ার ভিতর প্রবেশ কোল্লে। যে দুজন খুনী আসামীর আজ বিচার হবার কথা, এরাই তারা।—কে এরা?—প্রেমিকনাগর শূরসেনাপতি মহাবীর অতল সিং ওরফে কালভোজ, আর তার পিতৃবৎসল শূরকুমার সমর সিং।

এরা এখানে কেন ?—খুনী মকদ্দমায় আসামীই বা কেন ?—কারে এরা খুন কোরেছে ?—পাঠকমহাশয় ! আপনি স্মরণ কোত্তে পারবেন, এক রাত্রে এই সমর সিং আপনার স্ত্রীকে অস্ত্রাঘাতে অচেতন করে, সেই সূত্রেই এই অভিযোগ ?—কালভোজের লীলাখেলা অসংখ্য, তার মধ্যে কোন্ ছিদ্রে এই বাঘ বেরিয়েছে, মকদ্দমার হেতুবাদটী শুন্‌লেই সেটী আপনার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হবে।

মকদ্দমার হেতুবাদটী ঠিক এই রকমের।—১নম্বর আসামী অতল সিং ওরফে কালভোজ সিং রাত্রিকালে লোক ভেজাইয়া ইন্দিরানামে এক ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা অবিবাহিতা কুমারীকে তাহার আপন বাগানবাটী হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া ও গুম্ করা ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী হইয়া আইনের হস্ত অতিক্রম করণের মতলবে লুকাইয়া থাকা ও এত দীর্ঘকালের মধ্যে হারা হওয়া ইন্দিরা-বালিকার কোন অন্বেষণ না পাওয়া গতিকে আসামীমজকুর তাহাকে গোপনে খুন করা ইত্যাদি এজেহারে এক বেনামী দরখাস্ত আসিয়াছে।

২নম্বর ফেরারী আসামী সমর সিং রাত্রিকালে আপন বিবাহিতা পত্নী জয়াবতীনাম্নী স্ত্রীলোককে ছোরা মারিয়া আহত করা ও সেই আঘাতে উক্ত জয়াবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি হেতুকে দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে। আসামীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হওয়ার পর আসামীমজকুর এক মাহাকাল পলাইয়া লুকাইয়া ছিল। অতঃপর ফৌত হওয়া জয়াবতী স্ত্রীলোক মৃত্যুকালে একজন আত্মীয়কে যে যে কথা বলিয়া গিয়াছিল, সেই কথা প্রমাণে ফৌত হওয়া স্ত্রীলোক জয়াবতীর উক্ত আত্মীয় লোক এই মকদ্দমার মাতব্বর মূল সাক্ষী হইয়াছে।

তিন দিন মকদ্দমার শুনানি হয়ে গেছে, সাক্ষীর জোবানবন্দীও

এক রকম শেষ হয়েছে, আজ শেষ দিন। পঞ্জাবে সায়েব সবে নতুন,—সেখানে আইন-আদালতের জোর কিছু কম;—আজিও প্রায় নিয়ম বহির্ভূত বোলে জোর কিছু কম চলে;—তখনকার কথাই এক স্বতন্ত্র।—উড়ো দরখাস্তে,—উড়ো সাক্ষীর উড়ো কথায় আসামীদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়ে গেল! হাকিম বাহাদুর হুকুম দিবার ভঙ্গীতে তুলে তুলে কাগজ টেনে নিয়ে কলম কাম্ড়ালেন।

হুকুম হয়, দেরী নাই,—হাকিমের কাঞ্চনবর্ণ গোঁফদাড়ী ঘন ঘন শ্বেত করপদ্ম সঞ্চালনে একবার উঠ্ছে একবার নাম্ছে, এমন সময় গন্ গন্ গন্ গন্ শব্দে দুখানা পাল্কী এসে তাঁবুর বাইরে থাম্লো; একজন ছদ্মবেশী ঘোড়সওয়ার গম্ভীরবদনে দুন্ কদমে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। বেশ রাজপুত্রের মতন রূপ,—রাজপুত্রের মতন সাজ-গোজ;—দিব্বি সুপুরুষ!—হাকিম সাহেব বিশেষ সমাদর কোরে তাঁরে বসালেন। তিনি বোসেই বিমর্ষমুখে ব্যগ্রভাবে বোল্লেন, এ দুটী মকদ্দমার আসামীরা যে অপরাধে ধরা পোড়েছে, সে অপরাধে এরা অপরাধী নয়।—যে দুটী স্ত্রীলোককে খুন করা অভিযোগে এরা আসামী, সে দুটী স্ত্রীলোক বেঁচে আছে,—মরে নি।—সঙ্গে কোরে এনেছি, ঐ পাল্কীতেই আছে, ইচ্ছা হোলে আদালত এখনি তদন্ত কোত্তে পারেন।

আদালতশুদ্ধ সকলেই চমকিত হোলেন; হাকিমও সন্দেহ রাখ্লেন না;—আসামীরা বেকসুর খালাস পেলে! বেরিয়ে যায় যায় এমন সময় আর একজন সিপাহী এসে এজেহার দিলে, আসামী কালভোজের এক বন্দীশালায় দুটী মৃতদেহ পাওয়া গেছে, অনুসন্ধানে জানা গেল, কালভোজ তাদের খুন কোরেছে!—আবার নূতন মকদ্দমা রুজু হলো, ১ নম্বর আসামীর বন্ধন মোচন হলো না, মকদ্দমা মুলতুবি থাকলো, ঘোড়সওয়ার আর

বাধা দিতে পাল্লেন না, হাজতের হুকুম হলো।—২ নম্বর আসামী সমর সিং খোলসা পেয়ে চোলে গেলেন।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে, ফিরোজপুরের এক বিজন কারাবাসে ইন্দিরা যখন বন্দিনী, সেই সময় এক রাত্রে "মেই ভুখা হে।!" আওয়াজ শুনে তিনি ভয় পান। তার পর একটা পর্দাঢাকা চোরা কামরায় পোড়ে গিয়ে একটা কালো মশারির ভিতর যে দুটী রক্তমাখা মানবদেহ দেখেন,—ধর্ম্মের কর্ম্ম,—ইংরেজের প্রতাপে এতদিনের পরে সেই খুনের কিনারা হোচ্ছে!

অতল সিং হাজতে চোল্লো।—চাপরাসীরা যখন তারে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায়, হাজতী সেই সময় সেই আগন্তুক ঘোড়সওয়ারের দিকে কটাক্ষপাত কোরে ছল, ছল চক্ষে মনে মনে বোল্লে, উঃ! চিনিছি, চিনিছি!—তুমি আমারে ফাঁসী থেকে আজ বাঁচালে!—উঃ!—বৎস! তুমি কি আমার ?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়াবতীর ভারতী।

যতটুকু দেখিয়াছি, যত আছে মনে।
যতটুকু হোতে পারে, নব দরশনে॥
যতটুকু ধরে এই অবলা অন্তরে।
ততটুকু রাখিয়াছি পুতু পুতু কোরে॥

যতটুকু ভেবে এনে বুঝাইতে পারি।
প্রকাশিব ততটুকু, পারি আর হারি॥
হাসো হেসো, কাঁদো কেঁদো, গালি দাও দিও।
দাগী যদি থাকো কেহ, গাঁয়ে পেতে নিও॥
অবলা কুলের বালা, আমি তা ধরি নি।
কাহারেও ঠেসে ঠাসে কটাক্ষ করি নি॥
তবু যদি গায়ে পোড়ে, চলাইতে চাও।
চলাও চলাও তবে, চলাও চলাও!!
আপনারি দফারফা, দড়ী হবে সার!
আমি সতী, কুলবতী, কি হবে আমার!!
আপনি জরিবে বিষে, হেরিবে আঁধার!
আমি সতী কুলবতী, কি হবে আমার!!

কুটুম্বিকা।

চন্দ্রভাগানদীতীরের কুঞ্জগৃহে জয়চাঁদ বোসে আছেন। নিকটে কেউ নাই, ঘরে আলো নাই, রাত্রি প্রায় এক প্রহর।—জয়চাঁদ প্রায় চার দণ্ড বোসে আছেন; কেউ নাই।—চার দণ্ড পরে গৃহমধ্যে তিনটী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান।—রোহিয়া একটী বাতী হাতে কোরে আগে আগে এলো, পশ্চাতে দুটী কামিনী।—কামিনী দুটী কে?—ইন্দিরা আর জয়াবতী।—জয়াবতী এখানে কেমন কোরে এলেন?—কালভোজের হাজত হবার পর জয়চাঁদ এঁরে এইখানে এনে রেখেছেন। তাঁরা এসে একধারে দাঁড়াবামাত্র আর এক দিকের আর একটী দরজা দিয়ে চটুলা বালা মতিবালা হাস্তে হাস্তে প্রবেশ কোল্লেন। জয়চাঁদকে দেখেই মতি খিল্ খিল্ কোরে হেসে দৌড়ে গিয়ে ইন্দিরার গলা জড়িয়ে দুজনেই

একদৃষ্টে জয়চাঁদের মুখপানে চেয়ে রইলেন।—জয়াবতী আড়ষ্ট!—রোহিয়া আড়ে আড়ে মিট্ মিট্ কোরে চেয়ে বাতীটা এক পাশে নামিয়ে রেখে ত্রিভঙ্গঠামে নাকে হাত দিতে দাঁড়িয়ে ন্যাকা ন্যাকা কোরে বোল্লে, ও মা!—অবাক!—তুমি এসে এই অন্ধকারে একলাটী চুপ্‌টী কোরে এখানে বোসে রয়েছ?—জয়চাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গম্ভীর-বদনে বোল্লেন, কি করি বলো! বিধাতা অন্ধকারে রেখেছেন, কাজে কাজেই অন্ধকারে থাকি!

ইন্দিরা এই আক্ষেপোক্তির তাৎপর্য্য বুঝ্লেন।—একটু টিপিটিপি হেসে ধীরে ধীরে ধীরস্বরে বোল্লেন, তা আর কে রয়েছ?—আমাদেরিই বা অন্ধকারে কে রেখেছ?—সেদিন কি না মিছিমিছি একটা ছল কোরে এই কোণের স্ত্রী দুটীকে সায়েবদের তাঁবুতে নিয়ে হাজির কোল্লে!—তুমি বোলেছিলে বোলেই আমি বেরিয়েছিলেম, তা নইলে কার সাধ্য ইন্দিরারে ঘরের বাইরে পা দেওয়ায়!

জয়চাঁদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লেন, কি করি বলো! হক্ না হক্ দুটো লোকের খামকা ফাঁসী হয়, তা কি দেখা যায়?—পাপী তারা অবশ্যই বটে, কিন্তু যে পাপে পাপী নয়, সে পাপে দণ্ড হওয়াটা কি ভাল?—তোমরা ত অবুঝ নও, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, সকলই বুঝ্তে পারো, তোমাদের জন্যেই আমার প্রাণপণ। যাতে কোরে তোমরা সুখী হও, সেই চেষ্টা ছাড়া জগতে আর আমার দ্বিতীয় বাসনা নাই। তোমরা বোসো, আরো একটা তুফান উঠেছে শোনো। ইংরেজের প্রতাপ কিন্তু খুব তেজালো!—যা বলো যা কও, রাজা বোলতে গেলে যথার্থ পরাক্রান্ত রাজাই ইংরেজ।

রমণীরা বোস্‌লেন।—জয়চাঁদের নিকটে গিয়েই বোস্‌লেন। কি

এক নূতন তুফান উঠ্‌লো, স্ত্রীলোকের মন,—সেইটী শোন্‌বার জন্যে ঘন ঘন উতলা হোতে লাগ্‌লো। জয়চাঁদ বোল্লেন, ইন্দু!—মা!—এক তোমারে নিয়েই যত কাণ্ড!—সেই যে আমরা সপ্তশৈলের শিখর থেকে একটা বুড়ো সন্ন্যাসী ধোরে এনেছিলেম, আমাদের রাজদরবারে তার ত কিছুই বিচার হয় নি।—বুড়োর মুখ দিয়ে অনেক কথা বার কোরে নেওয়া গিয়েছিল, তবুও তার অনুসন্ধান হলো না!—সাত বৎসর হলো, পঞ্চনদসিংহ রণজিৎসিংহ স্বর্গবাস কোরেছেন, সাত বৎসর হলো, পঞ্জাব-সূর্য্য এ জন্মের মত অস্তগত হয়েছেন, এরি মধ্যে রাজ্যে আর সুখশান্তি স্থান পায় না! যদিও ফেরিঙ্গীরাজ আমাদের দেশে বিদেশী, তথাপি ইন্দিরা! নিস্তেজ অপদার্থ স্বদেশী রাজার চেয়ে তেজীয়ান বলবান রাজা খুব ভাল।—ইংরেজেরা কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে সেই ভৈরবীচক্রে ঘাঁটা দিয়েছেন! এখানকার পান্থশৈল,—ধর্ম্মশালা তিন রাত্রের মধ্যেই শূন্য হয়ে গেছে! এখন সব গোলন্দাজ সিপাহী চতুর্দ্দিকে বেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ধূম লাগিয়েছে। এই অবকাশে আমিও একটু রং লাগিয়ে দিয়েছি;—গোপনে গোপনে সন্ধান বোলে দিয়ে এসেছি!—ধরা তারা পোড়্‌বেই পোড়্‌বে!—এইবারে ঘুঘুর বাসায় আগুন লাগ্‌বেই লাগ্‌বে!—আমিও সেই বুড়োটাকে ছাড়ি নি!—খুব শক্ত শিকল দিয়ে বেঁধে চোকে চোকে পাহারায় রেখেছি!—এইবার দেখা যাবে, ধর্ম্মের বুজরুকি কতদূর চলে!

ইন্দিরা একটু বিমর্ষবদনে বোল্লেন, তবে হয় তো আমারেও সে মকদ্দমায় সাক্ষী হোতে হবে!—জয়চাঁদ বোল্লেন, তা যাতে না হয়, সে উপায় আগেই আমি ঠাউরে রেখিছি।—এখন তোমরা খুব সাবধানে থেকো, কোনো ভয় নেই, আমার হাতে আজকাল অনেক কাজ, সমস্ত

রাত আমি থাক্‌তে পার্‌বো না, সকল রাত্রে আস্‌তেও পার্‌বো না, তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, কোনো ভয় নেই।—এই সব কথা বোলে এই রকমে সাবধান কোরে জয়চাঁদ সে রাত্রে চোলে গেলেন। রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর অতীত।

জয়াবতী অবাক হয়ে জয়চাঁদের মুখপানে চেয়ে ছিলেন, যতগুলি কথা তিনি বোলে গেলেন, দুটী চারটী ছাড়া তার আর কোনো কথাতেই জয়া তখন প্রবেশ কোত্তে পারেন নি;—কোথায় কি কাণ্ড হয়েছে, তা তিনি জানেনও না।—জয়চাঁদ বিদায় হবার পর মুখখানি নীচু কোরে লজ্জাবতী জয়াবতী ইন্দিরারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, হ্যাঁ ভাই! কি ভাই?—বোলে গেলেন ধর্ম্মের বুজরুকি;—ধর্ম্মের বুজরুকি কি রকম ভাই?—কাদের বাসায় আগুন দেবে ভাই?

ইন্দিরা একটু মুচ্‌কে হেসে উত্তর কোল্লেন, যারা আমার প্রাণের বাসায় আগুন দিয়েছিল, যারা আমার ভালবাসায় আগুন জ্বাল্‌বার কাঠ-পাতা জড় কোরেছিল, তাদেরি বাসায় আগুন দেবে! উঃ!—নিশ্বাস ফেলে এই কটী কথা বোলে সংক্ষেপে ভৈরবীচক্রের মর্ম্মভেদ কোল্লেন। জয়াবতী শিউরে উঠ্‌লেন।—একটু এগিয়ে গিয়ে সোরে বোসে ইন্দিরার মুখপানে চেয়ে বিমর্ষভাবে বোল্লেন, ও ভাই! ও কথা আর বোলো না! সকল দেশেই ঐ দশা!—আমাদের দেশে তো বরং একটা কি দুটো দল বই নয়, আর আর দেশে অগুন্তি!—ধর্ম্মের দুর্দশা আজকাল সকল দেশেই ঘট্‌তেছে!—কলিকাল কি না, তিন পাদ ক্ষয় হয়েছে কি না, তাই জন্যেই এমন হুলুস্থূল বেধেছে! আমরা বাঙ্গ্‌লা দেশে গিয়েছিলেম, সেখানে যে, কত কি, কত কাণ্ডকারখানা দেখে এলেছি, শোনো যদি, অবাক্ হয়ে যাবে!

এই রকম আর অন্য রকম অনেক গৌরচন্দ্রিকার পর, বাক্যবতী জয়াবতীর ভ্রমণ-ভারতীর সূত্রপাত হলো।

জয়াবতী গা ছুলিয়ে ছুলিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, হাত উল্‌টে উল্‌টে, একবার হেলে পোড়ে, এক বার সোজা হোয়ে, চড়বড় কোরে গল্প আরম্ভ কোল্লেন। মুখ দিয়ে যেন খৈ ফুট্‌তে লাগ্‌লো,—কপালের দু পাশে অলকদাম মৃদু বাতাসে আর মুখের দুলুনিতে অল্প অল্প দুল্‌তে লাগ্‌লো। কোকিলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বোল্লেন, আগেই তোমরা শুনেছ, আগ্রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। মল্লিকে বোলে আমার সঙ্গে যে সহচরী ছিল,—একটা সরাইয়ে পৌঁছে তারে আমি বোল্লেম, মল্লিকে! আমরা এক কাজ করি আয়!—আয় আমরা ভৈরবী সাজি!—তা নইলে সহরের পথে, লোকালয়ের পথে, বিদেশের পথে, এ রকম বেশে দুটী মেয়েমানুষে হেঁটে যাওয়া সহজ হবে না, ভালও দেখাবে না।—মল্লিকে তখুনি রাজী হলো।—গায়ের গয়নাগুলি খুলে খুলে একটা পুঁটুলী বাঁধ্‌লেম।—বাজার থেকে গেরুয়াবসন কিনে এনে সর্ব্বাঙ্গে ছাইভস্ম মেখে দুজনেই আমরা যোগিনীবেশে সাজ্‌লেম!

মল্লিকেতে আমাতে দুজনেই যোগিনী সেজে ভৈরবীবেশে এক এক ত্রিশূল হাতে কোরে সেই দিনেই আগ্রা থেকে বেরুলেম। পথে আর কোনো ভয়ই থাক্‌লো না! আপনাদের বেশ দেখে আপনারাই হেসে হেসে মরি! কার সাধ্য চিন্‌তে পারে! তিন দিনের মধ্যে কত মঠে আশ্রয় নিলেম, কত মন্দিরে রাত্রি যাপন কোল্লেম, কত জায়গায় পূজা পেলেম, মাঝে মাঝে দু চারজন ভক্তও জুট্‌লো। ভয় হয়েছিল, পাছে কেউ সঙ্গ নেয়!—সৌভাগ্যবশে তাতে কেউ সাহস কোল্লে না;—চেলা হলো না। আমরা ক্রমে ক্রমে দুটীতে গল্প কোত্তে কোত্তে পশ্চিমদেশের

সীমা ছাড়ালেম।—বাঙলাদেশে গিয়ে পোড়লেম। যত দিনে যাওয়া যায়, তার চেয়ে আমাদের ঢের বেশী দিন লেগেছিল। এক দিনের পথ চার দিনে, দুদিনের পথ দশ দিনে, এই রকমে থেমে থেমে, জিরিয়ে জিরিয়ে, মাঝে মাঝে আড্ডা নিয়ে নিয়ে, মন্দিরে মন্দিরে ধন্না দিয়ে দিয়ে, বেশ থিতিয়ে জিরিয়ে গিয়েছিলেম।

বাঙলায় আমাদের নতুন যাওয়া হলো, সে কথা আর তোমাদের বল্‌বার আবশ্যক করে না। বাঙলাদেশটী বেশ দেশ;—আমাদের চক্ষে সব নতুন। সায়েবের রাজত্ব হয়ে অবধি পথঘাট দিব্বি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েচে। পথে ঘাটে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায়ই নেই; আমরা বেশ বে-পরোয়া চোলে গেলেম। দু পাঁচটা জায়গা দেখতে দেখতে একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হোলেম।—জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সে জায়গার নাম বীরভূম। শুন্‌লেম, সেখানে রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, আর ছোট ছোট গোটাকতক তীর্থ আছে। ময়ূরাক্ষী নদী বড় চমৎকার! দিনের মধ্যে প্রায়ই জল থাকে না; কিন্তু আকাশের পশ্চিম কোণে একটু মেঘ কোল্লেই চক্ষের নিমিষে একেবারে তীর ছাপিয়ে, বুক ফুলিয়ে, প্রবল বেগে স্রোত বইতে থাকে!—খানিক পরেই যে সেই!—ঠাঁই ঠাঁই বালী চিক্ চিক্ করে, ঠাঁই ঠাঁই ডাঙা ধূ ধূ করে, ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু জল যেন ঝিল্‌মিল্ কোরে খেলা করে, ঠাঁই ঠাঁই পাথর চক্ চক্ করে, দেখতে বড় চমৎকার হয়! শুনে আমাদের কেমন মন হলো, আমরা রাণীগঞ্জ থেকে সরাসর বীরভূম চোলে গেলেম। যে কটা তীর্থের নাম শুনেছিলেম, একে একে দর্শন কোল্লেম;—কুণ্ডদুটী দেখে দেবতার উপর কিছু ভক্তিও হলো; নিকটের এক ঠাকুরবাড়ীতে এক রাত্রি বাস কোল্লেম। তার পরদিন শুন্‌লেম, একটু দূরে বিষকাঁদী নামে একখানি

গ্রাম আছে, সেখানে কবিদেব জয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত বৈষ্ণবেরা সেই স্থানটীকে পরম তীর্থস্থান জ্ঞান করেন।—জয়দেবের নাম শুনে শরীর রোমাঞ্চ হলো! দশজনের সাক্ষাতেই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারে জল পোড়লো!—তখনি দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা জন্মালো; মল্লিককে সঙ্গে কোরে তখনিই আমি বিল্বকাঁদীতে যাত্রা কোল্লেম। ভৈরবী এসেচে শুনে যারা যারা আমাদের দেখ্‌তে এসেছিল, তারা সকলেই আমাদের ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ কোল্লে! আমরা মনে মনে হেসে হেসে এক একবার হাত তুল্লেম!

বিল্বকাঁদীটী ছোট গ্রাম। ভদ্রলোকের বাস অতি কম। চারি দিকেই প্রায় ঝাপি জঙ্গলে পূরে গেছে। তবু,—ভগবানের কেমন মাহাত্ম্য, একজন মহাপুরুষ সেখানে জন্মেছিলেন বোলে দেখ্‌লেই মনে ভক্তির সঙ্গে আহ্লাদ হয়! স্থানটী যেন রাধাকৃষ্ণ মাথায় কোরে জল্ জল্ কোরে জোল্‌চে!—রাধাকৃষ্ণ আর জয়দেব গোস্বামীর যে সকল চিহ্ন আজো পর্য্যন্ত সেখানে আছে, সে সকল দর্শন কোরে,—মল্লিকের কি হয়েছিল বোল্‌তে পারি না,—আমার মনে কিন্তু যথার্থই ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। তিন দিন সেখানে থেকে আমরা সিউড়িতে যাই। জেলার মধ্যে সিউড়িটী এক রকম সহর। রাস্তাঘাট বেশ আছে, দোকান-পসার আছে, দুই একখানা পাকা বাড়ীও দেখা যায়, হাকিম সুবোর কাছারী হয়, দেখ্‌তে এক রকম ছোট খাটো দিব্বি সহর। আমোদ কোরে দেখ্‌বার কিছুই নেই, তবুও বাজারের শোভাতে জায়গাটা বেশ সুন্দর দেখায়।—সাত দিন আমরা সিউড়িতে ছিলেম। অনেক লোক আমাদের দেখ্‌তে আস্‌তো, অনেক রকম মেয়েমানুষও আস্‌তো, আর উচক্কা উচকা ছোঁড়ারাও দলে দলে এসে জুট্‌তো। সে দেশের মেয়েমানুষ ভাই কেমন এক রকম!—

সব কালো কালো, বেঁটে বেঁটে, শক্ত শক্ত আঁটালো আঁটালো গড়ন,—চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মুখ, সকলেরিই মুখতেলা, চুলে পেটে পাড়া,—মাথায় এক একটা সাপখেলানো ডম্বুরোর মতন দোতালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোঁপা ;—তারে চার পাশে ছোট ছোট মোচার মতন কাঁসার আর পিতলের কলস,—ওরফে পুঁটে।—হাতে পায়ে হলুদ মাখা, নাকে মস্ত মস্ত ডালু-চৌকী নথ, হাতে চার আঙুল চওড়া মোটা মোটা রূপোর কঙ্কণ, পায়ে বাইজীদের পায়ের নূপুরের মতন আগাতোলা মোটা মোটা বাঁকমল, সধবাদের কপালে এক এক ধ্যাবড়া সিঁদুর। সকলেরিই শরীরে চিত্র-বিচিত্র ঝাড়বুটো কাটা উলুকী ;—কারো কারো সর্ব্বাঙ্গে !!—লজ্জা খুব কম, কথাও কেমন বাঁকা বাঁকা।

দল বেঁধে বেঁধে যে সকল ছোঁড়ারা আমাদের কাছে আসতো, তাদের মুখে প্রায়ই নয়চা নয়চা দাড়ী ; কারো কারো দু-চারগাছি মুর।—কানের দুপাশে জুলপি করা,—মাথায় সিঙ্গীর জটার মতন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ফিরোণো।—সকলেরিই প্রায় চক্ষে চস্‌মা।—তা দেখে ভাই তাদেরিই সুমুখে আমি হেসে ফেলিছি ! ছেলেবয়সে দাড়ী রাখে, চস্‌মা পরে, এ কথা আমি কখনো শুনি নি।—চক্ষে তো দেখিই নি।

হা পরমেশ্বর ! জয়াবতী যদি এই সময় একবার এসে আসতেন, তা হোলে দাড়ী আর চস্‌মার অসুমার বাহার দেখে হরিভক্তি উড়ে যেতো। শ্রীরামপুরের গঙ্গার জলে কেষ্টা চুতোর যখন সব প্রথম ব্যাপ্টাইজ হয়, সেই সময় বিলাতী পাদ্রি সাহেবেরা আকাশে হাতমুখ তুলে জোরে আস্ফালন কোরে বোলেছিলেন, “রে কাট-পাথরের সেবকেরা সকল ! তোরা দেখিতেছিস্ না, তোরদিগের একজন পরমভক্ত চিরকালের মত তোরদিগকে পদরেণুর ন্যায় দলন করিয়া পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিল !

ইহা দেখিয়াও কি তোরা ভয় পাইতেছিস্ না !—ইহা দেখিয়াও কি তোরা কাঁপিতেছিস্ না !” খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই পরমধার্ম্মিক পুরোহিত-গুলির এই মধুময় বাক্যগুলি যেমন সুন্দর, বীরভূমে দুটিচারটী দাড়ী দেখে জয়াবতীর আশ্চর্য্য জ্ঞান হওয়াও তেমনি কৌতুকাবহ।

আজকাল ঘর ঘর দাড়ী, ঘর ঘর চস্‌মা !—সহরে সহরে, গলিতে গলিতে, গ্রামেতে গ্রামেতে, পাড়াতে পাড়াতে, রকমারি দাড়ী-চস্‌মার বেহদো ছড়াছড়ি !—তার উপর আর এক উপসর্গ, মুখে এক এক চুরোট !—জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই এক বয়ানে জোবানবন্দী দিবে,—সওয়াল না করুন, সকলেই এক বয়ানে এজেহার দিবে, বক্সার ভয়ে, ঠাণ্ডির আশঙ্কায়, গরমের জন্যে দাড়ী ;—অদূরদৃষ্টির জন্যে চস্‌মা ;—আর পান্‌সে দাঁতের গোড়ার পোক্তাই কর্‌বার জন্যে চুরোট !

না,—বক্সার ভয়ে দাড়ী না ;—ঠাণ্ডির ভয়েও দাড়ী না ;—গরমের জন্যেও দাড়ী না !—আমরা অনুসন্ধানে জেনেছি, কারো কারো শোভার জন্যে, আর কারো কারো ব্রহ্ম আরাধনার জন্যে !—কেহ কেহ বোল্‌তে পারেন, ব্রহ্মসভার সজ্জাই দাড়ী ;—আমরা ও কথা বলি না !—তবে এই দাড়ীর ভিতর অনেক রকম মারপেঁচ থাক্‌তে পারে !—দাড়ী রাখলে ঠাণ্ডী লাগে না,' সে তর্ক এ ক্ষেত্রের নয়।

না,—অদূর-দৃষ্টির জন্যে চস্‌মা না ;—বিশবছরের ছেলেরা চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তে পায় না, দূরের জিনিসে নজর চলে না, এ কথাটী কথাই নয় !—বোল্‌তেও হাস্যকর, শুন্‌তেও হাস্যকর !—দাড়ীতেও যেমন দু পক্ষের দু কথা, চস্‌মাতেও তেমনি তাই খাটে ;—তার সঙ্গে কতকটা বিলিতী অনুকরণ মিশ্রিত, এই মাত্র প্রভেদ !—চুরোটটাও পান্‌সে দাঁতের জন্যে না,—সেটাও নিছক বিলিতী অনুকরণ !

বেশী কথায় আমাদের আবশ্যক নাই। পাঠকমহাশয়! জয়াবতীর ভারতী শ্রবণ করুন। জয়াবতী একটু চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, মা! কি বোল্‌তে কি বোল্‌চি! যে কথা বল্‌বার জন্যে তোমাদের এতক্ষণ বোসিয়ে রেখিচি, তার একটী পাপ্‌ড়ীও এখনো ধরা হয় নি। আসল কথা বোল্‌বো মনে কোরে কথায় কথায় কতদূর এসে পোড়েছি রাত্রিও অনেক হয়ে গেছে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, কাল তখন সন্ধ্যার সময় সেই কথা আরম্ভ কোর্‌বো।

চারজনেই সে রাত্রে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালেই আবার এক সঙ্গে এসে জুট্‌লেন। জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা, তার উপর জিজ্ঞাসা, জয়াবতী আর জিরুতে পেলেন না! মুখ টিপে টিপে একটু হেসে বোল্লেন, একদিন আমরা ময়ূরাক্ষীতীরে বেড়াতে গিছি, সন্ধ্যা হবার একটু বিলম্ব আছে,—দেখি, এক জায়গায় অনেক লোক জড় হয়েচে।—আমরা হোলেম ভৈরবীমানুষ, কোনখানেই যেতে বারণ নেই, লজ্জাও নেই,—ব্যাপারখানা কি, দেখ্‌বার জন্যে একটু এগিয়ে গেলেম।—দেখি, তিন দলে হুটোপুটী লেগেচে! এক দল বুড়ো, এক দল সেই রকম চস্‌মাপরা দাড়ীরাখা ছোক্‌রা, আর এক দল মুসলমান।—দাড়ী দেখ্‌লে জাতভেদ করা যায় না বটে, তবে না কি আগে একদিন আমি হিন্দুর দলে ঐ রকম নবীন চেহারা দেখেছিলেম, তাকেই দেখ্‌বামাত্র চিনে নিলেম!—বুড়োদল হিন্দুধর্ম্মের মান রাখ্‌চে, ছোটদল এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দোহাই দিয়ে, পুতুলপূজার নিন্দে কোরে, ঠাকুর-দেবতাদের গালাগাল দিয়ে তাদের সব নরকে যাবার ভয় দেখাচ্চে, আর যবনদল দু দলকেই টিট্‌কারী দিয়ে, কেবল এক মহম্মদের জয় গান কোচ্চে।—বুড়োদের দলে জনগাছেক বৈরিগী

ছিল, তারা টীক নেড়ে নেড়ে রাধাকিষণের অদ্ভুত অদ্ভুত লীলাখেলার নজীর দিচ্চে! তিন দলেই নানাপ্রকার যুক্তি আঁটচে, নানা রকম তর্ক কাঁদচে, প্রমাণ দেখাচ্চে, শাস্ত্র আওড়াচ্চে, শ্লোক পোড়চে, মাথা ঠুক্‌চে, পা আছড়াচ্চে, হাত চাপড়াচ্চে, পরস্পর দুলে মিশোবার চেষ্টা পাচ্চে, আর হাঁকাহাঁকি কোরে গলা ভাঙচে!—উপহাস আর গালা-গালির কিছুই ফাঁক যাচ্চে না! কেবল হাতাহাতিটী বাকী আছে! মুখের জোড়ে পরস্পর কোনো দলের কেউই খাটো নয়!

জয়াবতীর অদৃষ্টে বোধ হয় একটু খুঁত আছে, সেই পাপেই বোধ হয় এক দল খ্রীষ্টান আর এক দল নাস্তিককে তিনি সেখানে দেখ্‌তে পান নাই! তা যদি পেতেন, তা হোলেই বঙ্গবিবাহে একেবারে বেশ রাজযোটক হয়ে যেতো!!!

জয়াবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, সেই জন্যেই বোল্‌চি, ধর্ম্মের দুর্দ্দশা আজকাল সব জায়গাতেই প্রায় এক সমান! আমরা তো বরং ভাল আছি;—এক দলের ভিতর চোরাগোপ্তা কে কি বলে, কে কি করে, সেটা সকলে বড় একটা ধরে না, ততটা মালুম পায় না;—বাঙ্গালা-দেশে ভারী গণ্ডগোল!—ধর্ম্ম নিয়ে সকলেই প্রায় হিংসাদ্বেষ করে, মারামারি কাটাকাটি করে, গালাগালির চোটে ভূত ভাগায়,—মাবাপ ত্যাগ করে, ঘরবাড়ী ছেড়ে যায়, দলাদলী আঁটে, কত সৃষ্টি যে করে, তার আর সংখ্যা নেই!—আমি ঠিক্ জানি না, ঠিক কোরে বোল্‌তেও পারি না, কিন্তু ভাবে বোধ হয়, ধর্ম্ম আরাধনায় বাঙ্গালাদেশ বড় অভাগী!—ইংরেজ এসে আরো কিছু বেশী হয়েচে!

আমাদের দেশের ভৈরবীরা, আর সেই পাহাড়ী সন্ন্যাসীরা তোমারে যোগ বেগুনের জন্যে তজবানি বয়রা দিয়েছিল,—গুরুদেব যদি সত্য

হন, তার প্রতিফল তারা পাবেই পাবে! শুন্‌লে তো, জয়চাঁদ, কি বোলে গেলেন।

সে কথা এখন থাক্। আমাদের কপালে যে কি ঘোট্‌লো, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা!—কেন যে তার এমন কুমতি হলো, অমন সোণার ভাইটীকে পর কোরে দিলে, বিধাতার মনে যে কি আছে, কিছুই বোল্‌তে পারি নি! দুটী ভাই, তার উপরেও এমন বিভ্রাট! আগে আগে যেমন অষ্টপ্রহর দুটীতে মাণিকযোড়ের মতন এক ঠাঁই শোয়া, এক ঠাঁই বসা, এক ঠাঁই দাঁড়ানো, সমস্তই এক সঙ্গে হতো, কিছুই ভেদাভেদ ছিল না,—থাক্‌বেই বা কেন, অমন দাদা কি আর হয় গা! দুটীতে যেন কানাই বলাই ভাব ছিল!—এক জীউ, এক প্রাণ!—তিনিও যেমন স্নেহ কোত্তেন, এও তেমনি ভক্তি কোত্তো!—কি অশুভ-ক্ষণেই যে বাঙ্‌লাদেশে পা বাড়ালেন, কি অশুভক্ষণেই যে তাঁরে একা রেখে আসা হলো, সেই থান থেকেই আমার কপালে আগুন লাগলো!!!

সজোরে একটী নিশ্বাস ফেলে ইন্দিরাদেবী বিমর্ষমুখে বোল্লেন, ভাই তো!—ভাই তো নয়, সাক্ষাৎ রামলক্ষ্মণ!—উঃ!—মনে কোত্তে গেলেও গা কাঁপে! তেমন প্রণয় কুসুমে যে অমন কল্পালকীট প্রবেশ কোর্‌বে, এ সর্ব্বনাশ কার মনে ছিল!—বিধাতার কাছে যে আমরা কি অপরাধ কোরেছি, কিছুই বোল্‌তে পারি না!—উঃ!

পদ্মমুখী ইন্দিরার পদ্মচক্ষে জল গড়ালো। দুই হাতে দুটী চক্ষু ঢাকা দিয়ে নীরবে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেন।

জয়াবতী বিষণ্ণবদনে তাঁরে সান্ত্বনা কোরে কাতর বচনে বোল্লেন, কেঁদো না!—তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক যেন ফেটে যায়। ভাই ভাই অমন হয়েই থাকে। হয়েছে, দুদিন পরে আবার ঠিক্ হবে।

—দু দিলে না হয়, দশ দিলেও হবে;—চিরদিন এমন থাক্‌বে না;—কখনই থাক্‌বে না।—সকল ঘরেই এমন হয়।—যেখানে ভাই আই, সেইখানেই ঠাঁই ঠাঁই। বীরভূমে আমি যে এক কাণ্ড দেখে এসেচি, তা যদি শোনো, তা হোলে তোমার আর এত আপ্‌সোস্ থাক্‌বে না।—কাল আমি সে কথাটী তোমারে শোনাবো। তাদের ভাই ভাই এমনি একটা মন ভাঙাভাঙি হয়েছে যে, সাঙ্ঘাতিক বিপদের সময়েও কেউ কারে জিজ্ঞাসা করে না, তুমি কি আমার?

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় ভারতী।

ভাই ভাই!

"মতিরেব বলাৎ গরীয়সী,
তদভাবে করিণামিয়ং দশা?
ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ
করিণো হস্তিপকাহতঃ কণন্॥"

শুণরত্নম্।

তৃতীয় রজনীতে জয়াবতী একটী নূতন ভারতী আরম্ভ কোল্লেন। এক পাশে মতি, এক পাশে রোহিণী, সম্মুখে ইন্দিরা।—ভারতী ঠাকুরাণী কি বলেন, বিধুমুখের সুধার আশায় তিনটী চকোরিণীই পিপাসিনী!—বর্ষণকালে অমৃত হয় কি বিষ হয়, কে বোল্‌তে পারে?—জয়াবতী ওড়্‌না খুলে, কাচুলি কুলিয়ে একটু মৃদুহাসি হেসে বোল্লেন, সাজিন

সিউড়িতে থেকে বীরভূমের উপর কেমন একটু মায়া বোসলো। শীঘ্র সে স্থানটী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হলো না। মাসখানেক কাল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর আর মুরশিদাবাদ বেড়িয়ে আবার বীরভূমে ফিরে গেলেম।—কুণ্ড দর্শনের পর প্রথম রজনীতে যে ঠাকুরবাড়ীতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলেম, আবার সেই ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে বাসা নিলেম। ঠাকুরবাড়ীর পাশেই একঘর বড়মানুষের বাড়ী।—বাড়ীখানি দোতালা, দিব্বি চকবন্দী করা, সদরবাড়ীতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,—প্রাঙ্গণের দক্ষিণে অন্দরমহল।—বেশ টানা বারাণ্ডা, বন্ধ খড়্‌খড়ি আঁটা, দিব্বি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝিলিমিলির সবুজবর্ণে চমৎকার খোল্‌তা বেরিয়েচে।—যেমন অবস্থার লোক কেন হোক্ না, দেখ্‌লেই মনের প্রীতি জন্মে। বাড়ীর চারিদিকেই ফুলবাগান, উচুনীচু ঢেউখেলানো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তাতে এলামাটীর রঙ্ দেওয়া।—যে ঋতুর যা, সেই রকমের রকমারি ফুল ফুটে বাগানগুলি আলো কোরে রয়েচে। তিন দিকে তিনটী বড় বড় সরোবর;—ঘাটের চাতালে চাতালে মাটীর, পাথরের, কাঠের, আর লোহার ছোটবড় রং বেরং আসন পাতা।—ধারে ধারে দিব্বি কেয়ারি করা ফুলের গাছ। ভদ্রাসনের লাগাও প্রায় একরসী তফাতে একটী মনোহর উদ্যান।—তিন দিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর, এক দিকে কাটগড়ার মতন সুচিক্কণ কাঠের বেড়া;—মাঝে মাঝে তিন তিন হাত অন্তর গোল গোল ছক্ক্‌;—থামের মাথায় মাথায় একটী একটী সবুজ রঙের টব বসানো।—বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি নূতন কেতার বাঙ্গলা ঘর।—চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা, তাতেও ছোট ছোট কাটরা, উপরে ঝিলি-মিলি আঁটা।—ঘরটী যেমন পরিষ্কার, তেমনি সাজানো।—বাগানময় কুসুম-কানন, স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী।—একটী [illegible]

মধ্যস্থলে একটী শ্বেতপাথরের স্তম্ভ।—স্তম্ভের চূড়ার উপর সেই রঙের একটী পরমসুন্দরী উলঙ্গ পরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্চে।—কাট-গড়ার ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ কদম গাছ।—দক্ষিণ ধারে ফটক।—পশ্চিমে বিশালাক্ষী ময়ূরাক্ষী প্রবাহিনী।—পুরাণে মুনিঋষির আশ্রমের যে রকম বর্ণনা শুনিটি,—উপবাসী মুনিঋষি নয়,—সেই উদ্যানটী যেন ত্রেতাযুগের কোনো এক রাজর্ষির আশ্রম। পরম পবিত্র ক্ষমাস্পদ আশ্রম।—দিবা-রাত্রি সমভাবে শান্তিদেবী বিরাজমতী।

বাড়ীর কর্ত্তাবা দুই সহোদর।—জ্যেষ্ঠের নাম পতিতপাবন, কনিষ্ঠের নাম কিশোরীমোহন। উভয়েই পরম ভাগবত। বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে,—বিগ্রহের নামে দেবোত্তর জমীদারী আছে। নিত্যসেবার বরাদ্দ খুব জাঁকালো।—একটী সদাব্রত আছে, অতিথ ফকির যে আসে, সেই আহার পায়।—অকাতরে প্রচুর অন্নদান আছে।—ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই ফাঁক যায় না। ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে প্রগাঢ় ভক্তি, স্বধর্ম্মপালনে যথা-শক্তি দৃঢ়ব্রত। ধর্ম্মগৌরবে দেশশুদ্ধ লোকে যশ গায়। কর্ত্তার তিন সংসার। প্রথম পক্ষের চারটী পুত্র,—তিনটী—কন্যা; শেষ পক্ষের কেবল তিনটী পুত্র,—কন্যা নাই। দ্বিতীয় স্ত্রীটী বন্ধ্যা। কনিষ্ঠ সহোদর কিশোরীমোহন নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠের সাত পুত্রের মধ্যে পিতা বর্ত্তমানে দুটীর পরলোক প্রাপ্তি হয়েচে। প্রথম পক্ষের তিনটী আর শেষ পক্ষের দুটী, এই পাঁচটী সন্তান বর্ত্তমান।—ছেলেবাবুদের মধ্যে এখনকার বড়টীর নাম রাইমোহন, দ্বিতীয়ের নাম হরেকৃষ্ণ, তৃতীয়ের নাম তারা-প্রসাদ, চতুর্থ আশুতোষ, পঞ্চম অথবা কনিষ্ঠ হরিচরণ। পাঁচটীরই বিবাহ হয়েচে;—বাঁশসন্ততিও হয়েচে।—এঁরাও পাঁচভাই অকপট বিষ্ণুভক্ত।

রাইমোহনবাবুর দুই পুত্র, তিন কন্যা;—হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র,

এক কন্যা ;—তারাপ্রসাদের পুত্র হয় নি, কেবল একটীমাত্র কন্যা ;—আশুতোষের এক পুত্র, দুই কন্যা ;—হরিচরণের দুই পুত্র, কন্যা নাই। এই সকল ছেলেমেয়েরও প্রায় বিবাহ হয়ে গেছে, কেবল দুইতিনটীর বাকী আছে। সংসার বেশ জলজলাট।—জাতিতে আশ্বিন-তাঁতি।

থাক্‌তে থাক্‌তে আমরা তাঁদের বাড়ীর ভিতর যাওয়া আসা আরম্ভ কোল্লেম। যথেষ্ট ভক্তি, যথেষ্ট আদর।—আমরা হোলেম ভৈরবী-মানুষ, বুঝ্‌লে কি না, যেখানে যাই, সেইখানেই আদর।—বিশেষতঃ সেটী হলো ধর্ম্মের সংসার, বুঝ্‌তেই পারো,—সেখানে আরো কিছু বেশী।

মতিবালা হেসে উঠ্‌লেন। ইন্দিরাদেবী কটাক্ষে তাঁরে ইসারা কোরে আস্তে আস্তে গা টিপে চুপ কোত্তে বোল্লেন। মতি অপ্রতিভ হয়ে অবনতমুখে চুপ্‌টী কোরে বোস্‌লেন। আসর-ভারতী জয়াবতী নিজেও একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে, মুখখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোল্লেন, সত্যি ভাই! আমরা ভৈরবী কি না, যেখানে যাই, সেইখানেই আদর।—মেয়েদের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হলো। পাঁচসাতদিন গতিবিধি কোত্তে কোত্তে বেশ ঘনিষ্ঠতাও জন্মালো। মেয়েরা আমাদের পূজা করে, অঞ্জলি দেয়, ভোগ দেয়, চরণামৃত খায়, কত স্তুতি করে, ভক্তির সীমা নাই! দেখে দেখে আমরা কেবল মনে মনে হাসি, আর আসর গরম রাখ্‌বার জন্যে মরিপিটি কোরে ভারী হই!

কতক দিন এই রকমে কেটে গেল। ক্রমে ক্রমে আমরা তাদের সব রকম ঘরের খবর জান্‌তে পাল্লেম।—সেজ বছর হলো, কর্ত্তার কাল হয়েছে।—ছোটকর্ত্তা কিশোরীবাবু ছোটগিন্নীকে নিয়ে পৃথক হয়েছেন। ভাই ভাই একটু একটু মনের তফাৎ হওয়ারও যোগাড় হয়ে আস্‌ছে। কর্ত্তা বর্ত্তমানে পাঁচটী ভাইয়ে বেশ গলায় গলায় ভাব ছিল;—এরেও

ছিল ; আর ক্রিম হলো, পেছনে দুষ্টলোক লেগে অত বড় ঘরটা লণ্ডভণ্ড কর্ব্বার চক্র কোরেচে ! কেবল খাওয়া দাওয়া পৃথক্ নয়, মন পর্য্যন্ত পৃথক্ হয়ে গেছে ! বালককালের প্রণয়সূত্রগাছটী টানাটানি কোরে একেবারে ছিঁড়ে ফেলেচে ! আহারব্যাভার, কথাবার্ত্তা, দূরের কথা, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্তও নেই ! শুনলেম, যিনি ঐ রকমে বাঁধন ছিঁড়ে ছোট কে পোড়েচেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হরিচরণবাবু।—হরেকৃষ্ণ আর হরিচরণের এক মায়ের গর্ভে জন্ম ,—তাঁদের মা নেই।—হরেকৃষ্ণ স্বভাবগুণে মিলেমিশে আর তিনটী ভাইয়ের সঙ্গে একত্রেই থাকলেন, হরিচরণ আপনার বুদ্ধির দোষে কুচক্রীর কুপরামর্শে চারটী ভাইকে ছেড়ে একাকী পৃথক্ হয়ে পোড়লেন ! হরিচরণের সঙ্গেও আমাদের দেখাশুনা হয়েছিল ;—স্বভাব খুব ভাল, বেশ মিষ্টভাষী, বেশ বাবু, খুব দাতা, সব রকমেই ভাল ;—দোষের মধ্যে কেবল বুদ্ধিটী কিছু হালকা।—যে যা বলে, তাতেই জল ! ভালমন্দ বিবেচনা কর্ব্বার শক্তি কিছু কম।—এই দোষেই তিনি ছেলেবেলা থেকে প্রায় পরের বুদ্ধিতেই চলেন। খলের খোষা-মোদে নাচেন কোঁদেন, পরের কথায় উঠেন বসেন,—আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী, দুষ্টলোকের মায়াজালে পতঙ্গের মতন জড়িয়ে পড়েন !—ভিতরে ভিতরে আপনার সর্ব্বনাশ হয়ে যায়, দেখতেও পান না, বুঝতেও পারেন না !—এই সরলতাই তাঁর অধঃপাতের নিদান হয়েচে !—এই রকম স্বভাব বোলেই তিনি অতিশয় স্ত্রীবাধ্য হয়ে পোড়েচেন। বোলতে গেলে বৌটী তাঁরে কথায় কথায় উঠবোস করায় ! বোলতে কি, বৌটীও অতিশয় মুখরা ;—যেমন বে-সরম, তেমনি মুখস্থ। শ্বশুর-ভাসুরের সঙ্গেও কোমর বেঁধে ঝগড়া কোত্তে যায় ! স্বামীকে তো জল খেতে কুলোয় না ! [illegible] কোরেই ইস [illegible] গিলে ফেলেন ! দিবারাত্রি গোলাম বানিয়ে

যেন বানর নাচ নাচাচ্চেন ! রকম সকম দেখে পাড়ার মেয়েরা তাঁরে বৌবাবু বোলে আদর করে ! সত্যি ভাই ! তোমরা কেউ হেসো না,—তেমন বৌ কথনো দেখি নি !!!

ইন্দিরা হাত তালি দিয়ে হো হো কোরে হেসে উঠলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে ব্যঙ্গস্বরে বোল্লেন, আহা হা ! ঠিক্ কথা বোলেচো ! আচ্ছা ভাই ! বলো দেখি, তুমিই বা কোন্ কম ! তুমিও তো এক ঘরের বৌ বটে, তুমিই বা কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে একটা দাসী সঙ্গে কোরে সচ্ছন্দে ভৈরবী সেজে পায়ে পথে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ালে ! কত দেশের কত রকম মেয়েপুরুষের সঙ্গে আলাপ সালাপ কোল্লে ! কত জায়গায় রকম রকম কত দলের সঙ্গে মিশ্‌লে ! আবার একজন বড়লোকের ঘরের কুলুচি বার কোচ্চো ! তুমিই বা ভাই কোন্ কম্ মেয়ে ! আহ্লাদ কোরে বোল্‌চেন, তেমন বৌ কথনো দেখি নি !—কেন ?—আপনার গায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেই তো দেখ্‌তে পাও !—পরের কথা বল্‌বার সময় সহস্রমুখ ধরো যাদু ! আপনাকে আপনি দেখতে পাও না ?—ধন্যি যা হোক্ !!

আহ্লাদে এক রকম হাসি আসে, রাগে এক রকম হাসি আসে, অপমানেও এক রকম হাসি আসে। জয়াবতী সেই রকমের একটু অপমানের হাসি হেসে, হাতমুখ নেড়ে, বুক দুলিয়ে বোল্লেন, নে ভাই !—রাখ্ !—আর ন্যাক্‌রা কোরিস্ নে ! আর ব্যাখ্যানা কোরিস নে !—কথার পিঠে কথা পোড়্‌লেই বোল্‌তে হয় !—তুমি না কি বোল্লে, এদের দুটী ভাইতে এমন ভাব ছিল, কেন এমন ভাঙাভাঙি,—ছাড়াছাড়ি হলো !—সেই জন্যেই আমি এ কথা আজ্ তুলেচি। আপনার চোক্ষে যা দেখে এসেচি, তাই-ই আমি বোল্‌চি !—ধর্ম্ম সাক্ষী, গুরুদেব সাক্ষী,—

এর একটীও মিথ্যাকথা নয়, তা ছাড়া একটী কথাও আমি বানিয়ে বানিয়ে বোলচি না। ছোট বৌটী ভারী মুখরা,—ভারী বে-সরম!—শুনিচি, তারিই পরামর্শেই না কি ভাই ভাই ততদুর মনান্তর ঘোটেচে।

আর চারটী ভাই দেবদেরিয়া।—যেমন ধর্ম্মভীতু তেমনি অমায়িক, তেমনি মুখমাপী, আর তেমনি নম্রস্বভাব। হরিচরণবাবু পৃথক হয়ে অবধি লোকের পরামর্শে হরেক রকমে তাঁদের ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে উঠে দিয়েচেন, কিছুতেই তাঁরা গা নাড়েন না। কতবার কত লোকের কু পরামর্শে নতুন নতুন বিবাদ বাধাবার সূত্র তুলে হরিচরণ পদে পদে ছুতোনতা খুঁজেচেন, এই চারিটী ভেয়ের কোনো দিকেই কিছুমাত্র ছিদ্র পান নি। ছোট বৌটী ওবকে বো-বাবু অহোরাত্র কেবল শাপাশাপি গালা গালি নিয়েই আছেন, যে কথা মুখে আন্‌বার নয়, তাও বোল্‌চেন; কিছুতেই এঁরা ভ্রূক্ষেপ করেন না।—মেয়েলি বাজে কথা বোলে তুচ্ছভাবে হেসেই উড়িয়ে দেন। মা মনসার পূজা দিলেও যেমন সাপে কাম্‌ড়াতে ছাড়ে না, এত নরমেও বৌবাবু তেমনি ছুতোয় নতায় গালাগালি দিতে ছাড়েন না! শুন্‌লেম, ঐ চারটী ভেয়ের ধৈর্য্যগুণেই,—তাঁদেরি সহ্যগুণেই সংসারটী আজো বজায় আছে। তা না হয়ে দু পক্ষে সমান হোলে, কবে এত দিনে সব ছারখার হয়ে যেতো!—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব-পক্ষকে সম্মুখে দেখে মহাবীর ধনঞ্জয় যদি শোকে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে অস্ত্রত্যাগ না কোত্তেন, চক্রধারী চক্রীদেব যদি যোগশাস্ত্র না শুনাতেন, তা হোলে সে যুদ্ধ কখনই আঠারো দিন চোল্‌তো না। হয় এক দিনেই কুরুবংশ নির্ম্মূল হয়ে যেতো, নয় তো ধর্ম্মপুত্রের ক্ষমাগুণে কখনই কালানল কুলক্ষয় হতো না!

ছোটকর্ত্তা কিশোরীবাবু সম্পর্কে এই পাঁচটী বাবুর খুড়ো হন

বটে, কিন্তু কাজের গতিকে তিনি মহাভারতের শকুনি মামা! গান্ধারী সতীর মায়ের প্যাটের ভাই! যে রকম শুনিচি, তাতে মেয়েমানুষ হয়েও বুঝ্‌তে পারি, তিনিই ভাই ভাই মন ভাংবার মন্ত্রী!—হরিচরণবাবু সরকারি খরচপত্রের,—সরকারি ক্রিয়াকলাপের অংশ দিতে নারাজ হন;—কিশোরী-মোহন সেই মিড়্‌মিড়ে নারাজী আগুনে ফু দিয়ে দিয়ে দাউ দাউ কোরে জেলে দেন! খরচের অংশ দিতে একেবারেই বারণ করেন। সেই-খান থেকেই বাদাবাদির ধূমা উঠে। ষোল আনার উপর মহাজনী খাতায় যে সকল টাকা তেজারতে খাট্‌তো, আগে ভাগে কড়ায় গণ্ডায় তার ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। মহলে মহলে আলাদা আলাদা তসীল তাগাদা আরম্ভ হয়। ঝগড়াবিবাদের প্রবল স্রোত সেইখান থেকেই গড়াতে থাকে। কিশোরীবাবুই এই সকল বাঁটোয়ারার কর্ত্তা! স্নেহ-বশেই হোক্, কি আর কোনো মতলবেই হোক্, সদরে গোপনে তিনিই হরিচরণের রক্ষক আর অভিভাবক।—সমান সম্বন্ধের একটীকে কোলে কোরে,—চারটীকে পায়ে ঠেলে, এই রকমে দিনকতক আগুন জেলে দিয়ে কিশোরীমোহন এখন ক্রমে ক্রমে পেছ্‌ কাটিয়ে সোরে দাঁড়িয়েছেন!—এখন যা করেন করুণাবতী বৌমা,—মূলমন্ত্রে বৌ-বাবু।

হাঁ,—ভাল কথা!—হরিবাবু পৃথক্ হবার পর শ্রীপঞ্চমীর সময় রাইমোহনবাবু খুব ঘটা কোরে জাঁকিয়ে সরস্বতী পূজা করেন। তাতে অনেক টাকা খরচপত্র হয়।—বৌ-বাবু তাই দেখে বজীর রাজে ঘা ফুলিয়ে, বুক চিতিয়ে, চোক্ মোট্‌কে মোট্‌কে, চিবিয়ে চিবিয়ে, মিটিয়ে মিটিয়ে, হরিচরণকে বলেন,—"দ্যাক্‌লে বটে,—দ্যাক্‌লে!—অ্যাহন্ দ্যাক্‌লে!—কত বুদ্ধি ধত্তি বটে!—অ্যাহন্ দ্যাক্‌লে!—কিমুন সরাজোরা দিইছিনু,—ভাগ্‌গিস্ পিথক্ হইছিনু,—তাইতেই তো বেঁচে গেছু!

কিমুন কাঁকে কাঁকে বেঁচে গেছু বটে!—তা নৈলি তো এই সতোক্ষতী পুঁত্তোর কর খড়চ-পত্তোড়ের ভাগ দিতি হোতুক্!—টাকা-কড়ী বেক্কিয়ে যেতুক্!—একোত্তড়ে থাক্‌লিই করার গোণ্ডায় হিসেব কোত্তে বক্‌তা নিতুক্!—পিথুক্ হয়ে কিমুন ফাঁকী দিছু!—সব খড়চ্‌পত্তোড় ওদেক্কি ঘারে পোড়লো!—খ্যামুন্‌কে ত্যামুন!—তাইতড়েই তো বলি, পক্কিবাড়ের পড়ামোশা শুন্‌তি হয় বটে!—নোকে বলে ছোটবাবুর মেয়েটা বড়ো এক্কল্‌নেরে; হুই হুই আমিই আছি!—কিন্তুক্, আমি তোমার তেমুন উক্কণচণ্ডী মেয়ে* নই বাবু!—আমি তোমার ভালুই চাই বট্টে!—তুমি কেবলি বলো মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ,—আড়ে আমি মেয়েমানুষ হয়ে হাজাড় পুড়ুষের ধাক্কা খড়ি!—তা জানো কি না বট্টে!—এই এতখানি বুদ্ধি খড়ি আমি বট্টে!

হরিচরণ এই সব কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে গোড়িয়ে পোড়লেন!—পড়ু বারি কথা!—বৌবাবুর মতন পরমহিতৈষিণী জগতে আর তাঁর কেই বা আছে, কেই বা হবে!—তিনি আহ্লাদে হাসতে হাসতে ভুঁড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে বৌ-বাবুর গাঘেঁসে বোসে নীচের ঠোঁটখানি ধোরে আদর কোরে বোল্লেন, "ও-ওই!—আড়ে, তা কি আমি বুঝি নে পাগ্‌লি!—বুঝি সব!—তুমি আমার ভাল চাইবে না তো কে চাইবে বটে!—তুমি আমার আঁধার-মাণিক,—ঘড়ের লক্ষ্মী,—বুকের ধন!—তোমার পড়ামোশাই কর্‌ কোড়ে আমার ঘারের ভুত ছেড়ে গেছে!—এখন আর আমার ভাবনা কি বটে!—মা বাপের ছেড়াদ্দ কোত্তে হবে নি,

* অস্মাদ্দেশীয় বঙ্গদর্শন নিতান্ত ভাসা ভাসা নয়।—রাঢ় অঞ্চলে,—বিশেষতঃ বীরভূম জেলায় বিবাহিতা পত্নীকে মেয়ে বলে।। দুহিতাকে মেয়ে বলে না।—কন্যা বলে।—কন্যাকে মেয়ে বলিলে গালাগালি হয়।

ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নি,—বরো বরো দায়—বরো বরো কাজ, কিছুই বাকী রাখি নি,—এজ্‌মালির খড়চে সে সব সমস্তই সেড়ে নিয়েছি বটে ;—এখন কেবল রাজার মতন পায়ের উপর পা দিয়ে বোসে বোসে টাকা জমাবো;—কচুড়ি ফুলুড়ি খাবো, আর বাবুগিড়ি কোড়্‌বো !”

জোর কোরে ঠোঁট ছাড়িয়ে, ফোঁস্ কোরে গোর্জ্জে উঠে, বৌ-বাবু মুখ ভারী কোরে নাক তুলে তুলে বোল্লেন, “ও-ই !—কে বটে ?—তুম্মি ?—ওড়ে আমাড়্ নোছিক্ নাগোড়্ !—তুম্মি !—হো হড্ডি !—ও কথা বড়ং আম্মিই একদিন বোল্‌ত্তি পাড্ডি !—আম্মার বুদ্দিতেই তো সব হোল্লো !—তাকা ধড়ো, কড়ী ধড়ো, জমীদাড়ী ধড়ো, ঘড়দড়োজা ধড়ো, বাবুগিড়ি ধড়ো, আম্মার পড়ামোশেই তো সব হোল্লো !—আম্মিই বড়ং তোম্মাকে বোস্ কড়িয়ে, রাজড়াণীর মতন পায়ের উপড়্ পা দিয়ে বাবুগিড়ি কোড়্‌বো !—কচুড়ি-ফুলুড়ি খাব্বো নি ;—হ্যা !—বীড়ভূমে কচুড়ি ফুলুড়ি ভাল্লো না বট্টে হে !—হ্যা !—তা আম্মি খাব্বো নি বট্টে !—যা আমি খাইবার নারি, যা আমি খাইত্তি নাড়্‌বো, তা আম্মি খাব্বো নি বট্টে হে !—গুড়ের মোড়ব্বা (১) খাব্বো ;—সন্দেশ (২) নাকি খাব্বো, পোস্তবড়া (৩) খাব্বো ;—জোড়া জোড় [illegible] ভূক্কে শাড়ী আর যাত্তাবনী কাপড়ের ওজন্‌পারণ চাপাব্বো !—হঁ বট্টে !—তুম্মি ক্যাবোল জুল্‌জুল্ কোড়ে তাকিয়ে থাক্‌বে !—আর তাড়াও—ঐ কালামুক্কোড়াও দেখে দম্ ফেটে ফেটে মোড়্‌বে !—হিহুন !

(১) বীরভূমে নানা রকম ফলের মোরব্বা খুব ভাল হয়।

(২) সন্দেশ একটী কথামাত্র। ও অঞ্চলে মিষ্টান্নমাত্রেই সন্দেশ জিলিপী, পাটালী, সমস্তই সন্দেশ।

(৩) পোস্তের বড়া।

কি হওএটে?—মা কারো না,কো—মড়ামুখো!—কালা মু আড় ঝি!” এই সব কথা বোলে আহলাদে আপ্লুসে উঠে বৌ-বাবু ন্যাকরা কোরে কোরে হরিচরণের দুই গালে দুই ঠোনা দিলেন।—হরিচরণ আমোদ কোরে ভুঁড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

এই পর্য্যন্ত বোলে সম্মুখে একটু হেলে জয়াবতী হাস্‌তে হাস্‌তে হাত নাড়া দিয়ে বোল্লেন, আমার কথা শুনে তোমরা ভাই কেউ হেসো না।—একে বীরভূম,—রাঢ়দেশ,—তায় হোচ্চে তাঁতিবাড়ী,—মাচের কথা,—তাঁতির কথা,—দুই-ই এক সঙ্গে মিশেছে!—শুনে ভাই তোমরা কেউ হেসো না।—তবু আমি ঠিক ঠিক নকল কোরে সব কথা বোল্‌তে পাচ্চি না,—এর চেয়ে আরো আড়া আড়া,—আরো বাঁকা বাঁকা। অনেক কথাই উল্‌টো পাল্‌টা।—সকল কথার মাত্রাতেই এক এক “বটে” দেয়!—কথার মাথায় এক এক “ও-ই” দিয়ে যেন চোম্‌কে ওঠে!—জলকে যাওয়া, মা কাড়া, ঘরকে থাকা, সুর টানা; এই রকম ওদিকের বোল-বোওয়াজ।—বোল্‌তে বোল্‌তে জয়াবতীর গুড়নাখানি কাঁচুলির উপর থেকে সোরে পোড়্‌লো।—কাঁচুলিটীও আল্‌গা হয়ে গেল।—মোহিনী মুখ ফিরিয়ে হেসে একটু তফাতে উঠে গেল; মতিবালা খিল্‌খিল্‌ কোরে হেসে উঠ্‌লেন;—ইন্দিরাও একটু হেসে মুখখানি তুলে বোল্লেন, যাও-ভাই, ও সব কথা ছেড়ে দাও, একথাই আর তাঁতি তাঁতি কোরো না।—আর কিছু থাকে তো, তাই বলো।—আমিও ভাই তাঁতির মেয়ে;—আমাকেও লোকে তাঁতির মেয়ে বোলে ঠাট্টা করে!—শুনে বড় লজ্জা হয়!

। একটু ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বোল্লেন, তবে বুঝি আমারেই তুমি ঠেস্ দিচ্চো?—আমারে লোকে তাঁতির মেয়ে

বলে বোলে তাই বুঝি একটা অছিলে কোরে ঠারে ঠোরে আমারেই তুমি ঠাট্টা কোচ্চো ?

কুণ্ঠিতভাবে একটু মুচ্‌কে হেসে জয়াবতী করুণস্বরে বোল্লেন, আহা! না!—তা কেন?—তোমারে আমি ঠেস্ দেবো কেন?—ঠাট্টা কোর্‌বো কেন?—যাদের কথা আমি আরম্ভ কোরিচি, তারা না কি রেড়ো তাঁতি, সেই জন্যেই বার বার তাঁতি তাঁতি বোলে নাম রাখতে হোচ্চে। তাঁতির ছেলেরা কেমন কোরে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়েছিল, সেই কথাটী বোল্‌চি বৈ তো নয়;—তোমারে ঠাট্টা কোর্‌বো কেন?—ঠেস্ দেবোই বা কেন?—কাউকেই আমি ঠেস্ দিচ্চি না।

ইন্দিরা গম্ভীরবদনে মৃদুলভাবে বোল্লেন, তা তো বুঝতে পাচ্চি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলো। ও রকম তো প্রায় সকল ঘরেই হয়;—শুধু কেবল তাঁতি বোলে কেন, সকল জেতেই তো অমন হয়ে থাকে।—ক্রীড়াচঞ্চলা কমলা যেখানে যেখানে কিছু বেশীদিন খেলা করেন, সেই সেই থানেই প্রায় ঐ দশা ঘটে!—বড় বড় জাতিতেই সাম্‌লাতে পারে না, বোকা তাঁতি আর কোথায় আছে!—যারা খেয়ে বকনে বাঁধা পোড়ে হাত কাটিবার সালিসী বসায়, তাদের আবার বুদ্ধির বৌড় কতদূর হোতে পারে?—বুঝ্‌লেম, একটী খুড়ো আর একটী বৌ একত্র হয়ে হরিচরণকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে একটা অম্‌কালো ঘর একেবারে ভেঙে দিলে!

জয়াবতী বিমর্ষবদনে বোল্লেন, আহা!—না!—তা কেন?—শুধু কেবল তারা কেন?—আহা!—বেচারা হরিচরণকে রাহুচক্রে ঘিরেচে!—কিশোরীবাবু আর বৌবাবু তো আছেই, তার উপর আরো দুটী বাস্তুঘুঘু বিরাজমান।—পণ্ডিত নেউলকিশোর বাওরাজী, আর একজন দেওয়ান চৈতন্যচুলাল সিং।

তারা আবার কে ?—অচকিতে জয়ার মুখপানে চেয়ে চঞ্চলভাবে ইন্দিরার এই সংক্ষিপ্ত ত্বরিত প্রশ্ন।—তারা আবার কে ?—মতিবালাও অদম্য আগ্রহে এই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি কোল্লেন।—তারা আবার কে ?

ওড়নাখানি চুকের দিয়ে সামনে কাঁচুলির উপর এঁটে সেঁটে গুছিয়ে রেখে, ইন্দিরার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে জয়াবতী গম্ভীরভাবে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বোল্লেন, ঐ দেখ্‌লে,—এই দ্যাখো!—তাইজন্যেই তো বলি, কথায় কথায় কথা বাড়ে, চাঁদামালী ফুল পাড়ে!—এই দ্যাখো!—আমি মনে কোরেছিলেম, তুমি বিরক্ত হোচ্চো, এইখানেই গল্পটা রেখে দেবো।—কথার পিঠে কথা পোড়্‌লেই কাজে কাজে বেড়ে যায়? তুমি যাদের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাদের দুজনের কুলুচি আওড়াতে ছোট খাটো মহাভারত হয়। খাওয়া শোয়া ত্যাগ কোল্লেও সাতদিন সাত রাত্রে শেষ হবে না।

মতিখুকী যেন কচিখুকীর মতন আব্দার নিয়ে বোল্লেন, তা হোক্, সাতদিন লাগুক, দশদিন লাগুক, সে কথা তোমারে বোল্‌তেই হবে!—বেশ তুমি মজার মজার নাম বার কোরেচো,—তাদের কথা আমারে আজ শুন্‌তেই হবে। ইন্দিরাও মতির আগ্রহে সায় দিলেন।

জয়াবতী বোল্লেন, আজ না।—আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, আজ থাক্, কাল তখন আরম্ভ করা যাবে। সে সব কথা শুন্‌লে তোমরা যত হাসো আর না হাসো, আপ্‌সোসে হায় হায় কোর্‌বে!—হরিচরণের সঙ্গে সেই দুজনের যেন হরিহর-বিধাতার মতন সখ্যভাব,—একে তিন, তিনে এক সম্বন্ধ। তিনজনেই পরস্পর পরস্পরকে বেশ জিজ্ঞাসা কোত্তে পারে, তুমি কি আমার?—তুমি কি আমার?—তুমি কি আমার?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় ভারতী।

বাস্তুঘুঘু!!!

"হৃদয়মাশ্রয়সে যদি মামকং,
জ্বলয়সীত্থমঘোর! তদেব কিং।
স্বয়মপি ক্ষণদগ্ধ নিকেতনঃ,
ক্ক ভবিতাসি হতাশ হুতাশবৎ॥"

শ্রীহর্ষদেব।

চতুর্থ যামিনীতে আসর বন্দনা-গুণগানে হরেক রকম গৌরচন্দ্রিকার পর জয়াবতী আবার নূতন ভারতী আরম্ভ কোল্লেন।

নেউলকিশোর একজন বাওয়াজী।—বিষ্ণুপুরে নিবাস, জাতিতে বৈষ্ণব।—দেশে দেশে অনেকগুলি শিষ্যসেবক আছে,—তার মধ্যে মেয়েমানুষই বেশী।—সেই সকল মেয়েমানুষ আবার বৃন্দাবনের গোপিনীদলের মতন সতীনক্ষী।—শিষ্যসেবক আছে বোলেই বাওয়াজী-ঠাকুর দশের কাছে আপনাকে পণ্ডিত বোলে পরিচয় দেন; কেউ কেউ ভক্তিভাবে গোঁসাইজী বোলেও আদর করে।—কিন্তু আমি ভাললোকের মুখে শুনিচি, বাওয়াজীঠাকুর বিদ্যাশূন্য পণ্ডিত,—নিরক্ষর ভট্টাচার্য্য।—পণ্ডিতের লক্ষণ এই পর্য্যন্ত,—আবার তিনি বলেন, তিনি গোঁসাই!—পোড়া কপাল আর কি!—গোস্বামীর লক্ষণের মধ্যে বেশ মোটা সোটা,—গৌরবর্ণ,—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীর;—চাঁদের খুঁড়ের মতন নাদুস্ নাদুস্,—মাকিক-সই ভুঁড়ী,—মাথায় এক খেয়া গেরো বাঁধা

চৈতন ;—সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণের নাম ছাপা,—ললাটে রাধানামে হরিমৃত্তিকার দীর্ঘফোঁটা ;—গলায় সাতছালি তুলসীর মালা ;—উদাসীন ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদের গাঁজার গাঁজার পুঁটুলীর মতন গলা থেকে পেটপর্য্যন্ত একটা রাঙা রঙের বগ্‌লী ঝুলোনো,—সেটী হোচ্চে হরিনামের ঝুলি।—দেখ্‌তে বেশ বাবুর মতন,—গরদের জোড় পরা, পায়ে দিব্বি লকাদার জরীর জুতো,—গোঁফ নেই,—বাওয়াজীমানুষ, গোঁফ রাখ্‌তে নেই,—কিন্তু টাকিওয়ালা থাটি বাব্‌রি চুলে একটু একটু বাঁকা সিঁতি রাখ্‌তে আছে!—অষ্টপ্রহর হরির ঝুলি জপ্‌ হয়,—জুতো পায়ে দিয়েও হয়, পান চিবুতে চিবুতেও হয়, ছুটো চ্যরটে রসের কথার গল্প কোত্তে কোত্তেও হয়!—বেশ ধার্ম্মিক!—তাল ফাঁক যায় না!

এই বাওয়াজীটী সাতবছর হলো, বিষ্ণুপুর থেকে বীরভূমে এসেছেন।—এত নিকটে বাড়ী, তবুও সেই অবধি আর দেশে যান না,—পতিতবাবুর বাড়ীতেই প্রবাস।—পতিতবাবুর পরিবার সব নেহাত কৃষ্ণভক্ত,—রাইমোহন বাবুরা পাঁচভাই তখন বেশ বাবু হয়েছেন ;—বাবু হয়েছেন বোলে ঠাকুরদেবতার উপর একটুও ভক্তি কমে নি ;—তাঁরা সকলেই নেউলবাওয়াজীকে বিলক্ষণ ভক্তিশ্রদ্ধা কোত্তে লাগ্‌লেন, ভূমিষ্ঠ হয়ে গুরু করাও আগিয়ে দিলেন, ঘটার সীমা নাই!—বাওয়াজী কৃষ্ণভক্ত কি না, অবশ্যই ঘটা কর্‌বার সামগ্রী বটে।

বাওয়াজী ক্রমে ক্রমে বাবুদের সঙ্গে মিশে কলেকৌশলে বেশ একটু জাঁকালো রকম কায়দার কেঁদে বোস্‌লেন।—বাবুর বাড়ীর হীরে, মতি পান্না, রূপোর বাসন, সোণার গুড়্‌গুড়ী, বাদশাই মোহর, ঢাকাইশাড়ী শালরুমাল, যা দরকার হয়, নেউলবাওয়াজী সেই সমস্তই ধারে সরবরাহ করেন। তার পর হিসেবের সময় বারো আনা লাভে বন্দোবস্ত হয়!-

বাওয়াজী ধার্ম্মিকমানুষ কি না,—হরিনামের ছাপার খরচা নেন!—তাকে চুরি করা বলে না, বাওয়াজী চোর নন;—ধর্ম্মের নামে খরচা নেওয়া অবশ্যই যেতে পারে!

বেশী টাকার মুখ দেখে বাওয়াজী ক্রমে ক্রমে প্রকৃত একটী ঘোর ইয়ার হয়ে পেস্ হোলেন।—কিন্তু সে কারবারটী নির্ব্বিঘ্নে বেশীদিন চোল্লো না।—বাওয়াজী একবার একছড়া মতির মালা এনে বারো শ টাকা দর বলেন, শেষে যাচাইমুখে সাড়ে চার শ টাকাও দাঁড়ায় না!—আর একজন ব্রাহ্মণ তার চেয়ে ভাল মুক্তোর আর একছড়া হার পাঁচ শ টাকায় এনে দেন। সেই অবধি বাওয়াজীর পয়সার কিছু কম পড়ে।—কিন্তু একে চুরি করা বলে না,—বাওয়াজী চোর নন;—বেশ ধার্ম্মিক!—আল ফাঁক যায় না!—বাওয়াজী তুলসীবনের বাঘ হয়ে আর এক রকম কারবারে ঢুক্‌লেন।—বাবুদের সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে যান, মাঠের ধারে ধানগাছের হাওয়া খান, মাঝে মাঝে বাবুদের এক একদিন এক একটী শিষ্যবাড়ীও নিয়ে যান।—বাওয়াজী ঠাকুর গুরুমানুষ কি না,—বাওয়াজীর নানান রকম শিষ্য আছে কি না, বাবুদের সঙ্গে বাবু হয়ে সন্ধ্যার পর সেই সব শিষ্যবাড়ী প্রবাস হয়!—কাজের গতিকে বাওয়াজীঠাকুর এখন "ও বাওয়াজীর" দলেই গণ্য।

হরিচরণবাবুর সঙ্গেই বাওয়াজীর কিছু বেশী ভাব,—কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা।—হরিচরণ যখন পৃথক্ হবার স্বপ্ন দেখেন, সেই সূত্রেই বাওয়াজী তাঁর ভবপারের কর্ণধার হন।—ভবপারের কর্ণধার বোল্লেম বোলে তোমরা যেন এমন মনে ভেবো না যে, সংসার পারের নাবিক।—এ তেমন রকম ভবপার নয়।—বাওয়াজীর দিব্বি একটী বেঁটে সেঁটে গৌরবর্ণ, ফুটফুটে, শিষ্যের মেয়ে আছে, তাঁর নাম ভবো।

মানুষ কোরে তোলেন। স্বদেশে চৈতন্যদুলাল একজন মাড়োয়ারির শেঠজীর রাখাল ছিল, বাঙলায় এসে পণ্ডিতবাবুর দয়াতে এক তালুকে তার একটী মুহুরিগিরি চাক্‌রী হয়। তারপর পণ্ডিতবাবু তাকে আবার বাড়ীতে এনে রাখেন।—বাড়ীতেও একটা বড় রকম মুহুরিগিরি চাক্‌রী দেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারসরকারিও চলে।—সেই চাক্‌রীর জোরেই দুলাল আপনাকে দেওয়ান চৈতন্যদুলাল সিংহ বলিয়া পরিচয় দেয়! কিন্তু নামটা ছোট করবার জন্যে লোকে তাকে কেবল দুলাল সিং দুলাল সিং বোলেই ডাকে।

চৈতন্যদুলাল নামটী যেমন, রূপটী তেমন নয়।—রঙ্ তোমার মতন কালো, মুখটা চ্যাব্‌লা, চুলগুলো ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া, তাতে একটা ইঁদুরবর্ণ ফেটা বাঁধা;—গোঁফ ছাঁটা, কোটরে বসা, অষ্টপ্রহর যেন কয়লার মতন লাল হয়েই আছে!—দেখ্‌লেই অযাত্রা মনে হয়।—রূপের মধ্যে কেবল চক্‌চোকে জুতোটী বেশ!—রং বেরং চার পাঁচটা জামা বেশ!—আঙুলের আংটীগুলি বেশ;—হাতীর দাঁতের ছড়ীগাছটী বেশ!—ছাঁটা গোঁফের আতরটুকুও বেশ!—বুল্‌বুল্ কেতায় চুল ফিরোণোটীও বেশ!—নুদুর্ নাদুর্ নেয়াপাতি ভুঁড়িটীও বেশ!—ব না!—আর কিছু না!

চৈতন্যদুলাল কার ছেলে, কি জাত, কি বৃত্তান্ত, সেটা ঠিক জান্‌বার যো নেই।—সকলেই শুনেচে, সিং,—রজপুত,—সজ্জাত!—কিন্তু এদিকে ন ভ্রাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, নৈব বৌমা!—অগ্নিদগ্ধা!—তা বোলে তোমরা মনে কোরো না যে, জগতে দুলাল সিঙের কেউ নেই।—আগে আমি যে দোতালা খোঁপাওয়ালী মেয়েমানুষের গল্প কোরেচি তাদেরি মধ্যে একজন ঐ দুলালসিঙের দুলালী,—ভ
কলুর মেয়ে, একটু ভারী বয়েস, দিব্বি ভুঁড়ি, গায়ে অনেক গয়না

রঙ্গ: রঙ,—কালো মিস্ মিস্ কোচ্চে,—বেশ চক্চোকে কালো,—কলু কালা; গা দিয়ে যেন তেল পিছ্লে পোড়চে!—বাঙ্গালাদেশের মাটীর কালীঠাকুরকে যেন বার্ণিস্ মাখিয়ে রেখেছে!—নাম জগৎতারিণী!

রূপ শুনে ইন্দিরা একটু মুখ মুচ্কে হাস্লেন।—মতিবালা [illegible] [illegible] হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠ্লেন।—জগাবতী তাঁদের [illegible] জোরে আবার বুক নাচিয়ে নাচিয়ে বোল্লেন, সেই জগৎতারিণীর বাড়ীতেই দুলালসিঙের দিবারাত্রি রাস হয়।—পঞ্চ-মকার চলে, জলকেলি হয়, বিদ্যাধরী নাচে,—গন্ধর্ব্বে বাজায়, কিন্নরের সঙ্গে সুর মিশিয়ে দিয়ে কিন্নরীতে গীত গায়; সব মজাই চলে! নেউলবাওয়াজীও মাঝে মাঝে সেখানে রাস দেখ্তে যান।—তিনি বাওয়াজীমানুষ কি না, পরম কৃষ্ণভক্ত কি না,—কৃষ্ণলীলা দেখ্তে বড়ই ভালবাসেন।—তাইজন্যেই যান।—তাঁর মাগের খাতিরে—ভক্তির খাতিরে, সেখানে খুব জাঁকালো রকম মোচ্ছব হয়।—পায়েস্‌ভোগ, মালসাভোগ, কলসীভোগ, মধুভোগ, মোহনভোগ, ছাগলভোগ, সব রকম ভোগ হয়!—রাস-রাসের সঙ্কীর্ত্তনও বাদ যায় না!—বাবুরা দুলালের খুব বশংবদ, এক সঙ্গে গাড়ীতে চোড়ে হাওয়া খেতে বেরোন, নেউলবাওয়াজীও সঙ্গে যান, দুলাল তাঁদের পাঁচ জায়গায় বেড়িয়ে আনেন।—টি টি হয়ে গেল, দেওয়ান চৈতন্যদুলাল সিং একজন বাবুর মধ্যে বাবু!—ঘোর বাবু!—অঘোর ঈশ্বর!—দেখে শুনে বাবুর বাড়ীর ভায়েবাবু, মামা-বাবু, শালাবাবু,—আর বাবুদের অনুগত আসপাশ মোসাহেবেরা [illegible] দুলাল সিংকে সিঙ্গীবাবু সিঙ্গীবাবু বোলে ডাকেন।—মাথায় শিবের জটার মতন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দেখে পাড়া ছোঁড়ারা তাকে সিঙ্গি সিঙ্গি বোলে পেছনে হাততালি দেয়।

এই পর্য্যন্ত বোলে জয়াবতী আপনাআপনি একটু হেসে চোক্ টিপে টিপে বোল্লেন, বীরভূমে পতিতবাবুর সংসারে ভাই বেজায় শালা পোষে!—অত শালা আর কোথাও দেখি নি!—দেশ্লায় আমরা অনেক জায়গায় বেড়িয়েছি, অনেক বড়মানুষ দেখিছি, কিন্তু এত শালাপোষা কোথাও নেই।—যেখান থেকে যে বাবুর যত শালা আসে, সকল শালাই দেখি ঘরশালা!—অনেক জায়গায় বরং ঘরজামাই ঢের দেখিছি, কিন্তু ঘরশালা দেখা এই আমার নতুন!

ইন্দিরা একটু হাস্‌লেন।—জয়াবতী সে কথা ছেড়ে দিয়ে আর একটী গুপ্তভারতী প্রকাশ কোল্লেন।

দুলালের হাতে আগে আগে সরকারি তসীল ছিল, বাজারসরকারিও ছিল।—ভিতরে ভিতরে তার আট্ হাজার টাকা দেনা দাঁড়ায়। সন্দেহ কোরে কিশোরীবাবু তাবে জবাব্ দেন, রাইমোহনবাবু নিকেস চান।—দুলাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, মরিয়া হয়ে, হরিচরণের দলে গিয়ে মিশ্‌লো। হরিচরণের তখন অল্প অল্প মনের তফাত হয়ে আস্‌ছিল,—দুলাল সেই অল্পটু মনাগুনে প্রাণপণযত্নে ফুঁ পাড়্‌তে লাগ্‌লো।—আগুন জোলে উঠ্‌লো।—হরিচরণ একদিন হঠাৎ ভাই ভাই ঝগ্‌ড়া কোরে রাগভরেই শুধুহাতপায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন!—তখুনি উকীলবাড়ী যেতে হবে, তখুনি সলাপরামর্শ আঁট্‌তে হবে, মকদ্দমা কোত্তে হয়, তাতেও বুক ঠুকে দাঁড়াতে হবে, কিছুতেই পেছু পা হবেন না!—তখুনি পুনশ্চ ঢুকেন!—এতকাজ কোত্তে হবে, তখুনি তখুনি কোত্তে হবে, কিন্তু হাতে একটী পয়সা নেই!—গাড়ীভাড়াও নেই!—খোরাকীপর্য্যন্ত নেই!—কি হয়!—দুলাল সিং নিকটে ছিল, বুক ঠুকে বোল্লে, "ভয় কি—ভয় কি বটে?—আমি আছি!"—মিথ্যা বোল্লে কি হবে, দুলাল সেদিন আমী

মান্ বাঁচিয়েছিল।—আপনার নিজের মেয়েমানুষ জগত্তারিণীর গায়ের গহনা সিন্ধুকী নিজে খুলে, নিজেই বন্ধক দিয়ে, নিজেই তখুনি পাঁচ শ টাকা এনে দিয়েছিল!—সেই অবধি সেই উপকার-ঋণেই হরিচরণ তার অনুগত গোলাম!—তিনি আজকাল দুলালমন্ত্রে উপাসক!—দুলাল ধ্যান, দুলাল জ্ঞান!—দুলাল যা বলে, যা করে, তার উপর আর কথাটী নেই!—মেয়ে মেয়েতে, ভোরে ভোরে উকীলবাড়ী যাওয়া হয়, রাতদিন বাবুর সঙ্গে দুলালের ফুস্‌ফাস্ হয়, নেউলবাওয়াজীও মাঝে মাঝে সঙ্গে যান, সঙ্গে থাকেন, মাল্‌মকদ্দমার যোগাড় চলে, খুত্তি খুতি প্রণয়!—জগৎ-তারিণীর বাড়ীতেই মজ্‌লিস হয়। হরিচরণ, নেউল, দুলাল, আর জগৎ, চারজনে একসঙ্গে বোসে যুক্তি করেন!—বিহারিলাল নামে একজন দালাল আছে, নিকটে তারো একটী দালালী আছে;—দোতালা খোঁপ্পা, বয়েস চৌষট্টী, পাকা জহরী,—নাম রজনী।—সেই রজনীর বাড়ীতেই বিহারিলালের বাসা।—তিন বাসা;—খাবার বাসা, শোবার বাসা, আর ভালবাসা, এই তিন বাসা!—ঐ বিহারিদালালও মধ্যে মধ্যে জগত্তারিণীর বাড়ীর মজ্‌লিসে যান। সলাপরামর্শও দেন, কিন্তু গোপনে!—সলা-পরামর্শ তাঁদের কেবল একটা ধর্ম্মের সংসার লণ্ডভণ্ড করা!

দুলাল সিং ভারী ব্যস্ত!—সর্ব্বক্ষণ মজ্‌লিস্ সরগরম!—দুলালীও কম যায় না!—আর তার নিত্যখরচ বেধড়ক!—অনেক রকমের অনেক লোক জমা হয়। আড়াই সের তামাক, আড়াই হাজার পান, আড়াই ভরি আফিং, আড়াই ছটাক গাঁজা,—আড়াই ভরি চরস, আড়াই বোতল দারু, রোজ্ খোরাক!—রাত্রি তিনপ্রহর পর্য্যন্ত মজ্‌লিস্ হয়, কোনো কোনো দিন সমস্তরাত!—কেউ হুরা দিয়ে চীৎকার কোরে গান ধরে,—কেউ কেউ আইন আদালতের তুফান তোলে,—কেউ বা আর আর দশ জায়গায়

ঘর ভাঙ্‌বার নজীর দেখায়,—কেউ কেউ বা মুখে গাঁজা ভেঙে মাথা গুঁজে ছাঁচ্‌তলায় পোড়ে গড়াগড়ি খায় ;—সব দিকেই অন্‌কালো, কেবল একটীমাত্র পুঁথখুঁতুনি ;—মুরুব্বি নেই !—তুলালী জগত্রীকনী মুরুব্বি হোতে পাত্তো, কিন্তু সে ভাল আইন জানে না ;—বয়েসের ধর্ম্মে মূল দায়ভাগের অনেক কথা সে ভুলে গেছে !—সেই সব ভেবে চিন্তে হরিচরণ একদিন শেষরাত্রে তুলাল সিংকে বোল্লেন, "তাই তো সিংজীমোশাই ! এখন হয় কি বলো দিকিন্ বটে !—এখন মুড়ুব্বি ধড়া যায় কাড়ে ?—হয় কি বটে ?"

সিংজীমোশাই একটু ঘাড় হেঁট কোরে ভেবে, বুক ফুলিয়ে, গোঁফ চুম্‌রে, গলা খাঁকারি দিয়ে বোল্লেন, "ভাঁবনা কিঁ বট্টে ?—ঐ যেঁ কুঁণ্ডলায়,—আঁ মঁড়ন্ !—তাড়্ নাম্ কি বট্টে !—ঐ যেঁ কিঁ, ঐ যেঁ গোঁ !—ঐ যেঁ ঐ, স্মড়ণ আঁন্‌ট্টে আঁসট্টে আঁহা্যেঁ সিঁ,—তাড়্ নাম কিঁ বট্টে ?—" অনেকক্ষণ ভাব্‌লেন।

তুলাল সিং ছেলেবেলা থেকে রাঢ়দেশে বাস কোরে রাঢ়দেশের বাঙ্‌লা কথাগুলির বেশ নিকল তুলে নিয়েছে। এমন কি, রাঢ়ের লোকেরাও যে কথা কখনো শোনে নি, তুলালসিং তা পর্য্যন্ত দেয়।—তবে না কি সে একজন আলালের ঘরের [illegible] একটু একটু মেয়েন্যাকা, তাই জনো মেইলী কথাই বেশী নি [illegible]—রাগের সময় আর আহ্লাদের সময় একটু একটু নাকী সুরে কথা [illegible] কোরে হঠাৎ যেন আহ্লাদে চোম্‌কে উঠে তুলাল আবা বোল্লে, "ওঁই ! ওঁই !—ইয়েছে হয়েছে !—বিন্দাবোন,—বিন্দাবোন !—ওঁগো ! তাড় নাম বিন্দাবোন ;—বিন্দাবোনচন্দো আঁউলী !—কেঁই আঁউলী মোঁশাই আঁম্মাদেড় মুড়্‌ব্বি হবে !—তার [illegible] হড়িহড়

তার বক্কে।—আঁম্মি বৌল্লি দেঁলি, কক্কণি নাড়াজ হঁব্বে নি বট্টে; তেঁলিই আঁম্মাক্কে মুক্কুব্বি হঁবে।"

এই পর্য্যন্ত বোলেই দুলাল আবার পা ছড়িয়ে, বুক চিতিয়ে, তাকিয়ে ঠেস দিয়ে, হাই তুলে, তুড়ি দিয়ে, মাথায় হাত বেঁধে, হরিচরণকে ডেকে ন্যাকা ন্যাকা কোরে বোল্লে, "ও গো! তুম্মিও এঁক কাজ কঁড়ো!—তুম্মিও আঁম্মাড় সঁঙ্গে চঁল্লো বট্টে!—এঁই রাঁত্রেই আঁম্বা তাড় কাঁছকে যাই চঁল্লো!—আঁম্ড়া দোঁজনা গিঁয়ে তাব ঘঁবকে ছঁপ কোঁড়ে পোঁলে পঁড়ে কঁস্ কোঁড়ে অঁম্নি হাঁত মেঁড়ে দেবো তাড়ে বট্টে!—তেঁলিই আম্মাঁদেরি মুঁড়ুব্বি হঁবে!"

সিউড়ির উত্তরে কুণ্ডলা নামে একখানি গ্রাম আছে।—সেখানে একঘর ব্রাহ্মণ জমীদার আছেন;—তাঁদেরি একজন মোক্তারের এক জামাইয়ের এক ভাইপোর নাম বৃন্দাবনচন্দ্র আউলী। বৃন্দাবনের পিতা হরিবল্লভ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু একটু একটু খেপাটে ছিলেন বোলে লোকে তাঁরে আউলে হরি, আউলে হরি বোলতো'—সেই অবধিই তাঁদের ছেলেপিলেকে আউলী বক্কে।—গয়লা আউলী নয়,—বৈষ্ণব।—বৃন্দাবনচন্দ্র সেই খাতিরেই আউলী।

দুলাল সিং সেই রাত্রেই হরিচরণকে সঙ্গে কোরে কুণ্ডলায় চোলে গেল।—বৃন্দাবনচন্দ্র তখন তাঁর নিজের শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ কোচ্ছিলেন, দুলাল সিং অনেক মেহনত কোরে ভোরবেলা আগড় ঠেলে তাঁরে গিয়ে ধোল্লে।—বোলতে কি ভাই, দুলাল সিং সেদিন বিস্তর খাটুনি খেটেচে!—দুলাল না হোলে ভোরবেলা মেয়েমানুষের ঘরে সন্ধান কোরে বৃন্দাবনকে কে ধোরে দিতো?—কার সাধ্য?—ঐ রকম অনেক বড়লোকের সঙ্কেই দুলালের যোগ্যী আছে,—দুলাল সেদিন হরিচরণের খুব মুং

রেখেচে !—দুলালের সঙ্গে যে সকল বড়লোকের আলাপ আছে, তারা দুলালকে যথেষ্ট খাতির করে, বাবু সেটী দেখলেন।—বৃন্দাবন সপরিবারে কাঁচা ঘুম উঠে যথেষ্ট খাতিরযত্ন কোল্লেন।—একছিলিম তামাক পর্য্যন্ত না খেয়ে, সেই ভোরবেলাই তাঁদের সঙ্গে কোরে উকীলবাড়ী নিয়ে গেলেন।—যেতে যেতে দুলাল তাঁরে চুম্রে তুলে বোলতে লাগলো, "বিন্দাবোন বাবু! তুঁম্মি বঁরোলোঁক বঁট্টে!—তুঁম্মি আঁম্মাদের মুড়ুব্বি!—জাঁন্নো বট্টে !—এই হঁড়িচঁড়ণবাবু, এঁনি বঁরোলোঁক বঁট্টে,—এঁড় সব ভাঁইভঁগোড় এঁকত্তড় হঁয়ে সব বিষয় আশয় কেঁরে লুঁরে নিয়েছে.!—এখন তুম্মিই এঁড়ে বাঁচ্চাও বঁট্টে! তুম্মিই আম্মাদের মুড়ুব্বি বঁট্টেহে !"

বৃন্দাবনবাবু খুব সাহস দিলেন, ভোরেই সঙ্গে কোরে উকীলবাড়ী নিয়ে গেলেন। বীরভূমের সকল উকীল হাতুল হয়ে গেল,—রোজ রোজ পাঁচসাতখানা গাড়ী সারি সারি গড়গড় কোরে উকীল বাড়ী ছোটে ;—নানা রঙের উকীল আসেন, মজলিস্ ভারী গরম !—দুলাল যখন উকীল-বাড়ী থেকে এসে গাড়ী থেকে নামে, তখন তার রোক কত !—সে রোক দেখে কে !—নাম্‌তে নাম্‌তে যেন হেলেদুলে বেঁকে পড়ে !—সকল পা পৃথিবীতে দেয় দেয় দেয় না !—মেজাজ তর !—ভোকপুর তোঁ !—সলাপরামর্শের বড় বটা !—হরিচরণকা মাল দরিয়ামে ডালনেকা বড় ধুম !—বৃন্দাবনচন্দ্র বিষয়কর্ম্ম কিছুই করেন না,—বাড়ীতেই বোসে থাকেন, সালিসী মধ্যস্থগিরি কোরেই দিন কাটান, বিলেকতক লাখেরাজ জমী আছে, তাতেই সংসার চলে।—সংসারের মধ্যে বাবু নিজে, আর তাঁর মনমোহিনী গোপিনী রাসেশ্বরী !—বাবু প্রথমবয়সে কিছুদিন দিনাজপুরের এক মোক্তারের বাসায় গানবাজনা অভ্যাস কোত্তেন।

তাতেই তাঁর সব রকম আইনকানুন অভ্যাস হয়েছে,—আইনজ্ঞ বোলেই বৃন্দাবন এখন সকল লোকের মুরুব্বি হন্!

দিনকতক মুরুব্বি-আনা চোলো।—মরসুম বুঝে হঁরেকরকম উমুপাজুরে, মরাখুরে মোসাহেব এসে জুট্‌লো।—দুটী তিনটী মামা এসেও মাথা তুলে।—কাল্‌নিমে মামা!—আগে আগে কর্ত্তাদের আমলে যারা শ্যালা ছিল, এখন বাবুদের আমলে সেই শালারাই এসে মামা হয়েছে!—ভূপাল, নেপাল, মহীপাল।—তারাই দশজনে মিলেমিশে, ভাংচি দিয়ে, বিলক্ষণ দশটাকা হাত মালে, ঘরটাও ভেঙে দিলে!

হরিচরণ পৃথক হয়েছেন, পাঁচভাগের একভাগ চুল চিরে বার্‌কোরে নিয়েছেন;—তা ছাড়া প্রায় লক্ষটাকা নগদ পেয়েছেন, তবুও হাতে পয়সা নেই!—এত টাকা যে, কোথায় কি হয়ে উবে গেল, কেউ সেটা জানে না।—বাবু নিজেও বোল্‌তে পারেন না!—বাবু এখন দুলাল সিঙের হাততোলা খান, চোয়াগোপ্তা ঋণ করেন, আপনার ধনে আপনি বঞ্চিত!—দুলালের বাসায় ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া, বাবুআনা ছাড়া, মাস-কাবারি নিত্যখরচ তিন শ টাকা!—তাতেও টানাটানি পড়ে!—বাবুর নিজের বাড়ীর নিত্যখরচ মাসে বড়জোর তিরিশ টাকা, তাও দেওয়া না দেওয়া দুলালের বিবেচনা, দুলালের অনুগ্রহ, দুলালের হাত!—দুলালের শাশুড়ীর মোচ্ছব বোসবে, সাতহাজার টাকা চাই, তাতে তখুনি ঘাড় হেঁট কোরে মঞ্জুরি লিখতে হবে, কিন্তু বাবু নিজে পাঁচ পয়সার ঘি খান, তাও আসা না আসা দুলালের মেহেরবানি — উদার নির্ভর আবার।

এইরূপেই ধর্ম্মের সংসারে ঋণ প্রবেশ কোরেছে!

এত ছিষ্টি কোরেও দুলাল সিং এখনো নিরস্ত হোচ্চে না।—যাতে কোরে ভাই ভাই একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে,—মামলামকদ্দমা লাগে

উভয় পক্ষেই সর্ব্বস্বান্ত হন, সে পক্ষে তার কায়মন্ চেষ্টা!—রাইমোহন বাবুর সহ্যগুণে দুলালের সে রকমের কোনো চেষ্টাই হাঁসিল্ হয়ে উঠ্‌চে না,—তথাপি বাস্তুঘুঘুর আসল মতলব প্রায়ই বেঞ্জামিন্ থাকচে না।—হরিচরণ নিরীহ ভালমানুষ,—মনটা খুব খোলসা,—হাতটা খুব দরাজ, আমোদের গোলাম,—তাঁরে নানান্ রকমে নাচিয়ে তুলে কলেকৌশলে দুলাল সিং বিলক্ষণ দোচোকো দাঁও মাচ্চে!—তার বাবুগিরি দেখে আর লাখ্পঁদিশী গল্প শুনে পাড়াশুদ্ধ—গ্রামশুদ্ধ সকল লোক্‌টাই তাক্!—মুখে হাজার দশহাজারের নীচে গল্প নেই;—মুখের সাপোটে স্বয়ং বায়ুবীও ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠেন!

রাস্তায় দুলালকে দেখ্‌তে পেলেই পাড়ার ছেলেরা করতালি দিয়ে দিয়ে, ম্যাও ম্যাও কোত্তে কোত্তে, হাস্‌তে হাস্‌তে তার সঙ্গে দৌড়ে যায়!—দেশশুদ্ধ লোক, সকলেই আপসোস্ কোরে বলে, আহা! একটা খোট্টাতে আর একটা মেয়েমানুষে একটী ধর্ম্মপুত্রকে খানেখারাপ কোরে ফেল্লে!—কিশোরীবাবু ঘরটী ভেঙে দিয়ে সোরে দাঁড়িয়েছেন,—নেউল-কিশোর বাওরাজীও আর দাঁও না পোট্‌লে বড় একটা বেঁস্ দেন না,—ভূমিকম্প আর ধূমকেতুর মতন কথনোর পালা ধোরেচেন,—মামাবাবুরাও তফাৎ হয়েছেন, আর আর যারা যারা ছিল, তারাও সব যে যার সোরেচে,—দানসাগর ফুরিয়ে গেল দেখে, জয়ধ্বেতে আশীর্ব্বাদক ভট্টাদার, অগ্রদানী, আর রবাহুত রেওভাটেরা ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনির মতন উড়ে পালিয়েছে!—এখন যা করেন করুণাময়ী বৌবাবু আর ঐ পরমহিতৈষী দুলাল সিং!—কাজেই পাড়ার লোকেরা সকলেই হায় হায় কোরে বলে, আহা! একটা ভঁচা খোট্টাতে আর একটা মেয়েমানুষে একটী ধর্ম্মপুত্রকে একেবারে খানেখারাপ কোরে ফেল্লে!

এই পর্য্যন্ত বোলে মতিবালাকে সম্বোধন কোরে জয়াবতী একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, দেখ্লি মতি! দেখ্লি!—দুলালসিঙের গল্প বল্বার আগে যা আমি বোলেছিলেম, তা ঠিক কি না?—যদিও ভিতরে ভিতরে গোটাকতক হাস্বার কথা আছে বটে,—থাক্,—হাসির কথা আছে, তাতে কি!—তাতে কি হোলো,—বেশীর ভাগ কান্নার কথা আছে কি না?—আহা!—শুন্লি ত্যো, একটা অনামুখো দুলাল সিং কেমন কোরে ঘর ভেঙে হরিচরণবাবুর যথাসর্ব্বস্ব লুট্লে!—বিট্লে কি না একজন রাজার ছেলেকে ফকীর কোরে ফেল্লে!—আহা! হরিচরণের দুক্খু মনে কোল্লে কান্না পায়!—সত্যি বোল্চি মতি!—আহা! —হরিচরণের দুক্খু দেখে আমি কেঁদিচি!—মাইরি!

ইন্দিরা উপরপড়া হয়ে বোল্লেন, আহা! তার আর কথা!—হরিচরণের দুক্খু শুনে কান্না পাবে, তার আর কথা?—আহা! এ শুনে কার না কান্না পায়?—এই দ্যাখো, আমার চক্ষে জল রয়েচে;—এই দ্যাখো, আমিই কেঁদিচি;—এই দ্যাখো, আমার ওড়্নাখানি ভিজে গেছে!—এই কথা বোলে গায়ের ওড়্নাখানি খুলে জয়াবতীর হাতে দিলেন।—মতি একটু হাসলেন।—কান্নার কথায় নয়,—ইন্দিরার কথায় নয়,—হরিচরণের কথা মনে কোরেও নয়,—এ সকল কিছুই মনে কোরে শশিমুখী হাস্লেন না;—ওড়্নাখানি খুলে ইন্দিরার কাঁচুলিআঁটা চোস্ত শরীরখানি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে, তাই দেখেই মতিবালা একটু হাস্লেন।—ইন্দিরা ওষ্ঠ-রসনায় আক্ষেপ শিঞ্জন কোরে কাতরবচনে বোল্লেন, আহা! হরিচরণের কি পোড়াকপাল!—আহা! বড়মানুষের ছেলে,—বাবু,—দাতা,—আমুদে,—তার কি না এই দশা!—তার হাতে পয়সা নেই!—হায়! হায়!—সে কি না খেতে পায় না!—সে কি না পয়সার

অন্যে গাড়ী কোরে কোথাও যেতে পারে না!—হায়! হায়!—সে, কি না একটা কলুর মেয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা ধার কোরে!—তাই না হয় একটা তেলবেচা কলুই হোক্,—তাও না!—সেই কলুনী কি না আবার একটা হাটখাজারে কস্‌বি!—তাই না হয়,—বাঙ্‌লাদেশ অধঃপাতে গেছে,—অনেক বড়বড় বাঙালীই আজকাল মেয়েমানুষ পোষা অভ্যাস কোরেছে;—তাই না হয় নিজেরিই মেয়েমানুষ হোক্;—তাও না!—সেটা কি না আবার একজন খোট্টা চাকরের গর্ভদাসী!—তারিই গয়না বন্ধক দিয়ে একটা রাজার ছেলেকে টাকা কর্জ্জ কোত্তে হলো!—হায় হায়! এ শুনে কার না কান্না পায় জয়া?—আহা! গোবেচারা,—নেহাত ভালমানুষ,—বুঝ্‌তে পাচ্চি, প্যাঁচাও বুদ্ধি একটুও নেই, ভালমন্দ কিছুই বোঝে না, তার পয়সাও ফাঁকী দিয়ে ঠোকিয়ে ন্যায় গা!—হায় হায়! যারা এমন কাজ কোরেচে, তাদের ভাল কক্ষণো হবে না, কক্ষণো হবে না,—কক্ষণো হবে না!—এ সব কথা শুনে কার না চক্ষু হয় জয়াবতি?—কার না কান্না পায়?—কে না কাঁদে ভাই?—আর পর কি হলো?—মতিবালাও থেমে থেমে ইন্দিরার প্রত্যেক বাক্যে ভর দিয়ে দিয়ে সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তার পর?

জয়াবতী বোল্লেন, তার পর, আর না।—সে ঢের কথা। দুলাল সিং এতদূর কাণ্ডকারখানা কোল্লে, তবুও নির্ব্বোধ হরিচরণ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না, তবুও যেখানে সেখানে দুলালের গলা জোড়িয়ে তিনি আল্লাদ কোরে জিজ্ঞাসা করেন, দুলাল!—দুলালসিংজী!—তুমি কি আমার?—সিংজীও ঠিক পাল্‌টা ফেরকিস্তি জোর কোরে জোত ছাড়িয়ে মুখ বেঁকিয়ে বাবুকে জিজ্ঞাসা করে, "ও গো! ও!—তুমি কি আমার?"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ ভারতী।

একটী পাল।

"একাভার্য্যা প্রকৃতিমুখরী চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রস্ত্বেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃশয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

নীতিসারম্।

পঞ্চম রজনীতে আবার সাজিয়ে আসর-ভারতী জয়াবতী আবার নাগাড় কাহিনীর আসর নিলেন। প্রথম বন্দনা সরস্বতীদেবী, তার পর পতিতপাবনী বিদ্যানদী প্রবাহিণী।

জয়াবতী ঢুক্ কোরে একটী ঢোক্ গিলে মৃদু হেসে বোল্লেন, আগেই বোলেছি, হরিচরণবাবুর দুই পুত্র।—দুটীই খুব ভালবাসা।—জ্যেষ্ঠের নাম তারাকালী,—কনিষ্ঠের নাম উমাকালী।—হরিচরণের খুব অল্পবয়েসে সন্তান হয়েছে।—তারাকালীর বয়েস আন্দাজ আঠারো বছর,—উমাকালীর বারো কি তেরো।

হরিচরণের বুদ্ধিটুকু কিছু হাল্কা বটে, তবুও উরি মধ্যে যেটুকু ভারী আছে, সেটুকু ভাল রকমেই খেটে থাকে।—ছেলেদুটীর উপর তাঁর যেমন আদর, তেমনি দৃষ্টি।—যাতে কোরে তারা দুটীতে পাঁচ রকম বিদ্যাসাধ্যা শিখে দশের কাছে দুজন পাকা এলেমদার বোলে পেস্ হোতে

পাবে, সে দিকে হরিচরণের বিশেষ নেহাজ।—সে পক্ষে বিলক্ষণ দশটাকা খরচপত্র আছে, লোকজন রাখা আছে, তদারক করাও আছে।—লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বাড়ীতে একজন পণ্ডিত আর একজন গুরু-মশাই বেথে দিয়েছেন, ছবি আঁকাবার জন্যে দুজন চিত্রকর আছে, জমীদারী কিতাবতী শেখাবার জন্যে একজন পাটোয়ারী নিযুক্ত আছে, দর্জ্জীর কাজ,—ছুতোরকামারের কাজ শেখাবার জন্যে তিনজন মিস্ত্রী চাকর আছে, মল্লযুদ্ধ শেখাবার জন্যে পাঁচজন কুস্তীগীর হাজির আছে, ঘোড়া চড়া আব ঘুড়ী ওড়ানোর বন্দোবস্ত কোত্তেও ক্রটী কর্ত্তেন নি।—গানবাজনার কসলতে তালিম দিবার জন্যে দুজন ওস্তাদ আছে,—ফার্সী পড়াবার আখুঞ্জী আছে, আইন শেখাবার জন্যে উকীল আছে, আর আব সকলপ্রকার বিদ্যাবি এক একটী মোহানা খোলা আছে;—কিছুরিই অভাব নেই।—ছোট ছেলেটী বেশ শিখ্‌ছে,—কিন্তু কেমন অদৃষ্ট! বড়টীর কিছুই হলো না। আহা!—এতটা খরচপত্র, সমস্তই দয় মাটী হলো!—বড় ছেলেটীর কিছুই হলো না!—আবার তাও বলি,—হবে কেন?—এও কখনো হয়ে থাকে?—ছেলে;—অবোলা জন্তু, তার প্রাণে কত সয়?—সকলেব বুদ্ধি কিছু সমান হয় না;—বলো ভাই!—অঁ্যা?—সকলের বুদ্ধি কিছু সমান নয়;—আড়াই অক্ষরে মন্ত্রও নয়,—পারবে কেন?—একেবারে অত চাপ্ ঘাড়ে ফেলে দিলে সাম্‌লাতে পারবে কেন?—ছেলে একেবারে পৃথিবীর সব রকম বিদ্যা শিখে রাতারাতি মস্ত একটা হনুরি হয়, বাবুর তাই তো ইচ্ছা বটে, কিন্তু ছেলের ক্ষমতা হবে কেন?

ঠিক্!—লাখ্ কথার এক কথা!—জয়াবতী ঠিক কথাই বোলেছেন!—লাখ কথার এক কথা!—পাঠকমহাশয়! বিবেচনা

করুন,—জয়াবতী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক হয়ে এই সুক্ষ্মতত্ত্বটী যতদূর বুঝেছেন, আমাদের এই হতভাগ্য বাঙ্‌লাদেশের অনেক ভাল ভাল লোকেও ততটুকু বুঝেন না। তাঁরা সকলেই প্রায় আপনার—আপনার ছেলেগুলিকে রাতারাতি একেবারে চৌষট্টিকলায় মূর্ত্তিমন্ত কোরে তুলতে চান।—তাঁদের নেহাত ইচ্ছা যে, ছেলে আটবছর বয়সে ওকালতী জয় কোরে দিগগজ হয়ে পড়ুক, দশ দেশের দশটা ভাষায় মূর্ত্তিমান হনুহর হোক্, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড়বড় গির্জ্জেঘরের নক্‌সা ধরুক্, রাজমিস্ত্রী হয়ে তাজমহলের নকল তুলুক, জ্যোতিষশাস্ত্রের যুবরাজ গণকঠাকুর হয়ে গ্রহনক্ষত্রের ঘূর্‌পাক মিলুক, ডাক্তার হয়ে ছোটবড় আত্মঘাতীর ভুঁড়ি চিরুক, হাকিম হয়ে লালসালডিক্রীর দুর্নাম ধুয়ে ফেলুক, চিত্রকর হয়ে নামজাদা লোকেদের চেহারা গড়ুক,—ছবি তুলুক,—অধ্যাপক হয়ে বড় বড় চতুষ্পাঠীর ব্রহ্মাসন আলো করুক, গন্ধর্ব্ব হয়ে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীকে থিড়্‌কী দরজায় বেঁধে রাখুক, ব্যায়ামে বৃকোদর হয়ে এক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করুক, সদাগর হয়ে দেশবিদেশের আমদরপ্তীর অভিধান হোক্, দর্শনবিজ্ঞানের মূর্ত্তিমান কামধেনু হয়ে,—পৃথিবী ঘোরে কি না,—পৃথিবী কাঁপে কেন, এই জটিল ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকী নিয়ে লড়াই করুক,—পৃথিবীতে কোনো বিদ্যাই শিখ্‌তে আর বাকী না থাকে।—এইটীই তাঁদের নেহাত্ত ইচ্ছা!—এই জন্যেই আমরা আর আমাদের দলে বড় একটা সুপণ্ডিত চৌকোস্ লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি না।—আগে আগে ইংরেজ আমলে যেমন এক একজন পাকাপোক্ত বিদ্বান্‌লোক দেখা দিতেন,—লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় থেকে লর্ড ডেল্‌হাউসির সময় পর্য্যন্ত এদেশের স্কুলকালেজ যেমন এক একটী মহারত্ন প্রসব কোত্তেন, লর্ড ক্যানিঙের সময় অবধি এখন আর সে রকম প্রসব কোত্তে

পার্বেন না।—সে রকম সুসন্তান আর হয় না!—যদিও আমাদের গৌরবান্বিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবৎসর আমাদের দেশকে বহুরত্ন প্রদান কোচ্চেন, কিন্তু এক আক্ষেপ,—সেই সকল রত্নের ভিতর একটীও রামমোহন রায় কি একটীও রামগোপাল ঘোষ দেখা যায় না!—জয়াবতী যথার্থ কথাই বোলেছেন, একেবারে অত চাপ্ ঘাড়ে ফেলে দিলে ছেলেরা সামলাতে পারে না।—অনেক খরচপত্র কোরে, অনেক খেটেখুটে, শেষকালে দিব্য এক একটী একুশ ফুলের তোড়া সাজানো হয়!—জয়াবতী সত্যই বোলেছেন, সেই জন্যেই বীরভূমের হরিচরণবাবুর বড় ছেলেটীর কিছু হলো না!

অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে থেকে জয়াবতী আবার হায় হায় কোরে বোল্লেন, আহা! ছেলেটার কিচ্ছু হলো না!—একেবারে দাঁড়িয়ে বোয়ে গেল!—যদিও কিছু কিছু হবার পথ থাক্‌তো, হরিবাবু আদর দিয়ে দিয়ে সে পথে একেবারে কাঁটা দিয়েছেন!

তারাকালী ইয়ার হয়ে উঠ্‌লো!—ইয়ার কর্‌বার গোড়াও কিন্তু হরিচরণবাবু!—তিনি শুনেছিলেন, বাজারে মেয়েমানুষের বাড়ীতে বেড়াতে পাঠালে ছেলেরা সব খুব চালাক চোস্ত হয়!—সেই জন্যেই তিনি দুলাল সিংকে আম্ হুকুম দেন, "যত টাকা খরচ হয়, বাবুকে নটী-বাড়ী বেরিয়ে চেরিয়ে চালাক চোস্ত কর্‌ো!"—দুলাল এই সুযোগে বিলক্ষণ এক দাঁও মেরে নিলে!—হরিচরণের দুর্ভাগ্য!—বাবুটী চালাক চোস্ত হলো না!—ছেলে না কি মেয়েমানুষ দেখে ভয়ে আঁৎকে ওঠে,—ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে বেঁউরে কেঁদে ওঠে,—এগুতে চায় না!—কিন্তু সব দফাতেই দুলালসিঙের দাঁও এগুতে চায়!

ছেলেটা চালাক চোস্ত হলো না বটে, কিন্তু বেশ ইয়ার হলো!

হরিচরণবাবু কি করেন, ছেলেটী বড় ভালবাসা,—ভারী আছুরে, কাজেই খেখে দেখে, বেঁছে বেছে, ছেলের ইয়ারকির জন্যে সেই রকমের বিশপঁচিশটী ইয়ার এনে বাড়ীতে পুষ্‌লেন।—বাবুর বাড়ীর দুটোচারটে ঘরপোষা শালাও সেই সঙ্গে পেস্‌ হয়ে গেল! দিবারাত্রি আমোদ প্রমোদের তুফান্ উঠ্‌তে লাগ্‌লো!—বেশ একপাল পীল ইয়ারে বেশ একপাল গোপাল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো!—সবাই যেনই মাযশোদার মাখনচোরা নীলমণি।—আবগারীর সব রকম শিষ্যেরাই মজ্‌লিসে আসর পায়,—কৌলকে পর্য্যন্ত ফেরে না,—হাসিমস্করার গর্‌রায় ঘড়বাড়ী কেঁপে কেঁপে ওঠে!—কোনো কোনো নীলমণিও বা বাজীতে জিতে, দিগম্বর সেজে, মাথা ঘুরিয়ে বক্‌সিস্ ন্যায়!—গানবাজনার তোড়ে স্বর্গধামের ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত থরহরি কম্পবান্!—গানবাজনার কথা উঠ্‌লেই সকলে একাস্নুরে সেই সেই ব্লোরে বলে, "ও-ই! বিষ্ণুপুড়ের কাচ্‌কে বারী, আম্‌ড়া মুড্‌মান বুঝি নে তো কে পাড়ে বটে?—বলি ও তাড়াকালি!—রা কার্রো, রা কারো!—কত সড়িমিএং আম্মাদের পেড়্‌সাদ খেঁইয়ে মুড় শিখে হাড়ে!"—ফলে তারাকালীর আখ্‌ড়ায় খুব গাওনাবাজনা চলে।—কুস্তীতেও কেউ কম নয়!—সিউড়ীতে অনেক রকমের অনেক বড়বড় গাছ আছে।—রাস্তার ধারেও অনেক গাছ।—রাহাগীর লোক অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ ছায়ায় ছায়ায় যেতে পারে।—সেই সকল গাছে বিস্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোদা হনুমান বাসা কোরে আছে। তারাকালীর ইয়ারের দল রোজ বিকেল বেলা সিউড়িতে গিয়ে সেই সব মহাবীর—মহা পালোয়ান গাছবাদর ধোরে ধোরে তাদের সঙ্গে লড়াই করে!

হাঁ,—আর এক কথা!—আমাদের দেশে যেমন ছোট ছোট

ছেলেকে বাবাপে বাবু বলে, বাঙ্গালাদেশেও অনেক জায়গায় শুনিচি,—সব জায়গায় নয়,—অনেক জায়গায় শুনিচি, বড়বড় ছেলেকেও মাবাপে বাবু বলে।—হরিচরণবাবুও তাঁর বড়ছেলেটীকে বাবু বোলে ডাকেন।—আর একটা ভাই কেমন নতুন নতুন দেখ্লেম।—বাঙ্গালায়েদের সব ভাতিবড়মানুষের ছেলেরা বাবাকে বাবা বলে না,—বাবু বলে!—কে জানে তাই, লজ্জায় বলে না, কি ঘৃণা কোরে বলে না, তা জানি নি, কিন্তু বাবা বলে না,—বাবু বলে!—তারাকালীও হরিচরণকে বাবু বোলে ডাকে।—কখনো সখনো ভুলভ্রান্তে বাবাও বলে বটে, কিন্তু ইয়ারকি দেবার সময় বাবুও বলে না, বাবাও বলে না,—বাওয়া বলে!

মাঘমাস,—নতুন বসন্ত,—শেষবেলা,—ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে,—বেশ দক্ষিণে হাঁক্চে,—দু দিক থেকে বনফুলের গন্ধ আস্চে,—বীরভূমে বেশী পাখী নেই,—তবুও দূরে দূরে, ডালে ডালে দু একটা কোকিল-পাখী ডাক্চে,—দেখ্তে দেখ্তে সূর্য্যদেব পাটে বোস্তে যাচ্চেন,—ক্রমেই ঘোর ঘোর হয়ে আস্চে,—সেদিন পূর্ণিমা,—পূর্ব্বদিকে অল্পে অল্পে পূর্ণপাল বসন্তচন্দ্র উঁকি মাচ্চেন;—মল্লিকেতে আমাতে,—আমরা দুটীতে ময়ুরাক্ষীতীরে বোসে আছি।—দশবারোদিন পণ্ডিতবাবুদের বাড়ীতে যাই নি, কিছুই খবর রাখি নি,—সেদিন দুটীতে নদীতীরে বোসে বোসে আপনাদের দুঃখের ভাবনা ভাব্চি,—কে কোথা গেলো, কে কোথায় রইলো,—সাহেবেরা কতই লড়াই কোচ্চে,—এই রকম নানাধানা ... কোচ্চি, হাহুতাশ কোরে মল্লিকেকে ... চ, ম

সময় সেইখান দিয়ে জনকতক লোক গেলো।—তারা আপনা আপনি গল্প কোত্তে কোত্তে যাচ্ছে, শনিবার হরিচরণবাবুর বাড়ী ... মোচ্ছব।—ভোগরাগ হবে, অনেক ... আসবে, অনেক লোক খাবে,

খুব ঘটা !—রোকে জুগীর পাঁচালী,—আতরগোলাপের নাচ,—বাবা নাবার কীর্ত্তন দিন অধিকারীর যাত্রা.—ভারী ধুম !—শুনে আমাদের মোচ্ছব দে [illegible]

শনিবার এলো !—আমরা দুজনে মোচ্ছব দেখতে গেলেম,—বেলা তখন প্রায় আড়াইপ্রহর কি তিনপ্রহর !—ভোগরাগ হয়ে গেছে, লোকজন প্রায় সমস্তই খেয়েছে, কতক কতক বাকী !—আমরা গিয়ে উপস্থিত হোলেম !—সভামণ্ডপ গিস্‌গিস্ কোচ্চে !—প্রায় ছ শো লোক বার দিয়ে বোসেছে !—বৈষ্ণব-বাওয়াজীর দলেই বেশী লোক !—মধ্যস্থলে ওল পরামাণিকের মতন নেউলকিশোর বাওয়াজীও বোসে আছেন !—তিনি হাতমুখ নেড়ে হরিনামের ঝুলি জোপ্‌তে জোপ্‌তে পারিষদ লোককে শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন !—দুলাল সিং রকমারি জামা পোরে মাথায় চাদর জড়িয়ে,—ছড়ী হাতে কোরে পাঁচো ইয়ারে বেষ্টিত হয়ে মাঝে মাঝে ঘুরচে ;—"খেয়েছে !—খেই-য়েচে !—সর্ব্বাই খেইয়েচে !—যাড়া যাড়া বোস্‌কে আছে, তাঁরাও খেইয়েছে !" দুলাল এই সব ফাজীল কথা বোলে বাবুর কাছে নব-করাজী জানাচ্চে !—শেষবেলায় রাসবিহারীর দোল হবে ;—ঠাকুর রাসেশ্বর আজ দোলেশ্বর হবে; রাসেশ্বরীকে দোলেশ্বরী কোরে, বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে, বসন্তদোলে দুল্‌বেন !—বেলাও আর বড় নেই ;—প্রায় শেষ হয়ে এসেচে !—হরিবাবু বারাণসী জোড় পোরে, গলায় কাপড়

অভ্যাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাছে, বড়বড় ব

প্রভুদের কাছে, ঠাকুরকে দোলে চড়াবার অনুমতি-ভিক্ষা কোচ্চেন !—একজন সর্ব্বাঙ্গে ছাবাকাটা বহির্ব্বাস পরা প্রভু নামাবলী মাথায় বেঁধে, বাহু তুলে দাঁড়িয়ে উঠে, হাঁ হাঁ কোরে বোল্লেন, "না না না,—শনিবার-

শনিবার,—বাড়বেলা বাড়বেলা !—এখন না বট্টেহে !—গোধূলি গোধূলি !—” সকলেই এই উকীলপ্রভুর বক্তৃতা শুনে থকা হোলেন।—“আহাহা !—কি ব্যুৎপত্তি, কি ব্যুৎপত্তি !—শনিবারই এতো বট্টেহে !—গোধূলি গোধূলি !”—একজন বিষ্ণুপুরে ভট্টাচার্য্য রেগে উঠে জল্য নিয়ে, কাছা খুলে, টীকি ঘুরিয়ে, মুখে গাঁজা ভেঙে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেন, “আজ্ঞে,—বোলচো বট্টে শনিবার শনিবার, বাড়বেলা বাড়বেলা,—না হয় বচনটাই আওরাও বট্টে !—তা না বট্টে।—ক্যাবুল নবডঙ্কা বট্টে !—ধড়ো !—কি বট্টে,—শনাবাদ্যন্ত শেষক দ্বিতীয়া পঞ্চমেষ্যহং !—না না না,—শ্রীবিষ্ণু !—হলো নি, হলো নি,—কি বট্টে ?—শনাবাদ্যক ষষ্ঠক শেষক পড়িবর্জ্জয়েৎ ॥—এখন সম্পূর্ণ বাড়বেলা বট্টে হে !—গোধূলি গোধূলি !” হরিচরণবাবু তাঁদের ঝগড়া থামিয়ে সকলের কাছে জোড়হাত কোরে বোল্লেন, “ন্যাও ন্যাও বুট্টে ! কিসের গোধূলি ?—গোধূলি গোধূলি !—প্রভু ! এই আপনাদের দশজন সাধুর পায়ের ধূলি পোরেছে, এই-ই আমার গোধূলি !—দেরে দে, লেগিয়ে দে, লেগিয়ে দে !”—এই সব রঙ্গ হোচ্চে, ঠিক সেই সময় একজন বাওয়াজীর জলতৃষ্ণা পেলে।—মজলিসে হৈহৈরবে জল জল শব্দ পোড়ে গেলো।—ছুলাল সিং, হরিচরণ, তারাকালী, আর পাল ইয়ারেরা সকলেই জল জল কোরে চেঁচিয়ে প্রতিধ্বনি কোল্লেন।—এক দণ্ড গেল, দুদণ্ড গেল, চারদণ্ড যায়, তবু জল আসে না! হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে তারাকালীকে বোল্লেন, “ওগো বাবু! ও বাবু! এতক্ষণেও এক ভাঁর জল আনাতে পারে নি ?”—তারাকালী বুক ফুলিয়ে বোল্লে, “ভয় কি বাবু!—ও বাবু!—ভয় কি বট্টে হে !—আটজন চাকর আট দিকে ডেকিয়েছি, জল এলো বট্টে !”—এই কথাগুলি বোলে বাপের মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে তারাকালী আত্মপরিচয়রে

একটু নিধুর টপ্পা ধোরে ;—"এত ব্যস্ত কেন ধনী !—একটু দাঁড়ো
ধোরো চাঁদবদনী !"—এটা কি সুর বলো ঝিকিমি বাবু ?—এটা কি
সুর্ বটে ?"—হরিচরণ অমনি ফস্ কোরে বোলে ফেল্লেন, "রাগ ভৈরবী,
তাল জেহাৎ !"—তারাকালী হো হো কোরে হেসে হাততালি দিয়ে
বোল্লে, "বাহোবা বাওয়া ! বেশ বাওয়া !—তানা নানা বাওয়া !";—
হরিচরণবাবু খিল্ খিল্ কোরে হাস্‌তে লাগলেন।

তার পর আমাদের দিকে নজর পোড়্‌লো।—হরিচরণবাবু জোড়
হাত কোরে খুব আদর অভ্যর্থনা কোল্লেন ;—যারা যারা আমাদের
চিন্‌তো, তারাও ঘাড় হেঁট কোরে সেবা দিলে।—তারাকালীও একটু
হেসে একবার একখানা হাত তুল্লে।—সভার বাওয়াজীরা ভৈরবী দেখে
অবাক হয়ে আমাদের মুখপানে চেয়ে রইলো।—বৈষ্ণবেরা মোটেই
ভৈরবী মানে না, তারা আমাদের নমস্কার কোল্লে না।

জয়ার কথায় বাধা দিয়ে ইন্দিরাদেবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,
তারা নমস্কার না করুক, তারাকালী তার বাপের মুখের কাছে গীত
গেয়ে ঠাট্টা কোল্লে, তাতে তার বাপ কিছু বোল্লে না ?—অ্যাঁ ?

জয়াবতী নাক তুলে তুলে, চোক্ টেনে টেনে বোল্লেন, ই-ই-
ঈস্ !—বোল্‌বে !—বল্‌বার কি আর মুখ রেখেছে !—আগে আগে
আদর দিয়ে দিয়ে বোরতর আহ্লাদে কোরে তুলেছে, কাজেই ছেলে এখন
মাথায় চড়েছে।—শুনুলে না, আহ্লাদে আটখানা হয়ে হরিচরণ খিল্‌খিল্
কোরে হেসে উঠ্‌লো !—শুধু কেবল বাপকেই বা কেন,—ছেলের অজা-
ধারণ গুণ !—ওকে কি আর পদার্থ আছে !—একেবারে গেছে !—গর্ভ-
ধারিণী মা, যার বাড়া নেই, তাকেও বাগে পেলে ছাড়ে না !—সেদিনের
মজলিসে ঐ গালি গাজার কথা অন্দরমহলেও রাষ্ট্র হয়েছিল। রাত্রি

এক প্রহরের পর তারাকালী যখন বাড়ীর ভিতর যায়, হরিচরণবাবুও যান, সেই সময় বৌবাবু সকলের সাক্ষাতে ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "বাবা !—ছি !—দশজনের কাচকে তোম্মার বাবুকে কি অমন কোড়ে বোল্‌তি আছে বট্টে ?—লোকে আম্মাকে কত্তোই নিন্দে কড়ে !" তারাকালী দু হাতে দুই তুড়ি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "ও-ই !—কে বট্টে ?—কাড়ে আম্মি ভয় কঁড়ি ?—নিন্দে কড়ে কড়ুক, তা আম্মি ধড়ি না বট্টে !—তুম্মিও ধোড়ো নি বট্টে !—কলঙ্কেতে ভয় কোড়ো না বিধুমুখী !—যে যা বলে সোয়ে থাকো, হয়ে আগুড় দুখের দুখী !"—জননীর দাড়ী ধোরে, খুব হাঁ কোরে চেঁচিয়ে রাগরাগিণী ভেঁজে, তারাকালী বেশ তালে মানে আস্তাই অন্তরা জুড়ে, এই গানটী গেয়ে দিলে !—বৌবাবু একটু ঘোমটা টেনে, ফিক্ কোরে একটু হেসে, আবার ছেলের পানে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি কোরে বোল্লেন, "ছি বাবা !—মা হই বট্টে !—ও কথা কি বোল্‌তি আছে !—তোম্মার বাবু রাগ কোর্‌বে বট্টে !"—ছেলে অমনি ভারী খাপা হয়ে মায়ের মুখের কাছে হাত নেড়ে, চোক্ ঘুরিয়ে বোল্লে, "ছ্যা !—বাবু ভাড়ী বদ্‌নোছিক বট্টে হে !—তাই তড়েই তো বলি,—ছি ছি পিয়ে নোছিক্ হয়ে অনোছিকে যোকো না !—তাইড়ে নাড়ে, নাড়ে নাড়ে, তাইড়ে নাড়ে, নাড়ে না !"

গান শুনে মেয়েরা সকলেই মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো ;—খুড়ীজ্যাঠাই সম্পর্কের যারা যারা ছিল, তারা সব মজা পেয়ে খুক্ খুক্ কোরে উঠে পালালো !

ইন্দিরার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হলো !—তিনি যেন চোম্‌কে উঠে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, অ্যাঁ !—বলিস্ কি !—অ্যাঁ !—মা,—গর্ভধারিণী, তারে এমনি কোরে বোল্লে ?—অ্যাঁ ?—ছেলেটার কি একটুও

কাণ্ডজ্ঞান নেই ?—অ্যাঁ ?—হোক্, লেখাপড়াই যেন শিখ্‌লে না,—তা বোলে তো বুদ্ধিবিবেচনাও একটু থাকে,—ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিও তো একটা আছে, হতভাগা ছোঁড়ার তাও কি একটুও নেই ?—অ্যাঁ—কচি খোকা নয়, কিছু নয়, আঠারো আঠারো বছর বয়েস,—প্রায় এককুড়ী হোতে যায়, তার কি না মায়ের উপর এই উক্তি ?—অ্যাঁ ?—বলিস্ কি —বৃত্তি ?—অ্যাঁ ?

অন্নাবতী বোল্লেন, আর বলিস্ কি !—ছেলেটা যথার্থই অকাল কুষ্মাণ্ড !—কোনো জ্ঞান নেই, কিছুই বুদ্ধি নেই,—কেবল হ্যা হ্যা কোরে হাসে আর পাগলের মতন এলোমেলো বকে !—ভাবী জ্যাটা !—তবে যে বোল্‌বে, ঘরেই অমন করে, ছেলেবেলা থেকে নাই পেয়ে পেয়ে আদুরে হয়ে উঠেছে, সেইজন্যে কেবল মাবাপের কাছেই অমন ন্যাক্‌রা চ্যাক্‌রা করে,—তা নয়, প্রায় সকলের সঙ্গেই তার ঐ রকম।—কি ছেলে, কি বুড়ো, সকলের সঙ্গেই বেওজন ঠাট্টাতামাসা ছাড়ে !—মেয়েছেলেও বিচার নেই !—বাবুদের পাঁচটা হাতী আছে।—ছোটবাবুও তার একটা হাতী ভাগে পেয়েছেন।—তাঙ্কাণ্ডী প্রায়ই পাঁচো ইয়ারে মিলে সেই হাতীর উপর চোড়ে বেড়াতে বেরোয়।—পথের দুধারী লোক দেখেচে কি গালাগাল দেছে !—পাড়ার মেয়েছেলে ঘাটে জল নিতে আসে, তাদের দেখেও বাছালো বাছালো টপ্‌পা ধরে !—তখন আর ভয় থাকে না,—আঁৎকেও ওঠে না !—লোক দেখ্‌লেই,—তা যে কেন হোক্ না,—লোক দেখ্‌লেই মুখের উপর ট্যাঁস্ ট্যাঁস্ কোরে কটুকয়াণ বলে।—এই, এক গুণ ছেলের !!

ইন্দিরা একটু মুখটিপে হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তবে বুঝি মদ টদ খায় ?—অন্নাবতী বুক নাড়া দিয়ে বোল্লেন, আঃ !—তা আর খায় না !—

খায় দায় কি!—সব খায়!—শোনো না বলি!—সেই তো ছোটবাবুর বাড়ীর মোচ্ছব ফুরিয়ে গেল, আমরা সব চোলে এলেম, তার পর পাঁচ সাতদিন-পরায়, পাড়ায় পাড়ায় শুনলেম, মাঘমাসের শেষাশিষি একটা শনিবার দেখে দুলালের বাসায় মোচ্ছব হবে। হরিবাবুর মোচ্ছব হলো, দুলালের মোচ্ছব হলো না,-সেটা ভাল শোনায় না!—এই আসচে শনিবার দুলালের দুলালীর বাড়ী মোচ্ছব!

আমরা সেদিন সকাল সকাল ফলার কোরে মোচ্ছব দেখতে ছুটলেম।—ভারী ঘটা!—হরিবাবুর মোচ্ছবেই বা কি ঘটা হয়েছিল, তার চেয়ে চতুর্গুণ ঘটা!—চার পাঁচ কাঠা জমীতে যত লোক ধোরতে পারে, সব এসে জুটেচে,—হৈ হৈ রৈরৈ শব্দ!—মাঝখানে ঝমাঝমশব্দে কীর্ত্তন হোচ্চে, ধারে ধারে বাউল বাওয়াজীরা মনের ফুর্ত্তিতে মৃদং বাজিয়ে ভজন গাচ্চেন, এক দিকে জনকতক মাগী এলোথেলো হয়ে মুখে আধ ঘোমটা দিয়ে আড়ে আড়ে তাকাচ্চে আর ফোঁস ফোঁস কোরে দুনী-চক্ষের জল মুচ্চে।—তাদের ভাব লেগে গেছে!—দুলালের দুলালী জগতী কলুনী বালুচরের চেলী পোরে, গাছকোমর বেঁধে, খোঁপা উঁচু কোরে, গিন্নীর মতন সব রকম তদাবক্ কোরে বেড়াচ্চে, দুলাল নিজে পাঁচরঙা চাপ্কান পোরে, পায়ে মোজা, হাতে দস্তানা, আর মাথায় আগাতোলা টুপী দিয়ে, মাথালো মাথালো বাউলবাওয়াজীর খাতির নিচ্চে।—ভারী ধুম!—নেউল এসেছেন, বৃন্দাবন এসেছেন, হরিচরণবাবু এসেছেন, তাঁর ছোট ছেলে উমাকালীবাবুও সঙ্গে এসেছেন, বড়টী আসে নি।—ক্রমে আসচে।—বেলা দুই প্রহর।

বীরভূমে কিছু কুষ্ঠরোগটা বেশী হয়।—অনেক লোকেরি কুষ্ঠরোগ আছে।—হিঁদুর চেয়ে মুসলমানের বেশী।—দুলালের কুষ্ঠ হয়েছে।

হাতে পায়ে বেশ ধ্বজবজ্র দেখা দিয়েছে!—মুখের ঠোঁটেও চিত্রবিচিত্র আরম্ভ হয়েছে!—সেই জন্যেই দুলাল সর্ব্বদা মোজা আর দস্তানা এঁটে থাকে। রোচক্ পাচক্ দুই চলে।—বাবুআনাও রক্ষা হয়, দাগ্‌টাও ঢাকা পড়ে;—রোচক পাচক দুই-ই চলে!—ঠোঁটেও সর্ব্বদা আল্‌তা মাখিয়ে রাখে!

বোল্‌তে বোল্‌তে জয়াবতী ফিক্‌ কোরে একটু হেসে ন্যাকা ন্যাকা কোরে বোল্লেন, বেশ ফিকির!—না?—লোকে মনে কোরবে, পান খেয়েছে!—অ্যাঁ?—আঃ হুহা!

যাক্,—বেলা দুইপ্রহর।—অনেক লোক আস্‌চে, অনেক লোক খাচ্চে, খুব গোলমাল।—এই সময় একজন বৈরিগী শশব্যস্তে দুলালকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কৈ?—কিশোরীমোহনবাবু আসেন নি বটে?" দুলাল তাচ্ছীল্যভাবে উত্তর দিলে, "কে বটে?—কিশোড়ী?—কিশোড়ী আম্মার পড়ুকে কুচ্ছু থাপ্‌পা আছে!—তা থাক্ বট্টে!—আম্মিও তোয়াক্কা রাক্কি নে।—আম্মিও নেওতন্ন দিয়ে থাল্লাস্ বট্টে!"

দুলালসিং সব সময় নাকে কথা কয় না।—খুব রাগে আর আহ্লাদে নাকীসুর বার্ কল্ল।—বেশ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বোল্লে, "আম্মিও নেওতন্ন দিয়ে থাল্লাস বট্টে!"

আমাদের ভাই কেউ নিমন্ত্রণ করে না!—আমরা ভৈরবী কি না, ভৈরবীরা শক্তির চেলা কি না, তাজেই কোনো মোচ্ছবেই আমাদের নিমন্ত্রণ হয় না!

যাক্,—সেই সময় দুলালকে আর একজন ডাক্‌লে।—দুলাল অমনি সওরক্কের ঘোড়ার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে তার কাছে গিয়ে পেল।—আমিও মল্লিকেকে এক জায়গায় দাঁড়

তাদের দিকে ঘেঁসে গেলেন। সেই লোক ফুস্ ফুস্ কোরে দুলালকে বোল্লে, "ছোট গিন্নী বোলচে, সিংজীর অতটা বারাবারী কড়া ভাল হচ্চে না!—আম্মাদের বারীর মুচ্ছপ্পে ঝ্যাক্কো খড়চ হলো, সিংজী তার চাইকে বেশ্ কী নিলে!"—দুলাল এই কথা শুনে খিল্ খিল্ কোরে হেসে ভঙ্গী কোরে বোল্লে, "হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যা!—মাগী বলে কি বট্টে!—অ্যা!—আড়ে,—আম্মার খড়চকে আর হড়িচড়নের খড়চকে কি সম্মান হবে?—মাগী বলে কি বট্টে!—মাগীকো কিছুক্ খুব বুদ্ধি বট্টে!—হ্যা হ্যা হ্যা!"

ওদের এই সব কথা হোচ্চে, হরিবাবু চারদিকে ঝুঁকে ঝুঁকে ভিড়ের ভিতর কেবল তারাকালীকেই খুঁজ্ চেন।—যাকে তাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, "বাবু এখনো আস্লোক্ না কেন্নে বট্টে?"

বেলা আড়াইপ্রহর।—এই সময় তারাকালীবাবু সেই একটী পাল সঙ্গে কোরে হাতীতে চেপে মোচ্ছবে উপস্থিত।—দুলালসিং তারে দেখেই হাতী থেকে নামিয়ে বুক চাপড়ে বোল্লে, "আড়ে—আইয়ে তাড়াকালী মহাড়াজ!—তোম্মার জন্নি তোম্মার বাবু এক্কোবাড়ে হাম্বা হুম্বা কোত্তি লেগেচে!"

এই রকমে তারাকালীকে খাতির কোরে দুলাল তারে ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গেলো,—গিয়েই বোল্লে, "ওগো! ও—ও!—এই ন্যাও তোম্মার বাব্বু ন্যাও!"—বোলেই অমনি তারাকালীকে আবার বোল্লে, "ওগো বাব্বু!—এই তোম্মাড়ি তড়ে তোম্মার বাব্বুর বড্ডা ভুকুড়ি লাগ্গিচ্ছিল,—একটুক্ খাল্লি মেন্নি * দ্যাও! মেন্নি দ্যাও!"

* বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অনেকে মেনি বলে, মেনাও বলে।

হরিচরণবাবু সেই কথা নিয়ে যথেষ্ট আমোদ কোরে ছেলেকে বোল্লেন, "ওগো বাবু, ও বাবু! মাথায় একটা কাপর বাঁধো বটে!—সেই টুপীটা প্যোল্লি পাল্লো না?—শিশিড় পোড়্‌চে—হিম পোড়্‌চে বটে!—কাপর বাঁধো!"

তারাকালী হা হা কোরে হেসে, চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর কোরে "তোমার এমনি বিদ্দেই বটেহে!—মাঘ মাসকে কি শিশ্যিড় পড়ে!!"

বিদ্দে দুজনেরিই সমান!—বেলা আড়াইপ্রহরের সময় বাপ বোল্লেন, শিশির পোড়্‌চে!—মকরের সূর্য্যকে দেখ্‌তে না পেয়েই যেন ছেলে অমনি বোল্লে, মাঘমাসে কি শিশির পড়ে?

যা হোক্, এই রকমে দিনমান কেটে গেল,—সন্ধ্যা হলো।—ক্রমেই ভিড় কোম্‌তে লাগ্‌লো।—অনেক লোক বেরিয়ে গেলো।—হরিবাবু রাত জাগ্‌বেন না,—মাথা ধোরেচে,—তারাকালীকে বারবার সাবধান কোরে, উমাকালীকে সঙ্গে নিয়ে, তিনি বাড়ী এলেন।—তারাকালী থাক্‌লেন।—তাঁর গোষ্ঠলীলার পালটাও সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌লো।—দিব্বি একটী পাল,—ভেঁড়ার পাল!

দুলালসিঙের বাসায় একটু তফাতে একটী ধর্ম্মঠাকুর আছে।—বীরভূমে ধর্ম্মঠাকুরের খুব মান।—নিত্য পূজা হয়, ভোগ হয়, গাজন হয় গান হয়, খুব মান!—এই ভক্তির গুণেই যমরাজও প্রায় বাঁধা আছেন সত্যি ভাই!—তামাসা নয়,—মরকাড়ী খুব কম।—থাক্, সেই ধর্ম্ম [illegible] একখানি ঘর আছে।—আমরা সন্ধ্যার পর সেই ধর্ম্মের [illegible]—রেতের বেলা কি রকম কাণ্ডখানা হয়, না দেখে যাওয়া হবে না, সেই জন্যেই আড্ডা নিলেম।—রাত্রে ইয়ারভোজ আর আট তরফা বাইনাচ!

রাত্রি দেড়প্রহর অতীত;—তখনো নাচ বসে নি।—মনিকে ধন্মের কাছে রেখে,—ইয়ারেরা কি কোচ্চে, দেখ্‌বার জন্যে আমি একাকিনী চুপি চুপি বিয়েবাড়ী চোলে গেলেম।—আসর সাজানো হোচ্চে,—রোস্‌নাই লাগানো হোচ্চে, মেলা লোক হৈচৈ কোরে বেড়াচ্চে, ভারী গোল!—আমার দিকে কেউ চেয়েও দেখ্‌লে না!—আমি টিপি টিপি আস্তে আস্তে কর্ম্মকর্ত্তার বৈঠকখানার কাছে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি, অবাক্ কাণ্ড!—দেখেই আমি অবাক্!—দিনের বেলা যারা যারা কৃষ্ণমোচ্ছবে ততদূর ভক্তিভরে উন্মত্ত হয়েছিল, তারা সব করে কি!—চিনে হবি, বেতে যিশু খ্রীষ্টভজা!—ভাব্‌লেম, দিনের বেলা এরা চারপ্রহরী ভজন গায়, রাত হোলে বামাচারে,—বীরাচারে মত্ত হয়!—উঃ! কি কারসাজী!—সমস্তই বক্ধাইমী!

দেখি, বিছানার উপর সারি সারি দুটো তিনটে কল্‌সী বোসেচে; মোল্লাদের সানোকের মতন চল্লিশ পঞ্চাশখানা সানোকে ভোগরাগ শোভা পাচ্চে;—বিশপঁচিশজন প্রসাদদাস বৈরাগী হল্লা কোরে ইয়ারকি দিচ্চে। বিশত্রিশটে সবচুলো চন্দ্রমুখীও ঘরটা আলো কোরে রয়েছে, চমৎকার শোভা!—কল্‌সীতে সরাপ,—সানোকে গোস্ *!—সকলেই প্রায় মাটীর ভাঁড়ে ঢেলে ঢেলে চক্ চক্ কোরে মদ খাচ্চে!—একধারে ভাল ভাল গায়েন বায়েন পাখোয়াজ বাজিয়ে, আড়খেমটা-সুরে তোক্লাতোকা রাগরাগিণীর মধুর ঝঙ্কার দিচ্চে!—ভূসো মজা!

ভাল কথা!—দিনের বেলা যখন মোচ্ছব হয়, সেই সময় একজন ভারী একটা ভারে কোরে একভার পাখী আর একরাশ ডিম এনে

---

* বাঙ্গালাদেশে অনেকেই মনে করেন, কেবল গোমাংসকেই গোস্ত বলে।—কিন্তু তা নয়।—পারসিভাষায় জীবজন্তুর মাংসমাত্রেই গোস্ত, কিম্বা গোস্।

কেন্নে!—লোকটা যেন ধুঁকে পোড়্‌চে!—পাখীর ভিতর হংস আছেন, বক আছেন, তিত্তির আছেন, [illegible] আছেন, ঘুঘু আছেন, পায়রা আছেন, খৈরী আছেন, বোয়গ আছেন, সব রকমই আছেন।—মনে কোরে-ছিলেম, কি তো কি!—বাঙ্গলা দেশের মোচ্ছবের একটা অঙ্গই বুঝি ঐ।—তা নয়, দেখে শুনে তখন বুঝলেম, ইয়ারের দলের ভোগের বস্তুই ঐ রকম চিড়িয়াখানা।

যাক,—বৈঠকখানায় বেশ মোচ্ছব লেগে গেছে!—একঘর লোক! তার মধ্যে নেউল আছেন, বৃন্দাবন আছেন, তারাকালী আছেন, দুলাল আছেন, গৃহিনী জগৎতারিণী আছেন, আরো অনেকেই আছেন।—এক-জন দাড়ীওয়ালা চস্‌মা চোকে ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছেন, তিনিও তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান মাথায় তুলে অন্নব্রহ্ম বোলে অঘোর মোচ্ছবে মেতে গেছেন!—এই সব দেখ্‌চি, এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে বমী কোত্তে কোত্তে তারা-কালী বাইরে এলো।—টোলে যেন গায়ে পড়ে!—আমি অমনি স্রুট কোরে সোরে গেলেম।

আবার তারাকালী মেরামত হয়ে ঘরে গেলো, আমিও আবার গুড় গুড় কোরে কপাটের আড়ালে গিয়ে জোম্‌লেম।

অধিকারী থেকে কেলুয়া অবধি গোপীপর্য্যন্ত সকলেই খাচ্চে, কেবল নেউলবাওয়াজী মদ খাচ্চেন না।—দুলাল আর তারাকালী, দুজনেই তাঁরে খাওয়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি কোরে অনুরোধ কোচ্চে, আর কেউ লাহল কোচ্চে না।—তারাকালী একবার মিহি আওয়াজে সুর কোরে বাওয়াজীকে বোল্লে, "বাওয়াজি!—ও বাওয়াজি! তুমি ভাই একবার একটু পেসাদ কোচ্চে দ্যাও না বাওয়া!

বাওয়াজী মুখখানি বিকট্ সিকট্ কোরে হাই তুলে নরমসুরে

বোল্লেন, "রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ !—হ্যা !—ও সাম্নিপিত্তু কি থাক্‌তে আছে বটেঃ !—আম্‌ড়া হোলেম বষ্টুমবাবাজীমানুষ, আম্‌ড়া এ কাজ কোল্লি পড়ে লোক্‌ড়া আম্মাদের গায়েকে অমনি ফুস্ কোড়ে থুতু দেবেক !—কি কও বটে ?—হ্যা ?—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যা !—তোম্‌ড়া খাও, তোম্‌ড়া খাও !—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যা !—কি কও বটেঃ ?"

দুলালসিং সেই সময়ে খড় কোরে একটা চুমুক মেরে বাওয়াজীর মুখের কাছে কাঁপা হাতে একটা চষক ধোরে, শূয়রের মতন মুখ সরু কোরে বোল্লে, "খোঁ খোঁ, তু খোঁ ! তু খোঁ !—আম্‌ড়া তো খোঁইছিই বটে,—তু ভাই একটুক্ খা বাওয়া !—এঁই খাঁ ! এঁই খাঁ !—খাঁ বাওয়া !—ছিঁ বাওয়া ! নক্ষু বাওয়া !—খাঁ একটুক !—ছি বাওয়াজি !—ছি বাওয়া ! খাঁ এঁইটা !—খাঁ খাঁ খাঁ !"

বাওয়াজী দেক্‌দেক্ হয়ে মালা জোপ্‌তে জোপ্‌তে, পঞ্চাশবার থুৎকুড়ি ফেলে, হাজারবার থু থু কোরে একেবারে একরাশ রাধাকৃষ্ণ মুখ দিয়ে বার কোরে ফেল্লেন !

তারাকালী এই দেখে রেগে উঠে এড়িয়ে এড়িয়ে দুলালকে বোল্লে, "দে শাল্লার মাথাকে ঢেল্লে !—দে শাল্লার মুখে ঢেল্লে !—শাল্লা !—খাবেক নি বটে !—ওড়ে তোর রাধাকিষ্টো এই সান্নিপিত্ত খেঁয়ে খেঁয়ে পাতাল শুবেচে !—এ গেঁলে পড়ে হাতে হাতে মোক্ষ হয় !—তু তা জান্নিস্ বটে ?—হঁঃ !—খাঁবেক নি বটে ?—শাল্লা !—দে শাল্লার মাথাকে ঢেল্লে !—খাঁবেক নি বটে !—খাঁ শাল্লা !—খাঁঃ !—খাঁঃ !—খাঁঃ !"

দুলালসিং তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল কোল্লে ।—সেই একপাত্র মদ নিয়ে বাওয়াজীর মাথায় ঢেলে দিয়ে মুখ হেঁট কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "খাঁঃ শাল্লা !"

ঘরশুদ্ধ লোক হো হো কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লো,—মদে বাওয়াজীর চুল ভিজে, নাক ভিজে, চোক ভিজে, একাকার হয়ে গেলো!—ঠোঁট বেয়ে বেয়ে টস্‌-টস্‌ কোরে মদ গড়াতে লাগ্‌লো!—বাওয়াজী যায় আর কি!—দুলালকে মাতাল, বেল্লিক, যাচ্ছেতাই বোলে গাল পেড়ে, কাপড় ঝাঁড়া দিয়ে বাওয়াজী বারম্বার কৃষ্ণকৃষ্ণ বোলে হীরেবলী দিয়ে মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন!—ঠিক সেই সময় ওৎ বুঝে বুঝে পেছন থেকে একটা ছুঁড়ী ছুটে এসে বাওয়াজীর কুঁড়োজালি কেড়ে নিলে!—আর একটা ডান্‌পীটে উচক্কা ছুঁড়ী আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে এসে বাওয়াজীর মুখের বুকের তিলক চেটে খেলে!—কপাল থেকে মুখ নামাবার সময় ছুঁড়ীর ঠোঁটে আর বাওয়াজীর ঠোঁটে বিলক্ষণ ঠেকাঠেকি, হয়ে গেলো!—বাঃ! হীরেমনপাখীর চুম্‌কুড়ির মতন দিব্বি একটা চুম্‌কুড়ির আওয়াজ হলো!! সকলেই হাহা কোরে হাততালি দিলে!—বাওয়াজী অপ্রস্তুতের শেষ!—তারাকালী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "বাওয়াজী!—শাল্লা!—বেশ হইয়েচে!—খাঁব্বে নি বট্টে!—খাঁঃ শাল্লা খাঁ!"

তারাকালী হোচ্চে বাবুর ছেলে,—বড় কেঁও নয়;—তার কাছে ফোঁস্‌ফাঁস্‌ ঝাড়্‌লে মোড়মাড়ে দাগা পোড়্‌বে;—কাজেই বাওয়াজী চুপ্‌ কোরে গেলেন!—কিন্তু আর অনুরোধ এড়াতে পাল্লেন না;—খেতে হলো!—নেউলবাওয়াজী মদ খেলেন!—উঠোউঠি পাঁচসাত পাত্র থাক্‌তে থাক্‌তেই ভক্ত বাওয়াজী ভোঁ!—দুলালসিং টিপি টিপি হাস্‌তে হাস্‌তে মুখের কাছে এসে চুম্‌কুড়ি দিয়ে বোল্লে, "বাওয়াজি! তুঁ ভাঁই একটা গান গা!"—তাই শুনে সকলেই গাঁ গাঁ কোরে সেই অনুরোধের ধুয়া ধোল্লে!—তারাকালী হ্যা হ্যা কোরে হেসে দুলালের পিট চাপ্‌ড়ে বড় বড় কোরে বোল্লে, "বাহোৱা বাওয়া!—বেশ বাওয়া!—বেশ

বোলেচো !—বাওয়াজীব সঙ্গে এখন আম্মাদের স্থবাদ ফিরেচে !—বাও-য়াজী আম্মাদের শাল্লা হয়েছে !—এখন শাল্লাকে শুইয়ে ফেল়ে, বুকে হাঁটু দিয়ে, বস্তো পাড়ো নেচিয়ে গেইয়ে ন্যাও বট্টে !—হুঁ বুঝ্‌লি ?—অ্যাঃ ?"

অনুরোধের উপর অনুরোধ পোড়্‌তে লাগ্‌লো।—বাওয়াজী যেন ফেবাতাড়া পেয়ে নোটন পায়রার মতন লকানোটন ছুট্‌তে লাগ্‌লেন !—তখনো বাওয়াজীর ভাল কোরে লজ্জাভাঙা হয় নি,—তিনি গীত গাইতে পাল্লেন না,—লজ্জা হলো।—ছুলালসিং হুঁসিয়ার লোক কি না,—বেদে চেনে সাপের হাঁচি,—সে অমনি ধাঁ কোরে উপ্‌লো উপ্‌রি পূর্ণমাত্রায় ছতিন পাত্র ঠুকে দিলে !—বাওয়াজীর পো একেবারে চুচ্চুরে !—তখন আর অনুরোধ কোত্তে হলো না,—নিজেই রাগিণী ভেঁজে বাজখাঁই আওয়াজে এই গান ধোল্লেন।—

একতালা।

"দিনে দিনে হড়ি বল্ !
কিসে কালের হড়ি বল !
কাল দমনের হড়িই বল !
তাতেই বলি হড়ি বল্ !"

তারাকালী বোল্লে, "দূড় শাল্লা !—এই বুঝি তোম্মার গীত বট্টে ?—বা ইয়ার !—রাখ. তোর হড়ি হড়ি হড়ি !—একটা টপ্‌পা ধড়্ !—টপ্‌পা ধড়্ !—বল্লো ছুট্টো নছের কথা চাঁদবদনি !—চাঁদবদনি !"

বোল্‌তে বোল্‌তে চাঁদবদনী দিব্বি একটী টপ্‌পা ধোল্লেন।

(আড় খেমটা।)

"দেখ্‌লে সে বিদ্দেড়ে।
কত বিদ্দেধড়ী, লজ্জায় মড়ে ॥

মোহিত হয় কন্দর্প, রূপের এমনি গর্ব্বঃ—
বিদ্দেধড়ী বিদ্দূপ কড়ে বিদ্দূতেড়ে॥
গজেন্দ্রোগামিনী ধনী, কুটি কড়ী ঐড়ী জিনি,
নাভিসড়োবড়ে ভাসে, সে নলিনী।
ভুজঙ্গিনী সম বেণী পিষ্টৌপড়ে॥
পীন পয়োধড়ো বুকে, জ্বলন্ত পাবকের শিখে,
ভুবন মোহিত ধনীর হয় কটাক্ষে;—
হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, তাইড়ে নাড়ে, নাইড়ে নাড়ে॥
দেখ্‌লে সে বিদ্—আঃ হাঃ হাঃ!"

তারাকালী হাততালি দিয়ে বোল্লে, "বাহোয়া বাওয়াজি!—বেশ বাওয়াজি!—তানা নানা বাওয়া!—আমি ভাই এর একটা উতোর ঝারি!—" উড়ু নিতম্ব, গুড়ু পয়োধড়ো, তাড়ে ভূমে চলিয়ে পরি গো!—সখি গো, আমায় ধড়ো ধড়ো।—হাঃ!"

বাওয়াজী শোতাস্তরী পেয়ে উৎসাহে ফুলে, এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে উঠে এক হাত কোমরে, এক হাত মাথায় দিয়ে, সেই গীতটী আবার গাইতে গাইতে বেশ তালেমানে নাচ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন!—আড়ে আড়ে মেয়েমানুষদের পানে চেয়ে চেয়ে সিস দিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "ওড়ে ভাই!—ও!—ও পাপপিওসী মেয়েমানুষগুলা!—আয় না বাপ,—গ্রোড়াও আম্মার শাথকে নাচ্‌বি গাইবি বট্টে!!"

ঝাঁকের ভিতর থেকে দুটী মেয়েমানুষ অমনি টুকটুক কোরে নাচ্‌তে উঠ্‌লো!—বাওয়াজী তাদের হাত ধোরে, কোমর ঘুরিয়ে ধেই ধেই

কোরে নাচ জুড়ে দিলেন !—সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গান ফাঁক্ যাচ্চে না ;—
তাও কিন্তু সেই ঐ গীতটী।

"দেখ্‌লে সে বিদ্দেড়ে,।
আহা,—হাঃ !"

নেচে গেয়ে বাওয়াজী একেবারে নাজেহাল প্রেসম্যান হয়ে
পোড়্‌লেন ;—বিস্তর মেহন্নত হলো !—তবুও কিন্তু সক্ ভাঙে না।—
ধর্ত্তা গান চোলিইচে !—"গজেন্দোগামিনী ধনী, কটি কল্টী ঐড়ী জিনি,
ভুজঙ্গিনী সম বেণী পিষ্টোপড়ে।—দেখ্‌লে সে বিদ্—ওযাক্ !"

বাওযাজীর আর আওয়াজ বেরুলো না।—তিনি বমী কোরে
ফেল্লেন !—তারাকালী খিকাব দিয়ে বোল্লে, "ছি ইয়ার!—চল্লালে !—
খাও আব্বার, ম্যাড়াম্মৎ হয়ে এলো বট্টে !—" হাঃ শাল্লা !"

বাওয়াজী মেরামত হয়ে গেলেন। সেই সময় দুলাল আর তারাকালী
দুজনেই খেম্‌টাসুরে "আর কি মদ্ আছে বঁতোলে, সব মদ্ খেঁইয়ে
গেঁছে মাতালে !" এই গীত গাইতে গাইতে দাঁড়িয়ে উঠে, আবার
নাচ্‌তে নাচ্‌তে আর একটা গান ধোল্লে।

আধ্বা।

যদোবদি হেড়িয়াছি পাণ্ তোমাড়ে।
তদোবদি নাহি হেড়ি অন্ন্য কাড়ে ॥
পাণ্ ! (ও বাওয়াজি !) যদোবদি–
হাঃ হাঃ হা !—
পিয়ে, মনে হোলে ভবো,
চন্দাধড়ে,—(ও বাওয়াজি !)

পিয়ে, মনে হোলে তবো,
চন্দাধড়ে,—যতো অপ্‌সড়ী
ভিস্‌ড়ী মনে নাহি ধড়ে॥
যদোবদি হাঃ!”

গান শুনে বাওরাজীও আর চুপ কোরে থাকতে পাল্লেন না। ছুটো বিদ্দেধরীর হাত ধোরে তিনিও সেই তালেতালেই নাচ্‌তে উঠ্‌লেন।—টোলে টোলে বেঁকে বেঁকে দু তিন পাক নেচেই বাওরাজী কাবু হয়ে পোড়্‌লেন।—ছুঁড়ীদের দাড়ী ধোরে বোল্লেন, “আড় ভাই দারিয়ে দারিয়ে পাড়ি না,—গামাথা বন্ বন্ কোড়ে ঘোড়ে বট্টে!—আয় ভাই বোস্‌কে বোস্‌কেই ধড়ি বট্টে!” ছুঁড়ীরা মুখ টিপে টিপে হেসে বোল্লে, “না ভাই, না বাওরাজি! তা হবে নি; আমাদের বড্‌ডো নাচ পেয়েচে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বেশ হবে!”—এই কথা বোলেই বাওরাজীর হাত জাপ্‌টে ধোরে সাম্‌না সাম্‌নি হয়ে “আয় আয় মকর গঙ্গাজল!” গান ধোরে খেম্‌টা নাচ আরম্ভ কোরে দিলে! বাওরাজী একেবারে থঃ!

সকলেই ক্লান্ত হয়ে একহাত বোস্‌লেন।—আবার চক্রসেবা চোল্‌তে লাগ্‌লো।—সকলেই সকল ভোগের বখ্‌রা নিচ্চে, কেবল নেউলবাওরাজীই একঘোরে!—তিনি মৎস্যমাংস ব্যাভার কোচ্চেন না তত নেসা হয়েচে, তবুও জাত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ফাঁকে ফাঁকে এড়াচ্চেন।—তাঁর সেবার জন্যে একপাশে একসরা বেদানা ছাড়ানো আছে, পাঁচসাতটা কমলালেবু আছে, আর একহাঁড়ী আনারসের মোরব্বা সাজানো রয়েচে!—বাওরাজীর দলে আর দুটীপাঁচটী থাক্‌লেই দুলালের দুলালীর বাড়ীখানি গিন্নি একটী দ্বিতীয় প্রভাসতীর্থ হয়ে দাঁড়াতো!—

দুই দিকে দুই দল বোসে রকম রকম আথ্‌ড়া কোচ্ছেন !—উদ্ধবের দল আর শ্রীকৃষ্ণের দল !

সে রকম ছিলও না,—হলোও না,—তবুও যা ছিল,—বাওয়াজী একা ছিলেন,—তাও আর বেশীক্ষণ থাক্‌লো না।—দুলালসিং বাওয়াজীর মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—কাণে কাণে,—কিন্তু মাতালের ধরে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বাওয়াজি ! গোস্ত খাঁবে ?"

বাওয়াজী চিতিয়ে পোড়ে, নেসার ঝোঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে বোল্লেন, "থুঃ !—থুঃ !—ছ্যা !—ছ্যাঃ—রাধেকৃষ্ণ !—হড়েকৃষ্ণ !—ছিঃ !—সক্কলে খাঁচ্চে,—বাড়ো জেতে ছুঁচ্চে, উচ্ছিষ্ট কোচ্চে;—আম্মি ভাই—রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ !—মহাভাড়ৎ ! মহাভাড়ৎ !—থুঃ ! থুঃ !"

বৃন্দাবনবাবু এতক্ষণের পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লেন।—তিনি সালিসীমানুষ কি না,—মুরুব্বিমানুষ কি না,—তিনিই মধ্যস্থগিরি কোরে বাওয়াজীকে লজ্জা দিয়ে দিয়ে বোল্লেন, "বাওয়াজীর আব্বার জাত কি র‍্যা ?—বারো জেতে ছুঁচ্চে, বারো জেতে খাচ্চে,—ছুঁলেই বা !—খেলেই বা !—তাতে বাওয়াজীদের কি ?—বাওয়াজীরা কি না খায় ?—কার এঁটো না খায় ?—খাঃ শালা, খা !—দেরে দে !—ওর মুখে গুঁজে দে !—শালা আমার বাওয়াজী !—হুঁঃ !—দে গুঁজে !"

গৃহিণী জগুতীকলুনী ধাঁ কোরে দৌড়ে এসে অমনি বাওয়াজীর মুখে এককোষ পাখীর ঝোল ঢেলে দিলে !—বাড়ীওয়ালীর অখাতির করা হয় না, বিদেয়ে কম পোড়্‌বে, কাজেই ঢোক্‌ গিল্‌তে হলো !—নেউলবাওয়াজী পাখী খেলেন !—ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি !—অবশেষে তারাকালীর সঙ্গে, বৃন্দাবনের সঙ্গে, দুলালের সঙ্গে, ছুঁড়ীদের সঙ্গে, অধিকারী-

সেরী জগৎকপুনীর সঙ্গে বাওয়াজীঠাকুর মাংসভোগ চাট্ কোল্লেন ; বেশ মাখামাখি হয়ে গেল !—সত্যি সত্যি সেই আসরে বাওয়াজীঠাকুরকে বারো জেতের এঁটোই খেতে হলো !—একটা ছুঁড়ী হাস্‌তে-হাস্‌তে বাওয়াজীর গা ঘেঁসে বোস্লে, মুখ উঁচু কোরে বোল্লে, "বাবাজি ! ও প্রাণ্ বাবাজি ! বলি ও নষ্টবর !—আজ্ঞে, ওঁ নষ্টবড় !—বলি,—তুমি আমাকে বষ্টুমী কোর্ব্বে ?"

মতিবালা হাস্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে একবার রোহিণীর দিকে একবার ইন্দিরার দিকে কটাক্ষ কোরে মুখ নেড়ে নেড়ে বোল্লেন, একটা মোচ্ছবের কথা নিয়ে জয়াবতী আমাদের ঢের কথা বোল্‌চেন।

জয়ার অভিমান হলো !—জয়া ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বোল্লেন, ঢের কথা বোল্‌চি ?—অ্যাঁ ?—ঢের কথা বোল্‌চি ?—আচ্ছা,—আর বোল্‌বো না !—যাঃ !—আর কি কোর্‌বে ?

মতিকে চোক্‌টিপি দিয়ে, ইন্দিরা একটু মৃদু হেসে আদরের স্বরে জয়াকে বোল্লেন, না—না—না !—তুমি ঢের কথা বলো নি।—তুমি বলো।—মতি ছেলেমানুষ, তার উপর কি মান কোত্তে আছে !—তুমি বলো !—লক্ষ্মী দিদি আমার !—লক্ষ্মী চাঁদ আমার !—লক্ষ্মী যাদু আমার ! লক্ষ্মী ধন আমার !—বলো !

জয়াবতীর অভিমান দূরে গেল।—তিনি আবার আসর নিয়ে জম্-জমাট্ হয়ে বোল্লেন, ওদিকে নাচ উঠেচে।—উঠোনে সামিয়ানার নীচে নাচের মজ্‌লিস্।—ঘুমুর পায়ে, বেণী ঝুলোনো, পেসোয়াজ পরা, একজোড়া বাই পাঁচসাতটা ভেড়ুয়ার সঙ্গে আসরে নেমেচে।—মোচ্ছবের লোকেরা সব হাঁ কোরে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েচে।—বাইজীরা থেকে থেকে ;—"হাঁসকে ছল্‌বল্ করি সেঁইয়া"—গান ধোরে, হাত ঘুরিয়ে কেবল

জাজিমের উপরেই পা রগড়াচ্চে!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবার "সজ্জিনী ঘরমে যাওয়ে" বোলে মানসরোবরের মরালবালার ন্যায় খুরখুর্‌ কোরে একপাক ঘুরে এলো!

বৈঠকখানা থেকে মাতালের দল বেরুলো!—তারা বাইজীদের দেখে, হল্লা কোরে, চীৎকারশব্দে বোল্লে, "আড়ে বেটি, কি গান গাঁইচিস্‌ বটে!—সাদের তড়ুনী ধর্‌!—সাদের তড়ুনী ধর্‌!"—বোল্‌তে বোল্‌তে একেবারে দলবেঁধে বাইজীদের ঘাড়ের উপর ঝাঁক্‌ কোরে লাফিয়ে পোড়্‌লো!—বাইজীর দল বেগতিক দেখে, যে যার তল্পীতাগাদা নিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে সটান পিট্টান দিলে!—এই রকমেই মোচ্ছব সমাপ্ত!—সেদিন এইখান থেকেই বীরভূমের দুলালসিঙের দুলালীকমলীর আখ্‌ড়াবাড়ীর কৃষ্ণমোচ্ছব ওরফে ইয়ারমোচ্ছব উজ্জাপন হলো!!!—একটী ইয়ারের পাল সে রাত্রের মতন হাবুডুবু খেয়ে সপ্তরশয্যা আশ্রয় কোল্লে!!!

এই তো গেলো এদিকের গতিক!—একটা খোট্টাচাকরের আখ্‌ড়াবাড়ীর ইয়ারমোচ্ছবে যখন এতখানি ঘটা, তখন হরিচরণের বিষয়-আশয়ের যে কি দশা হোচ্চে, বুঝ্‌তেই পাচ্চো।—হরিচরণবাবু দিনদিন ফকির হয়ে পোড়্‌চেন!—যারা যারা আপনার আপনার বিষয়রক্ষার ভার অপরের উপর রেখে চক্ষেও দেখে না, উল্‌টেও পাশ কেরে না, -সর্ব্বস্ব খেয়ানত হয়ে গেলেও একটীবার জিজ্ঞাসাও কল্লে না, লোকে তাদের বিদ্রুপ কোরে পাতুরে বোকা বলে।—প্রায় সকল দেশেই, সকল গ্রামেই ঐ রকমের দু একটা পাতুরে বোকা আছেন। বীরভূমের হরিচরণবাবুও তাঁদের মধ্যে একটী।

পাঠকমহাশয়!—শুন্‌লেন, অমরাবতীর চৈতন্যদুলাল বেশ লোক!—সে যদি আজো পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তা হোলে আমিও তারে

একবার সেলাম কোরে জিজ্ঞাসা করি, দুলাল! তুমি কি আমার?—জয়াবতীর নেউলকিশোর বেশ ইয়ারলোক!—তিনিও যদি আজোপর্য্যন্ত চরমের ইয়ারলোকে শুভপ্রস্থান না কোরে থাকেন, তা হোলে তাঁরেও আমি একবার জোড় হাতে দণ্ডবৎ কোরে জিজ্ঞাসা করি, বাওয়াজি নেউল!—তুমি কি আমার?

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম ভারতী।

দুর্জ্জন পাঠকঠাকুর।

" আনীতা ভবতা যদা পতিরতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা,
স্ফূর্জ্জদ্‌রাক্ষসমায়য়া নচ কথং রামাঙ্গমঙ্গীকৃতম্।
কর্ত্তুঃ চেতসি পুণ্ডরীকনয়নং দূর্ব্বাদলং শ্যামলম্,
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং ভবেৎ পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ?"

মহানাটক।

ষষ্ঠসপ্তম, উভয় যামিনীতে আসর ভারতী। জয়াবতী তাঁর আসল ভারতীর উপসংহার কোল্লেন।—মতিবালা আর মোচ্ছবের কথা, কুন্তীর কথা, ইয়ারকির কথা শুন্‌তে চাইলেন না;—ছেলেমানুষ কি না,—জগতের ভাবভক্তি বড় একটা বোঝেন না কি না,—কে কেমন লোক, কে কোন্ ভাবে চলে, এ সকল পাকচক্র কিছুই জানেন না কি না,—কাজেই বাহ্যাস্ লোকের কেলেঙ্কার শুনে মনে মনে তাঁর লজ্জা হলো। ও রকম প্রসঙ্গ তুল্‌তেই একেবারে জয়ারে বারণ কোল্লেন।—ইন্দিরা-

দেবীও কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, মতির অনুরোধেই শায় দিয়ে গেলেন।—রোহিয়া কিন্তু ঐ রকমের রগড় শুনতেই মনে মনে বড় অনুরাগিণী হলো। রোহিয়া একটু রংচুলানী মেয়েমানুষ কি না,—ঐ সকল রংদার কেচ্ছাই সে কিছু বেশী ভালবাসে।—বাসলে কি হয়, জয়াবতী সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেন।

এইখানে পাঠকমহাশয়কে একটী কথার ইঙ্গিত কোরে রাখা আমার বড় দরকার!—জয়াবতীর গল্প কর্‌বার ক্ষমতা যেমন অসাধারণ, কথাগুলিও যেমন মিষ্টি,—বুদ্ধিখানিও তেমনি চমৎকার।—জয়াবতী অসাধারণ বুদ্ধিমতী।—অতি চমৎকার মেধা।—ছেলেবেলা থেকে যা একবার শোনেন, তা আর ইহকালে ভোলেন না।—একটী চুল পর্য্যন্ত ঠিক্ ঠিক মুখস্থ কোরে রাখেন।—যে কথার অর্থ জানেন না, দীর্ঘদীর্ঘ ছন্দে তা পর্য্যন্ত আগাগোড়া মনে কোরে রাখতে পারেন।—ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যে ক্ষমতা ছিল, জয়াবতী সেই ক্ষমতার অধিকারিণী।—বামাজাতির পক্ষে এটী অতুল্য প্রশংসা।

ষষ্ঠ রজনীতে জয়াবতী বোল্লেন, পতিতবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রাইমোহন বাবু সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ!—আহা! ছোট ভাইটী বড় ভালবাসা,—বড় স্নেহের পাত্র, সেটী তাঁরে ছেড়ে পৃথক্ হয়ে গেল,—চক্রীলোকে তার বিষয়-আশয় ফাঁকী দিয়ে নিতে লাগ্‌লো,—এই চিন্তাতেই রাইবাবু সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ।—ছোটবাবু কিন্তু সে টুকু বুঝ্‌লেন না, এই বড় আক্ষেপ!—রাইমোহনবাবু পরমধার্ম্মিক,—দেবতাব্রাহ্মণে তাঁর অবিচলা নিষ্ঠা,—উদার ধর্ম্মনিষ্ঠ,—মনে এক ফোঁটাও ময়লা নেই,—কোনো গোলমাল নেই, বড় চমৎকার স্বভাব।—ভাই তিনটীও তেমনি সৎ।—দাদা যা বলেন, নিতান্ত অসম্ভব হোলেও তাতে তক্ষুণি রাজী হয়।

তিনজনেই তাঁরা একান্ত ভ্রাতৃবৎসল,—নিতান্ত অনুগত আজ্ঞাকারী। ছোটবাবুর জন্যে রাইবাবু রোদন করেন, তারাপ্রসাদবাবু নিশ্বাস ফেলেন, হরেকৃষ্ণবাবু হায় হায় করেন, কেবল আশুবাবু একটু একটু চটা!—তিনি হরিচরণের কষ্ট শুনে আপসোস্ করেন বটে, কিন্তু এক একবার রাগ কোরে বলেন, "গেছে গেছে, দূর হয়ে যাক্,—অধঃপাতে যাক্!"—এই রকম কথা শুনে রাইমোহনবাবু মনে বড় ব্যথা পান।—তিনি আশুতোষকে মিষ্টকথায় উপদেশ দিয়ে ও রকম উক্তি কোত্তে নিষেধ করেন।—তাতে বরং তাঁর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আরো অধিক যন্ত্রণার হেতু হয়ে ওঠে।—সর্ব্বদাই তিনি ভাবেন, কাঁদেন, স্তম্ভিত হন,—দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন, একদণ্ডও যেন সুখ পান না।—একদিন তিনি নির্জ্জনে তিনটী ভাইকে ডেকে পরামর্শ কোল্লেন, বাড়ীতে একটী ধর্ম্ম পুরাণ পাঠ করাতে হবে।—শোকতাপের সময় অন্যমনস্ক থাক্‌বার অমন উপায় আর নেই।—চিন্তামণির নামটী চিন্তাব্যাধির পরম ঔষধ।—ভাই-তিনটীও তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলেন;—কিন্তু একটুখানি মতভেদ হলো। আশুতোষবাবু কিছু শক্তিভক্ত, কালীদুর্গার নামেই তাঁর কিছু বেশী শ্রদ্ধা।—তিনি বোল্লেন, "গত বৎসর শ্রীভাগবত হয়ে গেছে, এই বৎসর চণ্ডী হোক্।"—রাইমোহনবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে সম্মতি দিলেন।

মতিবাবা হাততালি দিয়ে হেসে ব্যঙ্গ কোরে বোল্লেন, হো হো হো!—পাল্লেন না, পাল্লেন না!—জয়াবতী এইবার ঠোক্‌লেন!—উনি আগাগোড়া বোলে আস্‌চেন, রাঢ়দেশের কথা,—তাঁতিবাড়ীর কথা,—সব যেন এক রকম আড় আড়,—বাঁকা বাঁকা।—শুন্‌চিও তাই;—কিন্তু রাইবাবুরাও তো রাঢ়ের মানুষ, তাঁরাও তো সেই তাঁতি,—তাঁদের কথাগুলি তো রাঢ়ের মতন হলো না,—তাঁতির মতনও হলো না!

ইন্দিরার পানে চেয়ে, জয়াবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, তা ভাই অমন হয়ে থাকে।—যে দেশ হোক্, যে জাত হোক্, লেখাপড়া শিখ্‌লে, সহবৎ ভাল হোলে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাসদোষ সেরে যায়।—সৎসঙ্গে থাক্‌লে,—বলো ভাই, আঁ্যা ?—সৎসঙ্গে থাক্‌লে সকলেই সব রকমে একটু একটু পণ্ডিত হয় কি না ?—আঁ্যা ?—সচরাচর অভ্যাস না থাকুক; তবুও খুব সাবধান হয়েও কথা কইতে হয়।—বলো ভাই ! সত্যি কি না ?—আঁ্যা ?—রাইবাবুরা চারজনেই লেখাপড়া জানেন, সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণসজ্জনের সহবাস সর্ব্বদাই অধ্যাপকপণ্ডিতের সমাগম। কাজেই তাঁরা সচরাচর রেড়ো কথা মুখে আনেন না।—তা এ রকম তো হয়েই থাকে।—সাধুসঙ্গের গুণ যায় কোথায় ?

ইন্দিরা গম্ভীরবদনে উত্তর দিলেন, আহা ! তা আর হয় না !—হয় বৈ কি।—সাধুসঙ্গের গুণ কোথায় যায় ?—মতি ছেলেমানুষ, ওসকল মারপ্যাঁচ বড় একটা সোম্‌জে উঠ্‌তে পারে না।—তুমি বোলে যাও।—তার পর কি হলো ?—মতিও প্রতিধ্বনি কোল্লেন, তার পর কি হলো ?

জয়াবতী বোল্লেন, "তার পর, চণ্ডীপাঠ করানোই স্থির হলো।—পূর্ব্বদেশ থেকে দুজন পাঠকঠাকুর নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন।—পূর্ব্বদেশ বোল্লেম বোলে তোমরা নেহাত একেবারে সোণার গাঁ বিক্রমপুর মনে কোরো না,—রাঢ়ের লোকেরা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী সমস্ত স্থানকেই পূর্ব্বদেশ বলে।—তাদেরিই কথাপ্রমাণে আমি ঐ কথাটী বোল্লেম।—একজন সত্যসত্যই ঢাকাইপণ্ডিত বটেন, কিন্তু আর একজন শান্তিপুরে। যিনি ঢাকাই, তিনি সংস্কৃত পাঠক, আর যিনি শান্তিপুরে, তিনি হোলেন, বাঙ্‌লা পাঠক।

সপ্তশতী চণ্ডী দশদিনেই সমাপ্ত হয়।—শুয়ে, বোসে, জিরিয়ে

ধীরিসুস্থে পাঠ কোল্লেও একমাসের বেশী লাগে না। রাইবাবু তবুও হিসাবের উপর কবুলীবেশী চাপিয়ে দেড়মাস ঠিক দিলেন। দক্ষিণা ফুরণ মোটের উপর দেড় শো টাকা।—সংস্কৃতপাঠক এক শো টাকা, বাঙ্‌লাপাঠক পঞ্চাশ টাকা।—এ ছাড়া অন্নবস্ত্রের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র।

রাইমোহনবাবু শুভদিনে শুভক্ষণে তামাতুলসীগঙ্গাজলে সংকল্প কোরে ঐ দুজন পাঠকঠাকুরকে চণ্ডীপাঠে বরণ কোল্লেন। সেই দিনেই চণ্ডীপাঠ আরম্ভ।

আমরা পূর্ব্বাহ্ণেই খবর পেয়েছিলেম, অমুকদিন চণ্ডী বোস্‌বে।—প্রাতঃকালে সংস্কৃত পাঠ আর ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে বাঙ্‌লাপাঠকের বাঙ্‌লা চণ্ডী।—মল্লিকে ভোরবেলা থেকেই আমারে ব্যস্ত কোরে তুলেছিল, সূর্য্যপ্রকাশ হোতে না হোতেই আমরা চণ্ডীবাড়ী উপস্থিত!

পাঠকঠাকুর দিব্বি গরদের জোড় পোরে, গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কেটে, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায় দিয়ে, দু কাণে দুই অপরাজিতাফুল গুঁজে, কোষাকুষীর সঙ্গে খেরোবাঁধা চণ্ডীখানি সাম্‌নে রেখে, বেদীর উপর বৃষাসনে বোসে, বেশ ভক্তিভাবে দুলেদুলে চণ্ডীপাঠ কোচ্চেন।ঃ—

"তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ১।
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাং।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়ো ॥ ২।
নচেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্‌ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাং ॥ ৩।

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করোম্যহং ॥ ৪ ।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সাচকারাম্বিকা ততঃ ॥ ৫ ।
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
ববর্ষ শায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ৬ ।
ততো ধুতশঠঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবং।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥ ৭
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্ ॥ ৮ ।
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ৯ ।
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥ ১০ ।
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতি কোপিনা ॥ ১১ ।
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনং।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবী কেশরিণা ততঃ ॥ ১২ ।

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ॥৩১।
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈ বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু॥১৪।
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বা সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃসর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাং॥১৫।
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাং॥১৬।
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে ধূম্রলোচনবধঃ॥"

এই রকমে ধূম্রলোচনবধ সমাপ্ত কোরে, পাঠকঠাকুর একবার বাইরে থেকে এসে, ইত্যাদি লোকের উপর নিতান্ত সদয় হয়ে গুটীকতক ব্যাখ্যা আরম্ভ কোল্লেন!—

"এ—এ—এ,—হ্যাঁহ্যাঁ,—তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।—অর্থাৎ কি না, তেনাজ্ঞপ্ত শীগ্র সেই দূম্রলোচনঃ!—বুঝ্‌লে কি না?—আহা! ঋষিবাক্যের ইসেটা একবার দ্যাহো! সন্ধিটী আছেন, সমাসটী রয়েছেন, দাতুটী আছেন,—আর যেইয়া ঐ ইসে—শ্রীবিষ্ণু!—কারকটী রয়েছেন, হকলি রয়েছেন!—আহা! কি মাদুরী!—বুঝ্‌লে কি না?—আহা! কি সুন্দর তাৎপর্য্য!—কি মদুর বাব!—এহন ঐ ইসে;—এহন আমাদের বারতবর্ষের যেইয়া বরোই দুব্বাগ্য,—বুঝ্‌লে কিনা?—তেমন মহোপাধ্যায় আর জন্মে না!—বোল্‌চেন,—যেইয়া

এ—এ—এ— স দৃষ্টা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাং।—আহা ! দৃষ্টা তাং স দেবীং বুঝ্‌লে কি না ?—অর্থাৎ কি-না, দেবীং দৃষ্টা।—আহা ! তিনি হয়েছেন কেমন,—সা দেবীং কীদৃশীং—না,—তিনি হয়েছেন যেইয়া তুহিনাচলসাংস্থিতাং— বুঝ্‌লে কি না ?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠকঠাকুরটী পণ্ডিত ভাল, কিন্তু ব্যাখ্যা কর্‌বার শক্তি কিছু কম।—তিনি পাঁচ রকম অলঙ্কার দিয়ে ব্যাখ্যাদেবীকে সাজাতে চান, ব্যাখ্যা অমনি লজ্জা পেয়ে কাপড় ফেলে পালান !

ব্যাখ্যা শুনে অনেক লোক হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো,—মাথালো মাথালো ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হয়ে একে একে মজ্‌লিস থেকে খোস্‌তে লাগ্‌লেন।—আমগাছে হনুমান উঠ্‌লে গাছবাসী আমখাকী পাখীরা যেমন ভয় পেয়ে ঝট্‌পট্‌ শব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালায়, চণ্ডী-বাড়ীর ভাবং লোকেই ক্রমে ক্রমে তেমনিভাবে দল বেঁধে উঠে চোল্লো ! আমরাও হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে এলেম।

সেদিন অপরাহ্ণে আর আমরা বাঙ্‌লা চণ্ডী শুন্‌তে গেলেম না ;—উপরো উপ্‌রি তিনচারদিন গেলেম না।—পাঁচদিনের দিন বৈকালে একটু কৌতুক জন্মালো—আগ্রহও হোলো,—বিশেষতঃ মল্লিকের টানা-টানি, জেদাজিদিতেও একবার বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেলেম।—দেখি, সেই বেদী, সেই আসন, সেই সভা, সেই সব, কেবল পাঠকটী আলাদা।—পাঠকঠাকুর বকুলফুলের মালা পোরে,—তিনছড়া মাথায় জড়িয়ে,—দু ছড়া যেন ঝুম্‌কোর মতন কাণে ঝুলিয়ে,—দিব্বি রাগরাগিণী দিয়ে চণ্ডীপাঠ কোচ্চেন ;—শুন্‌লেম, এ পাঠকটী না কি বল্লেন ভাল।—ভাল শুনেই আমরা দু দণ্ড বোস্‌লেম।—আগের দিন চণ্ডমুণ্ডবধ হয়ে

গেছে, সেদিন রক্তবীজবধ।—পাঠকঠাকুর আগে কতটুকু বোঝেছিলেন, শুনি নি;—আমরা বন্দনার পর এইখান থেকেই পাঠ কোত্তে শুনলেম।

"বিচিত্র মুকুটমণি মাণিক্যে মণ্ডিত।
এমন মুকুট শিরে বান্ধিল ত্বরিত॥
দর্প করি দৈত্যসেনা সাজিতে লাগিল।
মণিময় বীরবৌলী শ্রবণে পরিল॥
রত্নময় দিব্যহার দিলেক গলেতে।
মাণিক্য অঙ্গুরী পরে দশ অঙ্গুলেতে॥
কোটি কোটি রথ সাজে রক্তবীজ সঙ্গে।
চড়ে ঘোড়া, ধরে খাঁড়া, সাজে সেনা রঙ্গে
মেঘেরে জিনিয়া বর্ণ স্বর্ণেতে মণ্ডিত।
লক্ষ লক্ষ করী চলে, বলে বিপরীত॥
টীকারা দগড়া বাজে, বাজে জয়ঢোল।
জয়ঢাকে, বীরঢাকে আরম্ভিল রোল॥
করে দম্ফ, জগঝম্প, বাজায় তখন।
তূরী ভেরী দুন্দুভি বাজায় কতজন॥
নিশান পতাকা উড়ে, সৈন্যের অগ্রেতে।
সসৈন্যেতে রক্তবীজ চলে সমরেতে॥
রণস্থলে রক্তবীজ, হেরিল চক্ষেতে।
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী, মগনা রণেতে॥

রণরসে মগ্না বামা, হাসে খল খল।
সুধাপানে ত্রিনয়ন করে ঢল ঢল॥
রূপ দেখে রক্তবীজ, অন্তরে অজ্ঞান।
ভাবে বিধি একি নারী করেছে নির্ম্মাণ॥
মরি বামা, অনুপমা, ভুবনমোহিনী।
জনমিয়ে না দেখি যে, এমন কামিনী॥"

"আহা হা!—মায়ের রূপ দেখে রক্তবীজ একেবারে অজ্ঞান হয়ে পোড়লো। বুঝলে কি না?—সেই জন্যেই কবি এইখানে অনুপমা,—অর্থাৎ কিনা বামা অনুপমা, এই চমৎকার ভাবটী বোসিয়েছেন!"

পাঠকঠাকুর এই রকমে ভদ্রকালীর রূপের ব্যাখ্যা কোরে, একবার একটু কেঁদে, চক্ষু মুছে, আবার করুণা কোরে গলা খাঁকারি দিয়ে বোল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,—শোনো শোনো।—তার পর কবি কি বোলচেন।"

"এইরূপে রক্তবীজ, ভাবিয়া মনেতে।
দর্প করি কহে কথা, ঈশানী অগ্রেতে॥
শুন লো সরোজমুখি! আমার বচন।
ত্যজ লো রণের সাধ, রণজয়ী পণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী শুম্ভ, মান্য ত্রিসংসারে।
কতশত দেবকন্যা, বাঞ্ছা করে তারে॥
হেন ভূপ, তব রূপ, দেখিবারে সাধ।
কি কারণে রূপবতি! সাধে সাধো বাদ॥

এই সব কথা হোচ্চে, ঠিক সেই সময় একজন বাউল আর বাউলী দুজনে মন্দিরের সঙ্গে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে ঝুণ্‌ঝুণ্ তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সেইখান দিয়ে এই গানটী গেয়ে যাচ্ছিলো।ঃ——

আড়খেম্‌টা।

"সবে প্রথম কলি বৈ তো নয়।
এর, পরেই বা কি হয়!
সদাই ইংরিজী কথা কয়,
ইংরিজী পেসাদ পায়,
আপন নারীর দম লাগায়ে, পরের নারী চায়,
আবার, বামণ্‌দেবতার ধার ধারে না,
বুজরুকেদের ধুলো খায়॥
পরেই বা কি হয়!

কেউ আর ন্যায় না সাধুর খোঁজ,
সদাই নেসাখোরের ভোজ,
মাকে দ্যায় না অন্ন খেতে, শালীর যোগা রোজ,
আবার, সহোদরের মুখ দেখে না,
শালার গোলাম হয়ে রয়!!
( )(পরেই বা কি হয়!)"

তাদের ভাঁড় করিয়ে, আর দুটাচারটী ঐ ভাবের গান শুনে, রাইবাবু একটী সিকি দিলেন, বাউলেরা আশীর্ব্বাদ কোরে যন্ত্র বাজিয়ে নাচ্‌তে

নাচ্‌তে বিদায় হলো।—গান শুনে কিশোরীবাবু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা হেঁট কোর‍্লেন।—কিছুক্ষণ ঔদাস্যভাবে আস্‌কথা পাশ্‌কথা পেড়ে খুব অপ্রতিভ হয়েই তিনি আস্তে আস্তে চোলে গেলেন;—রাইবাবু আপনা আপনি একটু হাস্‌লেন।

এই পর্য্যন্ত দীর্ঘকাহিনীর উপসংহার কোরে, জয়াবতী একবার শিউরে উঠে গম্ভীরবদনে ইন্দিরারে ও মতিরে সম্বোধন কোরে, আবার বোল্লেন, শুন্‌লে দিদি!—শুন্‌লি মতি!—এই, এতখানি ঔদার্য্য সেই রাইবাবুর!—ব্রাহ্মণের উপর এতখানি ভক্তি তাঁর!—লক্ষ ক্ষতি হোলেও তাঁরা ব্রাহ্মণকে কিছু বলেন না!—অত কথা কি, এখনো পর্য্যন্ত সেই ঢাকাইঠাকুর বীরভূম অঞ্চলে বার্ষিকবৃত্তি সাধ্‌তে এলে পথেবাটে যদি দেখা হয়, তা হোলে রাইবাবু তাঁরে ভক্তিভাবে প্রণাম কোরে সমাদরে জিজ্ঞাসা করেন, "দ্বিজবর! তুমি কি আমার?"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন ভারতী।

নবদ্বীপ।—নিমাই সন্ন্যাসী।—নন্দদুলাল!

"অধিগগনমনন্তাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তঃ প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি?"

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ।

সপ্তম যামিনীর শেষকথাগুলি মতিবালা বোধ হয় বড় একটা মন দিয়ে শোনেন নি।—কথার ভাবেই সেটুকু এখন বেশ বুঝ্তে পারা গেল।—অষ্টম রজনীতে তিনি অন্যমনস্কভাবে জয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তুমি বোল্লে, রাইবাবুরা নবদ্বীপ থেকে ভাল ভাল পণ্ডিত এনে চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত করালেন।—মনে হোচ্চে, আমিও একবার গুরুদেবের মুখে নবদ্বীপের নাম শুনেছিলেম বটে।—নবদ্বীপ কোথায়?—তুমি কি সেই নবদ্বীপে গিয়েছিলে?

জয়াবতী বোল্লেন, আঃ!—তা আর যাই নি?—নবদ্বীপ হোচ্চে বাঙ্লাদেশের মধ্যে একটী প্রধানতীর্থ,—সেখানে ভগবান চৈতন্যদেব গৌরাঙ্গনামে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন।—সেখানে আর আমি যাই নি?—গিয়েছিলেম বৈ কি!—মতিবালা আবার মুখখানি উচুঁ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, চৈতন্যদেব কে?

জয়াবতী হাস্তে হাস্তে বোল্লেন, তবে আর তুমি আমারে থাম্তে দিলেনা দেখ্‌চি!—আচ্ছা, শোনো তবে।—এই কথা বোলেই পঞ্চনদ-ভারতী জয়াবতী আবার নবীন ভারতী আরম্ভ কোল্লেন।

নবদ্বীপটী বেশ জায়গা।—পতিতপাবনী ভাগীরথী নিয়তই সেই নবদ্বীপের উপর সুপ্রসন্ন।—পূর্ব্বে নবদ্বীপ একটী দ্বীপ ছিল, চতুর্দ্দিকেই গঙ্গা ছিলেন।—কালে সকলি পরিবর্ত্তন হয়, এখন দক্ষিণপশ্চিম দুটী দিক্ মোজে গেছে, সে জায়গায় চাসবাস হয়, কেবল উত্তরপূর্ব্বদিকে গঙ্গা আছেন। ভাগীরথী আগে উত্তরবাহিনী ছিলেন, এখন দক্ষিণবাহিনী।—অমাবস্যাপূর্ণিমায় জোয়ারভাঁটা খেলে,—বারোমাস খেলে না।—শ্রাবণ ভাদ্রমাসে গঙ্গা ছাপিয়ে গ্রামটী ডুবে যায়।—সময়ে সময়ে গঙ্গার ভাঙনে অনেক লোকের ঘরবাড়ী জলশায়ী হয়।—নবদ্বীপের আর এক নাম

নদীয়া,—ভাষাকথায় নোদে।—তাছাড়া ভক্তেরা বলেন, 'গুপ্তবৃন্দাবন'।

নবদ্বীপটা প্রায় চৌকস স্থান।—দুই ক্রোশ দীর্ঘ, দুই ক্রোশ পরিসর।—দিব্বি জায়গা।—প্রায় আটহাজার ঘর বসতি।—নিজ নবদ্বীপে ১৩০০ ঘর ব্রাহ্মণ, ১৪০০ ঘর বৈরিগী, ৫০০ঘর তাঁতি, ২০০ঘর কাঁসারি, ১০০ ঘর শাঁখারি, ৫০ ঘর কায়স্থ।—এ ছাড়া তুড়ো, মালো, রাজবংশী, আগুরি, তেলী, তাম্বুলী, ইত্যাদি সব রকম জাত আছে।—মুসলমানও নিতান্ত কম নেই। তারা বেশ সানাই বাজায়।—নবদ্বীপে পাড়াবিলির বেশ চমৎকার কেতা।—উপরপাড়া, নীচেপাড়া, বুড়োশিবের পাড়া, আমপুলে পাড়া, রামসীতেপাড়া, পাঠকপাড়া, মালঞ্চপাড়া, ব্যাদ্ড়াপাড়া, পচাপুঁটীপাড়া, ইত্যাদি অনেক পাড়া আছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই স্থানের বিশেষ মহিমা বাড়িয়ে গেছেন।—এখানে অধ্যাপকপণ্ডিতের সংখ্যা খুব বেশী।—পণ্ডিতমণ্ডলী।—প্রায় ঘরঘর পণ্ডিত।—লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশ।—স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সাধুভাষায় কথা কয়।—নবদ্বীপের মান অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপী।—নবদ্বীপের পাঁজী, নবদ্বীপের ব্যবস্থা, বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই সমাদরে চলে।

এই রকমে ভূগোলতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে জয়াবতী এক গেলাস জল খেয়ে, ওড়্না ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে আবার বোল্লেন, আমরা নৌকাপথে নবদ্বীপে গিয়ে প্রথমেই ঠাকুরদর্শন কোল্লেম।—মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, শচীমা, পোড়া মা, রাধাবল্লভ; রামসীতা।—প্রভুদের গড়ন অতি সুঠাম, অতি পরিপাটী, অতিচমৎকার মূর্ত্তি!—নিম্‌কাঠের প্রতিমা,—তাতে রং দেওয়া।—দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে নিমকাঠের প্রাচীন প্রতিমা আছে, সেখানে সেখানে প্রায়ই সময়ে সময়ে

মূর্ত্তি বদল কোত্তে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতিমাটী একবারও বদল কোত্তে হয় নি,—ভাঙে নি, ঘুণ ধরে নি,—কিছু হয় নি।—অদ্বৈতপ্রভু সস্ত্রীক;—আর সব একা একা।—রামসীতার ব্রহ্মচারী বেশ;—সঙ্গে লক্ষ্মণ আর হনুমান।—পোড়া মার প্রতিমা নাই, একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ-মূলে ঘটস্থাপন।—সেই বটগাছটী অদ্যাপি সজীব আছে।—খুব লম্বা লম্বা, মোটা মোটা ঝুরী নেমে দিব্বি চমৎকার শোভা হয়েছে।—এই সকল ঠাকুর ছাড়া আরো অনেক ঠাকুর আছেন।—তাঁদের মধ্যে সাতটী শিব প্রসিদ্ধ।—যোগনাথশিব, বুড়োশিব, বালকনাথশিব, এলানে শিব, মালো শিব, দণ্ডপাণি শিব, তেঘোরে শিব,—এই সাত শিব।—শুনলেম, যোগনাথশিবের খুব জাঁকালো গাজন হয়।—বীরভূমে দেখিচি, সিদ্ধিনাথ নামে এক অনাদি শিব আছেন, তিনি খুব জাগ্রত;—নবদ্বীপের যোগনাথ শিব তেমনি জাগ্রত।—এই সব দেখ্‌তে শুনতেই সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমরা নৌকাতে ফিরে এলেম।

ভোরে কুলাঙ্গনার গঙ্গাস্নান।—গ্রামে জলকষ্ট বড়;—একটীও জলাশয় নেই;—এক এক বাড়ীতে পাৎকো আছে, তাতে চলে না।—কাজেই ছোটবড় সকলকেই গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল ব্যাভার কোত্তে হয়।—বেলা আড়াইপ্রহর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নান করেন। গঙ্গাস্নানের পারিপাট্য বেশী আছে।—ভোরবেলা থেকেই মেয়েরা সব দলে দলে হেল্‌তে দুল্‌তে, গল্প কোত্তে কোত্তে গঙ্গাস্নানে আসেন।—বোধ হয়, স্নানের জন্যে এক একটী দলবাঁধা আছে।—দলের ভিতর গিন্নী আছেন, বৌ আছেন, ঝি আছেন, কুমারী আছেন, সব রকম আছেন।—প্রাচীনাদের মোটা কাপড়,—নবীনাদের সরু ফিন্‌ফিনে!—প্রায় সকলের কক্ষেই এক এক জলের কলসী,—সকলের হাতেই এক এক তেলের

বাটী,—এক এক জনের হাতে এক একটা ফুলের চুব্ড়ী।—ঘাটে বোসে আদুড় গায়ে তেল মাখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশদেশান্তরের,—ঝগড়াকলহের, আর রাজ্যের লোকের ঘরসংসারের গল্প চলে!—নৌকায় বোসে বোসে আমি শুনলেম, একজন আর একজনকে বোল্লেন, "ও খুকীর মা!—বিন্দী আবাগী বড় নচ্ছার!—সেদিন কিনা সে আমার মুখের উপর ফস্ কোরে বোল্লে, তোর ছেলেটার কক্ষণো বিয়ে হবে না;—চিরকাল খুবড়ো হয়ে থাক্‌বে!—মাইরি!—মাগীটা বড় মুখফোঁড়!—ভারী দজ্জাল!—যাকে তাকে চিম্‌টি কাটে!—বছরদুই হলো, আমাকেও একদিন চিম্‌টি কেটেছিল!—মুখে আগুন!"—খুকীর মা অমনি খুকীকে মাই দিতে দিতে, হাঁটু দুলিয়ে, হাত নেড়া দিয়ে বোল্লেন, "মাইরি!—ভারী দজ্জাল!—হয়েছেও তেমনি!—ছেলেদুটো অমনি ধড়্‌ফড়্ কোরে মোরে গেলো!—বংশে বাতী দিতে নেই!—খুব হয়েছে!—বেশ হয়েছে!"—তাঁদের দুজনের পালা সাঙ্গ হোলে আর একজন বুড়ী এসে আসর নিলেন।—কথার ভাবে বোধ হলো, তিনি বিশ্বকুঁদুলী।—একঘরের বড়বৌকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "ও বৌমা!—ছ্যা!—তোমাদের ছোটবৌটা দুনের কুচ্ছিৎ!—ও মাগো!—ছ্যা!—নাক আসলে নেই!—ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোক্‌দুটো আছে বটে, চাম্‌ড়াখানা একটু ফর্সা আছে বটে, থাক্‌লে কি হয়, নাক আসলে নেই!—ছ্যা!—যেন একটা কালপ্যাচা!"—বড়বৌকে এই কথা বোলে আর একজনের পানে চেয়ে, সেই বুড়ী আবার মাটীতে আঁক কেটে কেটে, খোসামোদ কোরে বোল্লেন, "আমাদের এই বড়বৌমার মুখখানি কিছু সাক্ষাৎ সুন্দর নয়, চুল কগাছীও একটু খাটো খাটো, কিন্তু তাতেই বা কি হয়, দিব্বি নাক, দিব্বি মুখ, দিব্বি শরীর,—তা ছাড়া গুণেই মানিয়ে গেছে!

ওঁর শরীরে কি কম গুণ!—এই ধরো টাকা;—টাকা ওঁর পাল্লায় ঢের আছে।—এক কথায় হাজার দুহাজার বার্ কোত্তে পাবেন।—তবেগে ধবো কাপড়;—কাপড় উনি কক্ষণই মন্দ পরেন না,—সব অম্‌নি ভাল ভাল, সরু সরু, থাবা থাবা, দামীদামী!—তবেগে ধরো গয়না;—গয়না ওঁর যত রকম আছে, তত রকম এখানে আর দেখতেই পাওয়া যায় না। সবগুলিই ভারীভারী, পাকা পাকা!—তবেগে ধরো খাওয়া;—উনি যা খান, তা আমরা চক্ষেও দেখতে পাই না!—তবে উনি শ্রদ্ধা কোরে মাঝে মাঝে যে একটু একটু নাগ্‌রী গুড়, কুলের আচার, আর এক আধটা বাগুণকাঁচকলা পাঠিয়ে দেনি, ওঁর দৌলতে তাই আমি খেতে পাই।—এই এতগুণ ওঁর শরীরে!—হবে না কেন, লক্ষীর শ্রী আছে, রাজার বৌ,—দাতাভোক্তা,—তাতেই সব মানিয়ে গেছে!—রূপটীও কিছু মন্দ নয়।—ছোটবৌটা জলার পেত্নী!—আহা! অমনি যে কাত্তিকের মতন খাসা ছোটবাবু, তার কি না ঐ বৌ!—ছ্যা!—পোড়া কপাল!"

বিশ্বদুলালী যেটীর রূপগুণের ব্যাখ্যা কোল্লেন, দেখ্‌লেম, সেই বড়-বৌটী বড় চমৎকার দেখ্‌তে!—যেমন কালো, তেমনি রোগা!—পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে!—মেয়েমানুষের চিহ্ন তাতে একটুও নেই! মাথাটী প্রায় চোদ্দআনা নেড়া,—তায় আবার সেই মাথায় পাহাড়ের চূড়োর মতন টিবিটিবি!—কাণ নেই!—চক্ষুও একেবারে নেই বোল্লেও হয়!—কেবল নাকটা খুব প্রকাণ্ড!—সর্ব্বশরীরের মাটী যেন উপরে উঠে গিয়ে, মানের ভয়ে নাকের আশ্রয় নিয়েচে!—অতি কদাকার দেখ্‌তে!—ঠিক যেন একটা ভূত!—ছোটবৌটীর রূপের অপরাধ এই যে, সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কেবল নাকটী একটু খাঁদা!

যাক্, সেই সময় একটী ছেলে কেঁদে উঠ্‌লো।—বিশ্বদুলালী সেই

ছেলের মাকে কিছু ভালবাসেন। তিনি ছেলের কাছে ছুটে গিয়ে আদর কোরে বোল্লেন, "কেন বাবা!—কি খাবা বাবা?—সন্দেশ খাবা?—সেই খাবা?—খাও খাও!—চুপ্ করো, চুপ্ করো!"

ছেলেটী থাম্‌তে না থাম্‌তে আর একটী মেয়ে বোলে উঠ্‌লো, "ওগো! আর শুনেচ?—কামিনীর ভাসুর, সিদিন পত্র লিখেছে, কামিনীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে!"—আর একজন একধার থেকে অমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওগো! দু পয়সায় এসেছে গো, দুপয়সায় এসেছে!—ও মা! অতদিনের পথ, দুপয়সায় পত্র এলো!"—কামিনী দিল্লী যাবে, ভারী আহ্লাদ, সে তখুনি আর একজনকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হ্যাঁ দিদি! সব জায়গায় কি দুপয়সায় পত্র যায়?"—কামিনীর দিদি ভারী স্যায়না, সে অমনি তখুনি উত্তর দিল্লে "হ্যাঁ, লো!—তুই জানিস্ নি? চকিৎ যায়!—সব যায়!—তুই এক্কুণি ছ্যাদ্ কোরে একখানা কাপড় মুড়ি দিয়ে, চক্ষুবুজে, এইখানে শো,—ওলো!—ও কামিনি! তুই এক্কুণি শো!—আমি তোর কপালের উপর চকিৎ একখানা টিকিট মেরে দিই, তোরে এক্কুণি ড্যাং ড্যাং কোরে তোর শ্বশুরবাড়ী নিয়ে ফেল্‌বে!—চকিৎ নিয়ে ফেল্‌বে!—তুই শো!"

সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লো।—কলকলশব্দে মস্ত একটা হাসির ঝঙ্কার উঠ্‌লো।—সেই সময় মাঝখান থেকে একজন তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে অর্দ্ধদিগম্বরীবেশে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত নেড়ে, চোক্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোল্লেন, "হ্যাদে, নেয়াবাগীশের ঐ ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে!—সেদিন কোল্লে কি ছোঁড়া,—জানো তো,—পদ্ম সেদিন কবছরের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে,—সেদিন কোল্লে কি ছোঁড়া,—রাত্রে যখন ভাত খায়, সেই সময় পদ্ম চুপ্‌টী কোরে একটা জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি হোলেম চণ্ডীপাঠের কর্ত্তা, আমার কোল্‌কের তাওয়া নেই! তার উপর আবার টিপ্‌নী কাটা!—একখানা ছ কড়ার চস্‌মা ভাঙ্‌লেম, তাতে আবার মুখনাড়া!—এ জায়গায় আর থাক্‌তে নেই!—অতি অন্ত্যজ! অতি ছ্যা!—অতি নীচ!—ছি ছি ছি!—আজিই আমি চৌলে যাবো!' এই রকম আস্ফালন কোরে শান্তিপুরে পাঠকটী চণ্ডীপাঠ ফেলে সটান প্রস্থান দিলেন!

ছোটপণ্ডিত বিদায় হবার মাসখানেক পরে বড়পণ্ডিত ক্ষেপে উঠ্‌লেন!—মিছিমিছি রাগারাগি কোরে বাবদের শাপগাল দিয়ে তিনি পাঁজীপুঁথি নিয়ে ঠিক্‌রে বেরুলেন!

জয়ার কথা শুনে এইখানে আমার একটা হাসির কথা মনে পোড়্‌লো।—এক জেলায় একজনের বাড়ীতে ডাকাতী হোচ্ছিল;—বাড়ীর কর্ত্তা ভয়েদুঃখে জড়ীভূত হয়ে চুপ্‌টী কোরে একধারে এক কোণে বোসে কাঁপ্‌ছিলেন।—ডাকাতেরা মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর বিকটমুখে রেরে-রেরেঃশব্দে ঘোড়ার মতন চিঁহিঁহিঁহিঁ কোরে কর্ত্তার গায়ে জ্বলন্ত মশাল ছুব্‌ড়ে দিয়ে যাচ্ছিল!—পাঁচসাতবার এই রকম দগ্ধানির পর কর্ত্তা আর সাম্‌লাতে পারেন না।—জ্বালার চোটে ছট্‌ফট্‌ কোত্তে কোত্তে, কাঁদো কাঁদো মুখে, গলায় কাপড় দিয়ে, হাতজোড় কোরে একজন ডাকাতকে তিনি বোল্লেন, "ডাকাতমশাই!—ডাকাতমশাই!—অনেক কষ্ট পেয়ে রংপুরদিনাজপুর থেকে পেটেখুটে রোজগার কোরে যে সব টাকাকড়ী আমি এনেছিলেম,—অনেক কষ্টে যে সব জিনিসপত্র সংগ্রহ কোরেছিলেম, সিন্দুকবাক্স ভেঙে সে সমস্তই আপনারা লুট্‌চেন,—সর্ব্বস্বই নিচ্চেন!—নিচ্চেন নিন্‌, আবার রাগ কেন?—মাঝে মাঝে তেড়েফুঁড়ে ছুটে ছুটে এসে তেরিমেরি কোরে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, বারবার মশালের আগুনে

আমাকে এমনধারা দগ্ধানো হোচ্চে কেন?—আমি আপনাদের কোরিচি কি?—এত রাগ কয়েন কেন?”

গল্পটী যখন শুনি, তখন সত্যসত্যই আমার হাসি পেয়েছিল,—সত্যসত্যই আমি তখন হেসেছিলেম;—পাঠকমহাশয়! বোধ করি, আপনিও অবশ্য হাস্‌বেন;—কিন্তু বাস্তবিক এটী হাস্‌বার কথা নয়;—মর্ম্মভেদী কষ্টের কথা!—রাইমোহনবাবু যদি পরমধার্ম্মিক না হোতেন, তাঁর যদি হিমাচলের মতন সহ্যগুণ না থাক্‌তো, তা হোলে তিনিও ঐরকমে গলবস্ত্র হয়ে এই ছুটী পণ্ডিতকেশরীকে করজোড়ে জিজ্ঞাসা কোত্তে পাত্তেন, ঠাকুরমশাই! খাচ্চেন খান্, নিচ্চেন নিন্, লুট্‌চেন লুটুন;—আবার রাগ কেন?

যাক্,—জয়াবতী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, পাঠকঠাকুরেরা রাগভরেই সট্‌কান্ দিলেন!—কি হয়!—বিষম বিভ্রাট!—অবশেষে রাইবাবু ভেবেচিন্তে নবদ্বীপ থেকে ভাল ভাল পণ্ডিত আনিয়ে চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত কোল্লেন।—তাঁদের যে কথা সেই কাজ; মুখদিয়ে যা একবার স্বীকার করেন, লক্ষক্ষতি হোলেও তবু তার অন্যথা করেন না।—তায় আবার এ হোচ্চে গঙ্গাজলতামাতুলসীর ব্রত, এও কি কখনো নড়্‌চড়্ হয়? যত খরচ হয় হোক্, সংকল্পকরা চণ্ডী, কখনই অসম্পূর্ণ রাখা হবে না।—রাখাও হলো না;—চণ্ডী সম্পূর্ণ হলো।

ঢাকাইপণ্ডিত ঝগড়া কোরে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু একেবারে দেশত্যাগী হোলেন না;—কিশোরীবাবুর আশ্রয় নিলেন।—পাড়ায় গুজব, কিশোরীমোহন তাঁরে সভাপণ্ডিত কোর্‌বেন, চৌবাড়ী কোরে দেবেন, ভারী ভারী অনুরোধপত্র দেওয়াবেন, একেবারে দানসাগর! কিন্তু আমি শুনিচি, কিশোরীবাবু সে ধাতুর লোক নন।—তাঁর হাতে

এক কোঁটাও জল গলে না।—আগেই বোলিচি, কিশোরীমোহনবাবু নিঃসন্তান।—তাঁর সন্তানসন্ততি কিছুই নেই, তবুও তাঁর বিষয়ের উপর অসম্ভব মায়া!—চুল পেকেছে, দাঁত পোড়েছে, তথাচ কুহকিনী ধনাশা তাঁরে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ছাড়ে না!—বিষয়আশয় বাড়াবার জন্যে কিশোরীমোহনের সতঃপরত কামাল চেষ্টা!—টাকাও অগাধ, তবুও তৃষ্ণা ভাঙে না!—বিষয় বৃদ্ধি কোত্তে যদি অন্য লোককে বঞ্চনাও কোত্তে হয়, তাতেও তিনি পেছুপা নন!—অপরকে কেন,—বিষয়ের লোভে নিজের ভাই, ভাইপো, ভাগে, জামাই, এমন কি, ছোট ছোট নাবালক দৌহিত্রসন্তানদেরও যদি প্রবঞ্চনা কোত্তে হয়, তাও তিনি ছাড়েন না!—করেনও তা।—এই, এত গুণ যাঁর পেটে, তিনি আবার হাতী পুষবেন? ও হরিঃ!—পণ্ডিত পোষা না হাতী পোষা!—কেমন ভাই,—বটে কি না,—বলো,—অ্যাঁ।?

হ্যাঁ, ভুলে যাচ্চি!—শোনো ভাই মজার কথা!—একদিন আমি একলাটী সিউড়ির বাজার দিয়ে পূর্ব্বপাড়ায় বেড়াতে যাচ্চি,—দেখি, একজন মুটে একখানা কাপড়ের দোকানেধুপ্ কোরে একটা কাপড়ের বস্তা এনে ফেল্লে।—ফেলেই দোকানীকে বোল্লে, "শীগ্‌গির দাম দ্যাও, এক্ষুনি দুরদস্তর করো, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি।—কিশোরীবাবুর, মাল, বুঝেসুঝে দাম দিও, একচুল যেন তফাৎ হয় না;—তা হোলে রক্ষা থাকবে না!—শীগ্‌গির দাম দ্যাও!"

দোকানী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "আঃ! তিনি হোলেন জমীদার-মানুষ, তাঁর এক পয়সা গেলেই কি আর থাক্‌লেই কি!—তুই তামাক খা মেলারাক!—কিশোরীমোহনের নাম কোরে কতলোক কাপড়ের ব্যাবসা শিখে গেল!—তুই তামাক খা!"

আমার মনে খট্‌কা লাগ্‌লো !—থোম্‌কে দাঁড়ালেম ।—ভাব্‌লেম, কিশোরীমোহনের মাল,—তা আবার বেচ্‌তে এসেছে দেলারাম,—ব্যাপারখানা কি !—কিশোরীবাবুর কি তাঁত আছে ?—তিনি কি কাপড় বোনেন ?—আশ্বিন-তাঁতিরা কি কাপড় বোনে ?—না, তা হোলেও কিশোরীবাবু হোচ্চেন জমীদারলোক, তিনি কাপড় বেচেন, এ কথা অসম্ভব ।—আর কেউ হবে !—ভাব্‌তে ভাব্‌তে দোকানের ধারে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেম ।

দরদস্তুর হয়ে গেলো, কেনাবেচা চুকে গেলো, দেলারাম বেরিয়ে যাচ্চে, পাশে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ কোল্লে । আমিও বেশ সুবিধা পেলেম ।—তাকে একটু দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, দেলারাম ! তুমি কি কিশোরীবাবুর চাকর ?—দেলারাম উত্তর কোল্লে, "হ্যাঁ মায়ি !"—আমি তারে চুপি চুপি ঐ কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম ।—দেলারামের মুখ শুকিয়ে গেল !—ঠোঁটমুখ চাট্‌তে লাগ্‌লো । আমি ভৈরবী, আমার কাছে মিথ্যাকথা বোল্‌তে পারে না,—ছোট-লোকেদের ঠাকুরদেবতা উপর বড় ভক্তি, কাজেই আমার সাক্ষাতে সবাসর সব সে ভেঙে দিলে !

দেলারাম বোল্লে, "কত্তা জানেন, কিন্তু কত্তা দেন না, গিন্নী দেন ।—গিন্নী সরু কাপড় পছন্দ করেন না, ভাল কাপড় ভালবাসেন না, কিন্তু কত্তা তাঁরে পছন্দ করেন, কত্তা তাঁরে ভালবাসেন, রকম রকমের সরু কাপড়, ভাল কাপড় কিনে কিনে দেন ;—গিন্নী সে সব পুতু পুতু কোরে তুলে রাখেন,—এ ছাড়া লোকের বাড়ী থেকে, কুটুমবাড়ী থেকে সওগাদ আসে, সে সব কাপড়ও গিন্নী লুকিয়ে ফেলেন !—একেবারে বেশী হোলে আমার হাতে বেচ্‌তে দেন !—

বোলে গেন,—'আম্মি চাই নি, তব্ব্ কত্তা কিয়ে দ্যান!—এত্তো ক্ষ্যাপার কি হচ্ছেক!—তু যা দেলারাম!—বেচ্ কে দে বট্টে!—আম্মাদের কত্তা কেম্মন অ্যাক ভদ্দো মান্ষ বট্টে!—আম্মার অনেক পয়সা আছে, তব্বু ও কত্তা আব্বার দৈরে দৈরে দ্যান!—আম্মি চাই নি, তব্ দ্যান! তু যা দেলারাম! বেচ্ কে দে, বেচ্ কে দে!'—শুধু তাই বা কেন,—তত্ত্বের সন্দেশ, বাগানের ফল, গাছের লাউবেগুণ, ক্রিয়েকর্ম্মের উদ্বৃত্ত তরিতরকারি, দই, তেল, ঝালমসলা, মিঠাই, তালুকের খড়, গৈলের ঘুঁটে, তা পর্য্যন্ত বাজারে আসে!"

শুনে আমার অভক্তি জন্মালো,—দেলারামকে বিদায় দিয়ে বেড়ানো বন্ধ কোরে আখ্ড়ায় ফিরে এলেম!

উঃ! জয়াবতী বলেন কি!—অ্যাঁ?—পাঠকমহাশয়! স্মরণ করুন, হরিদাসের গুপ্তকথায় বারাণসীর কর্ষণদাস-দুলালদাসের গদীতে এক অদ্ভুতকাণ্ড শুনেছিলেন, এখন জয়াবতীর মুখে এই এক অদ্ভুতকাণ্ড শুনচেন!—কর্ষণদাস চাকরের রাত্রের ঘুম বাদ দিয়ে মা'ইনে হিসাব কোত্তেন, কিশোরীবাবুর বাড়ীতে ঘুঁটে পর্য্যন্ত বিক্রী হয়! এখন হরিদাসের কর্ষণ, আর জয়াবতীর কিশোরী,—এই দুইয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট্ট, কে গুরু, কে শিষ্য,—পাঠকমহাশয়! আপনিই তার মীমাংসা করুন! তা ছাড়া, আত্মীয়লোকের বিষয় ফাঁকী দেওয়া সম্বন্ধে ঐ কিশোরীকে হরিদাসের গুপ্তকথার প্রধান অধিনায়ক মাণিকবাবুর মাস্তুত্তো ভাই বোলে পেস্ করা যেতে পারে কি না, পাঠকমহাশয়! একসময় অনুগ্রহ কোরে সেটীরও আপনি একবার মীমাংসা কোরে নেবেন!

এই প্রসঙ্গে আর একটী পাখাকথা আমার মনে পোড়ে গেল।—

ছেলেবেলা ঠাকুরদাদার কাছে শুয়ে শুয়ে শুনতেম, একদেশে এক কৃপণ ছিল,—সে শুনলে, অমুক দেশে একজন কৃপণ আছে, তার চেয়ে বড় কৃপণ কেউ নয়।—সে ইহজগতের সমস্ত কৃপণের গুরু হোতে পারে। ছোট কৃপণ তাই শুনে ঐ বড়কৃপণের সঙ্গে দেখা কোত্তে সেই দেশে গেল।—বড়কৃপণ খুব আদর কোরে অতিথসেবার জন্যে নিজেই তারে সঙ্গে কোরে নিয়ে বাজার কোত্তে বেরুলো।—প্রথমেই এক রুটীর দোকানে গিয়ে বড়কৃপণ সেই রুটীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ক্যামন্ রে! ভাল রুটী আছে?" দোকানী উত্তর দিলে, "আজ্ঞা, খুব ভাল!—ঠিক যেন মাখমের মতন নরম!—বড়কৃপণ তাই শুনে ছোটকৃপণকে বোল্লে, "ঐ দ্যাখো ভাই, রুটীর চাইতে মাখম ভাল!—চলো আমরা মাখম কিনি গে!"—দুজনেই গয়লার দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ক্যামন্ রে!—ভাল মাখম আছে?"—গয়লা বোল্লে, "আজ্ঞা, চমৎকার মাখম! ঠিক যেন তেলের মতন মোলায়েম!"—বড়কৃপণ বোল্লে, "চলো ভাই, তবে তেল কিনতেই যাই!—মাখমের চাইতে তেল ভাল!"—দুজনেই কলুর বাড়ী গেলো।—জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ক্যামন রে! ভাল তেল আছে?"—কলু উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা, খাসা তেল!—ঠিক যেন জলের মতন ফর্সা!"—বড়কৃপণ আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছোটকৃপণের পা চাপড়ে হাসতে হাসতে বোল্লে, "আর ভাই ভাবনা নেই!—আমার ঘরে খুব স্বচ্ছ এককলসী বেশ ঠাণ্ডাজল আছে, দুজনে যত পারি, খাবো এখন!"—রাত্তিরে তাই-ই হলো!—তখন সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো, রুটীর চেয়ে মাখম ভাল;—মাখমের চেয়ে তেল ভাল;—তেলের চেয়ে জল ভাল!—বড়কৃপণ বড় চমৎকার কৌশলে ছোটকৃপণকে কেবল জল খাইয়েই বিদেয় কোল্লে!—এখন, ঠাকুরদাদার বড়কৃপণ, আর জয়াবতীর কিশোরীমোহন,—এদের

মধ্যে কে বড়, কে ছোট,—কে গুরু, কে চেলা,—পাঠকমহাশয়! আপনি অনুগ্রহ কোরে এটীরও মীমাংসা করুন।

সপ্তমরজনীতে জয়াবতী বোল্লেন, ঢাকাইপণ্ডিত লোকে গেলেন!—তিনি সভাপণ্ডিতিও পেলেন না, চৌবাড়ীও হলো না, অনুরোধপত্রও ফেঁসে গেল!—তিনি আবার পুনর্মূষিক হয়ে, ঢাকার মানুষ, ঢাকায় ফিরে গেলেন!—মনের দুঃখে, মহামনস্তাপে মনুবাক্ষী ত্যাগ কোরে আবার সেই ব্রহ্মপুত্রে ভাস্‌লেন!

কিশোরীবাবু একাকী একদিন সন্ধ্যার সময় রাইবাবুর সঙ্গে দেখা কোত্তে এলেন।—কথায় কথায় তিনি চণ্ডীপাঠের কথা তুলে খুব আত্মীয় ভাবে বোল্লেন, "বেঁচে থাকো বাপুপু!—তোমার চণ্ডীপাঠ সারা হয়েছে, এতে আমার যে কতখানি আহ্লাদ, তা আমি এক মুখে কোইতে পারি নি!—তা বাপুপু, একটা কথা বলি, সেই যে দুজন পাঠক এসো তোমাকে ফাঁকী দিয়ে অতটা টাকা নিলে, চণ্ডীপাঠ সায় কোল্লে না, অমনি অমনি পাইলে গেলো,—তারা কেমন লোক বটে? —তুমি কেন তাদের নামে নালীস করো না!

রাইমোহনবাবু কানে আঙুল দিয়ে, জিব কেটে, কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে বোল্লেন, "মহাভারত! মহাভারত!—সে কি কথা!—না খুড়োমশাই! আপনি অমন আজ্ঞা কোর্বেন না!—ভগবান যেন আমার তেমন মতি না দেন!—ব্রাহ্মণ পরম আরাধ্যবস্তু, শূদ্রজেতের পরমগুরু, তাদের নামেও কি নালীস কোত্তে আছে?—আপনি তো জানেন, কর্ত্তাদের আমল থেকে কতলোক কত রকমে আমাদের সংসারে টাকা ফাঁকী দিয়েছে, কৈ, কখনই তো সে জন্যে কারো নামেই নালীস হয় নি;—আমি কি ব্রাহ্মণের নামে নালীস কোরে সেই বংশে কলঙ্ক দেবো?—আঁ?

না খুড়োমশাই ! আপনি অমন আজ্ঞা কোর্বেন না !—লোকে ঠকিয়ে নায়,—নিলে নিলে,—তারাই ভাল থাক্ !—আমাঁদের তাতে ক্ষতিই বা কি হয়েছে ?—কমলার কৃপায় আমরা বরং ভালই আছি ;—যা ছিলেম, তাই-ই আছি ; বরং দুএক কাঠা বেড়েছে বই কমে নি !—ধর্ম্মপথে থাক্‌লে টাকা ঠকিয়ে কেউ কি কিছু কোত্তে পারে ?—ব্রাহ্মণের নামে নালীস কোত্তে পার্‌বো না !—সীতাহরণের পর রাবণের জননী নিকষা-নিশাচরী রাবণকে বোলেছিল, 'পতিব্রতা সীতাকে যখন তুমি হরণ কোরে আন্‌লে, তখন রাক্ষসীমায়ায় রামের বেশ ধারণ কোল্লে না কেন ? তা হোলে সোণার হরিণ সাজাতেও হতো না, মারীচও মোত্তো না, সীতা সচ্ছন্দে হাস্‌তে খেলতে তোমার সঙ্গে আস্‌তো।'——লঙ্কেশ্বর তাতে এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, 'মা ! দূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ মনোমনে চিন্তা কোল্লেও ব্রহ্মপদ তুচ্ছজ্ঞান হয়, নিজে সেই রামরূপ ধারণ কোল্লে কি কখনো পরস্ত্রীসংসর্গের অভিলাষ থাক্‌তে পারে ?'—বিবেচনা করুন, রাবণের ঔদার্য্য কতদূর !"

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, কিশোরীবাবুকে সম্বোধন কোরে, রাইমোহন-বাবু আবার বোল্লেন, "আমিও সেই কথা বলি !—খুড়োমশাই !—আপনি জানেন, আমি জেনেশুনে রাবণের মতন কখনই কোনো পাপকর্ম্ম করি নি, তবুও রাবণের কথাই আমার কথা !—কেন না, ব্রাহ্মণের পূজা কোল্লে আমাদের মুক্তি হয়,—সেই ব্রাহ্মণের নামে তুচ্ছটাকার দাবীতে নালীস কোত্তেও কি কখনো প্রবৃত্তি হোতে পারে ?—বাপ্‌রে !—ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের গুরু,—সাক্ষাৎ অগ্নি, তাদের নামেও কি নালীস কোত্তে আছে ?—ও কথাও কি মনেও কোত্তে আছে ?—খুড়োমশাই !—তা আমি কখনই পার্‌বো না !"

এই সব কথা হোচ্চে, ঠিক সেই সময় একজন বাউল আর বাউলী দুজনে মঞ্জিরের সঙ্গে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে ঝনুঝুনু তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সেইখান দিয়ে এই গানটী গেয়ে যাচ্ছিলো ;—

আড়খেম্‌টা।

"সবে প্রথম কলি বৈ তো নয়।
এর, পরেই বা কি হয়!
সদাই ইংরিজী কথা কয়,
ইংরিজী পেসাদ পায়,
আপন নারীর দম লাগায়ে, পরের নারী চায়,
আবার, বামণ্‌দেবতার ধার ধারে না,
বুজরুকেদের ধুলো খায়!!
পরেই বা কি হয়!

কেউ আর ন্যায় না সাধুর খোঁজ,
সদাই নেসাখোরের ভোজ,
মাকে দ্যায় না অন্ন খেতে, শালীর যোগা রোজ,
আবার, সহোদরের মুখ দেখে না,
শালার গোলাম হয়ে রয়!!
(পরেই বা কি হয়!)

তাদের ঐড় করিয়ে, আর দুটীচারটী ঐ ভাবের গান শুনে, রাইবাবু একটী সিকি দিলেন, বাউলেরা আশীর্ব্বাদ কোরে যন্ত্র বাজিয়ে নাচ্‌তে

নাচ্‌তে বিদায় হলো।—গান শুনে কিশোরীবাবু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা হেঁট কোল্লেন।—কিছুক্ষণ ঔদাস্যভাবে আস্‌কথা পাশকথা পেড়ে খুব অপ্রতিভ হয়েই তিনি আস্তে আস্তে চোলে গেলেন!—রাইবাবু আপনা আপনি একটু হাস্‌লেন।

এই পর্য্যন্ত দীর্ঘকাহিনীর উপসংহার কোরে জয়াবতী একবার শিউরে উঠে গম্ভীরবদনে ইন্দিরারে ও মতিরে সম্বোধন কোরে আবার বোল্লেন, "শুন্‌লে দিদি!—শুন্‌লি মতি!—এই, এতখানি ঔদার্য্য সেই রাইবাবুর!—ব্রাহ্মণের উপর এতখানি ভক্তি তাঁর!—লক্ষ ক্ষতি হোলেও তাঁরা ব্রাহ্মণকে কিছু বলেন না!—অত কথা কি, এখনো পর্য্যন্ত সেই ঢাকাইঠাকুর বীরভূম অঞ্চলে বার্ষিকবৃত্তি সাধ্‌তে এলে পথেঘাটে যদি দেখা হয়, তা হোলে রাইবাবু তাঁরে ভক্তিভাবে প্রণাম কোরে সাদরে জিজ্ঞাসা করেন, "দ্বিজবর! তুমি কি আমার?"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন ভারতী।

নবদ্বীপ।—নিমাই সন্ন্যাসী।—নন্দদুলাল!

"অধিগগনমনন্তাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তঃ প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি?"

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ।

সপ্তম যামিনীর শেষকথাগুলি মতিবালা বোধ হয় বড় একটা মন দিয়ে শোনেন নি।—কথার ভাবেই সেটুকু এখন বেশ বুঝতে পারা গেল।—অষ্টম রজনীতে তিনি অন্যমনস্কভাবে জয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তুমি বোল্লে, রাইবাবুরা নবদ্বীপ থেকে ভাল ভাল পণ্ডিত এনে চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত করালেন।—মনে হোচ্চে, আমিও একবার গুরুদেবের মুখে নবদ্বীপের নাম শুনেছিলেম বটে।—নবদ্বীপ কোথায়?—তুমি কি সেই নবদ্বীপে গিয়েছিলে?

জয়াবতী বোল্লেন, আঃ!—তা আর যাই নি?—নবদ্বীপ হোচ্চে বাঙলাদেশের মধ্যে একটী প্রধানতীর্থ;—সেখানে ভগবান চৈতন্যদেব গৌরাঙ্গনামে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন।—সেখানে আর আমি যাই নি?—গিয়েছিলেম বৈ কি!—মতিবালা আবার মুখখানি উঁচু কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, চৈতন্যদেব কে?

জয়াবতী হাসতে হাসতে বোল্লেন, তবে আর তুমি আমারে থামতে দিলেনা দেখ্‌চি!—আচ্ছা, শোনো তবে।—এই কথা বোলেই পঞ্চনদ-স্মরভী জয়াবতী আবার নবীন ভারতী আরম্ভ কোল্লেন।

নবদ্বীপটী বেশ জায়গা।—পতিতপাবনী ভাগীরথী নিয়তই সেই নবদ্বীপের উপর সুপ্রসন্ন।—পূর্ব্বে নবদ্বীপ একটী দ্বীপ ছিল, চতুর্দ্দিকেই গঙ্গা ছিলেন।—কালে সকলি পরিবর্ত্তন হয়, এখন দক্ষিণপশ্চিম দুটী দিক্ বোজে গেছে, সে জায়গায় চাসবাস হয়, কেবল উত্তরপূর্ব্বদিকে গঙ্গা আছেন। ভাগীরথী আগে উত্তরবাহিনী ছিলেন, এখন দক্ষিণবাহিনী।—অমাবস্যাপূর্ণিমায় জোয়ারভাঁটা খেলে,—বারোমাস খেলে না।—শ্রাবণ ভাদ্রমাসে গঙ্গা ছাপিয়ে গ্রামটী ডুবে যায়।—সময়ে সময়ে গঙ্গার ভাঙনে অনেক লোকের ঘরবাড়ী জলশায়ী হয়!—নবদ্বীপের আর এক নাম

নদীয়া,—ভাবাকথায় নোদে।—তাছাড়া ভক্তেরা বলেন, গুপ্তবৃন্দাবন।

নবদ্বীপটী প্রায় চৌকস স্থান।—দুই ক্রোশ দীর্ঘ, দুই ক্রোশ পরিসর।—দিব্বি জায়গা।—প্রায় আটহাজার ঘর বসতি।—নিজ নবদ্বীপে ১৩০০ ঘর ব্রাহ্মণ, ১৪০০ ঘর বৈরিগী, ৫০০ ঘর তাঁতি, ১০০ঘর কাঁসারি, ১০০ ঘর শাঁখারি, ৫০ ঘর কায়স্থ।—এ ছাড়া ডুড়ো, মুদো, রাজবংশী, আগুরি, তেলী, তামূলী, ইত্যাদি সব রকম জাত আছে।—মুসলমানও নিতান্ত কম নেই। তারা বেশ সানাই বাজায়।—নবদ্বীপে পাড়াবিলির বেশ চমৎকার কেতা।—উপরপাড়া, নীচেপাড়া, বুড়োশিবের পাড়া, আমপুলে পাড়া, রামসীতেপাড়া, পাঠকপাড়া, মালঞ্চপাড়া, দ্যাড়াপাড়া, পচাপুঁটীপাড়া, ইত্যাদি অনেক পাড়া আছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই স্থানের বিশেষ মহিমা বাড়িয়ে গেছেন।—এখানে অধ্যাপকপণ্ডিতের সংখ্যা খুব বেশী।—পণ্ডিতমণ্ডলী।—প্রায় ঘরঘর পণ্ডিত।—লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশ।—স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সাধুভাষায় কথা কয়।—নবদ্বীপের মান অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপী।—নবদ্বীপের পাঁজী, নবদ্বীপের ব্যবস্থা, বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই সমাদরে চলে।

এই রকমে ভূগোলতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে জয়াবতী এক গেলাস জল খেয়ে, ওড়্না ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে আবার বোল্লেন, আমরা নৌকাপথে নবদ্বীপে গিয়ে প্রথমেই ঠাকুরদর্শন কোল্লেম।—মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, শচীমা, পোড়া মা, রাধাবল্লভ, রামসীতা।—প্রভুদের গড়ন অতি সুঠাম, অতি পরিপাটী, অতিচমৎকার মূর্ত্তি।—নিমকাষ্ঠের প্রতিমা,—তাতে রং দেওয়া।—দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে নিমকাঠের প্রাচীন প্রতিমা আছে, সেখানে সেখানে প্রায়ই সময়ে সময়ে

মূর্ত্তি বদল কোত্তে হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতিমাটী একবারও বদল কোত্তে হয় নি,—ভাঙে নি, ঘুণ ধরে নি,—কিচ্ছু হয় নি।—অদ্বৈতপ্রভু সস্ত্রীক;—আর সব একা একা।—রামসীতার বনচারী বেশ;—সঙ্গে লক্ষ্মণ আর হনুমান।—পোড়া মার প্রতিমা নাই, একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ-মূলে ঘটস্থাপন।—সেই বটগাছটী অদ্যাপি সজীব আছে।—খুব লম্বা লম্বা ঝোটা ঝোটা ঝুরী নেমে দিব্বি চমৎকার শোভা হয়েছে।—এই সকল ঠাকুর ছাড়া আরো অনেক ঠাকুর আছেন।—তাঁদের মধ্যে সাতটী শিব প্রসিদ্ধ।—যোগনাথশিব, বুড়োশিব, বালকনাথশিব, এলানে শিব, মালো শিব, দণ্ডপাণি শিব, ভেঁপোরে শিব,—এই সাত শিব।—শুনলেম, যোগনাথশিবের খুব জাঁকালো গাজন হয়।—বীরভূমে দেখিচি, সিদ্ধিনাথ নামে এক অনাদি শিব আছেন, তিনি খুব জাগ্রত;—নবদ্বীপের যোগনাথ শিব তেমনি জাগ্রত।—এই সব দেখতে শুনতেই সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমরা নৌকাতে ফিরে এলেম।

ভোরে কুলাঙ্গনার গঙ্গাস্নান।—গ্রামে জলকষ্ট বড়;—একটীও জলাশয় নেই;—এক এক বাড়ীতে পাৎকো আছে, তাতে চলে না।—কাজেই ছোটবড় সকলকেই গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল ব্যাভার কোত্তে হয়।—বেলা আড়াইপ্রহর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নান করেন। গঙ্গা-স্নানের পারিপাট্য বেশ আছে।—ভোরবেলা থেকেই মেয়েরা সব দলে-দলে হেল্‌তে দুল্‌তে গল্প কোত্তে কোত্তে গঙ্গাস্নানে আসেন।—বোধ হয়, স্নানের জন্যে এক একটী দলবাঁধা আছে।—দলের ভিতর গিন্নী আছেন, বৌ আছেন, ঝি আছেন, কুমারী আছেন, সব রকম আছেন।—প্রাচীনা-দের মোটা কাপড়,—নবীনাদের সরু ফিন্‌ফিনে!—প্রায় সকলের কক্ষেই এক এক জলের কলসী।—সকলের হাতেই এক এক তেলের

বাটী,—এক এক জনের হাতে এক একটা ফুলের চুব্‌ড়ী।—ঘাটে বোসে আদুড় গায়ে তেল মাখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশদেশান্তরের,—ঝগ্‌ড়াকলহের, আর রাজ্যের লোকের ঘরসংসারের গল্প চলে!—নৌকায় বোসে বোসে আমি শুনলেম্, একজন আর একজনকে বোল্লেন," ও খুকীর মা!—বিন্দী আবাগী বড় নচ্ছার!—সেদিন কিনা সে আমার মুখের উপর ফস্ কোরে বোল্লে, তোর ছেমেটার কক্ষণো বিয়ে হবে না;—চিরকাল খুব্‌ড়ো হয়ে থাক্‌বে!—মাইরি!—মাগীটা বড় মুখফোঁড়্!—ভারী দজ্জাল!—যাকে তাকে চিম্‌টি কাটে!—বছরছুই হলো, আমাকেও একদিন চিম্‌টি কেটেছিল!—মুখে আগুন!"—খুকীর মা অমনি খুকীকে মাই দিতে দিতে, হাঁটু দুলিয়ে, হাত নাড়া দিয়ে বোল্লেন, " মাইরি!—ভারী দজ্জাল!—হয়েছেও তেমনি!—ছেলেছুটো অমনি ধুড়্‌ফড়্ কোরে মোরে গেলো!—বংশে বাতী দিতে নেই!—খুব হয়েছে!—বেশ হয়েছে!"—তাঁদের দুজনের পালা সাঙ্গ হোলে আর একজন বুড়ী এসে আসর নিলেন।—কথার ভাবে বোধ হলো, তিনি বিশ্বকুঁছুলী।—একঘরের বড়বৌকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, " ও বৌমা!—ছ্যা!—তোমাদের ছোটবৌটা দুনের কুচ্ছিৎ!—ও মাগো!—ছ্যা!—নাক আসলে নেই!—ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোকদুটো আছে বটে, চাম্‌ড়াখানা একটু ফর্সা আছে বটে, থাক্‌লে কি হয়, নাক আসলে নেই!—ছ্যা!—যেন একটা কালপ্যাঁচা!"—বড়বৌকে এই কথা বোলে আর একজনের পানে চেয়ে, সেই বুড়ী আবার মাটীতে আঁক কেটে কেটে, খোসামোদ কোরে বোল্লেন, "আমাদের এই বড়বৌমার মুখখানি কিছু সাকার সুন্দর নয়, চুল কগাছীও একটু খাটো খাটো, কিন্তু তাতেই বা কি হয়, দিব্বি নাক, দিব্বি মুখ, দিব্বি শরীর,—তা ছাড়া, গুণেই মানিয়ে গেছে!

ওঁর শরীরে কি কম গুণ !—এই ধরো টাকা ;—টাকা ওঁর পাল্লায় ঢের আছে !—এক কথায় হাজার দুহাজার বায় কোত্তে পারেন।—তবেগে ধরো কাপড় ;—কাপড় উনি কক্ষণই মন্দ পরেন না,—সব অম্‌নি ভাল ভাল, সরু সরু, খাসা খাসা,.দামীদামী !—তবেগে ধরো গয়না ;—গয়না ওঁর যত রকম আছে, তত রকম এখানে আর দেখতেই পাওয়া যায় না। সবগুলিই ভারীভারী, পাকা পাকা !—তবেগে ধরো খাওয়া ;—উনি যা খান, তা আমরা চক্ষেও দেখ্‌তে পাই না !—তবে উনি শ্রদ্ধা কোরে মাঝে মাঝে যে একটু একটু নাগ্‌রী গুড়, কুলের আচার, আর এক আধটা বাগুনকাঁচকলা পাঠিয়ে দেন, ওঁর দৌলতে তাই আমি খেতে পাই।—এই এতগুণ ওঁর শরীরে !—হবে না কেন, লক্ষ্মীর শ্রী আছে, রাজার বৌ, দাক্কাডোক্কা,—তাতেই সব মানিয়ে গেছে !—রূপটীও কিছু মন্দ নয় !—ছোটবৌটা অলাব পেত্নী !—আহা ! অমন যে কার্ত্তিকের মতন পাসা ছোটবাবু, তার কি না ঐ বৌ.!—ছ্যা !—পোড়া কপাল !"

বিশ্বদুলালী যেটীর রূপগুণের ব্যাখ্যা কোল্লেন, দেখ্‌লেম, সেই বড়-বৌটা বড় চমৎকার দেখ্‌তে !—যেমন কালো, তেম্‌নি রোগা !—পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে !—মেয়েমানুষের চিহ্ন তাতে একটুও নেই ! মাথাটা প্রায় চোদ্দআনা নেড়া,—তার আবার সেই মাথায় পাহাড়ের চূড়োর মতন টিবিটিবি !—কাণ নেই !—চক্ষুও একেবারে নেই বোল্লেও হয় !—কেবল নাকটা খুব প্রকাণ্ড !—সর্ব্বশরীরের মাটী যেন উপরে উঠে গিয়ে, মানের ভয়ে নাকের আশ্রয় নিয়েচে !—অতি কদাকার দেখতে !—ঠিক যেন একটা ভূত !—ছোটবৌটীর রূপের অপরাধ এই যে, সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কেবল নাকটী একটু খাঁদা !

থাক্‌, সেই সময় একটা ছেলে কেঁদে উঠ্‌লো !—বিশ্বদুলালী সেই

ছেলের মাকে কিছু ভালবাসেন। তিনি ছেলের কাছে ছুটে গিয়ে আদর কোরে বোল্লেন, " কেন বাবা !—কি খাবা বাবা ?—সন্দেশ খাবা ?—সেই খাবা ? খাও খাও !—চুপ্ করো, চুপ্ করো !"

ছেলেটী থাম্‌তে না থাম্‌তে আর একটী মেয়ে বোলে উঠ্‌লো, " ওগো ! আর শুনেচ ?—কামিনীর ভাসুর সিদিন পত্র লিখেছে, কামিনীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে !"—আর একজন একধার থেকে অমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, " ওগো ! দু পয়সায় এসেছে গো, দুপয়সায় এসেছে !—ও মা ! অতদিনের পথ, দুপয়সায় পত্র এলো !"—কামিনী দিল্লী যাবে, ভারী আহ্লাদ, সে তখুনি আর একজনকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, " হ্যাঁ দিদি ! সব জায়গায় কি দুপয়সায় পত্র যায় ?"—কামিনীর দিদি ভারী স্যায়না, সে অমনি তখুনি উত্তর দিলে, " হ্যাঁ, লো !—তুই জানিস্ নি ? চকিৎ যায় !—সব যায় !—তুই এক্ষুণি ছ্যাদ্ কোরে একখানা কাপড় মুড়ি দিয়ে, চক্ষুবুজে, এইখানে শো,—ওলো !—ও কামিনি ! তুই এক্ষুণি শো !—আমি তোর কপালের উপর চকিৎ একখানা টিকিট মেরে দিই, তোরে এক্ষুণি ড্যাং ড্যাং কোরে তোর শ্বশুরবাড়ী নিয়ে ফেল্‌বে !—চকিৎ নিয়ে ফেল্‌বে !—তুই শো !"

সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লো।—কলকলশব্দে মস্ত একটা হাসির ঝঙ্কার উঠ্‌লো।—সেই সময় মাঝখান থেকে একজন তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে অর্দ্ধদিগম্বরীবেশে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত নেড়ে, চোক্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোল্লেন, " হ্যাদে, নৈয়াবাগীশের ঐ ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে !—সেদিন কোল্লে কি ছোঁড়া,—জানো তো,—পদ্ম সেদিন কবছরের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে,—সেদিন কোল্লে কি ছোঁড়া,—রাত্রে যখন ভাত খায়, সেই সময় পদ্ম চুপ্‌টী কোরে একটা জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

মাইরি!—অনেকদিন দেখে নি কি না,—ছোঁড়া তাকে চিন্‌তে পারে না।—মাইরি!—মাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, মা! ও কে?—তার মা হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলেন, সে কিরে রমা?—পদ্মকে তুই চিন্‌তে পাল্লি নি?—ও যে তোর বোন্,—তোর সেই পদী!—রমানাথ শুনেছিলেন, সোমত্ত মেয়েদের মাল বলে।—মাইরি!—পদ্ম আমাদের শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ডাগরডোগরটী হয়েছে কি না,—ভাইমনে কোল্লেন, তাই বোলেই ছোট ভগ্নীটীকে আদর করি!—মাইরি!-হিহিহি!—চোম্‌কে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চকিৎ বোল্লেন, বাঃ!—পদী?—অ্যাঁ?—পদী?—বাঃ!—পদী আবার মাল হলো কবে?—মাইরি!—কথা শুনে ঘোমটা দিয়ে, পদ্ম অমনি ছুটে পালালো,—পদ্মর মা লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট কোল্লেন;—মাইরি!-হিহিহি!—রমানাথ আপনার মনে এই গানটী গাইতে লাগ্‌লেন!—মাইরি!

আমারি পদী পদী পদী!
এবার মাল হয়েছে পদী!
আমার পদী পদী পদী!!
পদী বড্ড হারামজাদী!!
আমারি পদী পদী পদী!!

শুন্‌লে একবার কাণ্ডখানা!—ছোঁড়া একাবারে বিগড়ে গেছে! বওয়াটের চরম হয়েছে!—বেয়লার পোড়া কপাল!—আবার শুন্‌তে পাচ্চি, সে নাকি পশ্চিম পালাবে!”

শুনে আমি অবাক্ আর কি!—তখন আমার একটা চৈতন্য হলো।—বীরভূমের তারাকালীর কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে আমি মনে কোরেছিলেম, তেমন ছেলে বুঝি আর এ জগতে নেই! কিন্তু নবদ্বীপের

ন্যায়বাগীশের পুত্র রমানাথের বিদ্যা শুনে সে জ্ঞান আমার ঘুরে গেল ! মিলিয়ে দেখ্‌লে, রমানাথ সেই তারাকালীর মাথার চড়েন !

যাক্‌,—ফিহাত্‌ মাইরিদিব্বি কোরে তেলমাখা সাঙ্গ হলো, সকলেই স্নান কোল্লেন।—তার পর সকলেরিই, শিবপূজা হলো।—এই একটী নবদ্বীপের বড় সুন্দর প্রথা।—সকলকেই গঙ্গাস্নান কোরে শিবপূজা কোত্তে হয়।—কিন্তু পূজার সময়েও গল্প ফাঁক যায় না!—মেয়েরা সব স্নান কোরে বাঁহার দিয়ে বাড়ী গেলেন, আমরাও অপরাহ্নে, ভাল কোরে ভস্ম মেখে, দুটীতেই গ্রাম দেখ্‌তে বেরুলেম।

বাঙ্‌লাদেশের বাঙালীর মেয়েদের ভয়ানক আবরু।—বিশেষতঃ বৌগুলির আরো ভয়ঙ্কর!—সকলেই, এক এক দেশের বৌ।—বুঝ্‌লে কি না ?—সূর্য্যদেবও তাঁদের মুখ দেখ্‌তে পান না, পবনদেবও তাঁদের ছুঁতে পারেন না,—কিন্তু বরুণদেবের কপাল ভাল!—তিনি সব পান!—বৌগুলির সব সেকেন্দরীগজের দেড়গজ কোরে ঘোমটা!—অন্দরমহলে অষ্টপ্রহর কয়েদীর মতন আটক!—এত আবরু ঘরের ভিতর,—কিন্তু গঙ্গাস্নানের সময়,—তীর্থে আস্‌বার সময় অনেক জায়গায় সূর্য্য দূরে থাকুন, পবন দূরে থাকুন, মানুষ দূরে থাকুন, বকুলগাছের মৌমাছীরাও স্বচ্ছন্দে গুঞ্জন কোরে সব রকম পদ্মমুখের একটু একটু পদ্মমধু পান করে!—এই রকমের এ কথা ও কথা, দশকথা বোলে ইন্দিরার পানে চেয়ে জয়াবতী আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, বীরভূমেও যেমন অনেক হনুমান দেখে এসেছি, নবদ্বীপেও দেখি, তেমনি অনেক হনুমান! নবদ্বীপে বেশী পাখী নেই! *

---

* জয়াবতী দেখ্‌লেন, বীরভূমে বেশী পাখী নেই, নবদ্বীপেও বেশী পাখী নেই, আমরা দেখ্‌ছি, আমাদের দেশের অনেক গ্রামেই বেশী পাখী নেই!—এ দেশের সব

ইন্দিরাসতী মুখমুচ্‌কে একটু হেসে মতির পানে চেয়ে মধুরস্বরে বোল্লেন, দেখ্‌লি মতি, দেখ্‌লি !—জমার কিন্তু খুব কপালজোর !—জমা আমার যেখানে যান, সেইখানেই হনুমান দেখেন !—বীরভূমে হনুমান দেখে এসেছেন, নবদ্বীপেও হনুমান দেখেছেন,—যেখানে গিয়েছেন, সেই খানেই হনুমান !—এদিকে নিজের ঘরেও আবার দিব্বি একটী হনুমান তৈয়ের হয়ে রয়েছে !

অমাবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, সেই সব হনুমানের জ্বালা গৃহস্থলোকেরা অস্থির * হয়ে পড়ে !—গ্রামটী আমরা প্রদক্ষিণ কোরে দেখ্‌লেম ।—বেশ গ্রাম ।—অধ্যাপকঠাকুরদের টোল আছে, সেগুলি বেশ !—প্রায় এক এক রসী লম্বা,—ছুচালা বাঙ্‌লাঘর,—কিন্তু ওসার খুব কম,—কেবল একটী লোক পা ছড়িয়ে শুতে পারে ।— অনেকগুলি টোল ।—সকল টোলেই ছাত্র আছে ।—অধ্যাপকপণ্ডিতেরা সেই সকল ছাত্রকে আহার দান করেন ।—এটী নবদ্বীপের অতি আদরণীয় প্রথা ।—একটী টোলে আমরা খানিকক্ষণ বোস্‌লেম ।—তৈয়েরীমানুষ আছি,—

ভাইসাহেবেরা পাখী খান ।—বিলিতীসাহেবেরা পাখী খান ।—আজকাল কতকগুলি ইংরাজীওয়ালা বাবু হয়েছেন, তাঁরাও অনেকেই পাখী খান ।—সঙ্গে সঙ্গে বওয়াটে ইয়ারগুলিও প্রসাদ পান !—তাঁরাই শিকারী হয়ে বন্দুক নিয়ে ভাল ভাল পাখীগুলি মারেন !—বীরত্বও কম নয় !—কপোত, সালিক, সারস, মোরগ, বক, হাঁস, খেরী ডাক, চড়ুই, প্রভৃতি সমস্ত সুন্দরসুন্দর পাখীগুলিই তাঁদের উদরস্থ হয় !—কাজে কাজে কাক, চীল, শকুনি, বাদুড়, প্যাঁচা, আর চামচিকেরা ভারতবর্ষের রাজা হয়ে বোসেছে শিকারীসাহেবেরা,—শিকারী বাবুরা ওসব পাখী খান না ।

* অমাবতীর সময়ে তাহাই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল কলিকাতাসংস্কৃতকালেজের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজীশিক্ষক নবদ্বীপনিবাসী বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় নবদ্বীপটী প্রা নির্ব্বানর করিয়াছেন ।—লোকে বলেন, এ কাজটী ভাল নহে ।

কাজেই সকলে আদর কোরে বসালে।—সেইখানে অনেক রকম নতুন কথা শুন্‌লেম।—আগে আমি যে পোড়ামার নাম কোরেচি, তাঁর তিনটী মূল।—কেউ কেউ বলেন, পূর্ব্বে নবদ্বীপ জঙ্গল ছিল, লোকালয় ছিল না।—জঙ্গলের ধারে হরিঘোষের বাতান ছিল।—সেই সময় সেইখানে একজন সিদ্ধপুরুষ আসেন, তিনিই ঐ দেবতা স্থাপন কোরে সিদ্ধ হন।—তার পর তিনি নবদ্বীপকে এই বর দেন যে, এখানে যে লেখাপড়া শিখ্‌বে, সেই-ই পণ্ডিত হবে।—একবার আগুন লেগে দেবতার ঘর পুড়ে যায়, কিন্তু ঘটের কিছুই আতপ পায় নি।—সেই অবধি সেই জন্যেই ঠাকুরের নাম পোড়া মা।

কেউ কেউ বলেন, তা নয়।—একটী ব্রাহ্মণের ছেলে,—বয়েস ১৫। ১৬ বছর,—মূর্খ,—বাপ্‌মা মারে,—খেতে দেয় না,—সেই দুঃখে গঙ্গাপার হয়ে নবদ্বীপে এসে হরিঘোষের বাতানে থাকে।—গরু চরায়, জঙ্গলে বেড়ায়, অকুতোভয়।—একদিন দেখে, একজন জটাধারী সন্ন্যাসী চক্ষুবুজে তপস্যা কোচ্চেন।—দেখে তার ভয়ও হলো, ভক্তিও হলো, একটু জ্ঞানও হলো।—ব্রহ্মচারীর স্থানমার্জ্জন করে, জল আনে, কাঠ কাটে, বড় ভক্তি।—সন্ন্যাসী একদিন তারে জিজ্ঞাসা করেন, কে তুই? বালক উত্তর করে, প্রভুর দাস আমি!—প্রভু বোল্লেন, তুই চোলে যা!—সে বোল্লে, তা যাবো না। আমি আপনার পরিচর্য্যা করি, আপনি আমারে মন্ত্র দিন্!—আমি আপনার শিষ্য হই!—আমি অতিদীন,—অতিমূর্খ,—মন্ত্র দিন্, জ্ঞান হোক্!—তপস্বী সম্মত হোলেন।—বালক গঙ্গাস্নান কোরে এলো, সন্ন্যাসী তারে মন্ত্র দিলেন।—কিন্তু এক দিতে আর দিয়ে ফেল্লেন!—গুরুদেব ভুলে আপনার নিজের মন্ত্রটীই বালককে দান কোল্লেন!—নিজের মন্ত্র না কি অপরকে দিতে নেই,—দিয়ে ফেলেছেন,

কি হবে, কাজেই তিনি সেই বালকের জিবটী টেনে ধোরে বীজমন্ত্র লিখে দিলেন!—তার পর ব্রাহ্মণপুত্রের বিদ্যাশিক্ষা হলো।—সন্ন্যাসী তারে বোল্লেন, আর আমাকে দেখতে পাবি নি;—তুই এইখানে থাক্;—অনেক ছাত্র হবে, বেশ জ্ঞান হবে, খুব বড়লোক হবি!—প্রতিদিন চার-দণ্ড কাল সরস্বতীদেবী এইখানে অধিষ্ঠান হবেন,—তুই থাক্!—এই কথা বোলে সন্ন্যাসী প্রস্থান করেন। সেই ব্রাহ্মণের ছেলে একখানা শ্মশানের আধপোড়া কাঠ কুড়িয়ে, সেই কাঠখানা পুঁতে এক ঘটস্থাপন করে।—ক্রমে সেই পোড়াকাঠের ডালপালা বেরিয়ে দিব্বি একটী নধর বটগাছ হয়!—সেই জন্যেই ঐ ঠাকুরের নাম পোড়া মা।—টোলের ছাত্রেরা পাঠ আরম্ভ কর্‌বার সময় আর সমাপ্ত হবার পর পোড়া মার পূজা দেয়।—দেবতার নাম পোড়া মা, আর সেই গাছটীর নামও পোড়া বট।

কেউ কেউ বলেন, তাও না।—ঘরপোড়াও নয়,—কাঠপোড়াও নয়, পোড়া মাও নয়,—টোলের পোড়োদের মা বোলেই ওঁর নাম পোড়ো মা। ছাত্রেরা নিজে ভক্তি কোরেই ঐ ঠাকুরের ঐ নামটী দিয়েছে।

সেই টোলে আর একটী ঠাকুরের মাহাত্ম্য শুন্‌লেম।—সেই ঠাকুরের নাম নরসিংহদেব।—তিনি গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রতিষ্ঠিত আছেন।—অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি;—অতি প্রত্যক্ষ দেবতা!—নবদ্বীপের সমস্তলোকেই প্রায় পুত্রকন্যার অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, আর বিবাহ উপলক্ষে নৃসিংহদেবের ভোগ লাগায়;—টোলের ছাত্রেরা বেরিয়ে যাবার সময় পোড়া মা, বুড়ো শিব, আর নৃসিংহদেবের ভোগ লাগায়।—নৃসিংহদেবের এমনি মাহাত্ম্য,—এতদূর শাসন যে, যে গয়লা তাঁরে জলদেওয়া দুধ দেয়, সে গয়লা নির্ব্বংশ হয়!—ভোগের সামগ্রীতে কিছু ব্যাঘাত ঘোট্‌লে

ভোগ মারা পড়ে।—ভোগের প্রসাদ সকলেই খায়,—অপর লোক উপস্থিত হোলে তাদেরও বেঁটে চেঁটে দ্যায়।

সেদিন এই পর্য্যন্ত শুনেই আমরা চোলে এলেম।—তার পরদিন বৈকালে আমরা বাওয়াজীপাড়া দর্শন কোত্তে বেরুলেম।—গঙ্গার দিকে, সারিসারি,—গ্রামের প্রায় সিকিভাগ জুড়ে বৈরিগীর আখ্‌ড়া।—গায়ে গায়ে অনেক আড্ডা।—বিকেলবেলা আমরা সেইদিকেই বেড়াতে গেলেম।—জায়গাটী বেশ।—রাতদিন বেশ আমোদআহ্লাদ চলে।—তফাত থেকে আমরা শুনলেম, একটা আখ্‌ড়ার ভিতর বাজনার সঙ্গে গান উঠেছে।—মনে কোল্লেম বুঝি, ঠাকুরদেবতার নাম হোচ্চে,—তাড়াতাড়ি হন্‌হন্ কোরে এগুলেম।—নিকটে গিয়ে শুনি, ও মা! তা নয়!—ঠাকুরদেবতার গন্ধও নেই!—মেয়েমানুষের মিহিসুরে, কাঁপানো গলায়, দিব্বি তালেমানে এই গীতটী চোল্‌তেছে।:—

আড়খেম্‌টা।

"প্রাণপাখী আমার!
উড়ে গেছে,—খুঁজে পাইনে আর!!
পাখীর মন ছিল সরল,
হায় হায়, কে বাধালে গোল,
সেই অবধি পাখী আমার, কেটেছে শিকল;—
আমার সোণার দাঁড় খালি,
ঝুল্‌চে প্রেমের শিকোলি,
হেসে হেসে বুকে বোসে, কে বোল্‌বে বুলি;—

আমি সারা নিশি ঘুরে বেড়াই,—
——দিবানিশি খুঁজে বেড়াই,—
চক্ষে দেখা পাইনে
প্রাণপাখী আমার !

গান শুনে আমার যেন চট্‌কা ভেঙ্গে গেলো !—ভাব্‌লেম, তবে এর ভিতর ভারী মজা আছে !—খুব ভালমানুষ হয়ে,—যেন কিছু জানি না,—ঠিক এমনিভাবে,—একে একে সকল আড্ডাতেই প্রবেশ কোল্লেম।—বৈরিগীরা বেশী আদর অপেক্ষা কোল্লে।—বষ্টুমীরাও অধিক কোল্লে না।—আমরা হোলেম ভৈরবী,—বৈরিগীর দলে মেশা ভার।—আখ্‌ড়াধারীরা কেউই আমাদের সেবা দিলে না,—নমস্কার কোল্লে না,—কিন্তু বেশ খাতিরযত্ন কোল্লে।—আড্ডাগুলি দেখ্‌তে বেশ। সকল আড্ডাতেই ঠাকুর আছে, সকল আড্ডাতেই মেয়েমানুষ আছে।—শুন্‌লেম, মেয়েমানুষের দলে সব রকম জাত আছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ সোণার বেণে!—লোকে তাদের রামকেলী বলে। * [illegible]তীরে শ্রীবাসের আঙিণা।—গঙ্গার ভাঙনে আখ্‌ড়াটী ক্রমে ক্রমে ভেঙে ভেঙে সোরে আস্‌চে।—বাড়ীখানি মন্দ নয়।—বাড়ীর ভিতর দিব্বি একটী

* জয়াবতী তবু আর একটী দেখতে পান নাই।—প্রতিবৎসর মাঘমাসে নবদ্বীপে ধূলট হয়।—এই মেলাটী নতুন ধোরেছে।—চুঁচুড়ার মাধবদত্ত এইটী বোসিয়ে গেছেন।—ধূলটের সময় দেশদেশান্তর থেকে অনেকপ্রকার যাত্রী আসে।—যাত্রীর ভিতর মেয়েপুরুষ দুই-ই থাকে।—মেলা ফুরিয়ে গেলে দুটো পাঁচটা উচক্কা ছুঁড়ী জমাট আমোদ পেয়ে বৈরিগীদের সঙ্গে মিশে ঐ সকল আখ্‌ড়াবন্দেই থেকে যায়!—লোকে বলে, তাদের মধ্যেও সোণার বেণের মেয়ে বেশী।—যাত্রীরা নতুন নতুন এসেই মঠধারীর জোগে লাগে।—

বাগান ;—বাগানে নানান্ রকম গাছের সঙ্গে অনেকগুলি নারিকেল-গাছ !—নবদ্বীপে নারিকেলগাছ আর কোথাও নেই, কেবল ঐখানেই আছে !—আখ্ড়ার মধ্যে লম্বা একটী ঘরের দেয়ালে দশ অবতারের ছবি, বস্ত্রহরণের ছবি,—কাছাখোলা বৈরিগীর সঙ্কীর্ত্তন,—গোচারণের ছবি,—গোষ্ঠলীলার ছবি,—রাস, দোল, নৌকাখণ্ড, ইত্যাদি নানান রকম ছবি দিয়ে ঘরটী বেশ সাজানো।—তা ছাড়া রাশীকৃত পাথরের রাধাকৃষ্ণ, আর বিস্তর শালগ্রামশিলা জড় করা আছে।—ক্রমে ক্রমে শুন্লেম, আড্ডার ভিতর নানান্ জাত আছেন।—কেউ মঠধারী, কেউ বাসঘরী, কেউ ঠাকুরপূজারি, কেউ বা ভোগ-রসুইকারী, কেউ কেউ বা পরিচর্য্যা-কারী।—যিনি মঠধারী, তিনি জুগী,—যিনি ঠাকুরসেবা করেন, তিনি শুঁড়ী,—যিনি ভোগ রসুই করেন, তিনি তাঁতি !—পরিচারকেরা কে কি জাত, তার ঠাইঠিকানা হয় না !—একেও আবার সময়ে সময়ে তারা ভদ্রলোককে প্রসাদ খেতে বলে !—সাহসও কম নয় !—আমাদের কিন্তু ভাই, কেউ কিছু প্রসাদ খেতে বলে নি !

ইন্দিরাদেবী একটু মৃদু হেসে, পরিহাসচ্ছলে সহাস্যবদনে বোল্লেন, তবু ভাল !—তুমি যে আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয় জাতমান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছ, এই-ই আমাদের মঙ্গল !—বৈরিগীরা তোমারে ধোরে যে, আখ্ড়াঘরের দাম্ড়ী কোরে রাখে নি, এই-ই আমাদের পরমলাভ !

কর্ত্তার পছন্দ না হোলে, কিম্বা অরুচি জন্মালে, চেলারাই ভোগ করে !—শেষকালে বয়েস বেশী হোলে দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেয় !—আরো এক কথা !—অনেক মেয়েপুরুষ ধূলটের সময় জোড়াজোড়া আসে।—তাদের মধ্যে কারো কারো ফিরে যাবার রাহাখরচ ফুরিয়ে গেলে আখ্ড়াঘরেই জোড়ার জুড়ী বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে যায় !—সেই সকল বন্ধকী যুবতীরা ঐসকল আখড়াঘরের ভেট্ বন্দী দাম্ড়ী হয়।

জয়াবতী দুটী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে ঈষৎ হেসে বোল্লেন, তাঁদের ভাই, ও রকমে কাউকে ধোরে বেঁধে বষ্টুমী কোত্তে হয় না!—কত জায়গার ঝিবৌ আপুনা হোতেই ঘর থেকে পালিয়ে এসে নবদ্বীপে সেবাদাসী হয়!—বওয়াটে ছোঁড়ারাও দেশদেশান্তর থেকে পালিয়ে এসে বৈরিগীদের চেলা হয়!—পরিচারক খুঁজতে হয় না!—তা যা হোক্, বাঙ্‌লাদেশে ঐ এক কেমন ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড!—লোকের ছেলেমেয়ে অত পালায় কেন?—সেদিন গঙ্গার ঘাটেও শুন্‌লেম, ন্যায়বাগীশের ছেলে রমানাথ পশ্চিম পালাবে!—আবার ঐ আখ্‌ড়াঘরেও শুন্‌লেম, দেশ দেশান্তর থেকে ছেলেমেয়ে পালিয়ে এসে বৈরাগী হয়!—এ ভাই, কি কাণ্ড?—রকমখানা কি?—লোকের ছেলেমেয়ে অত পালায় কেন?

অদৃষ্ট!—জয়াবতী গোঁড়ার খবর জানেন না!—সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড সন্দেহ কি,—কিন্তু জয়া যখন এ দেশে এসেছিলেন, তখন পালানোটা বরং কিছু কম ছিল।—এখন অসম্ভব বেশী হয়েছে!—ইংরেজ অশেষবিশেষে আমাদের দেশের উপকার কোচ্চেন, সেজন্য ইংরেজের কাছে আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বো, কিন্তু বুদ্ধির দোষেই হোক্, কি আমাদের কপালদোষেই হোক্, কিম্বা আর কোনো অপর দোষেই হোক্, দুটী একটা উপকার আমরা ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি না!—তাঁরা সমুদ্রপার থেকে একটা পবিত্রধর্ম্ম এনে ভারতবর্ষের কল্যাণসাধন কোচ্চেন, দেশে রেলওয়ে কোরে দিয়েছেন, তাতে কোরেও আমাদের নানাপ্রকার মঙ্গল হোচ্চে;—কিন্তু এক এক সময় ঐ দুটীতে আমাদের বড় মনঃপীড়া ঘটে!—অবাধ্য ছেলেমেয়েকে দমন করবার উপায় নাই!—ইংরেজআমলে সে পথ একেবারেই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে!—একটু কিছু কথান্তর হোলেই বওয়াটে ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে পাদ্‌রিসাহেবদের আশ্রয় নিয়ে

খ্রীষ্টান হয়,—নয় ত রেলওয়ের গাড়ীতে উঠে একেবারে ধাঁ কোরে পশ্চিম পালায়!—এ রোগের ঔষধ কি?—শুধু তাই বা কেন?—ইংরেজের প্রসাদে এদেশে একদল ব্রহ্মজ্ঞানী বেরিয়েছেন।—ব্রহ্মজ্ঞানটা কিছু বিদেশী ধর্ম্ম নয়।—এই আর্য্যভূমির মুনিঋষিরা,—শাস্ত্রকারেরা ঐ পরমধন ব্রহ্মতত্ত্বটী যেমন বুঝ্‌তেন, কোনো দেশের কোনো লোকেই এ পর্য্যন্ত তেমনটী বুঝেন না;—ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভাজ হিন্দুধর্ম্ম;—কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে সেটী এখন কেমন এক রকম বিকৃতভাব ধারণ কোরেছে!—ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতে ফেল্লেই ব্রাহ্ম হয়!—ছত্রিশ জেতের ভাত খেলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়!—পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ বাদ কোল্লেই ব্রহ্মলাভ হয়!—আর কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না!—ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি,—ব্রাহ্মণেরাই সকল কাজে অগ্রগণ্য।—দেখুন, বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম বিলাতবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুর,—প্রধান ব্রাহ্ম রামমোহন রায়,—প্রধান খ্রীষ্টান কৃষ্ণবন্দ্যো।—ভালমন্দ সকল কাজেই ব্রাহ্মণ অগ্রসর।—সুতরাং যেদিক দিয়েই হোক্, একটু কিছু এদিক ওদিক হোলেই ব্রাহ্মণের ছেলেই আগে পড়ে!—অন্য জাতির তত হয় না!—ব্রাহ্ম হওয়া হুজুগে অনেকের নাবালক ছেলেমেয়েরা মাবাপ ত্যাগ কোরে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়!—জয়াবতী এসকল জান্‌তেন না, তখন এসকল এত ছিলও না, কাজেই পাঠকমহাশয়ের কাছে আমারে এইটীর টেক্‌ফাজিল ভেঙে দিতে হলো।

যাক্,—ইন্দিরা ও কথার কিছুই উত্তর দিতে পাল্লেন না, জয়াবতী আবার বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন।—আহা!—ছেলেরা মাবাপকে ফেলে পালিয়ে যায়, মাবাপকে ভক্তি করে না, এটী কিন্তু ভারী কষ্ট!—হাঁ৷ ভাই, বলো, এ কি কম কষ্ট?—বোল্‌তে কি, সাহেবেরাই কিন্তু এটী

শিখিয়েছেন।—ছেলেরা একটু একটু ইংরিজী শিখেই স্বয়প্রধান হোতে চায়!—কাউকেই আর গ্রাহ্য করে না!—ইংরেজের পিতৃভক্তি আছে, মাতৃভক্তি আছে, অনেক রকম গুণ আছে;—ইংরিজীপড়া বাঙালীর ছেলেরা প্রায়ই সে সকল গুণের দিকে চায় না,—তাদের মনও সেদিকে ধায় না;—সকল ইংরেজে আবার সকল উপদেশের কথা বাঙালীর ছেলেকে শেখাতে চান্ না!—এক একজন ইংরেজ বড় বেরোয়া।—তাঁরা বাঙালীকে যেন শেয়ালকুকুরের অধম দেখেন!—তাদের চেয়েও ঘৃণা করেন!—আমি শুন্‌লেম, নবদ্বীপের এক বাবু এলাহাবাদে কেরাণীগিরি চাক্‌রী কোত্তেন;—বাড়ী থেকে খবর গেলো, তাঁর বাপের ভারী ব্যামো;—জীবনসঙ্কট!—কেরাণী তাঁর সাহেবের কাছে ছুটী চাইলেন, সাহেব তেরিয়া হয়ে বোল্লেন, "ছুট্!—বাপ্ একা এসেছে, একা যাবে, তোমার তাতে কি?"—কেরাণী আবার কাকুতিমিনতি কোরে বোল্লেন, "খোদাবন্দ! বাঙালীর ধর্ম্মে আছে, পিতার মৃত্যুকালে সন্তানকে নিকটে থাক্‌তে হয়।"—সাহেব আরো খাপ্‌পা হয়ে উত্তর কোল্লেন, "নেই নেই! সভ্যতার অমন উপদেশ না আছে!—ছেলে যতদিন ছোট থাকে, ততদিন কেবল বাপ্‌মার কাছে থাক্‌তে হয়;—তার পর বাপ্‌মাও যা, ছেলেও তা!—বাঙালীর কুসংস্কার কিছুতেই ঘুচ্‌লো না!—তুই যা যা,—আফিসমে যা!"—এ দিকে বৃদ্ধপিতার গঙ্গালাভ হলো,—ছেলের ছুটী হলো না, মরণকালে একবার দেখাটীও হলো না!—হায় হায়! এর নাম কুসংস্কার!—সাহেব বোল্লেন, "বাঙালীর কুসংস্কার কিছুতেই ঘুচ্‌লো না!—সভ্যতার অমন উপদেশ না আছে!"—কে জানে ভাই, ইংরিজীসভ্যতার কি রকম উপদেশ! *

---

* জয়াবতী এই, এক কথাতেই ইংরেজী সভ্যতার দফা রফা কোরে দিলেন।

যাক্,—বৈরিগীর আখড়া দেখে আমার মনে বড় ব্যথা লাগ্‌লো!—পরমভাগবত চৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের পথ দেখিয়ে গেছেন, সেই ধর্ম্মের এখন এই দুর্দ্দশা!—হায়! হায়! নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মের এমন দশা দেখ্‌তে হবে, এটা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল!—শুন্‌লেম, নবদ্বীপাধিপতি রাজা গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অবধিই স্বেচ্ছাচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়েছে!—শুধু কেবল এই বিষয়েই বা কেন, সকল রকমেই এলোথেলো হয়ে পোড়েছে!—নবদ্বীপের আর সে শ্রী নাই!—সব ফাঁকা!—প্রায় ৫০০ বছর হলো, চৈতন্যদেব এখানে জন্মগ্রহণ * কোরেছিলেন; আজোপর্য্যন্ত সেই গৌরবেই নবদ্বীপের এত মহিমা।—কিন্তু এখন আর সে গৌরব রক্ষা পাওয়া সুকঠিন!—সূর্য্যদেব অস্ত যাবার পর জগতের লোকেরা কিকি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না দেখে!—অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ আপন আপন প্রভা বিকাস কোরে অহঙ্কারে অহঙ্কারে সারিসারি দীপ্তি পায়;—গৃহস্থের গৃহেগৃহে ছোট ছোট প্রদীপেরা মিট্ মিট কোরে জ্বোলে জ্বোলে আপনাদের আলোতেই আপনাদের প্রভুত্ব দেখায়;—ক্ষুদে ক্ষুদে জোনাকিপোকারা টীপ্ টীপ্ কোরে জ্বোলে আপনাদের তেজেই আপনারা চতুর্দ্দিকে হেসেখেলে নেচেকুঁদে বেড়ায়!—প্রভাকর অস্ত গেলে পৃথিবীর এই দশাই হয়!—নবদ্বীপের এখন সেই

---

* জয়াবতীর গণনার কি শোন্‌বার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে।—চৈতন্যের জন্ম ৫০০ বৎসর হয় নাই।—চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীহট্টের জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করেন।—শচীমাতা নবদ্বীপের পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা।—জয়াবতী যখন নবদ্বীপে এসেছিলেন, তখন চৈতন্যের জন্মের পর ৩৬০ বৎসর অতীত হয়েছিল।—এখন এই আখ্যায়িকার জন্মকালে ৩৯১ বৎসর মাত্র।

অবস্থা! * —বড়বড় অধ্যাপকপণ্ডিতেরা সকলেই কালক্রমে একে একে সোরেছেন, এখনো দুচারিপাঁচটী যা আছেন, তাঁরাও সরেন সরেন হয়েছেন!—বেশীর ভাগে যাঁরা এখন বিদ্যমান, তাঁদের চৌবাড়ী আছে বটে, ছাত্র-পোষণ আছে বটে, বিদ্যাবুদ্ধিও আছে বটে, সুনীতিও আছে বটে, কিন্তু কেউ কেউ কদাচার আরম্ভ কোরেছেন!—এক একজন ঘোরতর বিষয়ী হয়ে পোড়েছেন।—অনেক জায়গায় যজনযাজনও আরম্ভ হয়েছে,—যথেচ্ছা প্রতিগ্রহেও এখন আর বড় একটা মান অপমান বাধে না!—টাকার লোভে কেউ কেউ বা জাল ব্যবস্থা দিয়ে সাহেবের আদালতে সাক্ষী হোতেও ভয় রাখেন না!—কাজেই নবদ্বীপটী হতশ্রী হয়ে পোড়েছে!—যেমন ছিল, তেমন নেই!

এইখানে জয়াকে থাবা দিয়ে থামিয়ে মতিবালা অন্যমনস্কভাবে বোল্লেন, এ সব তো ঢের কথা।—এ সব কথা তো অনেক রকম শুনলেম।—কিন্তু শেষকালে যা আমি জিজ্ঞাসা কোরেছি, তার কি কোল্লে?—চৈতন্যদেব কে?

জয়াবতী বোল্লেন, শোনো না বলি।—সেই কথাই তো বোলছি। চৈতন্যদেব একজন সাধুপুরুষ।—তিনি জন্মগ্রহণ কোরে নবদ্বীপকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।—তাঁর ভক্তেরা বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ অবতার হয়েছিলেন।—কিন্তু চৈতন্য স্বয়ং সে কথা বোলতেন না।—তিনি আপনাকে একজন সাধক বোলেই

---

* নবদ্বীপে খোড়ে নামে আর একটী নদী আছে।—সেই খোড়েনদী জলঙ্গীর মোহানা থেকে নির্গত হয়ে নবদ্বীপের গঙ্গার সঙ্গে এসে মিলেছে।—খোড়ের উৎপত্তি-স্থানটী চড়া পোড়ে, মোজে গিয়ে, খানিকদূরে ভৈরব নামে এক শাখা-নদের শরণাপন্ন হয়েছে।—গোড়ায় বালীর চড়া, আগায় জল।—সেই খোড়ের এখন যেরূপ অবস্থা, নবদ্বীপেরও আজকাল সেই অবস্থা।

লোকের কাছে পরিচয় দিতেন।—চৈতন্যের সাতটী নাম।—প্রধান নাম কৃষ্ণচৈতন্য।—তাছাড়া এক নাম গৌরাঙ্গ, এক নাম মহাপ্রভু,—এক নাম গোরচন্দ্র, এক নাম গৌরহরি,—এক নাম নিমাই, এক নাম গোরা। যেদিন তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল।—ভক্তেরা তাতেই আরো গৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার বোলে বিশ্বাস করেন।—তাঁরা আরো বলেন,—শুধু তাঁরা কেন,—অনন্তসংহিতায় চৈতন্যজন্মখণ্ডে, এবং গৌরগণোদ্দেশগ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে, গৌরাঙ্গদেব ভগবানের পূর্ণাবতার।—দ্বাপরের সখাগণ, সখীগণ, ঋষিগণ, সকলেই কলিযুগে পুরুষবেশে গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন।—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বোলেছেন, প্রিয়সখা শ্রীদাম কলিযুগে অভিরাম নামে বিখ্যাত হবেন;—সুদাম হবেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত;—সুবল, গৌরীদাস পণ্ডিত;—এই রকমে দ্বাদশগোপালের দ্বাদশটী নাম হবে।—গর্গমুনি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; অতিপ্রিয়া রাধিকা, গদাধর পণ্ডিত;—প্রিয়সখী মধুমতী, নরহরি পণ্ডিত;—প্রাণসখী বৃন্দাদূতী, মুকুন্দ পণ্ডিত;—প্রাণতুল্য চন্দ্রাবলী, সদাশিব কবিরাজ;—প্রধানাসখী ললিতা, জগদানন্দ পণ্ডিত।—বিশাখা, বনমালী কবিরাজ;—রঙ্গদেবী, রঘুনাথ ভট্ট;—প্রিয়া সুদেবী, গদাধর ভট্ট;—তুঙ্গবিদ্যা, প্রবোধানন্দ পণ্ডিত;—চম্পকলতা, রাঘব গোস্বামী। ইন্দুলেখা, ভূগর্ভ গোস্বামী;—শশিরেখা, কাশীমিশ্র;—রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী, এই উভয়ে রূপসনাতন;—স্বরূপমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস;—সখী অনঙ্গমঞ্জরী, গোপালভট্ট;—লবঙ্গমঞ্জরী, লোকনাথ গোস্বামী;—যোগমায়া, জীবগোস্বামী;—সখা উদ্ধব, পরমানন্দপুরী;—যজ্ঞপত্নী, জগদীশ পণ্ডিত;—গরুড়পক্ষী, গরুড়পণ্ডিত;—প্রিয়ভক্ত অক্রূর, গোপীনাথ সিংহ;—শান্তনুমুনি, মাধব আচার্য্য;—কুব্জা, কাশীমিশ্র,—প্রিয়-

সখা অর্জ্জুন, রামানন্দঠাকুর ;—ব্যাসদেব, বৃন্দাবনচন্দ্র আচার্য্য ;—শুক-দেব, বল্লভভট্ট ;—নারদ, বেদানন্দ পণ্ডিত ;—দুর্ব্বাসা, জগন্নাথ পণ্ডিত ; ভগবান্ শ্রীসদাশিব, অদ্বৈতপ্রভু ;—ভগবান্ শ্রীহলায়ুধ বলরামঠাকুর, নিত্যানন্দপ্রভু।

অদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বাগ্রেই শান্তিপুরে জন্ম লন।—তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মণঠাকুর।—তাঁরা লাউড়েল বারেন্দ্রব্রাহ্মণ।—অদ্বৈতপ্রভু তপস্বী ছিলেন।—শান্তিপুরের উত্তরদিকে নেজোর নামক জলাশয়ের নিকটে অদ্বৈতের তপস্যার স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।—অদ্বৈত দেখ্‌লেন, দেশের অবস্থা বড় মন্দ,—ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়,—ভাব্‌লেন, এই সময় ঠাকুরের অবতার হওয়াই ভাল।—এই ভেবে তিনি ভগবানের জন্য প্রার্থনা করেন।—সেই সময়েই বীরভূমের একচাকাগ্রামে * হারাই পণ্ডিতের ঔরসে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ কোল্লেন।—নিত্যানন্দের পিতা রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

নিত্যানন্দের জন্মের অল্পদিন পরেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম।—চৈতন্যদেব বিদ্যানগরের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। গঙ্গাদাসের আর একটী নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম।—মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকটে বাসুদেবের ন্যায় পড়া ;—বাকী আর আর সব শাস্ত্র নবদ্বীপেই শিক্ষা হয়।—মিথিলার অধ্যাপকঠাকুর বাসুদেবকে ন্যায়ের পুঁথি দেশে আন্‌তে দেন না।—বাসুদেব সেইজন্যে সমস্ত ন্যায়, সমস্ত কাঁকী, সমস্ত মীমাংসা এক বৎসরে কণ্ঠস্থ কোরে ফেলেন।—তার পর নবদ্বীপে এসে হাতে লেখেন।—সেই অবধিই নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের

* পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের ভয়ে যে একচক্রা নগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বীরভূমের এই একচাকাই সেই একচক্রার অপভ্রংশ কি না, ঠিক হয় না।

পণ্ডন।—শ্রীহট্ট থেকে এক অনাথিনী একবার নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে আসেন।—তাঁর সঙ্গে একটী ছেলে ছিল।—সেই ছেলের নাম রঘুনাথ।—দুঃখিনী সেই সময় বাসুদেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর রাঁধুনী হন। রঘুনাথ পাঁচবছরের ছেলে,—উলঙ্গ,—খেলিয়ে বেড়ায়,—মাঝে মাঝে বাসুদেবের তামাক সাজে।—একদিন বাসুদেব তারে আগুন আনতে বলেন।—রঘুনাথ শুধুহাতেই মায়ের কাছে আগুন আনতে যায়।—ছেলের জাত, দৌড়ে গিয়েই হাত পেতে বোল্লে, "মা! একটু আগুন দ্যাও!"—তার মা একটু হেসে বোল্লেন, "হাত পুড়ে যাবে যে?"—রঘুনাথ সেই কথা শুনে তক্ষুণি তাড়াতাড়ি একমুটো ধুলো নিয়ে হাত ছড়িয়ে বোল্লে, "এই দ্যাও!"—বাসুদেব এই কাণ্ড দেখতে পান।—দেখে তিনি রঘুনাথের জননীকে বোল্লেন, "মা! তোমার এই ছেলেটী চমৎকার বুদ্ধিমান!—অতি সুবুদ্ধি!—আমি দেখতে পাচ্চি, রঘুনাথ একটা মস্তলোক হবে!—আমি এটীকে ছাত্র করি।"—সেই সুযোগেই রঘুনাথের হাতে খড়ি।—ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ সকল শাস্ত্রেই অদ্বিতীয় হয়ে উঠলেন।—শিরোমণি উপাধি হলো।—রঘুনাথ কাণা ছিলেন।—সেই জন্য তাঁর একটী নাম রঘুনাথ শিরোমণি, আর এক নাম কাণাভট্ট শিরোমণি।—বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সমস্ত শিষ্যের মধ্যে প্রধান শিষ্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, কাণাভট্ট, আর বাঙলাদেশের বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

একবার সার্ব্বভৌমের টোলে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন।—তিনি সশিষ্য বাসুদেবকে জয় কোত্তে চান।—ক্ষমতাও না কি অসাধারণ।—কবিত্বশক্তি বড় ছিল।—তিনি অনায়াসে, অম্লানবদনে ঝঞ্ঝাবাতের মতন অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক রচনা কোত্তে পাত্তেন।

চৈতন্যদেব সেই দিগ্বিজয়ীর প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক পদের দোষ ধোরে ধোরে একেবারে তাঁরে মাটী কোরে দেন।

গৌরাঙ্গের দুই বিবাহ।—প্রথম বিবাহ সমুদ্রগড়ে, দ্বিতীয় বিবাহ নবদ্বীপে।—প্রথম পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।—লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।—তার পর বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ঠাকুরের বিবাহ হয়।

ষোড়শবৎসর বয়সের সময় গৌরাঙ্গের বিবেক জন্মে।—তিনি সেই অবধি সংসারে ঔদাস্য কোরে সর্ব্বক্ষণ হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন।—সেই সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন।—উভয়েই হরিপ্রেমের প্রেমিক; দুটীতে বেশ মিল হয়।—দুটীতেই একত্র হয়ে সর্ব্বদা পথেঘাটে হরিগুণ গান কোরে বেড়ান।—পূর্ব্বে নবদ্বীপের লোকেরা বামাচার ছিলেন,—সকলেই প্রায় চক্র কোরে মদ খেতেন।—চৈতন্য তাঁদের অনেককেই সদাচারী কোরে ভগবৎরসের রসিক করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তনের আখ্ড়া ছিল।—নবদ্বীপের মধ্যে মোল্লাপাড়া, বল্লালদীঘী নামে একটী স্থান আছে, সেইটীই গৌরাঙ্গের হরিসঙ্কীর্ত্তনের প্রদক্ষিণ-পরিক্রমণের স্থান। অদ্যাপি সেখানে বল্লাল সেনের বাড়ীর কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

গৌরাঙ্গ একদিন দলবল নিয়ে, বাজনাবাদ্দি কোরে, গীত গাইতে গাইতে সেই মোল্লাপাড়া প্রদক্ষিণ কোচ্ছিলেন, চাঁদকাজী নামে একজন যবন সেই সময় তাঁদের অপমান কোরে খোলকরতাল ভেঙে দেয়।—চাঁদকাজী সেই রাত্রেই এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখে!—কে যেন সেই রাত্রে নরসিংহমুর্ত্তি ধারণ কোরে তার বুকে বোসে দাড়ী ছেঁড়ে!—কাজী এই ভয় পেয়েই চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হলো,—দয়াল গৌরাঙ্গদেব সদয়

হয়ে তারে কোল দিলেন।—চাঁদকাজী দমন হলো।—আজিও কাজীদমন নামে একটী প্রবাদ নবদ্বীপে শুনতে পাওয়া যায়।—জগাই-মাধাই নামে দুই ভাই ঐ সময় গঙ্গার ধারেধারে দস্যুবৃত্তি কোত্তো,—ভয়ানক মাতাল,—ভয়ানক ডাকাত!—তারা ব্রাহ্মণের ছেলে।—মূর্খ হয়ে সঙ্গদোষে ঐ পথের পথিক হয়েছিল।—চৈতন্যের কৃপায় তারাও সেই সময় গৌরপ্রেমের প্রেমিক হয়ে মানুষ হয়ে দাঁড়ালো!—পরমভক্ত রূপসনাতন ঐ রকমেই মহাপ্রভুর শিষ্য।

চব্বিশবছর বয়সের সময় গৌরাঙ্গদেব সংসারে উদাসীন হয়ে দণ্ড গ্রহণ করেন!—শচীমায়ের কথা রাখলেন না, বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ চাইলেন না, সংসারবন্ধন কিছুই গ্রাহ্য কোল্লেন না, কেবল হরিপ্রেমে উন্মত্ত হয়েই নিমাই সন্ন্যাসী হোলেন।—কাটোয়ার কেশবভারতীই চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের দীক্ষাগুরু।—বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তিনটী থাক্। গিরি, পুরী, ভারতী।—কেশবভারতী সেই ভারতীথাকের বৈষ্ণব ছিলেন।—সন্ন্যাসাশ্রমে সন্ন্যাসীবেশে নানাস্থান বেড়িয়ে, বিস্তর লোককে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত কোরে, নিমাইসন্ন্যাসী শেষকালে জগন্নাথক্ষেত্রে যান।—ভক্তের মুখে প্রবাদ আছে, সেই পুরুষোত্তম-ধামেই নবদ্বীপের মহাপ্রভু অলক্ষিতে নীলাচলের মহাপ্রভুর শরীরে অনন্ত লয়প্রাপ্ত হন।—মূর্খলোকে বলে, গৌরাঙ্গ একদিন জগন্নাথদেবের চাঁদমুখ দেখতে শ্রীমন্দিরে ঢুকেছিলেন, বিভীষণ তাঁরে হাঁ কোরে খেয়ে ফেলেছেন!!!

নিত্যানন্দও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন,—কিন্তু তিনি চিরদিন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকেন নি।—ফিরে এসে খড়দহগ্রামে দণ্ডত্যাগ কোরে সেই গ্রামেই বিবাহ করেন। আবার তিনি সংসারী হয়েছিলেন।—সন্তানসন্ততিও হয়েছিল।—ছেলেদের মধ্যে একটী ছেলের নাম বীরভদ্র।—সেই নামেই

বীরভদ্রী থাক্ স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছে।—শুন্‌লেম, খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দের বংশ,—তাঁরাই বীরভদ্রী থাকের ব্রাহ্মণ।—কিন্তু আরো শুন্‌লেম, নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকৃত বংশ বীরভূমের মধ্যে একচাকা গ্রামে বিদ্যমান আছে।—কেউ কেউ বলেন, পরমত্যাগী নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হন নাই।

যাহাই হোক্, চৈতন্যদেব যথার্থই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ!—আহা! যেই দেবতুল্য মহাপুরুষের স্থাপিত ধর্ম্মের এখন এই দুর্দ্দশা!—এত দুরবস্থা!—হায় হায়!

হায় হায়!—জয়াবতী বোল্লেন, হায় হায়!—আমিও বলি, হায় হায়!—মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম্মের এখন এই দুর্দ্দশা!—ওঃ!—পাঠকমহাশয়! জয়াবতী যে সময় নবদ্বীপে এসেছিলেন, তার দশবৎসর পরে যদি একবার এদিকে আস্‌তেন, তা হোলে আর একটী ভুঁইফোঁড় গৌরাঙ্গের লীলা-খেলা দেখে লজ্জায় তিনি মাটী হয়ে যেতেন।—সে গৌরাঙ্গেরও তিনচার নাম।—তার মধ্যে আমরা দুটী নামে তিনটী উপাধি খোঁজে পেয়েছি। এক নাম গোপাল; এক নাম যজ্ঞেশ্বর।—এক উপাধি ঠাকুর, এক উপাধি ভট্টাচার্য্য, আর এক উপাধি মজুমদার।—গোপালঠাকুর নবদ্বীপের অনঙ্গ ভট্টাচার্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে।—যেদিন সে ভূমিষ্ঠ হয়, সেইদিন আকাশে সূর্য্যগ্রহণ, ভূতলে ভূমিকম্প, দুটী ঘটনা হয়েছিল!—তাতেই তার জননী সুবিধা পেয়ে নতুন খোকাটীকে সাক্ষাৎ ঠাকুরের অবতার বোলে জহুরো তোল্লেন।—গোপালের জননী নিজে যশোদা হন, স্বামীকে নন্দরাজা করেন, বড়ছেলে গোপেশ্বর বলরাম হন, আর নতুন খোকাটী স্বয়ং গোপাল,—ওরফে কৃষ্ণ!

জহুরোটী বেশ পাকাপাকি হয়েছিল!—গোপাল ক্রমে ক্রমে তিনটী

দৈববাণী কোল্লে।—প্রথম দৈববাণী এই।—আমার বাড়ীতে রাবণ-কুম্ভকর্ণ চাকর আছে, আমি যা বলি, তারা তাই শোনে,—পাইগরুর ধড় পর্য্যন্ত কেটে দ্যায়!"—দ্বিতীয় দৈববাণীটা আরো চমৎকার।—সেটা এই।—" ১৫ই কার্ত্তিকে পৃথিবীর সমস্ত মরামানুষ বেঁচে ফিরে আসবে! বাঙলাদেশের বিধবাদের আর একাদশী কোত্তে হবে না!"—এই দৈববাণীর হুজুগে কত জায়গার বোকা আজুলী মেয়েরা চৌপরদিন শ্মশানঘাটায় বোসে ছিল, কত নতুন বিধবাই যে, একাদশীর দিন অন্ন-গ্রহণ কোরেছিল,—আরো শোনা যায়, গোপাল নিজেও যে কত ব্রাহ্মণের বিধবাকে—" ঐ তোর মরা কর্ত্তা বেঁচে এসে আড়কাটার উপর পা ঝুলিয়ে বোসে রয়েছে, তুই সচ্ছন্দে ভাত খা!" বোলে প্রবৃত্তি দিয়ে ভাত খাইযে বুজরুকি দেখিয়েছিল, সে কথা কেউ বোল্‌তে পারে না! তৃতীয় দৈববাণীটা আরো ভাল!—সেটা এই।—" নবদ্বীপের সমস্ত স্থান স্বর্ণময় হবে, কেবল হাতেমাটী করবার জন্যে ব্রজবিদ্যারত্নের বাড়ীখানা নিছাঁক মাটী থাক্‌বে!"—বোধ হয়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের উপর গোপা-লের মাবাপের,—নতুন নন্দযশোদার কিছু কোপ ছিল, সেই জন্যেই বোধ হয়,—মাবাপের খাতিরে গোপালের শ্রীমুখ দিয়ে ঐ রকম দৈববাণী ওরফে অভিসম্পাত হয়ে থাক্‌বে!!!

গোপালের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা,—অনেক রকম লীলাই সাঙ্গ হয়েছিল।—অনেক দেশের অনেক মেয়েমানুষ তার ঐ নতুন অবতার শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে পূজা দিতে আস্‌তেন, ভোগ দিতে আস্‌তেন,—যোগেযাগে দর্শন কোত্তেও আস্‌তেন,—বড়বড় ঘরের মেয়েরাও পাঁওদলে হেঁটে এসে গোপালের সাধ্যসাধনা কোত্তেন।—তাতে কোরে গোপালের বেশ দশ টাকা প্রণামী জমা হতো!—

নন্দযশোদাও পাঁচ রকমে বেশ দশটাকা উপার্জ্জন কোত্তেন।—অন্তরীতে যাযা হোতে হয়, সমস্তই হয়েছিল।—দশহরাস্নানযাত্রায় কতদেশের কতশত সতীনারী সখী হয়ে গোপালঠাকুরকে অর্চ্চনা কোত্তেন!—জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিন নবরঙ্গিণী কামিনীরা গোপালের মাথায় হুড় হুড় কোরে কলসী কলসী গঙ্গাজল ঢেলে মন্ত্র পোড়ে স্নান করাতেন!—এই আর বছর পর্য্যন্ত নবদ্বীপের স্নানযাত্রায় গোপালের স্নানে খুব ধমধাম,—আমোদআহ্লাদ হয়ে গেছে!—গোপালঠাকুর এখন যজ্ঞেশ্বর মজুমদার হয়ে, রাজসাহীজেলার রামপুরবোয়ালিয়ায় সাহেবের জেলখানায় নতুন রকম লীলাখেলার জন্যে, নূতন রকম নূপুর পায়ে দিয়ে, নূতনরকম মন্দিরে বাজিয়ে বিরাজ কোচ্চেন!—এই লীলাটিকে একপ্রকার ছোটখাটো গোবর্দ্ধন ধারণের লীলাখেলা বোল্লেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না!—গোপালের নবানুরাগের সময়, অবতারের উদয়ের মুখে, তাকে ধোরে, তাঁর যশোদাকে ধোরে, নবদ্বীপে অভিনব চৈতন্যচরিতামৃতের মতন নানান্ প্রকার গানপাঁচালীর তুফান উঠেছিল।—এই সময়েও দাশুরায় কি ব্রজরায় বেঁচে থাকলে গোপালের জেললীলা প্রসঙ্গে তাঁরা দিব্বি এক পালা পাঁচালী প্রস্তুত কোত্তে পাত্তেন।—দুর্গাদাস নামে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণবাবু রামপুরবোয়ালিয়াতে ডাক্তার আছেন।—গোপাল এই বৎসর সেইখানে তাঁরিই বাসায় প্রায় মাসেক দুমাস আড্ডা নিয়েছিল।—দুর্গাদাস খুব আদরযত্নে তারে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন।—কালের ধর্ম্মে গোপাল তার বেশ উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে এসেছে!—দুর্গাদাসের শাল, ঘড়ী, কোট, টাকা, ঐ গোপালঠাকুর চুরী কোরে কৃষ্ণনগরে পালিয়ে আসে। এক দোকানে সেই চোরা শাল বিক্রী কোত্তে গিয়ে কৃষ্ণনগরেই গ্রেপ্তার হয়।—সেইখান থেকে তারে নৌকার গোড়ে পিছমোড়া কোরে বেঁধে

রাজসাহীতে চালান করে। * —সেই অপরাধেই ঐ শাল-চোর গোপালের দুই বৎসর কঠিনশ্রমযুক্ত কারাবাস আর ছশো টাকা জরিমানা হয়েছে!—গোপালের ভক্তেরা এখন বোল্‌চেন, ঠাকুরের সমস্ত লীলাই হয়ে গিয়েছিল, কেবল স্যমন্তকহরণের লীলাটীই বাকী ছিল, শ্রীকৃষ্ণের যেমন বৃথাবৃথা মণিচোরা অপকলঙ্ক ঘটেছিল, গোপালঠাকুরকেও তেম্নি মিথ্যা অপবাদে কয়েদ হোতে হলো!—যাহাই হোক্, ঐ গোপালঠাকুরটীই আমাদের নবদ্বীপের ভুঁইফোঁড় নন্দদুলাল!

যাক্,—ও কথায় আর বেশী আড়ম্বরে আবশ্যক রাখে না।—জয়াবতী এখন কি বলেন, কি করেন, পাঠকমহাশয়! সেইদিকে এখন একবার একটু বেশী নজর রাখুন।

চৈতন্যের চুম্বক জীবনচরিত গুছিয়ে নিয়ে, সেই রকমে হায় হায় কোরে জয়াবতী আবার বোল্লেন, মোটে তিনটী দিন আমরা নবদ্বীপে ছিলেম।—তার পর কলিকাতায় যাই।—কলিকাতানগরী বাঙলাদেশের

---

* অনুসন্ধানে জানা গেল, নবদ্বীপের এক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ ঐ গোপালকে পরম ধার্ম্মিক, পরমভক্ত, পরমবিশ্বাসী বোলে পরিচয় দিয়ে জেলা চব্বিশপরগণার এক জমীদারের বাড়ী থেকে প্রায় তিনহাজার টাকা দামের পুস্তক ঐ গোপালের হাতে বিক্রী কোত্তে দেন।—গোপাল তাই নিয়ে ভ্রমণকারীর ন্যায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ কোরে কতক কতক বিক্রী করে!—সে দাম কিন্তু ঐ জমীদারের বাড়ীতে পৌঁছে নি।—এক কড়া কড়ীও না!—তাছাড়া বরং সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের আরো অনেক ভুব গেছে!—তারি কতকগুলি পুস্তক নিয়ে গোপালঠাকুর এই বৎসর আষাঢ়মাসে রাজসাহী যায়।—সেই খানেই এই কাণ্ড।—গোকুলের নন্দগোপাল দ্বাপরযুগে ননীচোরাই থাকুন, বসনচোরাই থাকুন, কিম্বা মণিচোরাই থাকুন, সে সকল হোচ্চে শাস্ত্রীয় কথা।—তার উপর আমাদের টীপ্পনী কাট্‌বার অধিকার নাই, কিন্তু নবদ্বীপের এই শালচোরা, লোটাচোরা, ঘড়ীচোরা, টাকাচোরা নবীনগোপাল অবশ্যই ভুঁইফোঁড় নন্দদুলাল।—সেই ব্রাহ্মণ ঐ গোপালের যে তিনটী মহৎগুণের ব্যাখ্যা কোরেছিলেন, তার মধ্যে একটী গুণ যথার্থই প্রামাণিক।—গোপালঠাকুর যথার্থই পরম স্বচতুর।

রাজধানী।—শুধু বাঙ্গালার কেন,—সমস্ত হিন্দুস্থানের রাজধানী।—সহরটী দিব্বি গুলজার।—হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন সহর আর কোথাও নেই।—আগে আগে দিল্লীসহর কেমন ছিল, জানি নি,—দেখিও নি,—বোল্‌তেও পারি নি ;—কিন্তু আজকাল কলিকাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।—আমরা সাতআটদিন বাগবাজারে থেকে সহরটী বেশ কোরে দেখে নিলেম।—কলিকাতাসহরে স্বর্গনরক দুই-ই আছে।—ইংরেজটোলাটী স্বর্গধাম, বাঙালীটোলাটী নরককুণ্ড! *— সহরের ভিতর অনেকগুলি বাবু আছেন, তাঁরা সকলপ্রকার সৎকার্য্যেই মাথা দেন।—অসৎকার্য্য যে একেবারেই নেই, এ কথাও আমি বোল্‌তে পারি না।—বাবুদের মধ্যে অনেকেরি দুটী একটী মেয়েমানুষ পোষা আছে।—তাদের বাড়ীতে দশজন ইয়ারবক্সী নিয়ে সব রকম আমোদপ্রমোদ চলে।—উনপাঁজুরে বরাখুরে মোসাহেবেরা তাতে কোরে বেশ দশটাকা রোজগার করে।—জনকতক বাবু ঠিক যেন মূর্ত্তিমান জগন্নাথদেব।—দুটী একটী পছন্দসই ইন্দ্রিয়ছাড়া তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন অবশ।—বেশী কথা কি, বাবু নিজে স্নান কোরে আপনার গা আপনি মুছ্‌তে পারেন না,—আপনার কাপড় আপনি পোর্ত্তে জানেন না।—চাকর নিকটে না থাক্‌লে বাবু যেন ঠিক জলমানুষের মতন ভিজে মাথায়, ভিজে কাপড়ে, কাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন!—গা বেয়ে, মাথা বয়ে ঝর্ঝর কোরে জল পোড়্‌তে থাকে!—নাকের ডগায়, চোখের পাতায়, ভুরুর গোড়ায়, ঠোঁটের নীচে, খেজুর গাছের মতন টপ্‌ টপ্‌ কোরে জল টপে!—তার পর খানসামা কি খেদারা হাজির হোলে সংস্কার হয়!—প্রায় উলঙ্গ কোরেই কাপড়

* জয়া যদি এখন আস্‌তেন, তা হোলে দেখ্‌তে পেতেন, মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে আজকাল বাঙালীটোলার অনেকস্থল নরককুণ্ড উদ্ধার হয়েছে।

ছাড়ায়!—তেল মাখাবার সময়েও অর্দ্ধেক উলঙ্গ!—যাক্, সহরটী বেশ জাঁকালো।—বিলক্ষণ ব্যবসাবাণিজ্যের বন্দর।—দরিদ্রলোক খুব কম।—বিলাসিনীর দল খুব বেশী।—গানবাজনার চর্চ্চা খুব ভাল আছে।—ফুল আখ্‌ড়াই হাফ আখ্‌ড়াই, পাঁচালী, কবি, যাত্রা, কীর্ত্তন, কালোয়াতি, সকল প্রকারই বিদ্যমান। * —অষ্টপ্রহর আমোদ চলে!—সখ নানা-প্রকার।—এক এক বাবুর গীতের সখ,—এক এক বাবুর বাজনার সখ, এক এক বাবুর গাড়ীঘোড়ার সখ,—কোনো কোনো বাবুর চিড়িয়ার সখ, কারো কারো জানোয়ারের সখ, এক এক বাবুর হোটেলের সখ, কারো কারো বাগানের সখ,—কারো কারো বা মেয়েমানুষের সখ।—এই রকম অনেকেরি অনেকরকম সখ আছে। আর একটী সখ বড় চমৎকার!—কলিকাতা সহরে অনেক রকম বাবু আছেন।—কোনো কোনো বাবুদের শুদ্ধ কেবল বাবু না বোলে আমি যদি তাঁদের এক-প্রকার নতুনরকম জানোয়ার বলি, তা হোলেই বেশ সাজে। সহরের সদরবাস্তায় কোনো একটা সমারোহ, উৎসব, কিম্বা প্রতিমাবিসর্জ্জনের হুজুগ পেলে, সেইসকল জানোয়ারবাবুরা খোলাগাড়ীতে মেয়েমানুষ নিয়ে, সেইসকল বিলাসিনীর গলা জড়িয়ে, আমোদ কোত্তে কোত্তে বাহার দিয়ে রাস্তায় বেরোন!—বিসর্জ্জনের দিন মাটীর ঠাকুরের চোলন্তি প্রতিমা, বিলাসিনীবারাণ্ডার বসাদাঁড়ানো সজীব প্রতিমা, আর জানোয়ারবাবুদের ঘোড়ারগাড়ীর বসা প্রতিমা, এই তিনপ্রকার প্রতিমার অতিচমৎকার খোলতা হয়!—বারাণ্ডার প্রতিমারা কখনো কখনো যুগলরূপেও উদয় হন!—সেখানকার জুড়ীও হোচ্চেন ঐ রকমের জানোয়ারবাবু!—এই সকল বাবুর রকমসকম দেখে লজ্জায় একেবারে মাটী হয়ে যেতে হয়!

---

* আজকাল সেগুলি ডুবে গিয়ে নাটকের থিয়েটর জেঁকে উঠেছে।

জগদীশ্বরকে বলি, হা জগদীশ্বর! কতদিনের পর ঐ সকল নির্লজ্জবাবুর লজ্জাগমের উদয় হবে?—কবে তাঁরা শুধ্‌রে উঠ্‌বেন? আবার আমি সেই সকল বাবুদের কাণে ধোরেও বলি, নতুন রকম জানোয়ার বোলেই তাঁদের পক্ষে বেশ সাজে।

বেশ সাজে।—জয়াবতীর এ অনুমানটী নিতান্ত অমূলক নয়।—এই দলের বাবুদের মনে মনে ডারউইনসাহেবের মতের উপর অখণ্ড অচলা ভক্তি!—ডারউইন বলেন, বানরেরাই মানুষের আদিপুরুষ!—বানরের বংশেই মানুষের উৎপত্তি!

যাক্‌,—অতি সংক্ষেপে কলিকাতাসহরের চারুচবি চিত্র কোরে জয়াবতী আবার তাঁর এক কথা আরম্ভ কোল্লেন।

কলিকাতার দুই ক্রোশ দক্ষিণে কালীঘাট।—আমরা কালীঘাট দেখে এসেছি।—কালীঘাট একটী সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান;—বাঙ্‌লার মধ্যে এটীও একটী প্রধান তীর্থ।—যখন আমরা গিয়েছিলেম, সে সময় অনেক-গুলি হালদার আমাদের বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা কোরেছিলেন।—তখনকার হালদারদের মধ্যে দশবারোটীকে খুব বিখ্যাত দেখ্‌লেম।—প্রধানের মধ্যে দুটী আনন্দ হালদার,—(দেদো আনন্দ আর দারোগা আনন্দ।) দুর্গাকুমার হালদার, তিতু হালদার, গঙ্গানারায়ণ হালদার, কমল হালদার, শম্ভু হালদার, ফকির হালদার, আর মহেশ হালদার।—তাঁদের আও ভাও, লৌকলৌকতা, আর দানধ্যান দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়ে এসেছি।—হালদারমহাশয়েরা খুব ভদ্রলোক;—অতি ভালমানুষ।—বাজে লোকে বজ্জাতি কোরে তাঁদের এক একটা দোষ রাষ্ট করে বটে, কিন্তু সে সমস্তই প্রায় মিথ্যাকথা।—কালীঘাটে বিস্তর কাঙালীর ভিড় হয়।—কাঙালীর চেয়ে কাঙালিনীই খুব বেশী।—ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরাও

কালীবাড়ীর যাত্রীদের কাছে দান সাধ্তে যায়।—অনেকেই বলে, তাদের চর্য্যাচরিত্র ভাল নয়।—আমরা কিন্তু সকলকেই মন্দ বোল্তে সাহস করি না।—তবে, যেখানে তীর্থ, সেইখানেই গোল।—কালী-ঘাটেও অনেকরকম গোল আছে।—আমরা-মেয়েমানুষ,—মেয়েমানুষ হয়ে সে সব কথা মুখে আনা যায় না।—ভালও দেখায় না,—সুতরাং কাণাকালা হয়ে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।—যেদিন আমরা সেখানে গেলেম, তার পরদিন একজন হালদারের মাতৃশ্রাদ্ধ।—খুব ঘটা।—সকালবেলাই কীর্ত্তন আরম্ভ।—আমারো কীর্ত্তন শোন্‌বার সাধ হলো।—বীরভূমে তুলালসিংহের কৃষ্ণমোচ্ছবে কীর্ত্তন শুনিচি, হরিচরণের মোল-মোচ্ছবে কীর্ত্তন শুনিচি, নবদ্বীপে বাওয়াজীপাড়ায় কীর্ত্তন শুনিচি,—কালীঘাটের কীর্ত্তন কেমন, সেটা না শুনে ফেরা হবে না, এই স্থির কোরে খুব সকালেই মল্লিকেকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ী চোল্লেম।—নকুলেশ্বরতলার পূর্ব্বদিকেই সেই শ্রাদ্ধবাড়ী।—আমরা গিয়েই দেখি, কীর্ত্তন নেমেছে।—মেয়েকীর্ত্তন।—দিব্বি সভা হয়েছে।—লোক গিস্-গিস্ কোচ্চে।—ভদ্রলোক বিস্তর।—আমরা দুটীতে একধারে গিয়ে দাঁড়ালেম।—আমাদের সামনেই একদল বাবু বোসেছেন।—বেশ ফর্সা-ফর্সা জামাজোড়া পরা, চুলফিরোণো, আতরমাখা, দিব্বি বাবু।—কথা-বার্ত্তা শুনে আমি তখুনি বুঝ্‌লেম, তাঁরা কজনেই একসানুকীর ইয়ার।—কীর্ত্তন শোনা যেমন তেমন, আস্‌তে হয়, এসেছেন, পেলা দিতে হয়, দেবেন, কিন্তু সেদিকে কাণ নেই!—আপনাদের ঘরকোন্নালে গল্প নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!—কীর্ত্তনীটী দেখ্‌তে বেশ সুন্দরী।—অষ্টাঙ্গ অষ্টালঙ্কারে ভূষিত;—বয়েস খুব কাঁচা;—হদ্দ বড়জোর আঠারো কি উনিশ;—মাথায় সোণার সিঁতির আসেপাশে সোণার কাক, সোণার চাঁদ, সোণার

বক, সোণার পায়রা, সোণার ময়ূর, সোণার মাছ, সোণার গোলাপ, সোণার বেল্‌, সোণার চাঁপা, সোণার মল্লিকে, সোণার পদ্ম, সোণার কাঁটা, সোণার চিরুণী, সোণার সব।—এক কথায় বোল্‌তে গেলে সেই ছোটখাটো কীর্ত্তনীটীর মাথার উপর দিব্বি একটী ছোটখাটো ফুল-বাগানশুদ্ধ দিব্বি একটী ছোটখাটো চিড়িয়াখানা!—দিব্বি সাজগোজ পরা।—মুখখানি টুক্‌টুক্‌ কোচ্চে।—বাবুরা মাঝে মাঝে আড়ে আড়ে তার মুখের পানে চাচ্চেন!—গানের দিকে মন নেই, গুণের দিকে নজর নেই, কেবল মাঝেমাঝে রূপের দিকে কটাক্ষ আছে।—তাঁরা টিপিটিপি ঐ কাজ কোচ্চেন, আর, আপনাআপনি পাঁচপ্রকারের গল্প ফেঁদে হাসির তুফানে মজলিস্‌টী মাৎ কোরে দিচ্চেন!—ভিতরে ভিতরে ইংরিজী-কথাও চোলেছে!—একজন বোল্লেন, "ওহে! রাস্তায় ভারী কুকুরের ভয়!—শুক্রবার সন্ধ্যার পর আমার ওখানে একজন এসেছিল, তার ডান্‌হাতখানা একেবারে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে!—হুহু কোরে রক্ত পোড়্‌ছে!—আমি ধাঁ কোরে নামটা জমা কোরে নিয়ে একটা ওষুদ্‌ দিলেম, তক্ষুণি অমনি জল হয়ে গেল!—আজকাল সকল ডাক্তারখানায় ভালভাল ওষুদ্‌ পাওয়া যায় না।—এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল আমিই টাট্‌কা টাট্‌কা, দামীদামী মেডিসিন্‌ বেখে থাকি।—রুগীও আমার হাতে বিস্তর!—ব্যামোটা এ বছর তবু কম আছে।—আমাদের খরচ চলা ভার!—ঢের খরচ!—আরবছর বেশ চোলেছিল!—প্রত্যহই ৫০। ৬০ জনের ভেদবমী; ২৫। ৩০ জনের জ্বর, ৪০। ৫০ টা পীলে, খুব গুল্‌জার হয়েছিল!—এমন কি, মিত্র! আমি ৬০। ৭০ টাকা রোজগার কোরেছি এ বছরটা বাজার কিছু মন্দা!—অদৃষ্টই মূলকথা!"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন ডাক্তার।

আর একজন বোল্লেন, " কুকুরের কথা যদি বোল্লে, শোনো তবে। ভাদ্রমাসে আমি পাল্কী কোরে মফস্বলে গিয়েছিলেম,—জানোই তো,—আমার আটটা বেয়ারা চাকর আছে।—একটা মাঠের মাঝখানে একটা রোগা কুকুর তাদের একজনকে এমনি কামড় কামড়ালে যে, বেয়ারাটা আর উঠ্‌তে পাল্লে না!—কি হয়,—সাতজনেই আমাকে ঠিকুতে ঠিকুতে কাছারীবাড়ীতে নিয়ে গেল!—এবছর আমার নতুন আবাদে ধানটা বড় ভাল জন্মে নি।—খাজনা হওয়া ভার।—তাতে আবার ধান্‌চাল্‌ যেরকম সস্তা, খাজনা হয় কিসে?—৫। ৭ টাকা চেলের মণ না হোলে আমাদের মতন লোকের জমীদারী রক্ষা হওয়া কঠিন ব্যাপার!"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন জমীদার।

আর একজন বোল্লেন, " শোনো শোনো!—একজনের একটা কুকুর হারিয়েছিল, দুর্গাপুরের নবীন মজুমদার সেইটে ধোরেছিল।—কিছুতেই দিতে চায় না।—তাই নিয়ে মকদ্দমা।—৩০০ টাকা দাবী।—পাঁচদিন ঝুলোঝুলি কোরে, হাকিমের সঙ্গে লোড়ে, ডিক্রী পেয়ে তবে সেই কুকুর ওয়াপোছ নিয়েছি!—মুন্‌সেফবাবু আমাকে খুব ভালবাসেন কি না, তাতেই আমি জিতে গেলেম।—প্রায় সমস্ত মাম্‌লাতেই আমি ডিক্রী করি।"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন উকীল।

আর একজন বোল্লেন, " আমার ঘরেও একবার একটা কুকুরচুরীর নালীস হয়েছিল,—একটা মেয়েমানুষ তার আসামী।—আমি তারে ছমাস হাজতে রেখে ৫০ টাকা জরিমানা কোরে ছেড়ে দিছি।"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন ডিপুটী মেজেষ্টার।

আর একজন বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমরা তো সকলেই সব রকম বোল্লে, আমি একটা বলি শোনো।—আমাদের সাহেবের একটা কুকুর

আছে।—মস্ত কুকুর।—বুল্ ডগ্।—ভারী রাগী।—সাহেব শুনেছিল, ন্যাজ কাণ কেটে দিলে কুকুরেরা আরো রোকালো হয়।—সাহেব আমাকে বড় ভালবাসে কি না, আমাকেই আদর কোরে বোল্লে, "বাবু! তুই এই কুকুরটার ন্যাজ কেটে নে!—কাণ কেটে দে!"—আমি হোচ্চি কায়েতের ছেলে, হিঁদুমানুষ,—আমি সেই চামারের কাজ কোত্তে যাবো কেন?—কিছুতেই রাজী হোলেম না।—সাহেব চোটে উঠ্লো।—সাহেবটা ভারী বদ্‌রাগী।—রেগেই ধাঁ কোরে আমাকে জুতোশুদ্ধ এক লাথী মাল্লে!—শোনো একবার!—মাল্লে বটে, কিন্তু আমাকে বড় একটা লাগে নি।—আমি হাস্‌তে লাগ্‌লেম।—সাহেব আমাকে খুব ভালবাসে কি না, তক্ষুণি হাস্‌তে হাস্‌তে ঝনাৎ কোরে একটাকা বক্‌সিস ফেলে দিলে!—দেখেই আমাদের আফিসশুদ্ধ সকলেই অবাক!"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন সাহেববাড়ীর কেরাণী।

আর একজন অন্যমনস্কভাবে বোল্লেন, "তাই তো! এত কুকুরের ভয়,—এত কুকুর,—ডোম্‌খানারা গেল কোথা?—আমি সিদিন তবু খবরের কাগজে এই কথা নিয়ে বিলক্ষণ খোঁচা দিয়ে দিইচি।—তবুও গা চোম্‌রায় না?—ভাল কথা!—পঞ্জাবের লড়াইয়ে ভারী ধুম!—বাঙাল হরকরা, সমাচারচন্দ্রিকা, ঈশ্বর গুপ্ত, গুড়্‌গুড়ে ভট্‌চায্যি, এরা সব খুব লিখ্‌চে।—সকলেই বোল্‌চে, শীকেরা বড় দুষ্ট, ভারী বিশ্বাসঘাতক,—শীকেরাই হেরে যাবে।"—যিনি এই কথাগুলি বোল্লেন, তিনি একজন খবরের কাগজের খবরওয়ালা।

শীকযুদ্ধের কথা শুনে বুকটা আমার ঝাঁৎ কোরে উঠ্লো!—লাহোর থেকে ফেরোজপুর অবধি, আগরায় ছাড়াছাড়ি পর্য্যন্ত, সব কথাই একে একে আমার মনে পোড়্‌তে লাগ্‌লো।—পাছে সভার লোকে কেউ

কিছু আভাস বুঝ্‌তে পারে, এই ভেবে সাম্‌লে গেলেম।—কাঁন্না পেয়ে-ছিল, কাঁদ্‌তে পাল্লেম না!

কীর্ত্তুনী ওদিকে কলঙ্কভঞ্জনের পালা ধোরেচে।—শ্রীকৃষ্ণ নাচ্‌তে নাচ্‌তে, ননী খেতে খেতে মূর্চ্ছা গেছেন, যশোমতী তাঁরে কোলে কোরে রোহিণীকে ডেকে, কেঁদে গোল কোরেছেন, গোপিনীরা সব দলেদলে এসে চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, বৈদ্যরাজ এসে সহস্রধারায় জল আন্‌বার ব্যবস্থা দিয়েছেন,—কীর্ত্তুনী হাঁটুগেড়ে বোসে, হাতমুখ নেড়ে, কাঁদো কাঁদো মুখে, বেশ করুণা কোরে, রাগরাগিণী দিয়ে গান ধোরেছে, এক একবার আপনিও কেঁদে কেঁদে চক্ষু মুছ্চে;—খুলীরা খুব সজোরে মাথা ঘুরিয়ে, ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে নাচিয়ে রং বাজাচ্চে,—মজ্‌লিস একে বারে সরগরম কোরে তুলেচে!—আগেকার ঐ কটী বাবু ছাড়া সুভাশুদ্ধ সকলেই তাক্!

তবুও ঐ বাবুরদলের এক বাবু আলিস্যি ভেঙে, হাই তুলে বোল্লেন, "বাজার ভারী মন্দা—সত্যি কথা!—ভুলুবাবু যে কথা বোলেছেন, সব ঠিক।—পাঁচসাতটাকা চাউলের মণ্‌না হোলে আমাদেরো দু পয়সা রোজগার হয় না।"—যিনি এই কথাটী বোল্লেন, তিনি একজন সদাগরের বাড়ীর গুদমসরকার।

একজন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, ঐ সকল বাবুর কাছে বোসে ছিলেন।—বাবুর দল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প কোচ্চেন, ভট্টাচার্য্য ভারী বিরক্ত হয়েছেন, রেগে গুম্ হয়ে তবকে তবকে ফুল্‌চেন;—ওদিকে আবার কীর্ত্তুনীর মুখে কলঙ্কভঞ্জনের করুণায় ব্রজদুলালের মূর্চ্ছা শুনে, লোহিত চক্ষুদুটী রাঙা জবাফুল কোরেছেন;—ফুলে ফুলে কেঁদেই চলাচল!—তিনি সেই সময় ভট্টাচার্য্যদের স্বাভাবিক স্বরে একটু জেকে

ডেকে, ঐ বাবুদের পানে কটমট্ কোরে চেয়ে চেয়ে বোল্লেন, "কেন গা বাপু!—অত গোল করো কেন?—এসেছ শ্রাদ্ধবাড়ী,—রক্ষা কোচ্চো নেমন্তন্ন;—শুন্‌তে বোসেছ কেত্তন,—এর ভিতর অত গোল করো কেন?—কুকুরের গল্প, চাকরীর গল্প, সাহেবের গল্প, মকদ্দমার গল্প, হাকিমের গল্প, ডিক্রীর গল্প, জমীদারীর গল্প, বাজারের গল্প এ সব কেন? এ সময় এখানে বোসে দশজনের সভায় অত ঘরকোটালী গল্প কেন?—শুনচো, শোনো;—দেখ্‌চো, দ্যাখো;—ভাল না লাগে, উঠে যাও!—গোল্ করো কেন?—আপনারাও শুন্‌বে না, অপরকেও শুন্‌তে দেবে না, এ বাবু তোমাদের কেমন বিচের?"

একজন বাবু কেড়েকুঁড়ে বোল্লেন, "ছোঃ!—শ্রাদ্ধও বড়, তার কথাও বড়!—যেসব শ্রাদ্ধের কথা আমরা শুনিচি, তার কাছে,—হুট্!—তার কাছে এ শ্রাদ্ধ কোথায় দাঁড়ায়?—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধ, রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ, সে সব মহারথী শ্রাদ্ধের কাছে এ সকল চুণোপুঁটী তিলকাঞ্চন কোথায় লাগে?—ছোঃ!"

ভট্টাচার্য্য রেগে উঠ্‌লেন।—এইটুকু বোলেই জয়াবতী একবার ইন্দিরার পানে ভাল কোরে চেয়ে গম্ভীরভাবে বোল্লেন, আমারো রাগ হলো;—বুঝ্‌লে দিদি!—বাবুদের ঐ রকম ঘরকোটালী গল্প শুনে আমারো রাগ হলো *।—হাজারি লোকের মজ্‌লিসের ভিতর উৎসবের

* জয়ার রাগ হলো।—অবশ্যই হোতে পারে।—কিন্তু বাবুদের সব কথার মধ্যে একটী কথা অতি যথার্থ।—স্থানের আর সময়ের অবস্থা বিবেচনা কোল্লে তাতেও অবশ্য রাগ হয়, কিন্তু মোটের উপর একটী কথা অতি যথার্থ।—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধ ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধ, যথার্থই এদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।—গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে নবদ্বীপের রাজা শিবচন্দ্র রায় আগমন কোরেছিলেন।—রাজা ঐ শ্রাদ্ধের সমারোহ দেখে কর্ম্মকর্ত্তাকে সাধুবাদ দিয়ে বলেন, "এই শ্রাদ্ধটী ঠিক যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে।"—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে সেই কথার এই উত্তর দেন যে, "না মহারাজ! এটী দক্ষযজ্ঞেরও বেশী।"—রাজাবাহাদুর ঐ আত্মশ্লাঘা শুনে কিছু ক্ষুণ্ণ হন।—গঙ্গাগোবিন্দ সেইটী বুঝ্‌তে পেরে, শিবচন্দ্রকে লক্ষ্য কোরেই হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন, "হাঁ মহারাজ! আমি ঠিক কথাই বোলেছি।—দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, আমার এখানে সাক্ষাৎ শিবের অধিষ্ঠান হয়েছে।—সেই জন্যেই বলি, এটী দক্ষযজ্ঞেরও বেশী।"

সময় দুটী একটী লোকের ঘরের খবর জানবার কাহারো আবশ্যক করে না। সেখানে ও রকম ব্যাপকতা করা বড় নির্লজ্জ লোকের কাজ।

পাঠকমহাশয়! কালীঘাটের বাবুদের ঐ ঘরকোটালী গল্প শুনে শ্রাদ্ধ-সভার ভট্টাচার্য্যের রাগ হলো;—পঞ্জাবের কুলাঙ্গনা জয়াবতীর রাগ হলো;—আমাদেরও রাগ হলো।—রাগের সঙ্গেসঙ্গে ঘৃণাও জন্মালো।—আজকাল আমাদের দেশে এই রোগের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।—নবীন দলের দুটী পাঁচটী একত্র হোলেই,—তা যেখানে কেন হোক্ না,—বৈঠকখানাতেই হোক্, কিম্বা কোনো কেলিকুঞ্জেই হোক্, অথবা ভদ্র-লোকের প্রকাশ্য সভাতেই হোক্,—যেখানেই কেন হোক্ না,—যে যার আপনার আপনার ঘরকোটালী গল্প কোরে বাহাদুরীর পরিচয় দেন।—ইংরেজেরা নিশাভোজের মজলিসে দুটীদশটী সাহেববিবির সঙ্গে যেমন রহস্যবাক্যালাপের প্রথা চালিয়েছেন, ইংরিজীপড়া বাঙালীর সন্তানেরা সকল সময়, সকল স্থানেই সেই প্রথার সেবা কোত্তে আরম্ভ কোরেছেন। এটী কিন্তু মহৎ দোষ।—এ দোষটী পরিহার করা আমা-দের ভাইবন্ধুগণের একান্ত আবশ্যক।

সংক্ষেপে কালীঘাটদর্শনের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর উপসংহার কোরে জয়াবতী শেষকালে বোল্লেন, কালীঘাটে সাতরাত্রি যাপন কোরে সরাসর আমরা শ্রীক্ষেত্রে চোলে যাই।—সেটী হোচ্চে, উড়িষ্যার তীর্থ।—সেই তীর্থে এই একটী প্রথা আছে, স্থানমাহাত্ম্যে ছত্রিশবর্ণ একসঙ্গে, একপাতে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করে।—চণ্ডালের ছেলে ব্রাহ্মণের ছেলের মুখে তুলে অন্ন দেয়।—হিন্দুরা বলেন, তাতেও একটুমাত্র বিকার জন্মে না।—জগন্নাথপুরীতে তিনরাত্রি বাস কোরে আমরা মেদনীপুর হয়ে বর্দ্ধমানে আসি।—বর্দ্ধমানে যা যা ঘটনা হয়েছে, তা তোমরা আগেই শুনেছ।—আগেই আমি সেসব কথা তোমাদের বোলেছি।

এইপর্য্যন্ত বোলে জয়াবতী আবার যেন কোনো কথা বোল্বেন, এমন সময় কে একজন যেন হঠাৎ পেছনদিক থেকে তাঁর পিঠে আস্তে আস্তে একটা আঙুল ঠ্যাকালে!

জয়াবতী পেছন ফিরে চেয়ে দেখেন, কেউ না!—সকলেই একদিকে মুখ কোরে বোসে ছিলেন, কে কোন্‌দিক দিয়ে এলো,—কে ঠোকর মারে, কেউ দেখতে পেলেন না!—জয়ার মুখে ঐ কথা শুনে সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়াচাউই কোত্তে লাগলেন।—মতি একবার ওটা মিথ্যাকথা বোলেই হেসে উড়িয়ে দিলেন।—এমন সময় অকস্মাৎ দক্ষিণের বারাণ্ডায় দপ্‌ কোরে একটা আলো জ্বোলে উঠ্‌লো!—বাঙালীর মেয়ে হোলে হয়ত আলেয়া মনে কোরে আতঙ্কে একেবারে আঁৎকে পোড়তো, কিম্বা ভয়ে দাঁতকপাটী লেগে মূর্চ্ছা যেতো!—পুশ্‌বী মেয়েরা ভূতের ভয় রাখেন না,—তাঁরা চারজনেই তলোয়ার নিয়ে বারাণ্ডায় বেরুলেন।—আলো ধোরে ধোরে ঘরবাড়ী পাতিপাতি কোরে খুঁজলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না;—কি ব্যাপার!—চারজনেই তাঁরা একজায়গায় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচেন, এমন সময় নদীতীরের রাস্তা থেকে কে একজন স্ত্রীলোকের আওয়াজে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "জয়া!—মা!—তুমি কি আমার?—ইন্দিরা!—বাছা!—তুমি কি আমার?—মতি!—সোণার যাদু!—তুমি কি আমার?"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইনি কে?

"কে তুমি যোগিনী বালা, আজি এ বিজন বনে!
বদনে না সরে বাণী, চোলেছ আপন মনে!!"

বঙ্গসুন্দরী।

জয়াবতীর গল্প করবার ক্ষমতা বেশ চমৎকার।—এ ক্ষমতাটী খুব

ভাল বটে, কিন্তু জয়ার অন্তঃকরণটী বড় সাঁচা নয়।—চেহারাখানি দেখ্‌লেই মনে হয় যেন, জয়াবতীর মনে মনে ভয়ঙ্কর মারপ্যাচ খেলে!—এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে বর্দ্ধমানের নদীতীরে আমি যখন পাঠকমহাশয়কে ছদ্মবেশিনী জয়াবতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিই, সেই সময়েই একটু একটু আভাস দিয়ে রেখেছি,—সম্মুখে দাঁড় করিয়ে জলের কলসীশুদ্ধ ছবি লিখে ও দেখিয়েছি যে, জয়ার প্রকৃতি কিছু চঞ্চলা,—স্বভাবতই কিছু ব্যাপিকা।

ঠিক তাই।—বড় চঞ্চলা,—অত্যন্ত ব্যাপিকা!—তা ছাড়া মনটী কিছু কালো!—পরিষ্কার শাদা নয়!—বর্দ্ধমানের সেই অশোকতরুতলের ঘটনাটী মনে কোল্লেই,—যে রকমে তিনি অমরসিংহকে নিদ্রিত রেখে, স্বামীকে চুপি চুপি লুকিয়ে, বার বোরে এনেছিলেন, সেইটী একবার ভেবে দেখ্‌লেই,—পাঠকমহাশয় বেশ বুঝ্‌তে পারবেন যে, যা আমি আজ বোল্‌চি, সেটা ঠিক কি না?—জয়ার মনটী সরল কি বাঁকা?—শাদা কি কালো?

পাঠকমহাশয়! আমার কথায় আপনাদের আদরিণী জয়াবতী এখন চঞ্চলা হোলেন, ব্যাপিকা হোলেন, অন্তর-মলাও হোলেন!—এখন আপনারা মুখভারী কোরে আমারে কি বোল্‌তে চান, বলুন।—তেমন সুন্দর ভৈরবীভারতী জয়াবতীর হৃদয়ে আমি অতবড় তিনটী দাগ দিলেম, এ অপরাধে আপনারা আমারে বিলক্ষণ তিরস্কার কোত্তে পারেন।—কিন্তু আর একটী কথা যদি বলি, তা হোলে বোধ হয় মারবেন!—জয়াবতীর ভারী অহঙ্কার!—চেহারাখানিতেই সুস্পষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ পায়!—জয়াকে দেখ্‌লেই জ্ঞান হয়, অষ্টাঙ্গ ফুঁড়ে অহঙ্কারের আর্শীখানা যেন ফেটে ফেটে পোড়্‌ছে!

পাঠকমহাশয়! আপনার গৃহিণী যদি একবার জয়াবতীকে দেখতেন, তা হোলে হয় ত তখুনি অমনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বোলতেন, "ও মাগ্‌গো! ছুঁড়ী যেন অশ্বারের গাছ!"—সরলা পাঠিকাঠাকুরাণি! আপনি যদি সেই পঞ্চাবতারণী জয়াবতীর চেহারাখানা একবার বক্রিমনয়নে নিরীক্ষণ কোত্তেন, তা হোলে হয় ত তখুনি অমনি দাঁতে দাঁত দিয়ে, মুখখানি রাঙা কোরে, ঘাড়টা নেড়ে নেড়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বোলতেন, "অবাক! ছুঁড়ী যেন গুমরে গুমরে ফেটে পড়ে!—গরবের ঠ্যাকারে পিথিমীতে আর পা ঠেকায় না!"—জয়াকে দেখ্‌লেই আপনি অবশ্যই ঐ কথাগুলি বোলতেন।—দেখেন নি বোলেই আমারে অকারণে অপরাধী কোত্তে পারেন।—কিন্তু তা আমি হব না।

জয়াবতীর গল্প করবার ক্ষমতা বেশ আছে।—সেই রাত্রে তত ছিষ্টি হয়ে গেল,—অকস্মাৎ পেছন থেকে পিঠে কে এসে আঙুল ঠ্যাকালে; বারাণ্ডায় কে আলো আল্লে; রাস্তা থেকে কে একজন নাম ধোরে ডেকে, "তুমি কি আমার?" বোলে জিজ্ঞাসা কোল্লে, এত কাণ্ড ঘোটে গেল, তবুও জয়াবতী যেই রাত্রে, সেই সময়, বাগান থেকে ফিরে এসে, ঘরের ভিতর বেশ জম্‌কালো রকম আসর নিয়ে, কলিকাতা, কালীঘাট, আর জগন্নাথক্ষেত্রের নতুন নতুন কথা আরম্ভ কোরে দিলেন!—বোল্‌ছেন, এমন সময় হঠাৎ এক চমৎকার কাণ্ড!—আচম্বিতে একটী মূর্ত্তি এসে ঘরের মধ্যে উপস্থিত!—অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি!—এলো চুল, বুকে কাঁচুলি, কাণে মাক্‌ড়ি, আর দুহাতে দুগাছি স্বর্ণময় বাউড়ি।—দিব্বি মূর্ত্তি!—বেশ ঢাঙা, বেশ রূপ, খুব শরীর, ঠিক যেন একটী তেজস্বিনী যোগিনী। বয়স কিছু ভাটী,—অনুমান ৫০ কি ৫৫।—জয়াবতী যেখানে বোসে গল্প কোচ্ছিলেন, ইন্দিরাসতী যেখানে বোসে, মতি আর রোহিণীকে

পাশে রেখে, গল্প শুন্‌ছিলেন, ঠিক তারি মাঝখানেই সেই নারীমূর্ত্তি দাড়ালেন।—মুখে বাক্য নাই, শরীরে সাড় নাই, চরণে গতি নাই, একেবারে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, অচলা!—ঠিক যেন একটী পাষাণপ্রতিমা!—মুখ বিষন্ন গম্ভীর!—তাঁরে দেখেই মেয়েরা চোম্‌কে উঠ্‌লেন।—চারজনেই একেবারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে গা?—কে?—কে তুমি?—কে আপনি?"—মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য!—তীরের চেয়েও,—বিদ্যুতের চেয়েও, যেন দ্রুতগতি প্রস্থান!—চারজনেই আড়ষ্ট;—চারজনেই অবাক!—ইনি কে?—চারজনেই ভাব্‌লেন, কে ইনি?—একটু পরে অকস্মাৎ উপর থেকে একটী স্বর এলো।—"অয়া! মা! সতীলক্ষ্মি! তুমি কি আমার?"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইনি আবার কে?

সমাগতাঃ কেঽপি নবেদ্মি কিঞ্চন,
অবৈমি যাতাঃ ক্বচনাপি কে জনাঃ।
ইদং দ্বয়ং ধ্যানপরং কৃতং ময়া,
ততঃ সমীক্ষে নিখিলং তমোময়ং॥

ভারতরত্ন

কে এলো, কে গেল, কে কথা কইলে, কিছুই জানা গেল না।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্তই অন্ধকার!—কিছুই ঠিকানা কোত্তে না পেরে

ইন্দিরাসতী অতি ব্যাকুলিনী হোলেন।—সাত আটদিন তাঁরা আর আমোদ আহ্লাদ করেন্‌না, হাসিখেলা করেন না, এক জায়গায় বেশী-ক্ষণ বসেন না,—কিছুই না!—সর্ব্বদাই বিমর্ষ, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ,—সর্ব্বদাই ভাবনাযুক্ত।—নবমযামিনীর উষাকালে জয়চাঁদ এলেন।—সেই আহ্লা-দেই, সেই শেষরাত্রেই, চারটীতে আবার একঠাঁই এসে জুট্‌লেন।—জয়চাঁদ এসেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, "একটা ভৈরবী ধরা পোড়েছে! সাহেবেরা খুব বাহাদুর!"

ইন্দিরা ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি?"—জয়চাঁদ বোল্লেন, "শুন্‌তে পাচ্ছি, তার নাকি আবার নতুন রকম অপরাধ।—সে নাকি বাসন্তীদেবীকে খুন কোরেছে!—তার নাম রণচণ্ডী।—ধরা পড়্‌বার পর সেই রণচণ্ডী নাকি নিজের মুখেই ঐ কথা কবুল দিয়েছে!—সে একদিন রাত্রিযোগে একপাত্র জল নিয়ে একাকিনী এই বুড়োগৃহে আসে।—গুরুদেবের চরণামৃত বোলে সেই জল সে নাকি বাসন্তীদেবীকে খেতে বলে!"—এই পর্য্যন্ত বোলে জয়চাঁদ একবার কাতরভাবে ইন্দিরার মুখের পানে জল কোরে চেয়ে, কাতরভাবেই বোল্লেন, "সে নাকি সেই জল তোমাকেও একটু খেতে বোলেছিল!—তুমি নাকি রাত্রিকালে শিবপূজা না কোরে জল খেতে না, সেই জন্যে সে জল তুমি খাও নি!—বাসন্তীদেবী একাকিনীই খেয়েছিলেন!—তুমি যে, খাও নি, এই আমাদের কপালজোর!—ধর্ম্মে ধর্ম্মে বেঁচে গেছো!—ধর্ম্মই তোমারে রক্ষা কোরেছেন!—সে জলে বিষ ছিল!!!"

ইন্দিরা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন।—দুটী চক্ষু দিয়ে অন-বরত জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো।—দাঁড়াতে পাল্লেন না,—বিসর্জ্জনের ঠাকু-রের মতন হেল্‌তে হেল্‌তে ধীরে ধীরে বোস্‌লেন,—মাটীতেই বোসে

পোড়্লেন,—ইচ্ছা হলো, ডাকছেড়ে কাঁদেন, কিন্তু চিন্তা এসে বাধা দিলে।—ইন্দিরার অন্তরে তখন যুগপৎ দুটী ভাবনা।—এক ভাবনা পিসীমা,—এক ভাবনা ভৈরবী।—পিসীমার শোক দরদরধারে উথ্লে উঠ্ছে, তারি ভিতর ভৈরবীর আগুন দপ্ দপ্ কোরে জ্বোল্তেছে!—ইন্দিরা ভাব্ছেন, "ভৈরবী?—অ্যাঁ?—ভৈরবী আমার পিসীমাকে খুন কোরেছে?—অ্যাঁ?—কোন্ ভৈরবী?—অ্যাঁ?—যে ভৈরবী আমার নক্সাকরা কাপড়গুলি বেচে এনে দিতো,—সেই ভৈরবী কি?—অ্যাঁ!—না!—এমন হবে না।—তিনি নন!—তিনি হবেন না!—আর কোনো ভৈরবী হবে।—না,—তাইবা কি কোরে হয়!—আর কোনো ভৈরবী তো আমাদের বাড়ী আস্তো না;—সে রাত্রে আর তো কেউ আসেও নি;—তবে কে?—সেই ভৈরবী!—উঃ!—সেই ভৈরবীই আমার পিসীমাকে খুন কোরেছে!—উঃ!—কি সর্ব্বনাশ!—তবে তো বীরেন্দ্র সে রাত্রে ঠিক অনুমান কোরেছিলেন!—উঃ!"—ভাব্তে ভাব্তে ডুক্রি পিটে কেঁদে উঠ্লেন।—কাঁদ্তে কাঁদতে বোল্লেন, "না জয়চাঁদ!—আমারে খেতে বলে নি।—সে জল আমারে দ্যায়ও নি!—আমার পিসীমাকেই দিয়েছিল, তিনিই খেয়েছিলেন!—যখন দ্যায়, তখন আমি সেখানে ছিলেমও না!—উঃ!"

জয়চাঁদ তাঁরে থামিয়ে বিষন্নবদনে বোল্লেন, "তা, হোতে পারে, তুমি সেখানে না থাক্তে পারো, কিন্তু আমি শুন্লেম, তুমি ছিলে;—তোমাকে দিয়েছিল।—যাক্, উড়ো কথা!—কিন্তু সেই ভৈরবীটা ধরা পোড়েছে!—সাহেবেরা খুব বাহাদুর!"

ইন্দিরা আবার কাঁদ্তে কাঁদ্তে বোল্লেন, "জয়চাঁদ!—আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না!—তুমি বোলো!—তার পর কি হলো?"

জয়চাঁদ বোস্‌লেন।—জয়াবতী, মতিবালা, দুজনেই ইন্দিরার হাত ধোরে মাটী থেকে তুলে, তিনজনেই একখানি কৌচের উপর বোস্‌লেন। রোহিয়াও একধারে চুপ্‌টী কোরে বোস্‌লো।—জয়চাঁদ একটা নিশ্বাস ফেলে, ইন্দিরার পানে বিশাল কটাক্ষ কোরে বোল্লেন, "তার পর, ঢের কথা!—সেই ভৈরবী এখন সাহেবের কাছে একে একে সব কথা ভাঙ্‌চেছে!—সে সব জানে!—সন্ন্যাসীর দল,—ভৈরবীর দল, ডাকাতের দল, সকলেই এখন স্থানে স্থানে ছত্রভঙ্গ হয়ে পোড়েছে!—পাহ্নশৈলে কেউ নেই!—সপ্তশৈলেও কেউ নেই!—যেখানে আছে, রণচণ্ডী তাও জানে।—সে কথাও সে বোলে দিয়েছে!—সন্ধান পেয়ে সাহেবের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে স্থানে স্থানে তাদের খুঁজতে বেরিয়েছে;—সাহেবদের সর্দ্দার গবর্ণর হারডিঞ্জবাহাদুর অতি মহাত্মা-লোক।—যেমন বীরপুরুষ, তেমনি সদাশয়।—দুরন্তলোকেরা যাতে কোরে ভালরকম শাসিত হয়, সে পক্ষে তাঁর সম্পূর্ণ লেহাজ।—একেবারে ছাঁ ছাঁপ্‌ড়ি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন।—আমিও অবসর পেয়ে তলে তলে বেশ জোগাড়ে আছি!—সপ্তশৈলের শিখর থেকে আমরা সেই যে, বুড়োসন্ন্যাসীটাকে ধোরে এনেছিলেন, সেটাকেও আমি সেদিন ইংরেজের দরবারে শিক্‌লিশুদ্ধ হাজির কোরে দিয়েছি!—প্রকাশ হয়েছে, তার নাম বিরাটমল্ল।—সে একজন মারহাট্টা জাঁদ্‌রেল ছিল।—কমন কোরে কবে পঞ্জাবে এসে শৈলবাসী ডাকাতের দলে ভর্ত্তি হয়েছে, স কথা কেউ বোল্‌তে পারে না।—আমিও জানি না;—কিন্তু এখন দেখ্‌চি, সেই লোকটাও ভৈরবীচক্রের বিস্তর খবর রাখে!—তার মুখ দিয়েও অনেক রকম গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়েছে!—আমি তারে হাজির করাতে, আমার উপর সাহেবেরা বড়ই সন্তুষ্ট!—আমার অমরকেও

সাহেবেরা খুব ভালবাসেন।—যুদ্ধের সময় অমর তাঁদের অনেক উপকার কোরেছেন কি না, তাতে কোরেই গবর্ণর জেনারেল লর্ড হারডিঞ্জ নিজেও তাঁর উপর ভারী সদয়।—বড় খুসী।”

ইন্দিরার মুখ গম্ভীর হলো।—তিনি অনিমেষনেত্রে জয়চাঁদের মুখপানে প্রসন্নভাবে চেয়ে রইলেন।—জয়চাঁদ বোল্লেন, “আরো শোনো।—গোলাপসিং যেরকম উপকার কোরেছেন, লালসিং যেরকম উপকার কোরেছেন, অমর সিং সেরকম উপকার করেন নি।—অমরসিং সাহেবের হয়ে স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করেন নি;—স্বজাতির শোণিতে তাঁর সেই পবিত্র অসি একদণ্ডের জন্যেও কলঙ্কিত হয় নি।—যাতে কোরে স্বজাতির মূল একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যায়, জাতীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে,—বিশ্বাসের মস্তকে চরণরেণু সমর্পণ কোরে,—অমর আমার একদিনের জন্যেও তেমন পরামর্শ দেন নি।—অমরের বিশ্বব্যাপী বীরত্বটী সেরকম বিশ্বাসঘাতকতায় কলুষিত হয়ে যায় নি,—পরিণামে তাঁর সুধাময় স্বভাবটী একেবারে বিষময় হয়েও দাঁড়ায় নি।—যাতে কোরে উভয় পক্ষের মঙ্গল হয়, বিশৃঙ্খল রাজ্যটী সুশৃঙ্খল হয়ে দুষ্টলোকেরা সুশাসিত হয়, মহারাজ রণজিতের বিশ্বজয়ী সুনামটী একেবারে যাতে রসাতলে ডুবে না যায়, যাতে কোরে উভয় পক্ষে শান্তিলাভ হয়ে রণজিতের পূর্ব্ব সন্ধিটী বজায় থাকে, আমার অমরসিং কায়মনে কেবল সেই চেষ্টাই পেয়েছিলেন।—সেই গুণেই মহামান্য গবর্ণর জেনারেল তাঁর উপর এতাধিক সুপ্রসন্ন।—অমর একদিন হারডিঞ্জবাহাদুরকে স্পষ্টই বোলেছিলেন, “ধর্ম্মাবতার! যারা ঘরাঘরি যুদ্ধ করে, আপনা আপনি কাটাকাটি করে, স্বজাতির রক্তে স্বজাতির তর্পণ করে, তারা সব মানুষের আকারে কুকুরবিশেষ।—আমার মতে তারা বাস্তবিক—ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক।

কুকুরে-কুকুরেই আপনা-আপনি ঝগড়া করে,—কুকুরেরাই আপনা আপনি কামড়াকামড়ি কোরে লড়াই করে,—মানুষে করে না।—আমি কুকুর হব না।—শীকের সন্তান হয়ে শীকের গায়ে অস্ত্র ছোঁয়াবো না;—কিন্তু যাতে কোরে শীকরাজ্যের মঙ্গল হয়, সেইটীতেই আমার প্রাণপণ!"—লর্ড হারডিঞ্জ ঐ কথাতে আরো খুসী হয়ে সহাস্যবদনে তাঁরে জিজ্ঞাসা করেন, "কিসে এখন শীকরাজ্যের মঙ্গল হয়, তা তুমি জানো?"—অমর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "মহাশয়ের কল্যাণেই শীকজাতির কল্যাণ!"—মহামনা উদারাশয় লাটসাহেব এই উত্তর শুনে সস্নেহে অমরের একখানি হাত ধোল্লেন।—মধুরস্বরেই বোল্লেন, "অমর সিং! তুমি আমার পরম-মিত্র!—তুমি থাকো,—আমি তোমার ভাল কোরবো!"—বোল্লেন বটে, কিন্তু অমরসিং যে কে, কার সন্তান, কি বৃত্তান্ত, সেটী তিনি জান্তেন না,—এখনো জানেন না।—অমর যখন লাটসাহেবকে ঐ সব কথা বলেন, আমিও তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেম।—ভারী সন্তুষ্ট হয়ে আমিও সেই সময় অমরের কথায় সায় দিয়ে সহর্ষে প্রতিধ্বনি কোরেছিলেম।—"মহাশয়ের কল্যাণেই শীকজাতির কল্যাণ!"—সেই অবধিই আমাদের প্রতি সমস্ত ইংরেজদের আরো অনুগ্রহ!—বিশেষ অনুগ্রহ!"

মহাত্মখেও ইন্দিরার ইন্দুবদনে একটু বিদ্যুৎ খেল্‌লো!—হান্দরা একটু হাস্‌লেন।—হেসেই অমনি গম্ভীরভাব ধারণ কোরে মৃদুস্বরে মধুরবচনে বোল্লেন, "বেশ! বেশ!—লাটসাহেব তোমাদের ভাল-বেসেছেন, তাই আমার ভাল!—সাহেবের কল্যাণে শীকজাতির কল্যাণ, কিন্তু তোমাদের কল্যাণেই আমার কল্যাণ!—আমার আর কি আছে জাহান?—"—বোলতে বোলতে পদ্মচক্ষে জল এলো।—কাষ্টে অশ্রুমার্জ্জন

কোরে স্তম্ভিতস্বরে আবার বোল্লেন, "এ সংসারে আর্য্যর আর কে আছে জয়চাঁদ ?—যে তোমাদের ভালবাসে, সেই আমার প্রাণ।—তার পর কি হলো ?"

জয়চাঁদ বোল্লেন, "শোনোনা বলি;—কেঁদো না।—আরো শোনো।—সেই যে, সপ্তশৈলের বন্দীশালায় তোমার কাছে একটা পার্ব্বতী আস্তো, সেই পার্ব্বতী ঐ রণচণ্ডীর কন্যা!"

ইন্দিরা ত্রস্তভাবে বোল্লেন, "ও কথা আমি শুন্তে চাচ্চি না।—সে কথার কি হলো ?—সেই যে, যেদিন তুমি আমাদের ছলনা কোরে সাহেবের তাঁবুতে নিয়ে গেলে,—কি একটা ভারী মকদ্দমা উঠেছে বোল্লে, সমরসিংহ খালাস পেলে, আর একজন কে হাজতে থাক্লো;—সেই যে! সে মকদ্দমার কি হলো ?"

জয়চাঁদ মনে মনে একটু হেঁসে, গম্ভীরস্বরেই বোল্লেন, "ওঃ!—সেই কথা!—সে মকদ্দমা তো অনেকদিন চুকে গেছে!—তা কি তুমি শোনো নি ?—সেই দুরাচার কালভোজ দুটী যুবাপুরুষকে খুন কোরে ফিরোজপুরের দুর্গে লুকিয়ে রেখেছিল!"

ইন্দিরা চোম্কে উঠ্লেন।—যেন কতদিনের পূর্ব্বকথা মনে পোড়্লো।—শিউরে উঠে ব্যগ্রভাবে জয়চাঁদের চক্ষে কট্মট্ কোরে চক্ষু দিয়ে, শঙ্কিতস্বরে বোল্লেন, "আঁ্যা ?—ফিরোজপুরে ?—দুর্গে ?—খুন ?—আঁ্যা ?"

জয়।—হাঁ্যা,—ফিরোজপুরে;—দুর্গে;—খুন!—কি তা ?

ইন্দি।—কি তা ?—সে খুন আমি দেখিচি!—দুরাত্মা যখন আমারে ফিরোজপুরের দুর্গে বন্দিনী কোরে রেখেছিল, সেই সময় রাত্রিকালে বেগাফিলিতে একটা অন্ধকূপে হোঁচট্ কে পোড়ে, একটা

কালো মশারির ভিতর সেই ছুটো খুন আমি স্বচক্ষে দেখিছি!—তোমাকে বলি নি, কিন্তু মতি জানে;—মতিকে বোলিচি!

মতি একটু মাথা নাড়্‌লেন।—জয়চাঁদ অন্যমনস্কভাবে বোল্লেন, "হোতে পারে, দেখে থাক্‌বে, কিন্তু তারা মরে নি!"

এইটুকু শুনেই জয়াবতী চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "অ্যা?—মরে নি?—বুলো কি জয়চাঁদ?—খুন হয়েছে, কেটেছে, মেরেছে, তবুও মরে নি?—সে কি?"

আমাদের কোনো সুরসিকা পাঠিকাও হয় ত ঐভাবে চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, "সে কি?—খুন হয়েছে, কেটেছে, মেরেছে, তবুও মরে নি?—তবে তো নবদ্বীপের গোপালঠাকুর ঠিক দৈববাণীই কোরেছিল!—সে বোলেছিল, ১৫ই কার্ত্তিকে মরামানুষ ফিরবে;—এ না হয়, তার চেয়ে একটু আগে আর একমাসে ফিরেছিল!—এই!—আসলটা তো ঠিক বটে!"

ঠিক ঠিক!—পাঠকপাঠিকার এ সিদ্ধান্তটী নিতান্ত মন্দ হবে না।—আসলটা এক রকম ঠিক বটে!—গোপালের দৈববাণীর জোর আছে!—আমাদের শোচনীয় প্রিয়সখা হুতমপ্যাচা মহোদয় ঐ দৈববাণীর নক্সা নিয়ে বেশ আমোদ কোরে বোলেছিলেন, "আহা! মঞ্জরী বোলে আমাদের একটী দধিমুখী বেরাল ছিল,—আহা!—সেবছর পক্ষাঘাত-রোগে সেটী মারা পোড়েছে!—১৫ই কার্ত্তিকে মড়া ফির্‌বে শুনে আমরা তার পিঁজরেটী ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কোরে, কচিকচি দূব্বোঘাস পেতে, বিছেনা পেতে রেখেছিলেম!—কিন্তু আহা! সেটী আর ফিরে এলো না!"

জয়াবতী আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "মরে নি?—বড় আশ্চর্য্য!—

সে কি জয়চাঁদ ?—কেন মলো না ?—কেমন কোরে বাঁচলো ?—কেমন কোরে ফিরে এলো ?"

জয়ার কথায় বিরক্ত হয়ে জয়চাঁদ গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "থাক্ থাক্!—চুপ করো!—শুনে যাও!—কেমন কোরে বাঁচ্লো, কি হলো, কি বৃত্তান্ত, অত কথা আমি জানি না,—বোল্‌তেও চাই না!—ফলকথা, তারা মরে নি,—বেঁচে আছে।"

ইন্দিরা বোল্লেন, "তাও ঠিক!—তাও আমি জানি!—সেই রাত্রে তাদের একজন অকস্মাৎ 'মেই ভুখা হোঁ!' বোলে গেঙিয়ে উঠেছিল!—তাই শুনেই আমি ভয় পেয়েছিলেম!"

জয়চাঁদ বোল্লেন, "তবে তাই হবে!—কিন্তু তারা মরে নি!—তাদের সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ছিল, কালভোজ সেই অবলাটীকেই একেবারে মেরে ফেলেছে!—সেই অপরাধেই তার বিচার হলো।"—ইন্দিরা পূর্ণ আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিচারের পরিণাম?"

একটু একটু কেঁপে উঠে জয়চাঁদ উত্তর কোল্লেন, "পরিণাম বড় শক্ত!—যে অপরাধের বিচার,—বুঝ্‌তেই পারো,—যে রকম গুরুতর অপরাধ,—খুনী মামলা,—তারি উপযুক্ত পরিণাম হয়েছে!—হাকিম সাহেব কালভোজের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছেন!"

ইন্দিরাদেবী অচল প্রতিমার মতন কোসে বোসেই বড় কোরে একটী নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন।—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হলো!—মৃদুস্বরে আপনাআপনি বোল্লেন, "ফাঁসী!—উঃ!—একেবারে জন্মশোধ!—উঃ!"—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "জয়চাঁদ! ফাঁসী কি হয়ে গেছে?"

জয়।—না,—হয় নি এখনো,—একমাস পরে হবে।—বন্দী এই একমাস

যাঁর সঙ্গে ইচ্ছা, তার সঙ্গে পষ্ট দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে পারবে।—
কারাগারেই দেখাশুনা হবে।

ইন্দি।—বাঃ! বড় যে অনুগ্রহ?

জয়।—কি বোল্‌তে পারি!

ইন্দি।—তবু ভাল!

জয়।—আর শুনেছ?

ইন্দি।—না।—আবার কি?

জয়।—সমরসিং আবার ধরা পোড়েছে।—আবার তার হাজতের হুকুম
হয়েছে!

ইন্দি।—কেন?

জয়।—কেন,—ঠিক বোল্‌তে পারি না,—শুনিও নি তা,—কেবল এই
টুকু শুনিছি যে, কে একজন পাপাচারী কোথায় কবে একরাত্রে
একটী কুলস্ত্রীর সতীত্বহরণ কোত্তে গিয়েছিল, সমর সেই
পাপীষ্ঠকে খুন করবার মতলবে তলোয়ার ধোরেছিল, সেই কথা
এখন প্রকাশ হয়েছে, সেই অপরাধেই বন্দী!

জয়াবতী শিউরে উঠ্‌লেন।—চন্দ্রমুখখানি ম্লান হলো।—মতিবালার চক্ষে জল পোড়্‌লো।—মতি কাঁদ্‌তে লাগলেন।—ইন্দিরার মনে একটু একটু সন্দেহের উদয় হলো; কিন্তু সেটুকু অন্ধকারের সন্দেহ।—খানিকক্ষণ ভাব্‌লেন, সন্দেহ ভাঙ্‌লো না।—জয়চাঁদ প্রসন্নদৃষ্টিতে ইন্দিরার মুখপানে চেয়ে কাতরস্বরে বোল্লেন, "মা! অকলঙ্ক পূর্ণশশি! কেবল তোমার জন্যেই এই সব!—আমি আগাগোড়া অনেক তোলাপাড়া কোরে ভেবে চিন্তে দেখিছি, কেবল তোমার নিমিত্তই এই সব কাণ্ড!—মা! বল্লভবাসিনীর পূর্ণচাঁদ! আমি নিশ্চয় বোল্‌ছি, কেবল তোমার

অদৃষ্টেই এই সকল অদ্ভুত অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর, অভাবনীয় অচিন্তনীয় অঘটন ঘটনা !”

ইন্দিরার প্রফুল্লনীলোৎপল লোচনযুগল আকর্ণ বিভ্রান্ত হলো !—তিনি শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে, একবার একবার সকলের পানে চেয়ে, শশব্যস্তেই কবরী এলিয়ে ফেল্লেন ;—গলায় একছড়া মল্লিকা-ফুলের মালা ছিল, শশব্যস্তেই ছিঁড়ে ফেল্লেন ;—গোটাদার ওড়্‌নাখানি বুকের উপর থেকে যেন অযত্নেই খোসে পোড়্‌লো,—ঠিক যেন পাগলিনীবেশে ঘরের মাঝখানে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালেন।—স্থির নিশ্চল-নয়নে জয়চাঁদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে উদাসস্বরে শশব্যস্তেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “জয়চাঁদ !—উঃ !—জয়চাঁদ !—তুমি আমার কে হও ?—বলো !—শীঘ্র বলো !—উঃ !—প্রাণ যায় !—জয়চাঁদ !—তুমি আমার কে হও ?—পিতা ?”

সবেমাত্র এই শেষকথাটী উচ্চারণ কোরেছেন, তৎক্ষণাৎ অমনি ঝনঝন্ কোরে একটা দরজা খুলে অকস্মাৎ আর এক নবীনমূর্ত্তি প্রবেশ কোল্লে !—অতি তেজস্বী মূর্ত্তি !—চমৎকার চেহারা !—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু, পূর্ণবক্ষ, গম্ভীর বদন, গালপর্য্যন্ত জুল্‌পি, দাড়ী নাই, দিব্বি গোঁফ, বিশাল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বাব্‌রি চুল, মস্তকে ভাস্বর উষ্ণীষ।—কক্ষে তরবারি, বক্ষে কিরীচ, হস্তে বর্শা।—তেজস্বী বীর-পুরুষ।—ভয়ঙ্কর তেজস্বিনী মূর্ত্তি !—ভয়ঙ্কর অথচ প্রশান্ত ;—তেজস্বী, অথচ শীতল !—অতি চমৎকার চেহারা !—দেবরাজতুল্য বীরেন্দ্র-মূর্ত্তি !—বয়স অনুমান ৪৫ কি ৪৬ বৎসর।—তিনি এসেই জয়চাঁদকে কি ইসারা কোল্লেন,—কথা কইলেন না।—জয়চাঁদ উঠে দাঁড়ালেন।

ইন্দিরা, জয়া, মতি, তিনটীতেই যেন চকিতা কুরঙ্গিণীর মতন

ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে সেই নবীন বীরমূর্ত্তির পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।—তিনজনেই অবাক হয়ে ভাবলেন, ইনি আবার কে?—কেবল রোহিয়া স্থিরভাবে বোসে একদৃষ্টিতে সেই বীরমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোচ্চে।

কাউকে কিছু না বোলেই জয়চাঁদ ব্যস্তভাবে সেই বীরপুরুষের সঙ্গে ভোঁ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।—যাবার সময় সেই বীরপুরুষ গুপ্তভাবে সস্নেহনয়নে ইন্দিরার বদনকমলে একটীবার সটান কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন।

তাঁরা চোলে গেলেন।—সঙ্গে সঙ্গে উষাসুন্দরীও কমলিনীরে অভয় দিয়ে, ঘোম্‌টা খুলে ছুটে পালালেন।—রজনী প্রভাত।

ইন্দিরা ভাবছেন।—"কে ইনি?—এলেন আর গেলেন, কে ইনি?—আহা! কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, কত গোলমেলে গোলমেলে, কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনাই যে, আমার এই জীবনপটের মাথার উপর দিয়ে ঘোটে যাচ্ছে, তা আর বল্‌বার নয়!—জগৎপিতা শূলপাণি সদাশিব যে, আমারে উপলক্ষ্য কোরে পৃথিবীতে কত খেলাই খেলাচ্চেন, তা আর কিছু বলা যায় না!—কি আশ্চর্য্য!—এ সকল কি কোনো ঠাকুরদেবতার মায়া হবে?—কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি না!—তাই-ই হবে!—মায়াই বটে!—তা নৈলে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা কি কখনো মানুষে ঘটাতে পারে?—হায় হায়!—এ অভাগিনীর কপালে এত ছিষ্টিও লেখা ছিল!—উঃ!"

বেলা হলো,—সূর্য্যদেব উদয় হোলেন,—ঘরে রৌদ্র এলো, ভ্রূক্ষেপ নাই।—ইন্দিরা ভাবছেন,—সঙ্গে সঙ্গে জয়াবতীও চিন্তামগ্ন।—মতিবালাও নিস্তব্ধ।—রোহিয়াও দায়ে পোড়ে আট্‌কা রয়েছে!

ইন্দিরা ভাবছেন।—অকস্মাৎ তাঁর বীরেন্দ্রকে তাঁর মনে পোড়লো।—

সকল ভাবনা ঘুরে গেল!—মনে মনে বোল্লেন, "বীরেন্দ্র!—প্রাণের বীরেন্দ্র!—কোথায় তুমি?—জয়চাঁদ বোল্লেন, লাটসাহেব তোমারে ভালবেসেছেন!—নিষ্ঠুর!—না না,—প্রাণেশ্বর!—তুমি জানো না, আমিও তোমারে ভালবাসি!—আজ এইখানে তোমার উদ্দেশে সেই রকম মনের মতন ভালবেসেই আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি,—উত্তর দাও,—বীরেন্দ্র!—প্রাণবল্লভ!—তুমি কি আমার?"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যই কি তাই?

"তু বড় সুজন জানি হে বঁধুয়া, তু বড় সুজন জানি!
কি সাধে গড়োলো, কি বাদে ছাড়োলো, নবীনো পিরীতি খানি!!
আর কি তেমন পিরীতি আদর, আরো কি কপালে হবে!
বড় আশা ছিল এ সুখ সম্পদ, জনম অবধি রবে!!
আগে যদি জানি আকার ইঙ্গিতে, তবে কি পিরীতি করি!
কালারো সনেতে পিরীতি করিয়ে, ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মরি!!
বড় সাধো কোরে, সাগর ছেঁচিনু, মাণিকো পাবারো আশে!
মাণিকো লুকালো, সাগর শুকালো, অভাগী কপালো দোষে!!
কহে চণ্ডীদাস, কালারো পিরীতি, কহিতে পরাণ ফাটে!
শঙ্খবণিকার, করাত যেমতি যাইতে আসিতে কাটে!!"

চণ্ডীদাস।

একমাস কেটে গেল।—বসন্তকাল বিদায়।—নিদাঘের উদয়।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর দুই মাস অতীত।—উৎকট গর্ম্মীতে আক্রান্ত হয়ে আরো একটী পূর্ণমাস পূর্ণযৌবনে সন্ সন্ কোরে দৌড়ে পালালো।

গ্রীষ্মঋতুর অবসান।—বর্ষাকাল উপস্থিত।—শ্রাবণমাস।—গগনমণ্ডল দিবানিশি ঘনাচ্ছন্ন।—দিনরাত্রি প্রভেদ করা যায় না।—রাতদিন এক রকম সমান অন্ধকার।—দিনকর যেন ইন্দ্রজিতের মতন মেঘের আড়ালে আড়ালে এক একবার আস্তেআস্তে আসেন আর চোলে যান।—নিশাকর চন্দ্রমাও শুক্লপক্ষ রজনীতে একটীবার নীচুপানে উঁকী মাত্তেও পান না। কুমুদিনীকেও একটীবার দেখা দিয়ে প্রমোদিনী কোত্তে পারেন না!—বিষম বিভ্রাট!—এক একদিন ফর্সা হয়।—সেইদিন জগতের জীবেরা জগৎবিভাকর দিবাকরকে দেখতে পেয়ে, মনের সুখে আমোদ করে;—নলিনীপতিও প্রণয়িনী নলিনীর নলিনবদন দর্শন কোরে অনেকদিনের বিরহানল ঠাণ্ডা করেন।—নিশাপতিও তারাদলের মাঝখান থেকে মুখ বাড়িয়ে জীউ ঠাণ্ডা কোরে, আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে, সরোবরী কুমুদিনীর সুমধুর জিরেনমধু পান করেন!—এই সকল বিশ্বছবি দেখেশুনে মনের উল্লাসে হাস্‌তে হাস্‌তে আমি তখন বলি, আয় আয় নবীন জলদজাল! সুখের বর্ষাকাল!

এই সময় পঞ্জাবী সাধুপুরুষেরা একটী প্রধান সহায় হারা হোলেন। পরমদয়ালু গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হারডিঞ্জবাহাদুর পদত্যাগ কোরে স্বদেশযাত্রা কোল্লেন।—এই সময় মহাপ্রতাপশালী ডেলহাউসিবাহাদুর তৎপদে প্রতিষ্ঠিত, ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা হয়ে পঞ্জাবে এলেন।—লর্ড ডেলহাউসি অতি বিজ্ঞলোক।—যেমন সুনীতিজ্ঞ, তেমনি কার্য্যকুশল, তেমনি বুদ্ধিমান, তেমনি চতুর,—আর, তেমনি পরাক্রান্ত।—কেবল এক দোষ।—তিনি কিছু পরের রাজ্যে বেশী লোভী!—হারডিঞ্জবাহাদুর যে রাজ্যটীতে শান্তিস্থাপন কোরে সামঞ্জস্য রাখ্‌বার ব্যবস্থা করেন, ব্যাঘ্র-তুল্য পরাক্রমশালী ডেলহাউসিবাহাদুর মুখব্যাদান কোরে সেই পঞ্চনদ-

রাজ্যটী একেবারেই গ্রাস কোল্লেন।—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিমাসে রাজা গোলাপসিং যখন রাজকুমার দলীপসিংকে সঙ্গে কোরে লর্ড হারডিঞ্জের কাছে লিলিয়ানার শিবিরে সাক্ষাৎ কোত্তে যান, হারডিঞ্জ-বাহাদুর সেই সময়েই বোলেছিলেন, "মহারাজ রণজিতের বংশকে রাজ-ভোগে নৈরাশ করা আমার ইচ্ছা নয়, সে ইচ্ছাতেও এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া হয় নাই।—দলীপসিং আর ইঁহার জননী যাহাতে সুখে থাকেন, তাহা আমার একান্ত বাসনা।"—শান্তিপ্রিয় শাসনকর্ত্তা হারডিঞ্জসাহেব ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই অঙ্গীকার কোরেছিলেন, নূতন গবর্ণর-জেনারেল ডেলহাউসি বাহাদুর ১৮৪৮ অব্দের আগষ্ট মাসে সেই অঙ্গীকারটী কেমন সুন্দর পালন কোল্লেন, পাঠকমহাশয়।—লর্ড ডেলহাউসির রাজ্যলীলা আপনি ঢের জানেন,—তথাপি এইটীরও একবার বিচার কোত্তে হবে।

লর্ড ডেলহাউসি এখন পঞ্চনদের সর্ব্বময় প্রভু।—এটীও তবু সে অবস্থায় এক প্রকার শুভলক্ষণ বোল্‌তে হবে।—কেন না, দুষ্টদমনে ডেলহাউসি-বাহাদুর সাক্ষাৎ কৃতান্তবিশেষ।—পাপাচারীলোকে যাতে কোরে ভালরকম শাসিত হয়, সে পক্ষে তাঁর সবিশেষ জেদ্ ছিল।—এই দরুণ তিনি মাঝে মাঝে দুই এক বিষয়ে, একগুঁয়েও হোতেন।

থাক্,—ইতিহাসের বেশীপাঠ আজ এখানে আবৃত্তি করাটা ভাল দেখায় না।—ভণিতা দিতেই যখন আমার এতক্ষণ গেল, তখন নাজানি, পাঠকমহাশয় কতই বিরক্ত হোচ্ছেন,—নীরস বিষয় দিয়ে আসল বিষয় ঢাকা দিচ্ছি বোলে নাজানি কতই হয় ত তিনি আমারে তিরস্কার কোচ্ছেন।—অবশ্যই কোত্তে পারেন।—কে কোথায় গেল? কে কোথায় থাক্‌লো, কারে কোথায় রেখে আসা হলো, তার কিছু সন্ধান না পেলে

সে উদ্বেগ যায় কিসে?—এ অবস্থায় অবশ্যই আমারে তিরস্কার কোত্তে পারেন।—তবে আসুন,—কে কোথায় আছে, কে কোথায় গেছে, কে কোথায় কি কোচ্চে, পাঠকমহাশয়!—পাঠিকাঠাকুরাণি!—এখন অনুগ্রহ কোরে একবার আসুন, সকলে মিলে সেই চেষ্টাই দেখি গে!

সেই চন্দ্রভাগাতীরের কুঞ্জগৃহের একটী ঘরের দরজা খোলা।—ঘরে আলো আছে,—কিন্তু বড় উজ্জল নয়,—কিছু মিড়্ মিড়ে।—একটী কামিনী সেই কক্ষে শুয়ে আছেন।—কামিনী একাকিনী ঘুমুচ্ছেন।—রাত্রি দুই প্রহর ঝাঁঝাঁ কোচ্চে!—কোনো ভাবনা নাই, কোনো চিন্তা নাই, কোনো শঙ্কা নাই;—নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত হয়েই কামিনী ঘুমুচ্ছেন।—সকল ভয়, সকল আশা, সকল ভাবনা, এখন দয়াময়ী নিদ্রাদেবী অনুকূল হয়ে নিঃসাড়ে হরণ কোরে নিয়েছেন!—জগতের সমস্ত খেলাধূলাই ভুলিয়ে দিয়েছেন!—কামিনী মনের সুখে, নির্ভাবনায়, ন্যাতাক্যাতা হয়ে, অকাতরে ঘুমুচ্চেন।—হঠাৎ অন্ধকারে পা টিপে টিপে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ নিঃশব্দে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন!—কি এ?—কে তিনি?—অশঙ্কিতা নিদ্রিতা স্বর্ণলতার পাশে, অস্ত্রহস্তে, গুপ্তভাবে, এত সাবধানে, কে এ?—চুপ্ কোরে দেখুন,—পাঠকমহাশয়! ব্যস্ত হবেন না, গোল কোরবেন না, দেখুন!—চুপ্ কোরে, মুখ বুজিয়ে, আড়াল থেকে দেখুন,—গা ঢাকা হয়ে, চুপটী কোরে কাণ পেতে শুনুন!—দেখা যাক্, কে কি বলেন,—কে কি করেন!

দণ্ডখানেক পরেই কামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হলো।—তিনি অসাবধানে চক্ষু মুছে আলোর দিকে চাইলেন।—সুন্দরী যেন ঘূর্ণিতলোচনে একেবারে ঘরের চারিদিকেই দৃষ্টিক্ষেপ কোল্লেন।—দেখলেন, সম্মুখে এক বীরমূর্ত্তি!—ভয় পেলেন না, শিউরে উঠ্‌লেন না, গায়ে কাঁটা দিলে না,

গলা শুকুলো না,—বেশ ধীরে ধীরে উঠে, শয্যার উপর সোজা হয়ে, পা ঝুলিয়ে বোস্‌লেন।—দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির দিকে!—স্থির, সতেজ, বিশাল দৃষ্টি!—মূর্ত্তিটীও ঠিক তেমনিভাবে অনিমেষ চক্ষে সেই সুন্দরীর বদন-পানে চেয়ে আছেন!—কারো মুখেই বাক্য নাই!—চুঁ:শব্দটীও না!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই শূরেন্দ্রমূর্ত্তি নক্ষত্রবেগে ধাঁ কোরে ছুটে গিয়েই সেই কক্ষবাসিনীর চরণ ধারণ কোল্লেন!—ঠিক যেন একটা কলের পুতুল কলে ছুটে গেল!—পায়ে জড়িয়ে ধোরেই কান্না!

কি ব্যাপার!—পাঠকমহাশয়! আপনার কি আশ্চর্য্য জ্ঞান হোচ্ছে?—কিছুই আশ্চর্য্য নয়!—তেমন পায়ে ধরা সকল ঘরেই প্রায় হয়ে থাকে!—আপনিও হয় ত কোনদিন না কোনদিন অগ্নি কোরে আপনার বড়গিন্নীর পায়ে ধোরে থাক্‌বেন!—তবে যদি কখনো কোনো হিতৈষিণী সভায় বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে "মেয়েমানুষ ভাল নয়, মেয়েমানুষের বাধ্য হওয়া ভাল নয়, মেয়েমানুষকে আদর দেওয়া ভাল নয়,"—কখনো যদি এ রকম বক্তৃতা করা আপনার দ্বারা ঘোটে থাকে, তা হোলে বোধ হয়, ও রকম পায়ে ধরাটা আপনার অদৃষ্টে না হয়ে থাক্‌বে!—কিম্বা তাই বা হবে না কেন?—তাতেই বা দোষ কি?—গোপনে গোপনে, লুকিয়ে লুকিয়ে ধোল্লেই ত হয়!—তাও ত আপনি পারেন!—রেতের বেলা, ঘরের কোণে, কে কারে দেখে, কে কারে শোনে, কে কারেই বা লজ্জা দ্যায়!—ডুব দিয়ে জল খেলে, মহাদেবের বাবাও টের পান না!—লুকিয়ে করাতে দোষ কি?—কেন?—আপনি ত সর্ব্বান্তঃকারিণী সভায় উপদেশ দ্যান যে, "স্ত্রীজাতিকে অলঙ্কার দেওয়াটা ভাল নয়, ওটা বড়ই কুপ্রথা!—তাতে কোরে স্ত্রীলোকের মনে অহঙ্কার হয়;"—তা যদি হয়,—এ যদি বলেন,—পাঠকমহাশয়!—প্রকাশ্য সভায় আপনি যদি

এসব কথা বলেন, তবে আপনার নতুনগিন্নীর অত সোণার চাঁপা, সোণার ঝাঁপা, হীরের চুড়ি, মতির বগ্‌লোস্‌, সোণার কাণ, সোণার পিঠ কেন?— বোল্‌বেন, গোপনে দেওয়া হয়েছে!—তাতে দোষ নাই!—কিন্তু তা যদি হোতে পারে, তবে ওটাই বা না হোতে পারে কেন?—গোপনে দোষ কি?—আরো,—প্রিয় হিন্দুপাঠক! আপনি ত প্রায়ই মুসলমানের নিন্দা কোরে থাকেন, তবে সাজগোজের সময় আপনার অত নেড়েকেতা পছন্দ হয় কেন?—অবশ্যই বোল্‌বেন, সে হয় অন্দরে অন্দরে!—আচ্ছা, বেশ কথা!—তা যদি হয়,—এসব যদি অন্দরে অন্দরে চলে, তবে পায়ে ধরাটা না চোল্‌বে কেন?—সদরে সদরে মেয়েমানুষের নিন্দা কোরে, অন্দরে অন্দরে মেয়েমানুষের পায়ে ধোল্লেই ত বেশ চলে!—চালাবেন,—ধোর্‌বেন!—ধরা যদি না হয়ে থাকে,—আমি সৎপরামর্শ দিচ্ছি, এখন ধোর্‌বেন।—মুখে আর কাজে, কদাচ মিল রাখবেন না!—সাবধান! বক্তৃতার সঙ্গে কার্য্যের সংস্রব যেন কখনই কিছুমাত্র না থাকে!—মুখে যা বোল্‌বেন, কাজে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখাবেন!—তা হোলেই,— বুদ্ধিমান পাঠক! মনে রাখ্‌বেন,—কেবল তা হোলেই আপনি সমাজের মধ্যে একজন প্রকৃত অদ্বিতীয় রিফরমার হয়ে দাঁড়াবেন!—তখন আর সাহস কোরে কোনো মিয়াই আপনার পাল্লায় ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না!— দেখ্‌লেন না, কলিযুগের ব্রহ্মানন্দ অবতার কেশবচন্দ্র সেন কেমন কৌশলে নিজের বক্তৃতার সঙ্গে, নিজের আইনের সঙ্গে, নিজের কন্যার বিবাহের কেমনসুন্দর আকাশপাতাল সংস্রব রেখে দিলেন!—তাতেই তিনি দেশের মধ্যে দশের কাছে বড়লোক!—দেশবিদেশে সকলের কাছেই ব্রহ্মানন্দ! আপনিও তাই কোর্‌বেন!—তা হোলেই পৃথিবীময় ঢিঢি হয়ে যাবে, আপনি একজন মস্তলোক!—সেই জন্যেই আমি সৎপরামর্শ দিচ্ছি, সদরে

দাঁড়িয়ে, বুক ফুলিয়ে, দশজনের কাছে, খুব দম্ভ কোরে, অবলা নারী-জাতির যত পারেন, নিন্দা কোর্‌বেন, আর মফস্বলে কেঁচো হয়ে, কাঁদো-কাঁদো মুখে, গলায় কাপড় দিয়ে, সেই প্রাণতোষিণী, বিধুবদনী, মানস-মোহিনীর পায়ে ধোর্‌বেন!—রাত্রিকালে, লুকিয়ে লুকিয়ে, বেশ কোরে পায়ে ধোর্‌বেন!—কিন্তু গোপনে!—ভয় কি?—লজ্জা কি?—কেউ না দেখ্‌লেই হলো!—চক্ষুলজ্জাটা না থাক্‌লেই হলো!—পক্ষান্তরে, যদি আপনি নারীস্বাধীনতার অ্যাড্‌ভোকেট হন, তা হোলে ঠিক আছে!—তা হোলে আর আপনাকে কিছুই শিখিয়ে দিতে হবে না!

পাঠিকাসুন্দরি!—আপনার ভাগ্যে হয় ত প্রায়ই ও রকম পায়ে ধরানো লাভ হয়ে থাকে!—কিন্তু আপনি যদি আবার বেথুনস্কুলের পাঠিকা হন, তা হোলেই ত বিভ্রাট!—আপনি হয় ত বিদ্যার গুণে পতিকে গুরুলোক ভেবে, পায়ে ধোত্তে না দিতে পারেন!—কিন্তু তাই বা ভাব্‌তে হবে কেন?—আপনাদের শিক্ষার মধ্যে ত পতিকে গুরুলোক বোলে ভক্তি কর্‌বার একটীও উপদেশ নাই!—সভ্যতার যুগে,—সভ্যতার জোরে, পতিও যা, আপনিও তা!—বরং আপনি কিছু ছুই এক ডিগ্রী বেশী!—তবে কেন?—তবে আপনি পায়ে ধরাতে ভয় কোর্‌বেন কেন?—অবশ্য ধরাবেন!—আর,—বিবিরা ঐ যে সাহেবদের সব পায়ে ধরায়!—তারা ঐ যে, সাহেবদের সব ভাহু বানায়!—আপনিও তাই হবেন!—ভয় কি?—সভ্যতার কালটী কেমন!—সকলেই স্বাধীন!—আট ঘাট খোলা!—ভয় কি?—একান্তই যদি চক্ষুলজ্জার খাতিরে দশজনের সাক্ষাতে ও কাজ কোত্তে না পারেন, লুকিয়ে লুকিয়ে ধরাবেন!—লুকিয়ে কাজে বড় সুখ!!

যাক্‌,—সমরসিং আজ জয়াবতীর পায়ে ধোরেছেন!—সেই নির্জ্জন-

গৃহে একাকিনী যে কামিনীটী ঘুমুচ্ছিলেন, পাঠকমহাশয়! তিনি আপনার জয়াবতী, আর যে বীরপুরুষ টিপি টিপি নিঃশব্দে এসে, গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, তিনিই সেই সমরসিংহ।

অনেকক্ষণ তিনি অভিমানিনীর পায়ে ধোরে রইলেন, অনেকক্ষণ কাঁদলেন, কিন্তু জয়াবতী একটীও কথা কইলেন না।—সমরসিং বিস্তর কাকুতি মিনতি কোরে মান ভাঙ্‌বার তদ্বির কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু কমলিনীর দুর্জ্জয় মান!—সে মান কিছুতেই ভাঙ্‌লো না!—খানিকক্ষণ পরে মানময়ী একবার পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে, উদাসভাবে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "ছেড়ে দ্যাও!"

সমরসিং এ অনুমতি পালন কোল্লেন না।—পাদুটী ছাড়্‌লেন না।—ছলছলচক্ষে কাতরবচনে বোল্লেন, "ঘাট হয়েছে!—ক্ষমা করো!—আমার জ্ঞান ছিল না!—ঘাট হয়েছে!—তেমন কর্ম্ম আর হবে না!—লক্ষ্মী তুমি!—ক্ষমা করো!"

জয়াবতী একটীবার বিশাল কটাক্ষে চরণদাসের বদনপানে চাইলেন।—চেয়েই সজোরে একটী নিশ্বাস ফেল্লে, মুখখানি নীচু কোরে মনের দুঃখে, গানের সুরে, এই শ্লোকটী আবৃত্তি কোল্লেন।:—

"তু বড় সুজন জানিহে বঁধুয়া,
তুঁ বড় সুজন জানি!
কি সাধে গড়োলো, কি বাদে ছাড়োলো
নবীনো পিরীতি খানি!!
আর কি তেমন পিরীতি আদর,
আরো কি কপালে হবে!

বড় আশা ছিল, এ সুখ সম্পদ,
জনম অবধি রবে !!
আগে যদি জানি, আকার ইঙ্গিতে,
তবে কি এ প্রেমো করি !
বাঁকার সনেতে পিরীতি করিয়ে,
ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মরি !!
বড় সাধো করি সাগর ছেঁচিনু,
মাণিকো পাবারি আশে !
মাণিকো লুকালো, সাগর শুকালো,
অভাগী কপালো দোষে !!"

তিনচারবার পাল্‌টে পাল্‌টে,—সব কথার উপর জোর দিয়ে দিয়ে, অভিমানবতী জয়াবতী এই শ্লোকটী আপনার মনেই আবৃত্তি কোল্লেন।—সমরসিং কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

ঠিক সেই সময় সহসা—"জয়া!—বিহঙ্গিনি!—তুমি কি গান গাইছো?—গান গাচ্চো না রোদন কোচ্চো?"—শশব্যস্তে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ইন্দিরাদেবী একটী বাতী হাতে কোরে সেই গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।—প্রবেশ কোরেই দেখেন, খাটের নীচে সমরসিং!—দেখেই শিউরে উঠ্‌লেন।—তিন পা এগিয়েছিলেন, সাত পা পেছুলেন। ভাব্‌লেন, "কি এ?—এ আবার এ রাত্রে এ ঘরে কেন?—এ কালসাপ এখানে কেমন কোরে এলো?"

ইন্দিরা এই রকম ভাব্‌ছেন,—জয়চাঁদ প্রবেশ কোল্লেন

জয়চাঁদকে না দেখেই সমরসিং ত্রস্তভাবে জয়াকে ছেড়ে দিয়ে, উন্মত্তের ন্যায় ইন্দিরার দিকে ছুটে এসে, কৃতাঞ্জলিপুটে, সজলনয়নে করুণবচনে বোল্লেন, "মা!—আমি পাতকী!—আমাকে মার্জ্জনা করো!—আমি এখন তোমার চরণ স্পর্শ কর্‌বারও অযোগ্য!—সতিলক্ষ্মি! আমাকে মার্জ্জনা করো!—আমি পাগল হয়েছিলেম!—কিছুই জ্ঞান ছিল না!—ধর্ম্ম সাক্ষী, গুরুদেব সাক্ষী,—কিছুই আমার মনে নেই!—সে রাত্রে তোমারে কি বোলেছি, কি কোরেছি, কিছুই এখন মনে পড়ে না!—আমি পাগল হয়েছিলেম!—এখন আমার জ্ঞান হয়েছে।—মা! সতিলক্ষ্মি! আমাকে ক্ষমা করো!"

জয়চাঁদ বারাণ্ডায়।—একবার জয়চাঁদের পানে চেয়ে, ইন্দিরাসতী আরো দুতিন পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন।—ভাবলেন; "এ কি!—এ বলে কি!—সত্যই কি তাই?—যা আমি শুনেছি, তা কি তবে মিছেকথা নয়!—অ্যাঁ?—সত্যই কি সমরসিং পাগল হয়েছিল?—সত্যই কি তাই?"—স্বর ফুটে উঠ্‌লো,—"সত্যই কি তাই?"

বারাণ্ডা থেকে জয়চাঁদ হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলেন, "সত্যই তাই!—সত্যই সমরসিং পাগল হয়েছিল!"—স্বর শুনে সমরসিং ছুটে গিয়ে জয়চাঁদের পায়ে ধোল্লেন।—দুটী চক্ষে অনবরত অশ্রুধারা।—একটীও বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না।

জয়চাঁদ মনে মনে একটু হেসে, সিঁড়ির দিকে একবার চেয়ে, মৃদুস্বরে বোল্লেন, "সমর! পা ছাড়ো,—ওঠো,—আমি সব জানি,—তোমার তত দোষ নাই,—কেঁদো না,—পা ছাড়ো।

সমরসিং দাঁড়ালেন।—ইন্দিরার বদনে প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত কোরে জয়চাঁদ মধুরস্বরে বোল্লেন, মা!—তোমরা ঘরে চলো,— সকলগুলিতে

একঠাঁই মিলেমিশে বোসো ;—আজ একজন মহাপুরুষ এই আশ্রমে এসেছেন,—কি অভিপ্রায়ে আসা, সে কথা বলেন না ;—জিজ্ঞাসা কোল্লেন, বোল্লেন না ;—তোমাদের সঙ্গে দেখা কোত্তে চান !—সেই জন্যই এ বারে আমার আসা !—ব্রহ্মচারী হোলেও তিনি পুরুষমানুষ, তোমরা অবলা,—রাত্রিকালে কে কোন্ ভাবে আছ,—ঘুমন্ত কি জাগন্ত,—আগে সেটী না দেখে তাঁরে এখানে আনা হয় না,—সেই জন্যই আমার আসা।—যদি বলো, প্রভাতেই দেখাশুনা হোতে পাত্তো,—সত্য,—কিন্তু সেটী হয় না ;—যোগীবর দিনমানে লোকালয়ে আসেন না ;—সেই জন্যই রাত্রিকালে আসা।—তোমরা সবে যাও, আমি তাঁরে সঙ্গে কোরে আনি।

এই রকম উপদেশ দিয়ে পাঁচসাত পা অগ্রসর হয়েই জয়চাঁদ আবার ফিরে এলেন।—ধীরে ধীরে ইন্দিরার কাণে কাণে বোল্লেন, আর দ্যাখো,—তোমরা সকলে একঠাঁই মিলেমিশে থাকবে বটে, কিন্তু মোহিনী যেন সেখানে থাকে না।—এই কথা বোলে আবার তিন পা অগ্রসর হয়েই জয়চাঁদ আবার ফিরে দাঁড়ালেন ;—চুপিচুপি আবার বোল্লেন, আর দ্যাখো,—বেশী আলো কোরো না।

ইন্দিরা কিছুই বুঝ্তে পাল্লেন না।—জয়চাঁদ চোলে গেলেন। ইন্দিরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ কোরে উপদেশমত সমস্ত অনুষ্ঠান ঠিক্‌ঠাক্ কোরে রাখ্লেন।

একটু পরেই একজন বেশ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে জয়চাঁদের পুনঃপ্রবেশ।—ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা, বড় দীর্ঘও নয়, বড় খর্ব্বও নয়, মাঝারি ;—সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা, পরিধান জানুপর্য্যন্ত খুব চোস্ত গেরুয়া বসন, কটিদেশে ভুজঙ্গাকার স্থূল নারিকেলরজ্জুর ডোর, পৃষ্ঠদেশে

গৈরিক বহির্ব্বাস ;—সেই বহির্ব্বাসের অঞ্চলভাগ সম্মুখে এনে বক্ষঃস্থলে টাঙ্গাভাবে বুক্‌বাঁছাড় বাঁধা ;—বদনমণ্ডলের ভস্মলেপের উপর চক্ষের কোলে, কর্ণমূলে, আর কপোলে পীতবর্ণ বিভূতি সুচিত্রিত, ললাটে সেই রঙের সুবিচিত্র অর্দ্ধচন্দ্র ;—মস্তকের কেশ দীর্ঘ, সেই দীর্ঘকেশে বেশ কেয়ারি কোরে সম্মুখদিকে উলটে চূড়ার আকারে কপালের বাম দিকে গোঁজা,—বেশ তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিয়ে হেলিয়ে গোঁজা,—সেই চুলের উপর ললাটের দক্ষিণদিক্ দিয়ে বক্রভাবে তিনহালি রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো ;—অতি চমৎকার শোভা ! কণ্ঠে খুব চোস্ত ও ছড়া মোটা মোটা রুদ্রাক্ষমালা ;—সেই রুদ্রাক্ষের সঙ্গে হরিনামজপের কুঁড়োজালির মতন একটী গেরুয়া রঙের থলী ঝুলোনো,—সেই থলীতে বাণলিঙ্গ শিব বাস করেন।—দক্ষিণহস্তে একগাছি স্বর্ণময় খাড়ু ;—সেই খাড়ুর নীচে একখানি গেরুয়া রঙের ক্ষুদ্র গামছা তিন পেঁচ জড়ানো,—গামছার উপর একছড়া রুদ্রাক্ষ তিননর প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে পাণিতলে সংলগ্ন ;—বাহুমূলে একগাছা পাকা সোণার মোটা অনন্ত ;—করতলে কমণ্ডলু ;—পদতলে ছয় আঙ্গুল উঁচু খড়ম ;—বয়স অনুমান ৫০।৫২ বৎসর। কিন্তু চেহারা দেখলে ৩০ বৎসরের অধিক বোধ হয় না।

সন্ন্যাসী দেখে সমরসিংহ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কোরে ভক্তিপূর্ব্বক আসন প্রদান কোল্লেন, কন্যাজনেরাও গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে সেবা দিলেন ;—কেবল মতি উঠ্‌লেন না !—তিনি একটু আগে ঘুমচ্ছিলেন, তখনো ঘোর ঘোচে নি, চক্ষু রাঙা রয়েছে, উঠ্‌তে পাল্লেন না।—ফল কথা, তা নয়,—সন্ন্যাসীমোহন্তের উপর তাঁর বড় একটা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না !

সমরসিংহ যে আসন দিলেন, সন্ন্যাসী তাতে বোসলেন না, কক্ষদেশে মৃগচর্ম্ম ছিল, সেইখানি পেতেই বোসলেন।—অদূরেই ভূমিতলে

জয়চাঁদ।—ইন্দিরা, জয়াবতী আর মতিবালা একখানি কৌচের উপর বোসে ছিলেন, সন্ন্যাসী নীচে বোস্‌লেন দেখে তাঁরাও নেবে নেবে বোস্‌লেন ;—কেবল সমরসিং দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন।

সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রমের নবীন নাম পদ্মলোচনগিরি।—গৃহস্থাশ্রমের আসল প্রাচীন নামটী কি, এ ক্ষেত্রে এখন সেটী প্রকাশ হবার নয়।—তিনি ত্রিকালজ্ঞ,—জ্যোতির্বিদ্যায় পরমপণ্ডিত,—সামুদ্রিক গণনায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

অপাঙ্গে কামিনী তিনটীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে সন্ন্যাসী আপনাআপনি একটু হাস্‌লেন ;—হেসেই সমরসিংহের পানে কট্‌মট্‌ চক্ষে চাইলেন।—একটু পরে সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক আবার একটী নিশ্বাস ফেল্লেন ;—সেই নিশ্বাসের সঙ্গে প্রশান্তভাবেই উচ্চারিত হলো, "হা জগদীশ্বর!"

জয়চাঁদ সেই দীর্ঘনিশ্বাসের তাৎপর্য্য বুঝ্‌লেন ;—আর কেউ না।—ইন্দিরা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।—সন্ন্যাসী সেটী দেখ্‌লেন ;—জয়চাঁদের মুখপানে চেয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "ভয় নাই! কেউ দোষী নয়! সমস্তই আমি জান্‌তে পেরেছি।—এই তিনটী মেয়ের আয়ুই দীর্ঘ ;—বিশেষতঃ কিছু অসুখে আছেন বটে, কিন্তু ঐ [illegible] হবে না।—[illegible] সঙ্কটবর্ত্তী!"

জয়চাঁদকে সম্বোধন কোরে সন্ন্যাসী আবার বোল্লেন, "ইনি, যা মনে করেন, লোকে যা [illegible], সে সব কিছুই নয়।—[illegible] একটীও অনাচারিণী নন ;—একটীও [illegible] নন ;—[illegible] [illegible]।—[illegible] ; তুমি এখন [illegible],—[illegible] কথাও আমি সব জান্‌তে পাচ্ছি।"

ব্রহ্ম।—সমরের বনিতাও সঙ্গে যান।—(জয়াবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত।)

জয়।—গুরুদেব সত্য!

ব্রহ্ম।—তোমার দুটী ছেলেও সেই দিন শেষরাত্রে দেশত্যাগের উপক্রম করে,—অনেকদূর গিয়েওছিল,—তাদের সঙ্গেও একটী কুলবধূ।—অমরের সঙ্গে তোমার দুটী ছেলের অত্যন্ত প্রণয়।

জয়।—আজ্ঞে।

ব্রহ্ম।—কিন্তু তোমার ছেলেরা পথে যেতে যেতে অতুল সিংের চরের হাতে ধরা পড়ে।

জয়।—(সাশ্রুনয়নে দীর্ঘনিশ্বাস।)

ব্রহ্ম।—তবে ও কথা থাক্,—আগে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা কোরেছ, তারি উত্তর আগে করি।—জয়াবতী যখন বর্দ্ধমানে অতিথিশালা স্থাপন কোরে অবস্থান করেন, আমিও তখন বর্দ্ধমানে।

জয়।—কি আশ্চর্য্য!— তার পর ?

ব্রহ্ম।—তার পর, আমি একদিন সেই অতিথিশালায় যাই।—সেইখানে আর একটী স্ত্রীলোক দেখি। শুনলেম, তার নাম মল্লিকা;—কিন্তু জানলেম, সে নামটী কৃত্রিম। আসল নাম যা, তাও আমি জানি, কিন্তু এখন সেটী বোলবো না।

জয়াবতী একটু শিউরে উঠলেন,—টিপি টিপি ইন্দিরার গা টিপে কি ইসারা কোল্লেন।—ইন্দিরা অতি সুচতুরা, তিনি তৎক্ষণাৎ জয়ার বিস্ময়-ভাবের ভাব বুঝে নিলেন। —ভাবলেন, ইনি তবে জয়ারে চেনেন, জয়াও এঁরে চেনে; সমরও বোধ হয় চিনতে পারে।—ওঃ! এখন বুঝতে পাচ্ছি, জয়চাঁদ এই জন্যেই হয় তো এ ঘরে বেশী আলো রাখতে বারণ কোরেছিলেন!—কাণ্ডখানা কি!

জয়চাঁদ শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, গিরিঠাকুর! বড় আশ্চর্য্য কথা! তার পর কি হলো?

ব্রহ্ম।—হাঁ,—জয়াবতী লোকের কাছে আপনারে বিধবা বোলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু আমার কাছে সত্য কথা গোপন করেন নি। আমি যখন জয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়ে অনেকগুলি গুপ্তকথা,—মনের কথা ঠিক্ ঠিক্ বোলে দিলেম,—সামুদ্রিক গণনায় যখন আমি জয়ার ভাবী সৌভাগ্য একে একে নির্দ্দেশ কোল্লেম, জয়াবতী আমার পায়ে ধোরে তখন একটু কাঁদ্লেন।—বোল্লেন, গুরুদেব! আমি বড় অভাগিনী! আমার স্বামী আমার বশীভূত নন, আপনি যদি কৃপা কোরে কিছু উপায় বোলে দেন, চরিতার্থ হই।

জয়াবতীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত।—পতির সাক্ষাতে, গুরুলোকের সাক্ষাতে, ইন্দিরার সাক্ষাতে, ব্রহ্মচারী আরো বা কি বলেন, এই ভয়েই হৃদ্‌কম্প।—বাস্তবিক সেই শঙ্কাই গুড়িয়ে এলো।—জয়চাঁদকে সম্বোধন কোরে ব্রহ্মচারী আবার বোল্লেন, "জয়ার কান্না দেখে আমার দয়া হলো।—কমণ্ডলু খুঁজলেম, কিছু পেলেম না,—কৌশলে মল্লিকারে সেখান থেকে একটু সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি জয়ারে বোল্লেম, উপায় আছে, কিন্তু আমার কাছে এখন সে ঔষধ নাই;—প্রকাশ কোরো না, তোমারে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, তাতেই কাজ হবে। এই কথা বোলে কাণে কাণে একটী ক্ষুদ্র লতার নাম বোলে দিলেম; তারিই শিকড়ের রসে শীতল বশীকরণ হয়।—আরো বোলে দিলেম, যখন প্রয়োজন হবে, অতি অল্পমাত্রায় জলের সঙ্গে কিম্বা পানের সঙ্গে খেতে দিও। বেশী মাত্রায় দিলে শৈত্য-গুণ থাকে না, উগ্রতেজের কাজ করে।—এই পর্য্যন্ত:—আর না:—এই সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই আমি বোলি নি।"

এই পর্য্যন্ত বোলে জয়ার পানে কটাক্ষপাত কোরে একটু হেসে ব্রহ্মচারী পুনরায় বোল্লেন, "জয়াবতী ছেলেমানুষ, উনি ভেবেছিলেন, অল্প দিলেও বশ হয়, বেশী দিলেও বশ হয়, তবে বেশীমাত্রায় একটু গরম হয়ে ওঠে, এই!—তা হয় হবে,—সে আরো বরং ভালই হবে,—বেশী দিলে আরো বেশী ভালবাস্‌বে,—খুব বেশীবেশী বশীভূত হয়ে থাক্‌বে।—ফলে ঐটীই তখন জয়ার মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়।—তার পর যখন অমরসিং আর সমরসিং ছদ্মবেশে বর্দ্ধমানে যান, জয়া আর রঙ্গিকা যখন তাঁদের নদীতীর থেকে যত্ন কোরে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে অতিথি করেন, সেই সময় এই জয়াবতী অবসর পেয়ে সমরের পানীয় জলে খুব বেশী মাত্রায় আমার সেই বশীকরণ চোড়িয়েছিলেন!!!—তাতেই এই বিষম বিপত্তি!—সেইখান থেকেই সরলমতি সমরসিঙের মতিভ্রমের সুরু!—আমার সেই শিকড়ের গুণ এই যে, অল্পমাত্রায় বশীকরণ, অধিক মাত্রায় চিত্তবিকার!—একেবারে পাগল হয়ে যায় না বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল হয়,—কোনপ্রকারেই চিত্তের স্থিরতা থাকে না,—কোনো বিষয়েই কোনো কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না;—কাজেই একপ্রকার পাগল বোলে সিদ্ধান্ত কোত্তে হয়!—সমরসিং সেই অধিক মাত্রার প্রকোপেই অস্থিরচিত্ত হয়েছিলেন।—বর্দ্ধমানের কুঞ্জবাটিকার অশ্বত্থতরুমূলের বেদীতে অমরসিংকে একা রেখে জয়াবতী যখন সমরকে একাকী সঙ্গে আস্‌তে বলেন, 'দাদা যাবেন না?'—একটীবারমাত্র এই প্রশ্ন কোরেই ঔষধের বীর্য্যে সমরসিং তৎক্ষণাৎ চোম্‌কে উঠে জয়ার কথায় সম্মত হন;—সেই রাত্রেই দাদাকে একা ফেলে একাকী নিঃসাড়ে জয়ার সঙ্গে প্রস্থান করেন!—এইখানে আর একটী কথা। ঔষধের মাত্রা বেশী হোলে চিত্তভ্রম জন্মে বটে, কিন্তু একরাত্রে নয়।

প্রথম একরাত্রি বেশ বশীকরণের কাজ করে ;—রজনী প্রভাত হোলেই বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।—জয়ার এক কথাতেই সে রাজ্যে সময়ের তৎক্ষণাৎ রাজী হবার কারণও সেই।—তার পর যে রাত্রে সমরসিং জয়াবতীকে সঙ্গে ক্রোড়ে নীহারবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে শতদ্রু-তীরবর্ত্তী জয়চাঁদের কুটীর বাড়ীতে এসে অচৈতন হন, সেই রাত্রে জয়চাঁদের প্রশ্নে সমরসিং এই উত্তর দিয়েছিলেন ;— 'একসঙ্গে আস্‌বার জন্যে দাদাকে বিস্তর অনুরোধ কোরেছিলেম, তিনি বোল্লেন, তোমরা অগ্রসর হও, আর কিছুদিন আমার বঙ্গদেশ দর্শন করবার বাসনা আছে,—শীঘ্রই স্বদেশে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ কোর্‌বো।—ফলে শীঘ্রই তিনি আস্‌বেন।'—এগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা।—সাধুস্বভাব সমরসিংহ এমন মিথ্যাকথা বোল্লেন কেন?—যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করো, তা হোলে জয়াবতীর সেই বশীকরণ সে প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দিবে ;—আমি না।"

পাঠকমহাশয়! স্মরণ কোর্‌বেন, কুলবতী জয়াবতীকে বর্দ্ধমানে সে রাত্রে অভিসারিকা বোলে পরিচয় দিবার কারণও এই।

একটু থেমে ব্রহ্মচারী আবার বোল্লেন, "তার পর, সমরসিং এক-রাত্রে স্বাধ্বীসতী ইন্দিরাদেবীর সতীত্বরত্ন হরণ কোত্তে যায়,—অমরের সন্ন্যাসাশ্রমের কল্পনা তুলে আরো এক ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা বলে ;—কাল-ভোজ যে রাত্রে ইন্দিরারে অপমান কোত্তে প্রবৃত্ত, সেই রাত্রে সমরসিং পিতৃহত্যার ভয় না কোরে কালভোজের শরীরে অসিপ্রহার করে ;—আরো,—লাহোর যাবার জন্য তোমার নামে অমরের নামস্বাক্ষরিত যে একখানা আজ্ঞাপত্র আসে, সে পত্র জাল।—সমরসিং নিজেই দুষ্ট-বুদ্ধিতে তোমারে স্থানান্তর করবার অভিপ্রায়ে অমরের নাম দস্তখৎ

ঘোরে সেই জালপত্র লিখেছিল !—এই সমস্তই জয়াবতীর সেই বশী-করণের ফল ;—বীর্য্যবান ঔষধের মহাবীর্য্যপ্রসূত চিত্ত-বিকারের ফল ;—সমরের সুধাময় স্বভাবের বিষময় ফল নয় !”

থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জয়াবতী অবশ অঙ্গে ইন্দিরার কোলে কাৎ হয়ে শুয়ে পোড়্‌লেন ;—সমরসিংহও আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারেন না,—ঠক্‌ঠক্ কোরে কেঁপে ধীরে ধীরে, নতশিরে, মৌনভাবেই জয়চাঁদের পাশে এসে বোস্‌লেন।

ভাবগতিক দেখে ব্রহ্মচারী শশব্যস্তে বোল্লেন, “তোমরা ভয় পেও না,—কারো দোষ নয় ;—মা জয়াবতি ! তুমি শান্ত হও,—কারো দোষ নাই,—তুমি বোসো ;—সমর যখন ঐ সকল কাজ কোরেছিলেন, তখন প্রকৃতির স্থিরতা ছিল না।”

জয়।—কিন্তু এখন ?

ব্রহ্ম।—এখন আর সে ভাব নাই।—অল্পদিন হলো, একদা রজনী-মুখে অশ্বারোহণে সমরসিং পিপাসাতুর হয়ে বিপাশাতীরে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়।—আমারে দেখেই ইনি আহ্লাদে অবরোহণ কোরে অভিবাদন কোল্লেন ;—চিন্‌তেন না, তথাপি ভক্তিভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে বোল্লেন, ‘প্রভু ! কৃপা করুন,—বড় যন্ত্রণা !—কিঞ্চিৎ চরণামৃত দান করুন !—আমি এঁর দুর্দ্দশা জান্‌তেম,—কথায় ভাবে বোধ হলো, ঔষধের বীর্য্য কিছু হ্রাস হয়েছে,—আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ মকরধ্বজ ছিল, কমণ্ডলুর জলে গোপনে সেইটুকু মিশিয়ে এঁরে খেতে দিলেম ;—সেই অব্ধিই নিরাময়।—শোককালে যে অপরাধে সমরের আবার নূতন হাজত হয়, পাগল হওয়া প্রমাণ হওয়া-তেই সে অপরাধে মুক্তিলাভ হয়েছে।

জয়চাঁদ, সমরসিং, ইন্দিরা; আর জয়াবতী, আনন্দে বিহ্বল হয়ে, চমকিতভাবে, সকলেই একেবারে ব্রহ্মচারীকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত কোল্লেন।—এতক্ষণের পর ব্রহ্মচারীর উপর মতিরও একটু সুমতি হলো;—তিনিও ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হয়ে গড় কোল্লেন।

জয়চাঁদ জান্‌তেন, সমরসিং পাগল হয়েছিল।—ঐ কথা প্রকাশ হওয়াতেই যে, শেষবারের হাজত থেকে অব্যাহতি লাভ হয়, সেটাও তিনি জান্‌তেন,—কিন্তু কেন পাগল হয়েছিল, সেই গুপ্ততত্ত্বটুকু জান্‌তেন না।—এতদিনের পর সমস্ত সন্দেহ বিভঞ্জিত হলো।

ইন্দিরা ভাব্‌লেন, উঃ!—সত্যই কি তাই!—সত্যই কি তবে সমরসিং পাগল হয়েছিল!—উঃ!—একমাস হলো, আমিও ঐ কথা শুনেছিলেম।—একটু আগে সমর নিজেও বোলেছে, আমি পাগল হয়েছিলেম, আমার জ্ঞান ছিল না,—আমারে ক্ষমা করো!—উঃ!—সত্যই তাই!—এখন বুঝ্‌লেম, বিধাতার বিড়ম্বনা;—তা নইলে এমন সমর অকস্মাৎ তেমন হবে কেন?—উঃ!—এর ভিতর এত কাণ্ড!—ঘরে বোসে এ সকল আমি কি কোরে জান্‌বো!—যা হোক্, গুরুদেবের কৃপায়, ব্রহ্মচারীর প্রসাদে, এখন আরাম হলো, সেই ভালই ভাল!—আবার তিনি ব্রহ্মচারীকে নমস্কার কোল্লেন,—ঊর্দ্ধমুখী হয়ে মনে মনে হরপার্ব্বতীকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিমনস্কভাবে একটু চিন্তা কোরে জয়চাঁদের পানে চেয়ে, ব্রহ্মচারী একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "হাঁ,—এই রকমের আর একটা কথা আমার মনে পোড়্‌লো!—অনেকদিনের কথা, কিন্তু ঠিক এই রকম।—মহারাজ রণজিতের আপ্রিয়বনিতা রাণী মহাতাপকুমারীর যোগিনীনামে এক কিঙ্করী ছিল, সেই যোগিনীর এক নারী আছে,—তার নাম

বিজলা।—আহা!—মহাতাপকুমারী এখন আর এ পৃথিবীতে নাই।—প্রায় চল্লিশ বৎসর হলো, সেই চিরদুঃখিনী, পতিপ্রেমবিরহিণী, নিষ্কলঙ্কিনী রাণী ইহলোক পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন, কিন্তু সেই যোগিনী এখনো বেঁচে আছে।—শুরবর! তুমি জানো, মহারাজের পৌত্র কুমার নৌনেহাল সিংহের সহিত রাজা শ্যামসিংহের কন্যার বিবাহ হয়;—রাজপুত্র সেই নবপরিণীতা বনিতারে সপ্রণয়-নয়নে নিরীক্ষণ কোত্তেন কি না, সেটী আমার জানা ছিল না।—যে বৎসর মহারাজের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর আমি একবার পঞ্জাবে এসেছিলেম। তৎকালে অনেক স্ত্রীপুরুষ আমার শরণাপন্ন হয়ে অনেক বিষয়ে,—অনেক ব্যাধির দৈব ঔষধ নিয়ে যায়।—যোগিনীর নাম্নী বিজলা সেই সময় আমারে দেখ্‌তে পেয়ে বিস্তর কেঁদেকেটে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরে।—'রাজকুমার আমাদের নতুন রাজবধূটীকে ভালবাসেন না, রাজসংসারের সকলেই তাতে নিতান্ত অসুখী, আপনি অনেককে অনেক রকম ওষুদ দিয়ে ভাল কোরেচেন, দয়া কোরে এইটীর যদি কিছু কিনারা করেন, রাজসংসারের বড়ই উপকার হয়।'—এই সব কথা বোলে বিজলা আমারে যেন জল কোরে ফেল্লে!—সরলভাবেই তার হাতে আমি এক রতি শাদা গুঁড়ো দিলেম; সে তাই নিয়ে আমারে প্রণাম কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে চোলে গেলো।—তার অনেকদিন পরে আমি জান্‌তে পাল্লেম, বিজলা সেই ঔষধ রাজবধূকে দেয় নি,—রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ অবধি একদিনের জন্যেও প্রণয় ছিল না;—বিজলা আমারে যা যা বোলেছিল, সে সমস্তই জাল,—কাজেই মিথ্যা!—আমি জেনেছি, কামজোয়ের সঙ্গে বিজলার কুৎসিত প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল, সেই জন্যে কামজোয়াকেই সে ঐ ঔষধ খাইয়ে দেয়!—ঔষধের গুণ অতি

পতিকে দিলে পত্নীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে,—উপনায়ককে খাওয়ালে সেই নায়ক বহুনায়িকার অভিলাষী হয়;—একেবারে পাগল হয়ে যায়!—সেই ঔষধে কালভোজ উন্মাদগ্রস্ত হয়ে একেবারে মোরিয়া হয়!—দিনে দিনে তার সমস্ত রিপু,—বিশেষতঃ কামরিপু নিতান্ত করালমূর্ত্তি ধারণ করে!—সেই সঙ্গে, পাগলের ধর্ম্মে, সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিই ভয়ঙ্কর প্রবল হয়ে ওঠে!—কবিবর বাণভট্ট বোলেছেন, উন্মত্তের সুরাপান, আর বৃকের জিহ্বাচ্ছেদ অতীব ভয়ঙ্কর!—কালভোজের ভাগ্যে আর বিজলার অদৃষ্টে ঠিক সেই দশাই ঘোটেছিল!—কালভোজের অবস্থা সেই সাধুবাক্যটীই বিলক্ষণ সপ্রমাণ কোচ্ছে!

সেই পাপিষ্ঠ পিশাচ জন্মাবধি দুঃস্বভাব,—তার উপর উন্মাদরোগ!—বিবেচনা কর, পাপের উপর পাপ,—করালের উপর করাল!—দুইযোগে কতদূর ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়!—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্তানের উপর নির্ম্মায়া, রাজবিদ্রোহ, মিত্রকে শত্রুবোধ, বৈরীকে সুহৃদ্‌জ্ঞান, নরনারী-বিঘাতন, অপরের রাজ্যলুণ্ঠন, কুলস্ত্রীর সতীত্ব হরণ, এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মনিপাতন প্রভৃতি যা যা তার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমার সেই এক রতি শাদাগুঁড়োই তৎসমস্ত পাপের নিদান!—বিজলাই এই সর্ব্বনাশের মূল!—লোকে পাগল হোলে কি না করে!—পুত্রের বিবাহে প্রতিবন্ধকতা, বাসন্তীদেবীর হঠাৎ মৃত্যুর বানিকারিতা, কুঞ্জগৃহ থেকে ইন্দিরাকে হরণ করণের সহকারিতা, ইন্দিরার প্রতি অকস্মাৎ প্রেমানুরাগিতা এবং কুলবতী সতীকে একস্থান থেকে স্থানান্তরে কারারুদ্ধ করণের অধিনায়কতা প্রভৃতি তারপরে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান তোমরা দেখেছ কি শুনেছ, তৎসমস্তই তার উন্মত্ততার পরিণাম!—শেষকালে যে খুনীমোকদ্দমায় গ্রেপ্তার হয়ে

ছিল, সেটা তারিই ফল!—দেখ্লে ত, বিচারটাও কেমন হলো!—যা হোতে হয়, প্রথমে সেইটাই ঠিক হয়েছিল!—ফাঁসীর হুকুম!—তার পর, পুনর্বিচারে উকীলদের তর্কবিতর্কে, শারীরতত্ত্ববিদ্ হকিমসাহেবের পরীক্ষায় যখন পাগল হওয়া সপ্রমাণ হলো, তখন প্রাণদণ্ডের অনুমতি রহিত হয়ে, পাগল বোলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞাই বাহাল দাঁড়ালো।"

ধন্য জগদীশ্বর!—হলো ভাল!—পাঠকমহাশয়! কালভোজের বিচার দেখ্বার জন্যে আর আমারে আদালতে যেতে হলো না;—আপনাকেও আর শ্রান্তক্লান্ত হয়ে তত্তটা কষ্ট স্বীকার কোত্তে হলো না।—ব্রহ্মচারীর প্রসাদে ঘরে বোসেই আমরা সে কল্পের নিগূঢ়তত্ত্ব জান্তে পাল্লেম।—কালভোজের ফাঁসী হলো না,—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসদণ্ডাজ্ঞাই অবধারিত হলো।

ব্রহ্মচারীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুন্তে শুন্তেই রজনী অবসান।—পূর্ব্ব আকাশে ঊষাসতী ঘোম্‌টা দিয়ে অল্পে অল্পে উঁকী মাল্লেন;—ঠিক সেই সময় পূর্ব্বদিকের দরজার ফাঁক দিয়ে রোহিনীও একবার ঘরের ভিতর উঁকী মাল্লে।—সূর্য্যদেবের উদয় হোলে ব্রহ্মচারী আর লোকালয়ে থাক্‌বেন না, পুনরায় আর এক রাত্রে পদার্পণের অঙ্গীকার কোরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।—সকলে একত্রে প্রণাম কোল্লেন, ব্রহ্মচারী চোলে গেলেন।

খিল্ খিল্ কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে রোহিনী ঘরে এলো।—এসেই মল্লিবালার হাত ধোরে হেসে ঢোলে পোড়ে, মুখ নেড়ে নেড়ে বোল্লে, "ভাই! বড় মজা!—পত্র জাল কোল্লেই পাগল হয়!—হিহিহি!—সঙ্গিনী বোলে গেলো, সমরসিং একবার অমরসিংহের নাম সই কোরে

সেনাপতিকে লাহোরে পাঠাবার জন্যে একখানা জালপত্র লিখেছিল, সেই জন্যেই সমরসিং পাগল!—হি-হি হি!—তাই! আমিও তবে পাগল! মাইরি!—হি-হি-হি!"

ইন্দিরা হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সে কি লো?—কেন লো?—তুইও পাগল হবি কেন?—তুইও কি জাল কোরেছিলি নাকি?

মন্ত্রিকে ছেড়ে দিয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে গা দুলিয়ে দুলিয়ে, ইন্দিরার সম্মুখে ছুটে এসে, রোহিণী ত্রিভঙ্গভাবে, হাত নেড়ে নেড়ে বোল্লে, "ওগো, হাঁগো!—ওগো, হাঁগো রাজনন্দিনি!—তা কি তুমি জানো না? কোরেছিলেম বৈ কি!—সত্যি সত্যি আমিও জাল কোরেছিলেম!—সেই,—কালভোজ যেদিন আমাদের বাড়ীতে এসে পাগলের মতন দৌড়ে গিয়ে তোমার নামে একখানা পত্র লিখে আনে, সেইদিন আমি চুপিচুপি সেই পত্রখানা পোড়ে আমি নিজেই তোমার নাম জাল কোরে একখানা জবাব লিখে দিই।—পাগলের পত্র তোমাকে দিইও নি, দেখাইও নি, তার কথাও না!—জবাব লিখিচি, সে কথা তোমাকে বোলিও নি, জানাইও নি, তার কথাও না!—সে পত্র এখনো আমার কাছে আছে;—সেখানা প্রেমপত্রিকা!—দেখ্‌তে চাও, এখুনি দেখাতে পারি।—তা যদি তুমি দ্যাখো,—মাইরি বোল্‌চি,—সে পত্রখানা যদি তুমি দ্যাখো,—হেসে দমফেটে মোরে যাও!—জবাবখানিরও নকল আছে,—তাতেও খুব রঙ কোরেচি!—কেমন,—একে কি তুমি জাল করা বলো না?"

সকলেই অবাক!—ব্রহ্মচারীর কথা আর রোহিণীর কথা নিয়ে বিস্ময়ে বিস্ময়ে,—সন্দেহে সন্দেহে,—আহ্লাদে আহ্লাদে, খানিকক্ষণের তোলাপাড়া হলো;—একটু একটু ঊষার আবরণ থাক্‌তে থাক্‌তে তাঁরা সকলেই যে যার ঠাঁইঠাঁই হোলেন।

একটী গুপ্তগৃহে সমরসিং আর জয়াবতী।—তাঁরা দুজনে এখানে সকালবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে কি কোচ্ছেন ?—কাঁদ্‌ছেন !—শোকের কান্না নয়,—প্রেমের কান্না !—জয়াবতী ছাড়া আর কেউ শুন্‌তে না পায়, এমনি মিহিসুরে,—অথচ বেশ রাগরাগিণী ভেঁজে, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সমরসিং এই গীতটী গাইলেন।:—

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

"এবার প্রাণান্ত হোলে রমণী হবো।
পুরুষেরি যত দুখো, নারী হয়ে জানাবো ॥
মান কোরে বোসে রবো,
সাধিলে না কথা করো,
পায়ে ধোরে সাধাইরো,
মানেতে মন মজাবো ॥"

গান শুনে জয়াবতী অপ্রতিভ হোলেন।—"তু বড় সুজন জানি হে বঁধুয়া, তু বড় সুজন জানি !"—জয়ার নিশীথকালের ঐ গানটীর এইটীই প্রকৃত উত্তর !—জয়া প্রেমভাবে সমরের বক্ষঃস্থলে মাথাটী রেখে, প্রেমের সুরেই বোল্লেন, "বিনোদ !—হৃদয়পিঞ্জরের উড়ুকু পাখি !—শোনো তবে !"—

ঝুমঝিঁঝিট।—জৎ

"আমি সাধ্‌বো কেন প্রাণ !
তুমি যেমন, আমি তেমন, দুজনে সমান ॥
যত তুমি পায়ে ধরো, যত সাধাসাধি করো,
তবু তো কবো না কথা, বাড়াইব মান ॥"

বাঃ—জয়াবতীর এই গীতটী অতি চমৎকার!—এই চমৎকারিত্ব জেনেশুনেই আমি সর্ব্বদাই বলি, গৃহস্থের গিন্নীমাত্রেই এখন বড়গিন্নী। আজকাল আর ছোটগিন্নী থাক্‌তে পারে না।—এই আখ্যায়িকার ঐই পরিচ্ছেদেই সমরসিংহ যখন জয়াবতীর পায়ে ধরেন, সেই সময় আমি পাঠকমহাশয়কে সম্বোধন কোরে বোলেছি, "পাঠকমহাশয়! তেমন পায়েধরা সকল ঘরেই প্রায় হয়ে থাকে!—আপনিও হয় ত কোনদিন না কোনদিন অমি কোরে আপনার বড়গিন্নীর পায়ে ধোরে থাক্‌বেন!"

সেইটুকু দেখে আমার একটী পরম স্নেহবতী বিদ্যাবতী গুণবতী ত্রিপুরাবাসিনী সুরসিকা পাঠিকা সম্প্রতি আমারে লিখেছেন,—

"প্রিয়ঙ্কর সুরসিকপ্রবর! ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদান্তর্গত ৪০০পৃষ্ঠার মধ্যস্থিত * * * বড়গিন্নী শব্দটী দর্শন করিয়া (১) অমনি চমকিয়া উঠিলাম।—মহাশয় হয়েছেন কুলীনশ্রেষ্ঠমুখবংশজাত। বর্ত্তমান কৌলীন্য-রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া না জানি আপনি কত সহস্রবার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করতঃ কৃতকৃত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইটীই বিস্ময়ের কারণ। যেহেতু নির্ম্মল হীরাতে কখনই সামান্য অঙ্গরাগ লাগে না। ধন্য ধন্য!! আভাসেমাত্র বড়গিন্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। ছোটগিন্নী যে, কয়টী, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার একান্তই কৌতূহল রহিল।"

স্নেহময়ী পাঠিকাঠাকুরাণীর এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা নিতান্ত দুরূপ পাঠ নয়।—আমার ছোটগিন্নী নাই।—সহস্রবার দূরে থাকুক, একটীবারের অধিক আমি বর্ত্তমান কৌলীন্যরীতির মর্য্যাদা রক্ষা করি

(১) একদা এই পুস্তকখানি কর্ত্তার কর্ত্তার বিলী হইত; সুতরাং সমাপ্তির অগ্রে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অবগত হওয়া পাঠকপাঠিকার পক্ষে অসম্ভব নয়।

নাই।—সেই একবারের ফলটীই আমার বড়গিন্নী এবং সেইটীই আমার ছোটগিন্নী।—তা ছাড়া আর আমার কোন রকম দ্বিতীয় গিন্নী নাই।—তবে আমি জিগির দিয়ে বড়গিন্নীর কথা উল্লেখ কোরেছি কেন, যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর বেশ আছে।—এখন আমাদের দেশে পুরুষরাজা নাই,—পরম কল্যাণবতী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এখন এই ভারতের অধীশ্বরী।—সেই রাজ্যেশ্বরীর গৌরবার্থই নারী-জাতির আজকাল বেশী মান।—আজকাল সকল ঘরেই প্রায় মেয়েকর্ত্তা। পাছে ব্যাকরণের অপমান হয়, এই ভয়েই আমি নারীকে বড়কর্ত্তা না বোলে বড়গিন্নীই বলি।—জয়াবতীর ঐ গীতটীই তার উজ্জ্বল সাক্ষী।—জয়া নিজেও একবার বীরভূমে হরিচরণবাবুর পত্নী, ওঁরকে বৌবাবুকে স্বচক্ষে দর্শন কোরেছেন, এখন নিজেও আবার ভোরবেলা সেই ধরণের অভিনয় কোল্লেন !

কিন্তু বেশীক্ষণ এই রকম অভিনয় হোতে পেলে না, সূর্য্যদেব বাধা দিলেন,—রৌদ্রদীপ্তিতে তাঁদের গুপ্তগৃহটী প্রভাসিত হয়ে গেল;—শীঘ্র শীঘ্রই যবনিকা পতন হলো।—গীতটী শেষেই জয়াবতী সস্নেহে সুকোমল ভুজলতায় সখরের কণ্ঠ বেষ্টন কোরে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিনোদ!—সখা!—হৃদয়পিঞ্জরের উড়ন্ত পাখি!—সত্যসত্যই কি তাই?—আত্মবিস্মৃত প্রাণেশ্বর!—বর্দ্ধমানের প্রিয় বিনোদ!—পাগল প্রাণবল্লভ! তবে সত্যসত্যই তুমি কি আমার?"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবীচক্রের অপূর্ব্ব বিচার।!!!

" অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াঃ ॥"

পঞ্চতন্ত্র।

শ্রীকের পঞ্জাবে এখন সাহেব রাজা।—লর্ড ডেলহাউসি গবর্ণর-জেনারেল।—১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কবাহাদুরের শাসনসময়ে মহারাজ রণজিৎসিংহ সিন্ধুনদের বক্ষঃস্থলে ইংরেজী বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে যাবার অনুমতি দেন।—সেই সময় মহারাজ রণজিতের ঐশ্বর্য্য, দানশক্তি, রণদক্ষতা, আর রাজনীতি দর্শন কোরে বেণ্টিঙ্কবাহাদুর বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন।—অহো! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!—কুলালচক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের প্রকৃত গতি নিরূপণ করা কার সাধ্য?—কোন্ সময় কার অদৃষ্টে কি হবে, এই অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় কোত্তে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ?—আজ আমি কি আছি, কাল আমি কি হবো, এ কথাই বা গণনা কোরে কে বোল্‌তে পারে?—এই দেখুন, সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চনদ-শীকসিংহ রণজিৎসিংহের কতবড় জগৎবিখ্যাত মহিমা ছিল, সপ্তদশ বৎসরান্তে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সেই সিংহবিক্রম রণজিৎসিংহের রাজ্যে-ইংলণ্ডের ডেলহাউসি-বাহাদুর গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর!

একজন ইংরেজ সুকবি যথার্থ অন্তরঙ্গভাবেই বোলেছেন, "ইংরেজের রাজ্যাধিকারের তিনটী প্রধান উপায়।—প্রথমে কৌশল, দ্বিতীয়ে মিশনরী, এবং তৃতীয়ে সওদাগরীসেনা।"

পর্য্যায়টী ভাল বটে ;—কিন্তু রণজিৎসিংহের রাজ্যে এই পর্য্যায়ের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য লক্ষিত হলো।—প্রথম উপায়ের পরেই তৃতীয় উপায়ের অধিষ্ঠান।—দ্বিতীয় উপায়টী বাকী ছিল ;—রাজ্যলাভের পর সেই দ্বিতীয় উপায়ের আবিষ্কার।

পঞ্জাবে পাদ্‌রী এসেছেন।—ভারতবর্ষে ইংরেজ মিশনরির লোকানুরাগিতা কিছু বেশী।—যেখানে নগর, সেইখানেই পাদ্‌রী ;—যেখানে হাটবাজার, সেইখানেই মিশনরী ;—যেখানে রাস, রথ, বারোয়ারি ইত্যাদি মেলা, সেইখানেই ধর্ম্মঘোষণা।—"উঁচু দেখে বোস্‌বে, ভব্য দেখে গড় কোর্‌বে।"—আমাদের দেশে এই রকমের একটী সাধারণ প্রবাদ আছে।—ইংরেজ সেটী বেশ পালন কোত্তে জানেন ;—পাদ্‌রীসাহেব আরো ভাল রকম বুঝেন।—যেখানে বহুলোকের জনতা, পাদ্‌রী সেইখানে এক উচ্চ আসনে ঠিক এইভাবে দাঁড়ান, যেন ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তি সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় তাঁর টুপীপরা মাথাটী সকলের মাথা ছাড়িয়ে আধ হাত কি এক হাত উঁচু দেখায়।—লাহোরের বাজারে সেই রকমের এক পাদ্‌রীসাহেব একটা উঁচু ঢিবির উপর হিন্দি সুসমাচার হাতে কোরে দাঁড়িয়েছেন।—চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে লোকারণ্য।—প্রথমে ঈশ্বরবন্দনা, তার পর ধর্ম্মঘোষণা, অবশেষে সুমধুর স্বরে সদুপদেশগর্ভ সুললিত বক্তৃতা।

পাঠকমহাশয়! আপনারা সকলেই একেবারে হিন্দিভাষার মর্ম্মভেদে সমর্থ না হোতে পারেন, এই সন্দেহে সাহেবের কথাগুলি আমি শ্রীরামপুরী বাঙ্‌লাতেই তর্জ্জমা কোরে দিই।—আর একটী বিষয়েও আমারে ক্ষমা কোত্তে হবে।—একে ত আমাদের বাঙ্‌লাভাষা নিতান্ত নীরস,—নিতান্ত অশ্রাব্য ;—বিশেষতঃ আমি যে ভাষাতে আখ্যায়িকা-বিরচন আরম্ভ

কোরেছি, সভ্যাভিমানি শ্রেষ্ঠলোকেরা এই প্রাকৃতভাষাটীকে আদৌ ভাষা বোলেই গ্রাহ্য করেন না ;—এতে কোরে আমারে এ ক্ষেত্রে খুব সাবধান হয়েই চোল্‌তে হবে।—সাহেবের পবিত্র রসনায় এই অশ্রাব্য ভাষার বর্ণমালার কতকগুলি বর্ণ তাঁদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় রুচির সঙ্গে ঐক্য কোরে যেমন মিষ্টমিষ্ট উচ্চারিত হয়,—"টুমি, ডুর্গা, জগর্ণাঠ, রাঢাকিষণ, সুরঢুনী, ঠানাবারী, ঢান্য,"—ইত্যাদি রচনে লহরে লহরে যেমন সুধাবর্ষণ করে, তত মধু আমার নাই ;—আমি ততদূর মিষ্টতা রক্ষা কোত্তে সমর্থ হব না ;—আমার রসনার ততটুকু সাফাই নাই ;—আমার দুর্ব্বলা লেখনীর কখনই ততদূর উচ্চ দুঃসাহস হবে না ;—কাজেই আমারে সেই সেকেলে অপবিত্র চলিত বাঙ্‌লার দোহাই দিয়েই গোঁড়িয়ে যেতে হবে ;—কাজেই সেই পুরাতন অসভ্য বাঙ্‌লাভাষাই আমার অবলম্বন।—পাঠকমহাশয়!—পাঠিকাঠাকুরাণি! করজোড়ে মিনতি করি, এ অপরাধে আমারে দয়া কোরে মাপ্‌ কোত্তে হবে।—সাহেবের স্বরে উচ্চারণ কোত্তে পাল্লেম না বোলে পরিহাস কোর্‌বেন না ;—করতালি দিবেন না,—মূর্খ বোলে হাস্য কোর্‌বেন না ,—এইমাত্র প্রার্থনা!—দোহাই আপনার !!!

আমার আসরবন্দনা এই পর্য্যন্তই থাক্‌, এখন পাদ্‌রীসাহেবের আসরবন্দনা শ্রবণ করুন!—আগেই বোলেছি, প্রথমেই ঈশ্বরবন্দনা।—টিবির উপর উঠে,—আকাশপানে মুখ কোরে, ভক্তিভাবে দুইহাত ছড়িয়ে, পাদ্‌রীসাহেব কাঁদোকাঁদোমুখে, করুণস্বরে বোল্লেন, "হে আমার স্বর্গীয় পিতা! তুমি পৃথিবীর প্রতি প্রসন্ন হও! তোমার স্বর্গ-রাজ্য নিকট হউক! জলে, অজলে, চরাচরে, তোমার স্বর্গীয় মহিমা রৌদ্রের ন্যায় বিস্তার পাউক! তুমি আমারদিগকে দৈনিক রুটী দাও!"

" সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত প্রথম পালা।—দ্বিতীয় পালা ধর্ম্মঘোষণা।—শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত কোরে, সুসমাচারের স্বরে,—সুসমাচারের ভঙ্গিতে সাহেব প্রফুল্লমুখেই আরম্ভ কোল্লেন, " হে দয়াময় প্রভো যেশু।, পাপি মেষশাবকগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত তুমি স্বর্গীয় পিতার পুত্র হইয়াও মেষপালক হইয়া কেবল পাপির পরিত্রাণার্থই আপন রক্ত দান করিয়া সচ্ছন্দে আপন স্বর্গীয় পিতার সকাশে পয়ান করিয়া সেই তোমার সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্যামী, স্বর্গীয় পিতার দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছ,—আবার সেই শেষবিচারের দিনে,—পাপিলোকের ভয়ঙ্কর দিনে,—অভয়দণ্ড আর করালদণ্ড করে লইয়া মূর্ত্তিমান হইয়া দর্শনদান করিবে।—হা দয়ালপ্রভো! যে সকল অবিশ্বাসি পাপি-লোকেরা তোমাতে বিশ্বাস করে না, সেই সকল পামর, মূঢ়, পাতকী লোকেরা অনন্তনরকে বাস করিবে, নরকবাসি পাপিলোকেরদের দন্তের কিড়িমিড়ি শুনিবে।"

তৃতীয় পালায় বক্তৃতা। বন্দনায় ও উপাসনায় সতেজ হয়ে, উভয় হস্ত সম্মুখে বিস্তার কোরে, পাদ্রীসাহেব প্রসন্নবদনে সধ্যভাবে দর্শকমণ্ডলীকে বোল্লেন, " হে ভাইসকল! আইস, আর অন্ধকারে থাকিও না, তেমন দয়ালপ্রভু আর কুত্রাপি পাইবা না;—হে ভাইসকল! ভাবিয়া দেখদেখি, তোমারদিগের কতদূর ভ্রম। এই দেখ, তোমরাও মানবজাতি, আমরাও মানবজাতি, তত্রাচ তোমরা,—হে ভাইসকল! মনের ভ্রমে কিছুই বুঝিতেছ না;—তোমরাও যে স্থান হইতে আসিয়াছ, আমিও সেই স্থান হইতে আসিয়াছি, তথাপি তোমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে বলিয়া জাতিভেদ করহ।—ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তোমরাই

যদি সৃষ্টিকর্ত্তাকে চারিভাগ করিয়া বণ্টন করিয়া লইলা, তবে আমরা কোথা হইতে জন্ম পাইয়াছি? অতএব হে ভাইসকল! বৃথা জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমারদের সহিত মিশ্রিত হও। আইস আমরা ভাই ভাই মিলিয়া আমারদিগের পতিতপাবন পরিত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শরণাপন্ন হই,— আইস আমরা একত্রে আহারবিহার করিয়া একত্রেই স্বর্গধামে যাত্রা করি।"

সাধু সাধু!—ধন্য পাদ্রিসাহেব!—এ জগতে কেবল তুমিই ধন্য!—তুমিই সাধু!—আচ্ছা,—হে ভক্তিভাজন পাদ্রিসাহেব! আমি তোমার উদ্দেশে একটী প্রশ্ন করি। একস্থান থেকে সকলেই এসেছি, এ কথা স্বীকার করা গেল,—সকলেই আমরা পরস্পর ভাই ভাই, এ কথাও গ্রহণ করা গেল, কিন্তু ভাই,—প্রিয় পাদ্রিসাহেব। তোমাতে আমাতে এরূপ রুচির প্রভেদ কেন?

মনে কর, দেবতা ;—তাঁরা থাকুন বা নাই থাকুন,—নাম কল্পিত হোলেও তাঁরা কিছু আমাদের কোনো অপকার করেন না।—তাঁদের রূপ আছে কি না, কেই বা জানে?—নাম আছে কি না, তাই বা কে বোলতে পারে?—কিন্তু আমি যাঁরে দেবতা বলি, তুমি তাঁরে ভূত বলো কেন?—মনে কর, শিব।—শিবের এক নাম বিশ্বেশ্বর।—শাস্ত্র-মতে তিনিই আমাদের বিশ্বের আদ্য,—বিশ্বের বীজস্বরূপ।— সুতরাং বিশ্বেশ্বর শিবের একটী নাম অবশ্যই জগদীশ্বর।—আর যদি অভিধান মান্য করো, তা হোলে শিবঃ শব্দের তাৎপর্য্যই মঙ্গলময়।—"শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য শিবঃ।" তা যদি হলো, তবে তুমি শিবের নাম শুনেই ক্ষিপ্ত হও কেন?—যে শিব ভস্ম মাখেন, ষাঁড়ে চড়েন, ভিক্ষা করেন, শিঙে বাজান, হাড়ের মালা গলায় পরেন, জটায় সাপ রাখেন,

ভাঙ্ ধুতুরা খান, যে শিবের কাপড় নাই, ভুঁড়ী আছে,—সেই স্থূল ভুঁড়ীবিশিষ্ট বৃষারূঢ় সাকার শিবঠাকুর ত সর্ব্বদা তোমার নেত্রপথে নৃত্য করেন না, তবে তুমি দক্ষরাজার মতন অকারণ সেই কল্যাণময় সদাশিবের নাম শুনেই অকল্যাণ ঘটাও কেন?—অত চটো কেন?—মঙ্গলময়ে অমঙ্গল ভাবো কেন?

সকল দেবতার নামেই ঐ রকম নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।—তুমি পাদ্রি, তুমি অবশ্যই হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,—তা যদি হও,—হে ভক্তি ভাজন পাদ্রিসাহেব! তুমি যদি আমাদের ভাই হও, তবে ঠাকুরদেবতার নাম শুনেই হাত পা তুলে গালাগালি বর্ষণ কর কেন?

আচ্ছা,—যাক্,—মনে কর, গাভী।—সুরভীবংশীয়া পয়স্বিনী গাভীর দ্বারা জগতের বিস্তর মঙ্গল হয়।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে বর্ণিত আছে,—

"ঘটে বা ধেনুশিরসি বদ্ধস্তম্ভে গবামপি।
শালগ্রামে জলে বাগ্নৌ সুরভীং পূজয়েদ্দ্বিজঃ॥"

ঘটে, গাভীর মস্তকে, গোবন্ধনস্তম্ভে, শালগ্রামশিলাতে, জলে অথবা অগ্নিতে দ্বিজগণ সুরভীদেবীর পূজা করিবেন।

দেবরাজ পুরন্দর একদা বিপদাপন্ন হইয়া এইরূপে সুরভীর স্তব করিয়াছিলেন।—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাংবীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে॥
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সন্ততং পরং।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ॥"

হে পার্ব্বতীপ্রভৃতি জগজ্জননী দেবী মহাদেবী গোবীস্বরূপা সুরভি ! তোমারে নমস্কার ! হে সর্ব্বলোকের নিত্য কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী যশোদায়িনী কীর্ত্তিদায়িনী ধর্ম্মদায়িনী সুরভি ! তোমারে নমস্কার !

এই স্তোত্রের ফলশ্রুতি এইরূপ কথিত আছে ঃ—

" বভূব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ !
দুগ্ধাদ্ঘৃতং ততো যজ্ঞস্তত প্রীতি সুরস্য চ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ ।
স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
ন পুনর্ভবনং তস্য ব্রহ্মপুত্রো ভবে ভবেৎ ॥"

নারায়ণ কহিলেন, হে দেবর্ষি নারদ ! সহসা এই বিশ্বসংসার দুগ্ধধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল, ঘৃতদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে লাগিল, এবং সেই যজ্ঞে দেবগণ প্রীতিলাভ করিলেন।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই মহাপুণ্যময় স্তোত্রটী পাঠ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থজলে স্নান এবং সর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়, এবং তিনি ধেনুমান, ধনবান, কীর্ত্তিমান ও পুণ্যবান হইয়া অনিত্য ভবসংসারে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুত্রস্বরূপ দীপ্তি পাইয়া থাকেন। জীবনান্তে আর তাঁহার পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হয় না।

ভক্তিভাজন পাদ্রিসাহেব ! এই দেখ, পয়স্বিনী গাভী আমাদের দেবনরগণের এতদূর পূজনীয়া।—আমরা যথার্থই পরমভক্তিপূর্ব্বক ভগবতী সুরভী-দুহিতা পয়স্বিনী গাভীগণের পূজা করি।—শ্রদ্ধাস্পদ পাদ্রিসাহেব !

তুমি যদি আমাদের ভাই হও, তা হোলে সেই গোলোকসম্ভবা পূজনীয়া গোমাতা সুরভীদেবীর নিরীহ পুত্রকন্যাগণকে অক্লেশে ধোরে ধোরে উদরে দাও কেন ?

আচ্ছা,—মনে কর, কপোতকপোতী।—পবিত্র পায়রাকে আমরা লক্ষ্মীবিলাস জ্ঞান কোরে সাক্ষাৎ কমলাতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা করি,—প্রাণের তুল্য ভালবাসি।—তুমি যদি আমাদের ভাই হও, তবে সেই পায়রাগুলি পেলেই অমনি প্রফুল্লবদনে জঠরানলে আহুতি দাও কেন ?

মনে কর, ঘুঘু।—এই ঘৃণাস্পদ অমঙ্গলনিদান ঘুঘুকে আমরা অলক্ষ্মীর অনুচর বোলে ঘৃণা করি, তুমি সেই অপবিত্র ঘুঘুকে স্বর্গীয় পবিত্রবিহঙ্গম বোলে আদর কর !

যেখানে এতদূর অনৈক্য, এতদূর হিংসা, এতদূর বিদ্বেষ, এতদূর বৈপরীত্য এবং এতদূর প্রভেদ,—সেখানে, হে প্রিয় পাদ্রিসাহেব ! তোমার সঙ্গে আমাদের একত্রে আহারবিহার কিরূপে চলে ?—কিরূপেই বা আমি তোমারে ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করি, হে ধর্ম্মবিদ্বেষী দেবদ্বেষী গাভীবিনাশী বিদেশী তপস্বিন্ ! তুমি কি আমার ?

আগে তুমি দারুণ ভেদাভেদ বিস্মৃত হও, হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, গরু খাওয়া ছেড়ে দাও, দেবনিন্দা পরিহার কর, তার পর একদিন তোমার সঙ্গে আহারবিহারের তর্কবিতর্ক উপস্থিত করা যাবে।—সেই, সময় তোমারে আমি সহাস্য আস্যে ভ্রাতৃভাবে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, ভাই ভারতমিত্র পাদ্রিসাহেব ! তুমি কি আমার ?

অনৈক্য, হিংসা, দ্বেষ, বৈপরীত্য, ও ভেদাভেদের অনেক উদাহরণ দেখানো যেতে পার্ত্তো, কিন্তু পাঠকমহাশয়ের তা হোলে পাদ্রিসাহেবের শেষ কথাগুলি শোন্‌বার ব্যাঘাত জন্মে।—পাদ্রি অবশেষে বোল্লেন

" এই দেখ, তোমারদিগের নানকপন্থিধর্ম্মের কতদূর কারসাজী।—কতদূর ভণ্ডামী বাহির হইয়াছে। অদ্য তাহারদিগের কত পুরুষলোক খুনী, গুমী, ডাকাতী ইত্যাদি অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে!—কতই মহিলালোক ঐ সকল অপরাধে ধরা পড়িয়াছে!—কি এ?—ছি-ছি-ছি! এতাদৃশ কপট জঘন্য ধর্ম্মেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে?—পরিত্যাগ কর,—পরিত্যাগ কর,—দয়াময় প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদাশ্রয় লও!"

পাদ্রিসাহেব!—তুমি ভাই, আবার ধন্য!—পাঠকমহাশয়! এই পাদ্রিসাহেবটী হাজারবার ধন্য!—ইনি বোল্লেন, " নানকপন্থি ধর্ম্মটা একেবারেই কপট জঘন্য ধর্ম্ম!!!"—এই কথায় আমার একটী রহস্য মনে পোড়্‌লো।

সম্প্রতি নবদ্বীপের এক বারোয়ারিতলায় মহিষবলি।—মহিষকে উৎসর্গ কোরে, শক্ত শক্ত রসারসী বেঁধে খুব এঁটেসেঁটে ধরা হয়েছে, এমন সময় কেদারভট্টাচার্য্য নামে এক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ একখানা খাঁড়া হাতে কোরে সেইখানে উপস্থিত।—কেদারেরা পুরুষানুক্রমে বামাচার। কেদার সেইদিন ভালরকম আরামন্ত্রে ভালরকম পরিপক্ক হয়েছিল।—সে এসেই খাঁড়া নাচিয়ে নাচিয়ে,—আপনিও নেচে নেচে বোল্লে, " এ মহিষ আমি কাট্‌বো!—সরো সরো!—ওটাকে আমিই কাটি!"—আর একজন তর্কবাগীশ তাঁরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, " কেন? তুই কাট্‌বি কেন?—কর্ম্মকার আছে, খড়্গপূজা হয়েছে, তুই কাট্‌বি কেন?"—কেদার দম্ভ কোরে উত্তর দিলে, " শালাকে আমিই কাট্‌বো! একবার আমার দাদাকে মহিষে তাড়া কোরেছিল!—শালাকে আমিই কাট্‌বো!"—তর্কবাগীশ বোল্লেন, " আরে, সে এটা নয়;—তোর দাদাকে যেটা তাড়া কোরেছিল, সে ওটা নয়।"—কেদার লাফিয়ে উঠে

দাঁত খিচিয়ে বোল্লে, “ আরে, তা নাইবা হলো !—সেই জাত কি না ?— আমি জাত কাটি !—ওটাকে আমিই কাট্‌বো !—শালাকে আমিই যমালয়ে পাঠাবো !!!”

এই কেদার একজন এসালোক !—পঞ্জাবের পাদ্রিসাহেবটীও বেশ এসালোক !—বোধ করুন, সকল ধর্ম্মেই ভণ্ডতপস্বী আছে ঃ—

“ শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদং প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া ।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥”

এমন ধার্ম্মিকও ইহসংসারে বিস্তর আছেন ।—সকলেই এ কথা জানেন ;—তথাপি জনকতক বদ্‌মাস ভণ্ডতপস্বির মোকদ্দমা শুনে এই পাদ্রিসাহেব সচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত কোল্লেন, নানকপন্থী ধর্ম্মটাই কৃপট,— ধর্ম্মটাই একেবারে জঘন্য !!!—বোধ হয়, ইনি ঐ রকম মহিষের মতন জাত কাটেন !!!—তাই জন্যই বলি, এই পাদ্রিটী একজন এসালোক !!!

যা হোক্‌,—আর না ।—পাঠকমহাশয় ! এখানে আর না !— পাদ্রিসাহেব বোল্লেন, আজ্‌ নেড়ানেড়ীদের বিচার হোচ্ছে !—পাদ্রি সুখে থাকুন,—আসুন আমরা পাদ্রিকে ছেড়ে শীঘ্র একবার ভৈরবীচক্রের বিচারটী দেখে আসি ।

শিবিরে এজ্‌লাস বোসেছে ।—প্রায় ১০০ নেড়ামাথা আসামী হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে ।—ঘটা বড় !—উকীলমোক্তার গিস্‌ গিস্‌ কোচ্ছে ;—লোকে লোকে ভেরাভাণ্ডা ঠেসে গেছে ;—চাপ্‌রাসআঁটা দণ্ডধারীরা দণ্ডায়মান লোকেদের ধাক্কা দিয়ে হৈহৈ শব্দে নিজে নিজে গোল্‌যোগে ইগোল থামাচ্ছে !—আসামীরা বেশ বাহালতবিয়তে হঁস- বহালে খাড়া আছে ।—হাকিম সাহেবের নবনতারা ঠিক যেন ধর্ম্মযাজীর

কাঁটার মতন সারি সারি সোরে সোরে একে একে সমস্ত নেড়ানেড়ীর নন্দনতাঁরায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!—ঘটা বড় !!!

প্রথমেই রণচণ্ডীর বিচার!—অপরাধ, ইন্দিরাদেবীর পিতৃষসা বাসন্তীদেবীকে বিষ খাইয়ে খুন করা।—আসামী নিজের মুখেই কবুল দিয়েছে, বেশী প্রমাণ আবশ্যক করে না, অপরাধ সপ্রমাণ।—দণ্ডাজ্ঞা মুল্‌তুবী। তার পর পার্ব্বতী।—এই সেই পাঠকমহাশয়ের সপ্তশৈলের পার্ব্বতী;—এই সেই রণচণ্ডীর প্রিয়তমা দুহিতা। পার্ব্বতীর অপরাধও সপ্রমাণ হয়ে গেল;—দণ্ডাজ্ঞা মুল্‌তুবী।—তার পর বিরাটমল্ল।—এই ব্যক্তি পূর্ব্বে মারহাট্টা সেনাদলের একজন জাঁদ্‌রেল ছিল,—আসল নাম রঘুজী ভোঁসলা।—একবার দাক্ষিণাত্যের এক রাজ্যে বিদ্রোহানল জেলে দিয়ে, রাজভাণ্ডার লুঠ কোরে, একটী রাজকন্যাকে সেবাদাসী কোরে নিয়ে, পঞ্জাবে পালিয়ে আসে;—এখানে এসে নাম ভাঁড়িয়ে, ছদ্মবেশে, বিরাটমল্ল নামে লুকিয়ে আছে।—সেই ব্যভিচারিণী রাজকন্যাও ভৈরবী হয়েছে।—সপ্তশৈলের কারাগৃহে যে ভৈরবী দয়া কোরে বন্দিনী ইন্দিরারে একটু জল দিতে বোলেছিল, সেই ভৈরবীই ঐ কুলকলঙ্কিনী ব্যভিচারিণী রাজকুমারী।—বিরাটমল্লের অপরাধও বেশ সপ্রমাণ হলো,—কিন্তু এ পক্ষেও দণ্ডাজ্ঞা মুল্‌তুবী।—তার পর কালভোজের গুরুদেব।—সেই গুরুদেবের নাম কালধ্বজ মিশ্র।—এই ব্যক্তিই ঐ ভৈরবীচক্রের সর্দ্দার দলপতি।—ইন্দিরারে হরণ করা কালভোজের ইচ্ছা ছিল,—সুতরাং গুরুদেবের উপরেই চুরি করবার হুকুম হয়;—কিন্তু গুরুদেব দেখ্‌লেন, বাসন্তীদেবী বেঁচে থাক্‌তে সে অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হওয়া ভার।—সেই জন্যই গোপনে বিষ খাইয়ে বাসন্তীকে খুন করা হয়!!! কালধ্বজের সমস্ত অপরাধ সুন্দররূপে সাব্যস্ত হলো; কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা

মুলতুবী।—তার পর অপরাপর ভৈরবভৈরবীদের পালা পোড়লো।—সকলেরি রকম রকম অপরাধের চমৎকার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল; কিন্তু সকলেরি দণ্ডাজ্ঞা মুলতুবী।

শেষবিচারের পর এক লহমা অতীত হোতে না হোতেই ছুটোছুটি ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে করাল কালদণ্ডহস্তে একজন সহরকোতয়াল তাড়াতাড়ি হুজুরে পেস্ হোলেন।—করজোড়ে দাঁড়িয়েই তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে এজেহার দিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাসন্তী বেওয়াকে খুনকরা অপরাধে কেবল ঐ ধৃত হওয়া আসামী রণচণ্ডীই একমাত্র অপরাধী না। থাকা ও আরো অপরাপর অনেক সন্ন্যাসী ও ভৈরবীর বানিকারিতা থাকা ও ইন্দিরানামক স্ত্রীলোকের সেই বিষখাওয়ানো ষড়্‌যন্ত্রে সংযোগ থাকা ইত্যাদি বিবরণ অস্মদপক্ষের তদারকী কাগজাতে আজ্ঞাধীনের দৃগোচর হওয়া প্রকাশ পাইয়াছে। হুজুর মালিক।"

বানিকারিতা থাকা অবশ্যই সম্ভব,—কিন্তু কে কে বানিকার, সেটী আমরা ঠিক অনুমান কোত্তে অক্ষম।—পাঠকমহাশয়! আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, পাহ্নশৈলে যে সকল ভৈরব-ভৈরবী ছিল, তাদের সকলেরি মুখে মুখোস্ পরা।—সকলেই তারা সর্ব্বশরীর ঢেকে পয়চুলো পোরে, রকম রকম বসনভূষণে সেজেগুজে থাক্‌তো;—কেন যে সেই ছদ্মবেশ,—পাঠকমহাশয়! সেটী আপনি বুঝেছেন।—এ অবস্থায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই খুনের ষড়্‌যন্ত্রে সংলিপ্ত ছিল, সেটীর যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করা সুকঠিন।—কিন্তু কোতয়াল বোল্লেন, ইন্দিরার তাতে যোগ ছিল!!!

ধন্য কোতয়াল!—তুমি খুব বাহাদুর!—লক্ষ সেলাম তোমাকে!! জগতে তোমার জোড়া নাই!—তোমার খেতাব অনন্ত, পদ অনন্ত, ক্ষমতা অনন্ত, অপার মহিমাটীও অনন্ত!!!—জগৎসংসারের একমাত্র

সহায়, জন্মাবধি অজ্ঞাত জনকের একমাত্র দয়াময়ী ভগ্নী, স্নেহময়ী বাসন্তী-দেবীকে বিষ খাইয়ে খুন করা সুশীলা সরলা ধর্ম্মপরায়ণা কুলবালা বালিকা ইন্দিরাদেবীর নিতান্ত আবশ্যক হয়েই উঠেছিল !!!—ভাই কোতয়াল! পৃথিবীতে কেবল তুমি ভিন্ন এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরূপণ কোত্তে আর কেউ পারে না !—আমি শুনেছি, বেরিলীতে যখন এক তালুকদারের দুই বৎসর বয়স্ক একমাত্র শিশুসন্তান জলে ডুবে যায়, সেই সময় তুমিই মহম্মদআলী নামে চাপ্‌রাস পোরে তদারকে গিয়ে সর্ব্বাগ্রেই সেই মৃত-শিশুর জনকজননীর হাতে দড়ী দিয়েছিলে !—বিরাট পরাক্রম !—সংসারের একমাত্র অমূল্যনিধি, লক্ষটাকার সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী, বর্ষীয়সী জননীর একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব, দুই বৎসরের বংশধর পুত্রটীকে জলে ডুবিয়ে খুন করবার মূলীভূত সেই শোকাতুর জনকজননী ছাড়া আর কে হোতে পারে ?—প্রিয়বন্ধু কোতয়াল ! অল্পদিন হলো, তুমিই একবার আকবর আলী নামে গুজ্‌রাটের বরদারাজ্যে কর্ণেল ফেয়ার সাহেবকে বিষখাওয়ানো অপরাধে হতভাগ্য রাজা মলহর রাও গুইকুমারের বিপক্ষে করালমূর্ত্তি ধারণ কোরেছিলে !—ভাই কোতয়াল ! তোমার এই সকল ন্যায়শাস্ত্র জানা আছে বোলেই রাজদরবারে তোমার এত মান !!!—ভাই ! আমি অনেক জানি ;—তুমি যে কেবল সচ্চিদানন্দরূপে পঞ্জাবেই বিদ্যমান আছ, তা নয়,—সর্ব্বত্রেই তুমি সর্ব্বব্যাপীর ন্যায় বিরাজমান !—যে বৎসর তুমি পঞ্জাবে বাসন্তীদেবীর খুনের ঘটনা তদারক কর, সেই বৎসর আমাদের এই বাঙ্‌লাদেশেও তুমি অন্য রূপে অন্য নামে বিদ্যমান ছিলে !—কেবল প্রভেদের মধ্যে এইছিল যে, পশ্চিমদেশে তুমি কোতয়াল, পূর্ব্বদেশে তুমি দারোগা।—হে মহামান্য মহাপ্রতাপশালী বাঙ্‌লার দারোগামহাশয় ! তোমার অনন্ত অপার মহিমায় আমার কোটি কোটি নমস্কার !!!

পাঠকমহাশয় ! আপনাদের কেউ যদি কোনো কোতয়ালী থানার সরহদ্দ হদ্দোর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকেন, রাগ কোর্‌বেন না,—মাপ্ কোর্‌বেন।—কেন না, যে সময়ের ঘটনাপ্রসঙ্গে এই আখ্যায়িকার জন্ম, সেই সময়,—২৮ বৎসর পূর্ব্বে,—আমাদের দেশে ঐ রকম কোতয়ালের মতন অনেকগুলি দারোগা ছিলেন।—সকলগুলির এক রকম স্বভাব হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেরিই ঠিক ঐ রকম কোতয়ালী ধরণ অভ্যাস ছিল।—অপঘাতমৃত্যুর দারক কোত্তে হোলেই তাঁরা বাড়ীর লোকগুলিকে আগে ধোত্তেন !—বোধ করুন, ঘোষেদের ক্ষেত্রকে সাপে কেটেছে,—দারোগামশাই ঐ ক্ষেত্রনাথের জননীকেই অসামী কোরে, তিনিই ছেলের পায়ে সাপ ছেড়ে দিয়েছেন বোলে চালান কোত্তে উদ্যত !—গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগ্‌লে, তুই নিজেই আগুন দিয়েছিস্ বোলে, গৃহস্থকে ধোরেই পীড়াপীড়ি !—চোরে সিঁধ কেটে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেলে গৃহস্থকেই সিঁধেলচোর বোলে হায়রাণি দেওয়া, আর সেই মর্ম্মে হাকিমের হুজুরে রিপোর্ট করা !—বাঙ্‌লার দারোগাবাহাদুরদের প্রায়ই এইরকম সরফরাজী ছিল !—কিন্তু কিছু বেশীরকম কাঞ্চনমূল্যে দক্ষিণান্ত হোলেই সমস্ত প্রতাপানল নির্ব্বাণ হয়ে যেতো ! ! !—এখন দিনকতক নূতন পুলিসের দবদবা হয়ে অবধি জনকতক ভাললোক ইন্‌স্পেক্টর হয়েছেন, কলঙ্কী বাঙ্গালী পুলিসের আজকাল অনেকদূর সংস্কার হয়ে এসেছে ;—এই সত্য আমি অস্বীকার করি না।—পুলিসে যিনি ভাললোক, তিনি অবশ্যই আমার ভক্তির পাত্র, সমাদরের পাত্র, এবং সহস্রসহস্র ধন্যবাদের পাত্র।—তাঁরে আমি শান্তিদেবীর মাঝে আলিঙ্গন কোরে মিত্রভাবেই জিজ্ঞাসা করি, প্রিয়মিত্র ইন্‌স্পেক্টর ! তুমি কি আমার ?

যা হোক্,—পঞ্জাবের কোতয়াল এক নিশ্বাসে বাসন্তীদেবীর খুনের অভিযোগে জন্মদুঃখিনী ইন্দিরানতীর আত্মবাঞ্ছিত সংযোগ থাকার আরজ কোল্লেন !!!

ইন্দিরার শুভগ্রহ,—বিচক্ষণ কোতয়ালের সুচিক্কণ আরজটী ফেঁসে গেল !—একজন চৌগোঁফা উকীল বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন ।:—

"অদ্য আমি সার্দ্ধ দুইশত উকীলের প্রতিনিধি হইয়া এইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছি ।—যেহেতুক, যেসকল আসামীয়ান এই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া ধৃত হইয়াছে, তাহারা আইনমতে অত্রাদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবার এলাকাবহির্ভূত ।—যেহেতুক, যে সময়ে এই সকল অঙ্ক সংঘটিত হইয়াছে, সেই সময় এই রাজ্যে ইংরাজের রাজ্যাধিকারস্বত্ব সংস্থাপন হয় নাই ;—বিশেষতঃ যাহারা ধরা পড়িয়াছে, তাহারাও এক্ষণে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রজা নহে ।—পাহাড়শৈলের সন্ন্যাসীদের আর ভৈরবীদের অভিনব আবাসপর্ব্বতটী এক্ষণেও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয় নাই ।—অধিকন্তু, আসামীরা এক্ষণেও সেই সপ্তশৈলে ছিল না ।—তাহারা এখন কোতয়ালী কর্ত্তৃক যে স্থানে ধৃত হইয়াছে, এবং জয়চাঁদ নামক বৃদ্ধসেনাপতি ও নম্বর আসামী বিরাটমল্লকে যেস্থান হইতে ধরিয়া আনিয়াছে, সেই স্থানটী কাশ্মীররাজ্যের সীমার অন্তর্গত ।—গবর্ণর জেনরেলবাহাদুর সেই কাশ্মীররাজ্য এক্ষণে রাজা গোলাপসিংহকে বিক্রয় করিয়াছেন ।—এতাবতা রাজা গোলাপসিংহের দরবারেই এই সকল আসামীর বিচার হওয়া আইনসঙ্গত ।"

আইনবহির্ভূত রাজ্যের আইনবহির্ভূত হাকিম এই অতুল আইনজ্ঞ উকীলের আইনসঙ্গত উপদেশে ধীরে ধীরে মস্তকসঞ্চালন কোল্লেন ।—রুবকারী কোরে আসামীগণকে কাশ্মীরে চালান দিবার হুকুম হলো ।

আসামীরা কাশ্মীরে উপস্থিত।—স্বজাতির প্রেম বড় শক্তপ্রেম।—রাজা গোলাপসিংহ হুকুম দিলেন, "এই সকল লোক কদাচ যেন ইংরাজ অধিকারে প্রবেশ না করে, এবং অদ্য হইতে তিনবৎসরকাল আমার অধিকারেও যেন না থাকিতে পায়।"

নূতন রাজার অনুগ্রহেই বলো, অথবা রাজপুরুষের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলেই বলো, দুরাচার নেড়ানেড়ীর দল সেই অবধিই ছড়িভঙ্গ হয়ে পোড়্‌লো।—এরিই নাম "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"—খালাসী আসামীরা হাস্‌তে হাস্‌তে বগল বাজিয়ে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পরস্পর বল্লাবলি কোত্তে কোত্তে গেল, "তুমি কি আমার?"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মতি কে?

কুহুময়ী অমানিশি, নিবিড় আঁধার।
কে কারে চিনিতে পারে, হেন সাধ্য কার?
দিনে দিনে পঞ্চদশী, শশী সুপ্রকাশ।
হাসিমুখে কুমুদিনী, হইবে বিকাশ॥
এতদিন কুহুমেঘে, ঢাকা ছিল সতী।
ঘুচায়ে তিমির মেঘ, প্রকাশিল মতি!!

ভারতরত্ন।

সাতদিনের দিন সন্ধ্যাকালে সেই ব্রহ্মচারী আবার কুঞ্জগৃহে উপস্থিত।—আবার সেই নায়কনায়িকারা সেই ঘরে একঠাঁই এসে

জুটেছেন।—আবার সেই রকম ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানের গল্পগুজব চোল্‌তেছে।—সে রাত্রেও আবার সেই নিষেধবশবর্ত্তিনী রোহিয়া সেই দরজার পাশে চুপিচুপি দাঁড়িয়ে;—চুপিচুপি অদৃশ্য।—কথায় কথায় ব্রহ্মচারী একবার মতির পানে চেয়ে জয়চাঁদকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সেনাপতি! এ মেয়েটী কে?"

সমরের শরীর শজারুর মতন সকণ্টক হলো;—মতিবালা লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট কোল্লেন;—জয়াবতী চমকিতভাবে ব্রহ্মচারীর মুখে একবার চক্ষু দিয়ে, তড়িৎবেগে জয়চাঁদের মুখপানে চাইলেন;—জয়চাঁদ স্তম্ভিত।

সচকিতা সারঙ্গিণীর ন্যায় ইন্দিরাসতী সসম্ভ্রমে সশঙ্কিতা।—ইন্দিরা ভাবছেন, এ কি আবার!—ইনি মতির কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন?—মেয়েমানুষের কথায় এঁর কি দরকার?—ইনি তবে কি রকম সন্ন্যাসী? উঃ!—একবার তো সন্ন্যাসীর হাতে পোড়ে আমি পলকেপলকে ত্রিভুবন দেখেছি;—উঃ!—সেই রকম সন্ন্যাসী আবার!—ইনি মতির কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন কেন?—না জানি অভাগিনী মতির কপালে কি সর্ব্বনেশে ঘটনাই লেখা আছে!!!

জয়চাঁদ ভাবছেন, কি বলি!—সত্যকথা বোল্লে এখুনি একটা হুলুস্থূল পোড়ে যাবে!—যদি মিথ্যা বলি, তা হোলেও বিষম বিভ্রাট!—ব্রহ্মচারীর কাছে কিছুই গোপন থাক্‌বে না,—কিছুই গোপন নাই;—ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান, সমস্তই এঁর নখদর্পণ!—করি কি!

ব্রহ্মচারী জয়চাঁদের মনের কথা বুঝলেন।—একটু মৃদু হেঁসে, ভূমিকা কোরে, অভয় দিয়ে বোল্লেন, "বস্ আছে!—বুঝেছি!—সেনাপতি!—তুমি যে ভয় কোচ্ছো, সেটী কিছুই না।—সকলে যা জানে,

সেটীও কিছুই না।—সমস্তই ভুল।—এই মেয়েটীর জন্মে কিছুমাত্র গোল নাই।—দুরাচার হাওলদার অতলসিংহ যথার্থই শাস্ত্রমতে মতির জননীকে বিবাহ কোরেছিল।—সে সম্বন্ধে বিপরীত আশঙ্কা সমস্তই মিথ্যা।—একবৎসর মাঘমাসে বাঁকুড়া জেলার ললিতপুর গ্রামনিবাসী শ্রীদাম মহাত্তা নামে এক ভদ্রলোক সপরিবার কাশীধামে আসেন।—জাতিতে তিনি ছেত্রি।—পরিবারের মধ্যে তিনি নিজে, তাঁর পত্নী, দুটী পুত্র, আর একটী দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী দুহিতা।—সেই কন্যার নাম উমাবতী।—শ্রীপঞ্চমীর দিন তাঁরা যখন দশাশ্বমেধঘাটে গঙ্গাস্নান করেন, সেই সময়, দুরাত্মা কালভোজ হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হয়।—মহারাজ রণজিৎসিংহের সংকল্পিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী স্বর্ণমণ্ডিত করবার বন্দোবস্ত উপলক্ষে মন্ত্রিবর লালসিংহের সঙ্গে অতলসিংহ সেই বৎসর ঐ সময় ৪। ৫ মাস বারাণসীতে ছিল।—শ্রীদাম মহাত্তা যখন স্নান কোরে তীরে উঠেন, সেই সময় কালভোজ তাঁর জাতকুল আর ঐ কন্যাটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।—মহাত্তাজী স্বরূপ পরিচয় প্রদান কোল্লে পর, কালভোজও আত্মপরিচয় দিয়ে গম্ভীরভাবে বোল্লে, "আহা! তোমার কন্যাটী পরম রূপবতী।—আমাকে দান করো,—বিবাহ কোরে পরমসুখে রাখ্‌বো।"—শ্রীদাম মহাত্তা এই অসম্ভব অনুরোধে অবশ্যই অস্বীকার কোরেছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।—অস্বীকারে অহঙ্কারান্ধ হয়ে অসহনীয় অমর্ষবশে, অতলসিং অনতিবিলম্বেই অনুচর ভেজিয়ে ঐ অবলা উমাবতীকে অপহরণ করে। উমাবতী অবিবাহিতা ছিলেন।—কালভোজ তাঁরে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ কোল্লে।—তার পর, পঞ্জাবে এসে কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠাপত্নীর ভয়ঙ্কর প্রতাপে,—প্রাণের ভয়ে, সে ঐ উমাবতীকে যেন একেবারে বনবাসিনী

ক্রোরে দিলে!—উমার তখন গর্ভ হয়েছিল।—সেই গর্ভে একটী বেশ ফুট্‌ফুটে কন্যা হয়।—সূতিকাগৃহে সেই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাটীকে রেখে কালভোজ সেই দিনেই উমাবতীকে দেশত্যাগিনী কোরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়।—অভাগ্যবতী উমাবতী একাকিনী অনাথিনী অসহায়িনী হয়ে বাঁকুড়ার পিত্রালয়ে গিয়েই বাস করেন।—সেনাপতি! এখন তুমি বুঝতে পাল্লে, অভাগিনী উমাবতীর সেই কন্যাই এই মতিবালা।—মতির জন্মে কিছুমাত্র গোল নাই।—মতির জননী আজিও এই পৃথিবীতে অনাথিনীবেশে পরিভ্রমণ কোচ্ছেন।—পিত্রালয়ে একবৎসর থেকেই ঐ কন্যাটীর মায়ায় অতিগোপনে, ছদ্মবেশে তিনি আবার এই পঞ্জাবে আসেন।—তুমিই তাঁরে আশ্রয় দিয়ে পরিচারিকাভাবে বাড়ীতে রাখো।—এখনো সেই দুর্ভাগ্যবতী উমাবতী আর এক নামে পরিচিতা হয়ে তোমাদের নিকটেই আছেন।—তোমরা যাকে পরিচারিকা বোলে জানো, সেই মল্লিকাই এই মতির জননী অনাথিনী অপ্রমাদিনী ছদ্মবেশিনী অভাগ্যবতী উমাবতী!!!

মতিবালা যেন অচলা প্রতিমার মতন নিঃসাড়।—আর আর সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়াচাউই কোরে সবিস্ময়ে নিস্তব্ধ।—সেই নিস্তব্ধতা কিন্তু কোনপ্রকার ভয়ের লক্ষণ,—নিরানন্দের লক্ষণ সূচনা করে না;—সকলের মুখেই আনন্দচিহ্ন,—সকলের হৃদয়েই প্রফুল্ল প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ।

পাঠকমহাশয়! স্মরণ কোর্‌বেন, এই উমাবতীই এতদিন মল্লিকা নামে পরিচিতা হয়ে জয়চাঁদের বাড়ীতে পরিচারিকা ছিলেন।—কিঙ্করী-পরিচারিকা নয়,—সখী-পরিচারিকা।—জয়াবতীর সঙ্গে মিলন হবার সূত্রই সেই।—এই উমাবতীই জয়াবতীর সঙ্গে ভৈরবী সেজে

দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।—বর্দ্ধমানে বাঁকানদীতীরে প্রথমে যখন আপনি দুটী কামিনীকে অপরাহ্নে কুম্ভকক্ষে দর্শন করেন, তখন বোধ হয়, দুটীকেই আপনি বাঙালীর মেয়ে ভেবে থাকবেন।—কেন না,—হিন্দুস্থানী মেয়েরা কক্ষে কোরে জলকুম্ভ আনে না;—মাথায় কোরে আনে।—উমাবতী ও জয়াবতীর কুম্ভদুটী মাথায় ছিল না,—কক্ষেই ছিল।—উমাবতীর পিতামহ বেহার অঞ্চল থেকে বাঙ্‌লাদেশে এসে বাস করেন;—সুতরাং উমাবতী একজন বাঙালী রজপুতের কন্যা।—তিনিই জয়াকে বাঙালীর মেয়ের মতন কাঁখে কলসী নিতে শিখিয়েছিলেন।—ফলে উমাবতী বাঙালী,—জয়াবতী পঞ্জাবী। পাঠকমহাশয়! এখন আপনি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, উমাবতী, ওরফে মল্লিকা এখন কোথায়?—একটু পরেই হয় ত দেখা পাবেন।

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান কোরে, প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ব্রহ্মচারী আবার বোল্লেন, "ভূপতি!—আরো একটী কথা।—অতি নিগূঢ় কথা।—তোমরা অনেকেই জানো, কালভোজের একটীমাত্র বিবাহ।—কিন্তু তা নয়;—কালভোজের তিন বিবাহ।—প্রথমাপত্নীর নাম সঙ্কটা।—দ্বিতীয়ার নাম শশিকলা।—তৃতীয়ার নাম উমাবতী।—তিনটীর মধ্যে সঙ্কটার প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্করী!—নামেও সঙ্কটা,—ব্যবহারেও সঙ্কটা!—সেই সঙ্কটাই এখন কালভোজের সর্ব্বময়ী অধিষ্ঠাত্রীদেবী!—বীরপ্রবর! তোমরা হয় ত আরো জানো, সঙ্কটার গর্ভেই অমরসমরের জন্ম।—সেটীও বিষম ভ্রম।—সুশীলা শশিকলার গর্ভেই এই দুটী সুসন্তান জন্মগ্রহণ কোরেছে।—অমরের বয়ঃক্রম যখন প্রায় পাঁচ বৎসর, সমর সাতমাসের, সেই সময় পিশাচী সঙ্কটা নিদারুণ হিংসাবশে শশিকলাকে বিষ খাইয়ে খুন করবার পরামর্শ করে।—সংসারের সকলেই শশিকলাকে

ভালবাস্তো;—শশী কেবল ঐ সঙ্কটার দুটীচক্ষের বিষ ছিলেন।—সঙ্কটার ভয়ে কালভোজও সরপট স্নেহমমতা দেখাতে পাত্তো না।—মঞ্জরী নামে সঙ্কটার একটী দাসী ছিল, শশিকলার উপর তার আন্তরিক টান।—সেই মঞ্জরী ঐ বিষ খাওয়াবার ষড়্‌যন্ত্র জান্‌তে পেরে তোমাকে গোপনে সংবাদ দেয়;—তার পর তুমি কি কোরেছ, কি ভেবেছ, তুমিই জানো।—শশিকলা আছে কি নাই, তুমিই জানো;—সে সব কথা এখন এখানে প্রকাশ কোত্তে আমার ইচ্ছা হয় না।—ফলে, সুশীলা শশিকলার গর্ব্ভেই সুশীল অমরসমরের জন্ম।—সঙ্কটার বিকট জঠরে নয়!—অমন মায়ের গর্ব্ভে এমন সুশীল সন্তান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।—সরলা শশিকলাই অমরসমরের গর্ব্ভধারিণী জননী।—শশিকলা অতি সুশীলা, অতি গুণবতী, অতি ধর্ম্মশীলা, আর অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন।"

ব্রহ্মচারিঠাকুর!—একটু বিশ্রাম করুন;—আমি আপনারে অভিবাদন করি।—আপনার বাক্যটীই শিরোধার্য্য!—আমাদের ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড ধোঁকা ছিল।—বোধ করি, আমার পাঠকপাঠিকাগণেরও আমার মতন ধোঁকা ছিল।—তেমন রাক্ষসীর জঠরে এমন দেবতুল্য সন্তান কিরূপে সম্ভবে?—একটীতেই রক্ষা নাই, তায় আবার রাজযোটক!—মাতাপিতা উভয়েই নিদারুণ ভয়ঙ্কর!!—এমন অবস্থায় সুসন্তান জন্মানো কখনই সম্ভব হয় না।—পিতা দুঃশীল, মাতা সুশীলা,—অথবা পিতা সুশীল, মাতা দুঃশীলা হোলে সন্তানসন্ততি যদি পিতামাতা উভয়ের মধ্যে একজনের স্বভাব পায়, তা হোলে লক্ষণ দেখেই সন্তানসন্ততির ভালমন্দ জানা যায়।—এখানে দুদিকেই গোল!

ব্রহ্মচারীর বাক্যটী দুখণ্ড হয়ে একদিকে আলো আর অপরদিকে অন্ধকার দাঁড় করালে।—যাঁরা এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ঐ বাক্যটী শুন্‌লেন,

তাঁদের মনে যে তখন কতখানি আনন্দ, সে কথা বলবার নয় ;—কিন্তু জয়চাঁদ ছাড়া সকলের মুখেই আবার বিলক্ষণ সন্দেহলক্ষণ বিরাজমান।

জয়চাঁদ জান্‌তেন, কোনো ব্যভিচারিণীর গর্ভেই মতিবালার জন্ম ;—সে সন্দেহ আজ দূর হলো।—জয়চাঁদ জান্‌তেন, শশিকলার গর্ভেই অমরসমরের জন্ম ;—তাতে আর সন্দেহ থাক্‌লো না।—জয়চাঁদ জান্‌তেন, শশিকলা বেঁচে আছেন, সেইজন্য ম্রিয়মাণ হোলেন না ;—সকল রকমেই সুরেন্দ্রহৃদয়ে পূর্ণানন্দ সুপ্রভাত।—আর কেউ কিছুই জান্‌তেন না,—শুনে আহ্লাদ হলো বটে,—হৃদয় আলো হলো বটে, কিন্তু সংশয়ে, সংশয়ে একপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার।

তার পর ব্রহ্মচারী যখন একেএকে আরো অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত কোল্লেন, জয়চাঁদ ছাড়া সকলের মনেই, তখন আর একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আগ্রহ উপস্থিত হলো ;—জ্বলন্ত কৌতূহল,—প্রজ্বলিত মহা উৎসাহ!—তাঁরা কোথায় ?

পাঠকমহাশয় বিলক্ষণ জানেন,—বিলক্ষণ পরিচয় পেয়েছেন, ইন্দিরাসতী অতি চমৎকার বুদ্ধিমতী।—তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত তত্ত্ব শ্রবণ কোরে অনেকক্ষণ জয়চাঁদের মুখপানে প্রফুল্লনয়নে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ;—একটু পরে ব্রহ্মচারীকেই যেন কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন মনে কোরে সবেমাত্র আধখানি কথা ঠোঁট থেকে বার্ কোরেছেন, ঠিক সেই সময় পাশের ঘরের দরজার পাশ থেকে কে একজন বামাস্বরে কাতরবচনে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "যোগিবর!—অভাগিনী জীবননন্দিনীর জীবনসর্ব্বস্ব!—সংসারের অমূল্য হারানিধি!—দণ্ডধারি প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমার ?"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রোহিয়ার পরিচয়।

যস্মাদৃতস্তু মলিনা মলিনাশয়েন
কিন্তেন চম্পক বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বাভিরামনবনীরদনীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাং কুশলীভবন্তু॥"

উদ্ভটঃ।

প্রথম রাত্রে ব্রহ্মচারী বিদায় হবার পর রোহিয়া গৃহপ্রবেশ কোরেছিল,—এ রাত্রে আর তা নয়।—ব্রহ্মচারীর মুখে শশিকলার নাম শুনে, আর আপনাদের পাঁচরকম গুহ্যকথার পরিচয় পেয়ে, তখন অবধিই রোহিয়ার দৃষ্টি তরণীযন্ত্রের ন্যায় ব্রহ্মচারীর মুখের প্রতি সুস্থির হয়েই ছিল,—শ্রবণেন্দ্রিয়ও স্বরের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়েছিল।—এতক্ষণ যেন অঘোরনিদ্রায় কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না, এতক্ষণের পর চৈতন্য হলো।—জয়চাঁদ বারণ কোরেছিলেন, রোহিয়া তখন সে কথাটী একেবারেই ভুলে গেল;—কোনো বাধা না মেনেই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে এলো;—এসেই ব্রহ্মচারীর পায়ে ধোরে ভেউ ভেউ কোরে কান্না।—অভাগিনী করুণস্বরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "যোগিবর!—জীবননন্দিনীর জীবনসর্ব্বস্ব! এ দুঃখিনীকে কি চিন্‌তে পারো?—তুমি দেশত্যাগী হয়ে অবধি আমি মনাগুনে জোলে জোলে এই রকম ছদ্মবেশেই জয়চাঁদের আশ্রয়েই রয়েছি।—প্রাণেশ্বর! একটীবার চেয়ে দেখো, আমি

তোমার সেই চিরত্বঃখিনী চম্পারণের পরিণীতা পত্নী ঐ চরণের চির-কিঙ্করী অভাগিনী জীবননন্দিনী!”

পাঠকমহাশয় শুন্‌লেন, রোহিয়ার প্রকৃত নাম জীবননন্দিনী।—রোহিয়া ব্রাহ্মণকন্যা।—চম্পারণে পিত্রালয়,—পিতার নাম ভবদেব ত্রিবেদী। সন্ন্যাসী শ্যামলগিরি এই জীবননন্দিনীর স্বামী।—প্রকৃত নাম রঘুদেব সুকুল।—তিনি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় কোল্লে পর জীবননন্দিনী অতি দীনবেশে ইন্দিরার পিতৃগৃহে পরিচারিকা হয়েছিল।—কিঙ্করী-পরিচারিকা নয়,—উমাবন্তীর মতন সখী-পরিচারিকা।—বিরাটপর্ব্বের সৈরিন্ধ্রীর মতন গৌরবিণী সহচরী।—পাঠকমহাশয়! এই আখ্যায়িকার প্রথম কল্পের একাদশ পরিচ্ছেদে আমি আপনারে অল্প অল্প আভাস দিয়ে রেখেছি যে, রোহিয়া নিতান্ত ছোটলোকের মেয়ে নয়।—তার চেহারাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে, মানসিক ভাবের সঙ্গে সে ভাবের অধিক সংস্রব রাখ্‌বেন না। সে একজন মধ্যবিধ গৃহস্থকন্যা,—অবস্থার ত্বর্দ্দৈব ঘটনায় পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে, কিন্তু তার স্বভাবচরিত্র বড় ভাল,—নিষ্কলঙ্ক।—বালিকাকাল থেকে সৎসহবাসে আরো সুমার্জ্জিত।—সম্ভবমত কিছু কিছু লিখ্‌তে পোড়্‌তেও জানে।—পাঠকমহাশয়! ভাবুন, প্রথমেই আমি রোহিয়ার সম্বন্ধে যে যে কথা বোলেছি, সেইগুলি এখন ঠিক ঠিক মিল্লো।—রোহিয়া ব্রাহ্মণকন্যা,—ব্রাহ্মণের ভার্য্যা,—অতি সতীলক্ষ্মী।

রোহিয়ার রোদনে সন্ন্যাসীর দয়া হলো না;—তিনি একবার ফিরেও চাইলেন না;—ঔদাস্যের উদয় হলো।—ঔদাস্যবশেই জোর কোরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে উদাসস্বরে বোল্লেন, “তুমি ঘরে যাও!—জীবননন্দিনী কে, তা আমি জানি না,—তুমি চোলে যাও!—আমার পত্নী নাই!—তোমারে আমি চিনিও না!—তুমি ঘরে যাও!”

ওঃ!—এই জন্যই জয়চাঁদ প্রথম রাত্রে ইন্দিরাকে বেশী আলো রাখতে বারণ কোরেছিলেন!—কথার মাঝখানে ইন্দিরা একবার ভাবেন, জয়াবতী সন্ন্যাসীকে চেনেন, সন্ন্যাসী জয়াবতীকে চেনেন, সমর সিংহও হয় তো সন্ন্যাসীকে চিন্তে পারেন, সেই জন্যেই হয় তো এ ঘরে বেশী আলো রাখতে জয়চাঁদের নিষেধ।—কিন্তু সেটা ঠিক নয়,—এইটাই ঠিক।—রোহিয়ার জন্যই আলো কম।

সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুরবাক্যে হতাশ হয়ে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, চক্ষের জলে ভেসে, মাথাটী হেঁট কোরে, রোহিয়া ধীরে ধীরে একটী কোণে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।—অনবরত কাঁদতে লাগলো!

জীবননন্দিনি!—তুমি কেঁদো না!—এত অভিমান কেন?—সন্ন্যাসী চিন্লেন না,—নাই বা চিন্লেন?—তাতে আক্ষেপ কি?—চাঁপাফুলে মধু নাই।—সেই জন্য তাতে ভ্রমর বসে না।—চম্পক সেই দুঃখে একবার কেঁদেছিল।—কোকিল তারে প্রবোধ দিয়ে বলে, "চাঁপা! তুই কাঁদিস্ কেন?—অরসিক ভ্রমর তোরে আদর করে না বোলে আক্ষেপ কেন?—নবযৌবনা নলিননয়না নবীনাকামিনীর নবনীরদ-নীলবর্ণ বিশ্বরঞ্জন কুন্তলজাল সুখে থাকুক, সেই নবকাদম্বিনী কেশজালেই তোর মান আছে। বুঝ্লি চাঁপা,—কৃষ্ণকুন্তলা কামিনীর সেই কৃষ্ণকুন্তলে তুই গিয়ে রাণীর মতন বোসিস্ বোলে তোর আদরেই কুসুমকুন্তলা কামিনীর ইহসংসারে এত আদর!"—জীবননন্দিনি! আমিও তোমাকে সেই কথা বলি।—তুমি কেঁদো না।—দণ্ডধারী সন্ন্যাসী তোমারে অনাদর কোল্লেন বোলে তুমি কাঁদো কেন?— এত বিষাদ কেন?—কামিনীকুল-শিরোমণি রাজকুমারী ইন্দিরাদেবী তোমারে আদর করেন, সেই অপূর্ব্ব আদরেই তুমি সকলের কাছে অপূর্ব্ব আদরিণী!

জীবননন্দিনী আমার কথা শুন্‌লেন না।—একটু পরে ব্রহ্মচারী অন্যমনস্কভাবে সকলকে আশীর্ব্বাদ কোরে বিদায় হোলেন।—জীবন-নন্দিনীও এলোচুলে হাহুতাশ কোরে সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌লেন।—জয়চাঁদ ধোরে রাখ্‌তে পাল্লেন না।—যাবার সময় জীবননন্দিনী বারবার এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, "যোগিবর!—দুঃখিনী জীবন-নন্দিনীর জীবনসর্ব্বস্ব!—কোথায় যাও ?—হা অভাগিনীর হৃদয়বল্লভ!—একটু থাকো! —একটীবার দাঁড়াও!—প্রাণেশ্বর! তোমার চিরদুঃখিনী অভাগিনী পরিচারিণী জীবননন্দিনী জীবনশোধ বিদায় হয়!—একটী-বার চেয়ে দেখো.—একটীবার কথা কও!—উদাসীন প্রাণবল্লভ! তোমার উদাসিনী অনাথিনী জীবননন্দিনী বারবার জিজ্ঞাসা কোচ্চে, একটীবার উত্তর দাও,—তুমি কি আমার ?"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কাজের এই ফল !!!

কে লো তোরা বিনোদিনি! কুরঙ্গনয়নি ?
কে বা এ পুরুষরত্ন ? মণিপরা ফণি!

আর্য্যরত্ন।

১২৫৫ সালের মকরসংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পরে মুলতানের সদর-বাজারের রাস্তায় দুটী স্ত্রীলোক।—রাত্রি অন্ধকার হোলে কিছুই দেখা

যেতো না। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যবশেই হোক্, অথবা দুর্ভাগ্যদোষেই হোক্, ভগবান চন্দ্রমা আকাশে অল্পে অল্পে হাস্‌ছিলেন।—ধরাতলে দিব্য ফুটন্ত জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয়েছিল।—রাস্তায় লোকজনের চলাচল খুব কম।—দারুণ শীত;—সকালে ও সন্ধ্যাকালে বাড়ীর বাহির হওয়া ভার।—তথাপি সেই শীতে রাস্তার মাঝখানে দুটী স্ত্রীলোক।—কেবল তারা ছাড়া আর জনপ্রাণীও রাস্তায় নাই।—কেন তারা এ অবস্থায় সেখানে?—তারা নিজে উত্তর না দিলে হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়।— কামিনীদুটী অতিকৃশা — অতিমলিনা,— অতি বিষাদিনী।—অথচ সেই বিষাদের উপর মুখে অল্প অল্প হাসি আছে,—চক্ষেও ঈষৎ ঈষৎ কটাক্ষ আছে;—বয়স বড় অধিক নয়;—দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে দেখা হোলে পূর্ণযৌবনা বোলেই পরিচয় দিতে হতো। আকারে অনুমান হয়, পূর্ণযৌবনে তারা পরমসুন্দরী ছিল, হঠাৎ কোন প্রকার অবস্থাবৈগুণ্যে এ রকম বিশ্রী হয়ে গেছে।—পরিধান গ্রন্থিযুক্ত-তালি দেওয়া নীলবর্ণ ঘাগ্‌রা,—সেই ঘাগ্‌রার থোপে থোপে,—ঝালরে ঝালরে—কোঁচে কোঁচে রকমারি উকুন আর ছারপোকারা মনের মতন বাসা কোরে সচ্ছন্দে বিহার কোচ্চে!—দেখ্‌লে দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

ঘাগরী নাগরীরা আপনার মনেই হাত দুলিয়ে দুলিয়ে,—হেলে-দুলে,—গল্প কোত্তে কোত্তে চোলেছে, আর, মাঝে মাঝে একবার একবার ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পেছন্‌দিকে তাকাচ্ছে।—অকস্মাৎ দক্ষিণদিক থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেইখানে একজন লোক এলো।—লোকটা রোগা, দাঁত বেরোনো, চক্ষু বসা, ঠোঁট কালো, মাথা নেড়া, কপ্নী পরা, অত্যন্ত বিষন্ন।—এত দুর্দ্দশা, তথাপি যেন সখের প্রাণের মতন শরীরে নানা প্রকার ভঙ্গী আছে।

ঘাগ্‌রাধারিণীরা তারে দেখেই চিন্‌তে পাল্লে।—তিনজনে বেশ আলাপ হয়ে গেল।—একটী ঘাগরী একটু মুখভারী কোরে ঐ লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, তুই খোঁড়া হলি কবে ?—কেমন কোরে পা ভাঙ্‌লি ?"—সেই লোক, গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে, পাঁচসাতবার নাকে হাত দিয়ে, ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে নিশ্বাস ফেলে, বুকে দাড়ী ঠেকিয়ে, কীল পাকিয়ে পাকিয়ে টানাসুরে বোল্লে, "পা আমার এই রকমই ছিল, এই রকমই আছে, আমার সঙ্গেই আছে, সে কথার খোঁজখবরে তোদের দরকার নেই,—তোরা এখন নিজের পায়ে তেল লাগা।—যা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দে!—তোরা যাচ্ছিস কোথা ?"

স্ত্রীলোকেরা দুজনেই হাস্‌তে হাস্‌তে একেবারে উত্তর কোল্লে, "আরে হো!—তা কি তুই জানিস্ নি ?—যাচ্চি কোথা ?—আমাদের আর তিনটী বোন্ আছে,—তারাও বেবিশ্যে কি না,—তাদের কাছেই যাচ্চি।"—উত্তর শুনে খোঁড়াটা খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো।

একজন নাগরী ঐ হাসি দেখে চোটে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা তুই যখন কথা কোস্, তখন অমন কোরে নাকমলা খেয়ে, ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে, বুকসাপ্‌টা হয়ে, কীল্ মাত্তে আসিস্ কেন ?"

কপ্নীধারী রেগে উঠে আবার তেম্নি কোরে নাকমলা খেয়ে, কীল পাকিয়ে, তেম্নি সুরে উত্তর কোল্লে, "দুর কেলেঙ্কার্‌নি!—তুই তার কি বুঝ্‌বি ?—কেন করি, তুই তার কি জান্‌বি ?—বড়লোকের দস্তর ঐ রকম;—দেখিস্ নি, আমাদের সেনাপতি অষ্টপ্রহর ঐ রকম্ কোত্তেন।"

পাঠকমহাশয়! বোধ করি, আপনি এদের তিনজনের একটী কথাও বুঝ্‌তে পাল্লেন না;—আমাকেই এ ক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তী উকীল হয়ে দুই পক্ষের দুটী কথাই তর্জ্জমা কোরে বুঝিয়ে দিতে হলো।

আগে এই তিনটী মূর্ত্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।—স্মরণ কোর্‌বেন, দুরাচার কুচক্রনায়ক কালভোজের ভৈরবীচক্রে যে পাঁচজন মেয়েমানুষ পঞ্চ-মকারের অঙ্গে পঞ্চনায়িকা সেজেছিল, মুলতানের সদর রাস্তার ঐ দুটী স্ত্রীলোক তাদেরি মধ্যে দুজন।—একজনের নাম বিজুলা, অপরের নাম চিত্রাবতী।—এরা এখন কোন্ পথে দাঁড়িয়েছে, পাঠকমহাশয় ইঙ্গিতেই হয় ত সেটী বুঝতে পেরে থাকবেন।—খোঁড়ার কথার উত্তরে তারা নিজেই বোলেছে, " আমাদের আর তিনটী বোন্ আছে, তারাও বেবিশ্যে কি না ;—তাদের কাছেই যাচ্চি।"—এ কথার তাৎপর্য্য কি ?—রামবাবু যদি কথায় কথায় পূর্ব্বে কিছুমাত্র আভাস না দিয়েই আপনাকে বলেন যে, " আমার আর তিনটী বন্ধু আছেন, তাঁরাও অমুক জেলার অনরারি মাজিষ্ট্রেট কি না ?"—এ কথায়,—পাঠকমহাশয় !—অকস্মাৎ এ কথায় আপনি অবশ্যই বুঝবেন, রামবাবুটী নিজেও একটী অনরারি মাজিষ্ট্রেট।—রামবাবু নিজে আত্ম-পরিচয় না দিলেও বন্ধুর পরিচয়েই নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত হবার কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না।—এইরূপ বিজুলা ও চিত্রাবতী আপনাদের পরিচয় না দিয়েও যখন বোল্লে, তাদের আর তিনটী ভগ্নী আছে, তারাও বারাঙ্গনা কি না ?—এ পরিচয়ে সকলেই অবশ্য বুঝবেন, বিজুলা ও চিত্রাবতী,—এরা দুটীতেও বীরভূমের সিঙ্গীবিলাসিনী জগত্তারিণীর মতন নিঃসন্দেহই জগৎসংসারতারিণী কুলকলঙ্কিনী বারবিলাসিনী !!! পাপাত্মা কালভোজের দ্বীপান্তরবাস হবার পর নিরুপায় হয়ে এরা এই ব্রত অবলম্বন কোরে মুলতানের বাজারে বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে !—পাপাচারিণী অবিশ্বাসিনী ডাকিনীদের এই বৃত্তিতে কত সুখ, কত ঐশ্বর্য্য, পাপীয়সী রাক্ষসী বিজুলা ও চিত্রাবতীর চেহারাতে আর অবস্থাতে সেটী বিলক্ষণ সপ্রমাণ

হোচ্ছে !—আহারাভাবে ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে এসেছে ! কালভোঁজকে পাগলাগুঁড়ো খাওয়ানো, রাসভবংশধর শঠ নটবর শ্যামসুন্দরগণকে ঠকানো, আর সাধ্বীসতী পতিব্রতা কুলবতীর জাতকুল মজানো ইত্যাদি মহাপাতকের এইটীই চূড়ান্ত প্রতিফল !—এ সকল পাপের এই রকম পরিণামই হয়ে থাকে !

কুলটাদের কুলুচী এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপে থাকাই ভাল।—এখন ঐ সুবচনীদেবীর খোঁড়াহাঁসের যৎকিঞ্চিৎ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করাই উচিত।—পাঠকমহাশয়ের স্মরণ হোতে পারবে, পাপাচারি কালভোজের একজন সমধর্ম্মা ধামাধরা মোসাহেব ছিল।—সেই ব্যক্তি যোগিনীচক্রে মদ জোগাতো, মদ ঢাল্‌তো, মেয়েমানুষ জোটাতো, আর অবসর বুঝে মজার মজার কথা কোয়ে, —রকম রকম কাজ কোরে, বিলক্ষণ ঘোড়ে-মাড়ে চক্ষুদান দিতো !—তার নাম পেস্‌গু।—পাঠকমহাশয় এখন বোধ হয় চিন্‌তে পারবেন, এই কপ্নীধারী বিকটাকার খোঁড়াই সেই পাপকর্ম্মা পাপাশয় পেস্‌গু।—তখন তখন এই খোস্‌পোসাকী মোসাহেবের বিলক্ষণ জাঁক্‌জমক আর বিলক্ষণ প্রাতুর্ভাব ছিল, কালভোজের জাহাজা-রোহণের পর অবধি একেবারে তুনিয়ার ফকির হয়ে পোড়েছে !—একদিন একটা তমালগাছে কাঠ ভাঙতে উঠে হঠাৎ ভূতলে পোড়ে গিয়ে হাঁটুর হাড়শুদ্ধ একখানা পা ভেঙে ফেলেছে !—দিনান্তেও এখন আর আহার জোড়ে না !—এতদূর হয়েছে, তবুও চাল্ ভুল্‌তে রাজী নয়।—বিজলা তারে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "কথা কবার সময় তুই নাক মলিস্ কেন,—ফোঁস্ ফোঁস্ করিস্ কেন, বুকসাপ্‌টা হোস্ কেন,—কীল মাসে আসিস্ কেন ?"—পেস্‌গু বোল্লে,—"জানিস্ নি ?—বড়লোকের দস্তুর ঐ রকম !—আমাদের সেনাপতি অষ্টপ্রহর এই রকম কোত্তেন।"

বাস্তবিক সেই জিজিরের দায়মালী দুষ্ট আসামী কালভোজের অনেক প্রকার মুদ্রাদোষ ছিল।—পেস্‌গু মনের অহঙ্কারে তারিই অনুকরণ কোরেছে!—সে ভাবে, সেগুলি খুব ভাল।

কথাও মিথ্যা নয়!—আমাদের এই হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশেও এমন অনেক লোক আছে, তারা সর্ব্বদাই বড়লোকের সমস্ত ধরণধারণ অভ্যাস কোত্তে উন্মত্ত!—মনিবের চাল্‌চলন অনুকরণ কোত্তেও অনেক চাকর ভয়ঙ্কর ব্যগ্র!—প্রভু যে রকমে বসেন, যে রকমে দাঁড়ান, যে ভাবে শয়ন করেন, যে ধরণে চলেন, যে সুরে কথা কন, যে ভাবে হাতমুখ নাড়েন, যে ভাবে হাঁচেন, যে রকমে কাশেন, যে প্রকারে নাম দস্তখৎ করেন, চাকর মনে করে, সেগুলি খুব ভাল।—মনিবের যদি খেঁচুনি রোগ থাকে, কথা কবার সময় তিনি যদি ঘাড়ে গর্দ্দানে এক হয়ে, দাঁত খিচিয়ে, নাক সিঁট্‌কে, টেনে টেনে কথা কন, তাঁর যদি দুটীপাঁচটী বিবি পোষা অভ্যাস থাকে, তিনি যদি সর্ব্বদা খেঁউড়পাঁচালীর পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করেন, মানুষ দেখ্‌লেই প্রভু যদি বিকটমুখে যাচ্ছেতাই বোলে গালাগালি ঝাড়েন, তিনি যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ঠাট্টা কোরে উড়িয়ে দেন, তাঁর যদি গুরুপত্নীকে চাবুক মেরে হাঁকিয়ে দেওয়া অভ্যাস থাকে, এবং তিনি যদি দিবারাত্রি উলঙ্গ হয়েই শুয়ে থাকেন, চাকর অথবা মোসাহেবেরা তাই দেখে অকপটে মনে করে, সেগুলি খুব ভাল!—তারা ভাবে, সেই সমস্তই হয় ত বড়লোকের লক্ষণ!—এইটী ভেবে তারা আরো মনে করে, ঐ রকম কাজ কোল্লে পৃথিবীর তাবৎ লোকে তাদেরও বড়লোক বোলে মান্য কোর্‌বে, ভক্তি কোর্‌বে, ভয়ে ভয়ে নিকটে আস্‌তেও থরহরি কম্পমান্ হবে!—কাজে কাজেই তারা মনিবের ঐ সকল ধরণ, ঐ সকল গুণ, আর ঐ সকল বিভীষিকার অনুকরণ করে!—দেখেশুনে

লোকে তাদের যে, কি এক অপূর্ব্ব জানোয়ার মনে কোর্‌বে, অহঙ্কার-বশে সেটী তাঁরা স্বপ্নেও ভাবনা কর্‌বার অবসর পায় না !

থাক্,— এ সকল অনধিকারচর্চ্চায় আমার আর বেশী আবশ্যক করে না ।—যে যা ভালবাসে, সে তা করুক, —জগতের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র ।—বড়ঘরের বড়দলের বড় বড় চাকরেরাও বড়লোক ।—বড়লোকেদের বড় বড় মোসাহেবেরাও অবশ্য বড়লোক ।—এই হতভাগ্য দেশে চাকরের দল বিস্তর,—মোসাহেবের দলও অগুন্তি,—অসুমার ।—দৈবাৎ যদি তাদের বড় বড় নয়নপুটে আমার এই কদাকার, নীরস, অসার, জঘন্যতম, ক্ষুদ্র নবন্যাসখানি কখনো নিপতিত হয়; তা হোলে তারা এই অযাচিত অনধিকারচর্চ্চা দেখে ক্রোধে হুতাশন হয়ে অন্ধকাররাত্রে আড়াল থেকে পথে ঘাটে আমারে হয় ত ঢিল্ল ছুড়ে মাল্লেও মাত্তে পারে ! ! !—কাজ নাই,—ও সকল্ল বড়দলের বড় কথায় আমার বেশী প্রয়োজন নাই ।—এখন সেই বিনোদবিহারিণী বিরহিণী ব্যভিচারিণী বিজলারা রাজপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কোচ্ছে, পাঠক-মহাশয় ! আসুন, লুকিয়ে লুকিয়ে সেই কাণ্ডটা একবার দেখা যাক্ ।

পৌষমাসের অবসান,—মাঘমাসের আবির্ভাব,—মকরের সঞ্চার,—নিদারুণ শীত !— “ মাঘের হিমানী যেন বাঘের প্রতাপ !”—সেই ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রান্ত শীতের সময়,—রাত্রিকালে রাস্তার মাঝখানে বিজলা, চিত্রাবতী আর পেস্‌ও, এই তিনজনে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠুক্‌ঠুক্ কোরে কাঁপ্‌ছে ।—৪ । ৬ দণ্ড অতীত ।—এরি মধ্যে আর একটী অভাবনীয় সংযোগ ।—আর তিনটী স্ত্রীলোক সেইখানে উপস্থিত হলো ।—বিজলার মতন তারাও রোগা,—তারাও মলিনা,—তারাও গ্রন্থিবস্ত্রা,—তারাও বেশ্যা ।—বিজলাই সর্ব্বাগ্রে বোলেছে, “আর তিনটী ভগ্নী আছে,—

তারাও বেবিশ্যে কি না ?"—পাঠকমহাশয় ! এই এখন যারা এলো,—এরাই তারা।—এরাই বিজলাদের সেই তিনটী "বেবিশ্যেতর্ণী !"—এরাও পাপাশয় কালভোজের ভৈরবীচক্রের পঞ্চনায়িকার অন্তর্বর্ত্তিনী সুরসিকা নায়িকা।—এদের নাম অপরাজিতা, সুরতমহল, জমজমদুলালী।

তারা ছয়জনে অনেকক্ষণ অনেক দুঃখের কান্না কাঁদ্‌লে।—তার পর ছাড়াছাড়ি হবার সময় সুরসিক খোঁড়া পেস্‌গু চুপি চুপি সুরতমহলের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "সুরত!—প্রিয়ে সুরতরঙ্গিণি!—ভাই! তুমি কি আমার ?"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব রহস্যভেদ!

অয়ি ভবিষ্যৎকাল! কে পারে কহিতে,
কি আছে তোমার মনে?—অপূর্ব্ব ঘটনা!
কি সুত প্রসূত হবে, জঠরে তোমার,
তুমিই বলিতে পার, গর্ভবতী তুমি!

আর্য্যরত্ন।

রোহিয়া উদাসিনী হয়ে চোলে গেল!—এ কথা আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই।—দুঃখিনী ত্রিবেদিনন্দিনী জীবননন্দিনী তাঁর জীবনবল্লভ যোগিবরের সঙ্গে যোগিনী হয়ে বেরুলেন!—পতিভক্তির এতদূর আকর্ষণ যে, এতদিনের আদরিণী ইন্দিরাদেবীকে একটীবার একটী কথা বোলেও গেলেন না!—অসময়ে আশ্রয়দাতা,—কতশত বিপদে নির্ভয়ে পরিত্রাণ-

কর্ত্তা জয়চাঁদের পানে একটীবার চেয়েও গেলেন না !—সংসারের এতটা বন্ধন একেবারে তৃণের ন্যায় ছিন্ন কোরে পতিব্রতা তেজস্বিনী একাকিনী উন্মাদিনীবেশে পতির উদ্দেশে বনবাসিনী হোলেন !

কুঞ্জগৃহের সকলেই রোহিয়ার জন্য শোকাকুল।—সকলের অপেক্ষা আমাদের দাক্ষিণ্যবতী ইন্দিরাসতীর হৃদয়েই এই বিচ্ছেদের আঘাত কিছু বেশী অনুভূত হলো।—তিনি প্রায় সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বোসে ভাবেন, আর জয়চাঁদকে অন্বেষণ কোত্তে বলেন।—কি আশ্চর্য্য ! ব্রহ্মচারী কে,—অকস্মাৎ কোথা থেকে এখানে এসে উপস্থিত হোলেন,—রোহিয়া তাঁরে কতদিন দেখে নি,—রাত্রিকালে স্তিমিত প্রদীপপ্রভায় রোহিয়া তাঁরে কেমন কোরেই বা চিন্‌লে ?—জয়চাঁদ ছাড়া সকলেই এই ভাবনায় নিমগ্ন,—এই তর্কেই বিব্রত।

আটদিন পরে আর একটী ঘটনা।—অতি আশ্চর্য্য অভাবনীয় ঘটনা।—বেলা দুই প্রহরের পর কুঞ্জগৃহের দক্ষিণের বারাণ্ডায় ইন্দিরা-দেবী একাকিনী জয়চাঁদের কাছে বোসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ দুটী যুবাপুরুষ সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন।—দুটীতেই পরমরূপবান্ ;—অতি সুমধুর আকৃতি।—সুমধুর, অথচ তেজস্বী।—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বীরেন্দ্রমূর্ত্তি !—একজনের বয়স অনুমান ছাব্বিশ বৎসর ;—আর এক-জনের প্রায় কিছুকম চব্বিশ।—তাঁরা এসেই সাশ্রুনয়নে ভক্তিভাবে জয়চাঁদের চরণবন্দনা কোরে পার্শ্ববর্ত্তিনী ইন্দিরারে করজোড়ে অভিবাদন কোল্লেন।—জয়চাঁদ সাশ্রুনয়নে গাত্রোত্থান কোরে সস্নেহে তাঁদের উভয়কেই আলিঙ্গন দিলেন।

ইন্দিরা অবাক্ !—তিনি ঐ যুবাদুটীকে চিন্‌তেন না,—কস্মিন্‌কালে চক্ষেও দেখেন নাই,—হঠাৎ তাঁরা এসে তাঁরে নমস্কার কোল্লেন,—

ব্যাপারখানা কি?—ভাব্‌তে ভাব্‌তে লজ্জাবতী তখনি নম্রমুখী হয়ে নয়নপ্রান্তে একটীবার জয়চাঁদের নয়নে কটাক্ষ দিয়ে, লজ্জাবনতমুখেই সেখান থেকে উঠে গেলেন।

ইন্দিরা গৃহপ্রবেশ কর্‌বার পর জয়চাঁদকে সম্বোধন কোরে জ্যেষ্ঠযুবা বিনম্রবদনে বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "অনেক জায়গায় অন্বেষণ কোরেছি, কুত্রাপি আপনার চরণদর্শন পেলেম না।—অবশেষে শুন্‌লেম, আপনি এইখানেই আছেন, সেই জন্যই এই অনধিকারপ্রবেশ।"

এই প্রসঙ্গে তিনজনে অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তা হলো;—পাঠক-মহাশয়ের সহিত সে সকল কথার অধিক সংস্রব নাই;—সুতরাং বৃথা সময়নষ্ট না কোরে প্রকৃত পথের অনুসরণ করি।—একটু পরে যুবাদুটীকে সেইখানে বসিয়ে জয়চাঁদ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।

তিনজনেই একঠাঁই।—ইন্দিরা, জয়াবতী, মতিবালা,—তিনজনেই একঠাঁই।—জয়চাঁদকে দেখেই সাগ্রহে নিকটবর্ত্তিনী হয়ে ইন্দিরাসতী স্বভাবসিদ্ধ সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, জয়চাঁদ! কে ওঁরা?

জয়চাঁদ গম্ভীরবদনে প্রশ্নকারিণীর হাতধোরে গম্ভীরভাবে গম্ভীর-স্বরেই বোল্লেন, "এসো!"——অগ্রসর হোতে হোতে অন্যমনস্কভাবে মুখ ফিরিয়ে আবার বোল্লেন, "জয়া!—মতি!—দ্যাখো,—তোমরা এক কাজ করো;—যেখানে বোসে আছ, এইখানেই থাকো;—বারাণ্ডার দিকে এখন যেও না।"—মতিবালা হাস্‌তে হাস্‌তে মুখখানি ঘুরিয়ে বোল্লেন, "যে আজ্ঞে!"

ইন্দিরাকে সঙ্গে কোরে এনেই আগন্তুক দুটীর সম্মুখে জয়চাঁদ। তাঁরে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "মা! আগেই আমি তোমারে বোলে রেখেছি, একটী দিন আছে, সেদিনে আমারে গুরুভারবাহী বৃদ্ধ উকীলের ন্যায়

ওকালতী কোত্তে হবে ;—যেদিনের কথা আমি বোল্‌ছি, সেটী এই বিকটিল নাট্যাভিনয়ের উপসংহারের দিন।—সেদিন আমারে আটঘাটের জল একঘাটে কোত্তে হবে।—এখন ক্রমে ক্রমে সেই সকল জল একত্রে সংগ্রহ করবার উপক্রম হয়ে আস্‌ছে।”

পাঠকমহাশয়! জয়চাঁদ যে কথাগুলি বোল্লেন, সে কথা ঠিক।—জয়চাঁদ!—সুরেন্দ্র সেনাপতি সুচেৎসিংহ!—তুমিও আগেভাগে বোলে রেখেছ, আমিও বোলে রেখেছি।—আমিও একদিন বোলেছি; “ভয়ঙ্কর অভিনয়ের যবনিকা পতন হবার অগ্রে একদিন সে তত্ত্ব জ্ঞাত হবার সময় আস্‌বে।—সেইদিন এখন নিকটবর্ত্তী।”

সংক্ষেপে ভূমিকা কোরে জয়চাঁদ আবার গম্ভীরভাবে বোল্লেন, “মা!—সংসারসরোবরের স্বর্ণপদ্ম!—শোনো তবে!—যখন তুমি পার্সি-লোকের পাপচক্রে ফিরোজপুরের গম্বুজে বন্দিনী, সেই সময় অন্ধকূপে যে দুটী রক্তমাখা মানবদেহ দর্শন কোরে মূর্চ্ছা যাও,—এঁরাই তাঁরা ;—সে দুটী এই এঁদেরিই দেহ!—তোমার মনে পোড়্‌তে পারে, সেদিন আমি তোমারে বোলে গেছি, তারা মরে নি,—তারা বেঁচে আছে।”

ইন্দিরার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো।—জয়চাঁদ বোল্লেন, “আরো শোনো।—সেই নিষ্ঠুর কারানিলয়ে তোমারে অবরুদ্ধ রাখা অপরামর্শ ভেবে আমিই তোমার ব্রতকৌশল স্থির কোরে মতিবালার মুখে সংবাদ পাঠাই। সেই কৌশলেই তুমি সেই ছলনাকারী দুরন্ত চণ্ডালের কাছে ছয়মাসের ছুটী পাও!”

অবনতমুখে ইন্দিরা একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, হাঁ জয়চাঁদ!—সে কথা আমার মনে আছে!—জয়চাঁদ আবার বোল্লেন, “আরো শোনো।—ব্রহ্মচারীর মুখে শুনেছ, যেদিন অমরসমর দেশত্যাগী হয়ে

যীন, আমার দুটী পুত্রও সেইদিন তাঁদের অন্বেষণে অনুসরণ করেন, তাঁদের সঙ্গেও জয়ার মতন একটী রমণী ছিল।—কিন্তু আমার পুত্রেরা কালভোজের গুপ্তচরের হাতে ধরা পড়েন, পাপিষ্ঠেরা সেই স্ত্রীলোকটীকে খুন করে!—সেই খুনের অভিযোগেই কালভোজের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল।—পাগল বোলে দ্বীপান্তর।”

ইন্দিরা আবার শিউরে উঠ্লেন।—জয়চাঁদ তাঁরে প্রমোদিনী কোরে প্রসন্নবদনে মধুরস্বরে বোল্লেন, “এখন আর গুপ্তকথা গুপ্ত রাখার আবশ্যক রাখে না!—ভগবান যখন দিন দিয়েছেন,—গুরুদেব যখন সদয় হয়েছেন, তখন আর তোমারে অন্ধকারে কেন রাখি?—এই দুটী বীরপুরুষ আমারি বংশধর;—আমারিই ধর্ম্মপরায়ণ পিতৃবৎসল সাধু বীরকুমার,—আমারি ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণী সন্তাপিনী পদ্মিনীসতীই এঁদের গর্ভধারিণী জননী।—সেদিন রাত্রিকালে অকস্মাৎ তোমরা এই কুঞ্জগৃহে যে বীরপ্রসূতি মৌনবতী নারীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরেছিলে, সেই গৌরবিণী রমণীই আমার ধর্ম্মপত্নী পদ্মিনী।—সেই তেজস্বিনী বীরজননী পদ্মিনীর রত্নগর্ভেই এই দুটী বীররত্নের জন্ম।—জ্যেষ্ঠের নাম নরেন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম রমেন্দ্র।—এঁরাই আমার স্নেহবতী জয়াবতীর সহোদর ভ্রাতা!”

পুলকবিস্ময়ে জড়ীভূতা হয়ে ইন্দিরা একবার ঘরের দিকে দৌড়ে গেলেন!—হঠাৎ যেন কি দেখে ফিরে এসে প্রফুল্লবদনে ত্রিভঙ্গভাবে জয়চাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালেন।—পূর্ণানন্দহৃদয়ে পূর্ণেন্দুবদনা পূর্ণানন্দস্বরেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, জয়চাঁদ! স্নেহবতী জয়াবতী তবে কি তোমারি সেই রত্নসংসারের রত্নবতী কন্যা?

স্ত্রীজাতির স্বভাব অতি চমৎকার!—যেটী বারণ করো, সেই কাজটীই আগে করে!—এ স্বভাব কেবল একদেশেই আধিপত্য করে

না।—বাঙ্‌লাদেশেই বলো,—পঞ্জাবদেশেই বলো,—ব্রহ্মদেশেই বলো, চীনদেশেই বলো,—বাদ্‌শার দেশেই বলো,—অথবা বিবির দেশেই বলো,—পৃথিবীর সকল দেশেই নারীজাতির সমান স্বভাব।—যেটী বারণ করো, সেই কাজটীই আগে করে!—জয়চাঁদ একটু আগে জয়াবতীকে, মতিবালাকে, বারণ কোরে এসেছিলেন, বারাণ্ডার দিকে এখন এসো না।—জয়া আর মতি তাই জন্যে আগেভাগেই তখনিতখনি বারাণ্ডার ধারে জুটেছেন! সবেমাত্র ইন্দিরাদেবীর শেষপ্রশ্নটী নির্গত হয়েই বাতাসের সঙ্গে মিশেছে, সবেমাত্র প্রশ্নকারিণীর প্রোৎসাহিনী রসনা লহমামাত্র বিরামলাভ কোরেছে, তখনি অগ্নি জয়াবতী বেগবতী হয়ে বারাণ্ডায় এসে জয়চাঁদের গলা জড়িয়ে ধোরেছেন!

কি লজ্জায় মতিবালা বেরুলেন না,—মতিবালাই সে কথা জানেন! তিনি দরজার পাশে অদৃশ্য হয়ে ঐ দুটী নবীনমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন।—রমেন্দ্রসিংহের প্রতিই কিছু বেশী দৃষ্টি।—সানুরাগ সুস্থির দৃষ্টি।

কেন?—চটুলা মতিবালার অকস্মাৎ এ ভাব কেন?—তিনি কি রমেন্দ্রসিংহকে চেনেন?—বোধ হয়, চিন্‌তে পারেন।—কেন না,—ঐ দুটী ভাই যখন কালভোজের লোকের হাতে আহত হয়ে গম্বুজে আটক ছিলেন, মতিবালা সেই সময় জয়চাঁদের উপদেশে গোপনে তাঁদের ঔষধপথ্য দিতেন,—গোপনে সেবাশুশ্রূষা কোত্তেন।—কারাগৃহের চাবী জয়চাঁদের হাতেই ছিল, সুতরাং মতির নিরাপদে প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাঘাত হতো না।—সে কথা হয় ত মতির মনে আছে,—দেখ্‌লে হয় ত চিন্‌তে পারেন,—হয় ত চিন্‌তেও পাচ্ছেন,—সেই লজ্জাতেই হয় ত বেরুচ্ছেন না;—আড়ালে দাঁড়িয়ে, দরজার পাশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে যত্নকরা রত্নদুটী নিরীক্ষণ কোচ্ছেন।

জয়ার চক্ষে জলধারা।—জয়াবতী জয়চাঁদকে চিন্‌তেন,—কিন্তু কে তিনি,—তাঁর সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, সেটী জয়া জান্‌তেন না।—শুধু এইটীই বা কেন,—জয়াবতী নিজের জননীকেও চিন্‌তেন না।—জয়ার যখন একবৎসর বয়ঃক্রম, সুন্দরী দেখে কালভোজ সেই সময় তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে প্রতিপালন কোরেছিল।—জয়চাঁদের তাতে অসম্মতি ছিল না;—জয়ার জননী পদ্মিনীসতীও তাতে আপত্তি কোত্তেন না।—জয়াবতী বড় হয়ে মাঝে মাঝে জয়চাঁদের বাড়ীতে যেতেন বটে, জনকজননীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতো বটে, তাঁরাও স্নেহমমতা দেখাতেন বটে, কিন্তু আসল কথাটী জয়াবতী জান্‌তেন না,—জনকজননীও সে কথাটী বোল্‌তেন না।—মতিবালা শৈশবাবধি কালভোজের বাড়ীতেই থাকতেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে, এখন আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।—মতিবালা সর্ব্বদাই সুচেতসিংহকে জয়চাঁদ বোলে ডাকতেন,—শুনে শুনে জয়াবতীও অজ্ঞাতপিতাকে জয়চাঁদ নামেই সম্ভাষণ কোত্তেন।—ক্রমে ইন্দিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোলে আরো জানা হলো, ইন্দিরা যথার্থ ভক্তিভাবেই বৃদ্ধ সেনাপতি সুচেতসিংহকে গৌরব কোরে জয়চাঁদ বলেন।—কাজেই ঐ নামটী বেশ জাহীর হয়েছিল।—পাঠকমহাশয়!—আপনিও বোধ হয় স্বীকার কোর্‌বেন, মেয়ের মুখে জয়চাঁদ নামটী বেশ মিষ্ট লাগে;—সেই জন্যে আমিও সুচেতকে সুচেত বলি না;—মেয়েদের কথায় আমোদ কোরে মেয়েদের সঙ্গে জয়চাঁদ বোল্‌লেই আলাপ করি।—জয়াবতী মাঝে মাঝে জয়চাঁদের বাড়ীতে যাওয়া আসা কোত্তেন, তাতেই মল্লিকার সঙ্গে প্রণয় হয়।—বারবার আর আমি উমাবতীকে মল্লিকা বোল্‌তে ইচ্ছা করি না।—উমাবতীর সঙ্গে জয়াবতীর আপন পিত্রালয়েই জানাশুনা হয়েছিল।

স্বয়ম্বরবিধানে অমরসিংহ যখন ইন্দুমুখী ইন্দিরার পাণিগ্রহণ করেন, তারি একমাত্র পরেই সমরসিংহের সঙ্গে জয়াবতীর বিবাহ হয়। অমর সিংহ সেই পাপীয়সী সঙ্কটার উৎপাতে প্রায়ই অন্দরমহলে যেতেন না, সুতরাং জয়াবতীর অনাবৃত মুখখানি একটীদিনও তাঁর চক্ষের গোচরে সমুপস্থিত হয় নাই।—উমাবতীর মুখখানিও না।—এই কারণে বর্দ্ধমানের তরঙ্গিণীতটে ছদ্মবেশিনী জয়াবতী ও উমাবতীকে দেখে অমরসিং একটু কিছুও অনুভব কোত্তে অসমর্থ হয়েছিলেন।

জয়াবতীর নয়নে অনর্গল জলধারা।—কণ্ঠবেষ্টন কোরে সকরুণকণ্ঠে তিনি জয়চাঁদকে বোল্লেন, "পিতা!—তুমিই কি আমার পিতা?—তবে এই চিরচিন্তাবতী জয়াবতীর এই পৃথিবীতে সকলি আছে!—পিতা!—তবে আমি স্নেহময়ী জননীর চরণ দর্শন কবে পাবো?—কবে সেই স্নেহবতী আমারে আদর ক্রোরে আমার বোলে কোলে নেবেন?" জয়চাঁদ আশীর্ব্বাদ কোল্লেন।

জয়াবতী প্রফুল্লনয়নে ইন্দিরার প্রফুল্লবদনে দৃষ্টিক্ষেপ কোরে মৌন-ভাবে ছুটে গিয়ে ভাইদুটীর চরণবন্দন কোল্লেন।—তাঁরাও আশীর্ব্বচনে প্রসন্নবদনে নবপরিচিতা ভগ্নীটীর মাথায় তলোয়ার ছোঁয়ালেন।

বরেন্দ্রসিংহ প্রথমেই ইন্দিরারে অভিবাদন কোরেছিলেন,—রমেন্দ্র-সিংহও জ্যেষ্ঠসহোদরের দেখাদেখি বক্ষঃস্থলে করবদ্ধ কোরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, এখন দুজনেই আবার রাজকুমারীকে প্রণিপাত কোল্লেন।—ইন্দিরার আশীর্ব্বাদ, "বীরগৌরবে চিরজীবী হও!"

ইন্দিরা অনেকক্ষণ চুপ্ কোরে ছিলেন;—অবসর পেয়ে মৃদুবচনে জয়চাঁদকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, জয়চাঁদ!—সেই কালান্তক দায়মালী কয়েদী যে স্ত্রীলোকটীকে খুন কোরেছিল, সেটী কে?

জয়চাঁদের প্রফুল্লবদন হঠাৎ বিমর্ষভাব ধারণ কোল্লে।—গম্ভীরভাবে একটী নিশ্বাস ফেলে তিনি বোল্লেন, "সেটী আমার এই কনিষ্ঠপুত্র রমেন্দ্রসিংহের ধর্ম্মপত্নী;—আমারি পুত্রবধূ!—কালভোজ, শূরেন্দ্রসিংহ পেস্‌গু, বাহারমল্ল, আর সাহাব উদ্দীন, এই পাঁচজনে জোট্ বেঁধে সেই অবলাটীকে খুন কোরেছে!—সেই দুরাচারেরাই আমার এই ছেলে দুটীকে জখম্ কোরে কয়েদ কোরেছিল!—সঙ্কটা বন্ধ্যা নয়।—তার গর্ভে এক কুলধ্বজ পুত্র জন্মগ্রহণ কোরেছিল।—পুত্রের নাম শূরেন্দ্র সিংহ।—মুদকীর সংগ্রামে সেই শূরেন্দ্রসিংহ এক সিপাহীর মুষ্ট্যাঘাতে যমালয়ে গমন কোরেছে!"

পাঠকমহাশয়!—এইখানে অনেকদিনের একটী কথা আজ মনে করুন।—কালভোজের ভৈরবীচক্রের খোয়ারিমুখে পেস্‌গু অত্যন্ত মাতাল হয়ে বোলেছিল, "লাল্‌জীলোক তো মর্ গেয়ি জী!—মার ডালা লাল্‌জী—মার্ ডালা হোঁ!"—এই কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই এতদূরে প্রকাশ হলো!—কালভোজ দ্বীপান্তরে,—শূরেন্দ্র রণশায়ী,—পেস্‌গু ভিকারী;—বাহারমল্ল ফৌত;—সাহাবউদ্দীন নিরুদ্দেশ।

জয়চাঁদের বাক্যাবসানে উদাসভাবে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলে রমেন্দ্র সিংহ উদাসনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন।—হঠাৎ অন্তরাল-চপলা, বিস্ময়বিহ্বলা সরলা মতিবালার সরলনয়নে তাঁর চঞ্চল চক্ষু নিপতিত হলো।—চক্ষে চক্ষে মিলন হবামাত্রেই মতিবালা সুট্ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেন!

রমেন্দ্রসিংহের ভাবান্তর উপস্থিত!—অন্যমনস্কভাবে তিনি ভাব্‌লেন, "ওঃ!—এই সেই মতিবালা!—আহা!—কি চমৎকার রূপ!—কি অপূর্ব্ব মাধুরী!—কি সুন্দর চক্ষু!—কি সুললিত ভাবভঙ্গী!—

মনোহর লাবণ্যের সমস্তই মনোহর !—কারাগৃহে এই রূপ আমি নিত্য নিত্য দেখেছি ;—কিন্তু দারুণ যন্ত্রণায় তখন আমি এতদূর মনোযোগ দিয়ে দেখি নি !—আজ যেন আমার চক্ষে চপলা সৌদামিনী চোম্‌কে গেল !—ওঃ !—মতিবালা যেন যথার্থই সাক্ষাৎ সুরবালা !—সাক্ষাৎ স্বর্গীয় বিদ্যাধরী !"

জয়চাঁদ এই ভাব বুঝ্‌লেন।—নয়নের ভঙ্গীতে আর মনের চঞ্চলতায় রমেন্দ্রের মনোভাব কিছুই অপ্রকাশ থাক্‌লো না।—সূর্য্যদেবও যেন রমেন্দ্রের হৃদয়কে অন্ধকার কোরে অস্তাচলে প্রস্থান কর্‌বার উপক্রম কোল্লেন।—জয়চাঁদ এই অবসরে পুত্রদুটীকে সেদিনের মতন বিদায় হবার আভাস দিলেন।

ওদিকে রঙ্গভূমির নেপথ্যপটপার্শ্ববিহারিণী বিরহিণী নায়িকার ন্যায় মতিবালা সেই দরজার পাশ থেকে উঁকী মেরে রমেন্দ্রের বদনে নেত্রপাত কোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপনা আপনি বোল্লেন, "ওঃ !—সেই-ই বটে !—এই সেই রমেন্দ্রসিংহ !—এঁরেই আমি ফিরোজপুরের অন্ধকূপে রোজ রোজ দেখ্‌তে পেতেম !—ওঃ !—তত বিষাদেও এই চন্দ্রমুখের তখনো এম্নি শোভাই ছিল !—তখনি আমি মনে মনে এঁরি করে প্রাণমন সমর্পণ কোরেছি !—তখন অবধিই আমি মনে মনে সুধাপিপাসিনী হয়ে এই চাঁদমুখের চকোরিণী হয়ে আছি !—রমেন্দ্র !—উঃ !—রমেন্দ্র !—তুমি কি আমারে ভালবাসো ?—প্রাণের রমেন্দ্র ! তুমি কি আমার মনের বেদনা জানো ?"

মতিবালা এই রকম ভাব্‌ছেন, এমন সময় জয়চাঁদ উঠে সেদিনের মত বিশ্রামের অনুমতি দিলেন।—সন্ধ্যাও হয়ে এলো।—রমেন্দ্রসিংহ বিদায় হবার সময় সকলের অজ্ঞাতে অজ্ঞাতকৌশলে ঘরের দিকে একবার

কটাক্ষপাত কোল্লেন।—মতিবালার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নচকোর সেই সময় প্রাণভোরে রমেন্দ্রের বদনচন্দ্রের অমৃত পান কোরে আবার বিদ্যুতের মতন গা-ঢাকা হোলেন।—মনে মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রমেন্দ্র! হৃদয়সমুদ্রের দুল্লভরত্ন! তুমি কি আমার?"

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভদিন।—শুভসংমিলন।—শুভবাগ্‌দান
সাধুতার পুরস্কার।

এতদিনে নবঘনে, বরষিল জল!
এতদিনে জুড়াইল, চাতকিনীদল!!
এতদিনে সুধাধারা, হলো বরিষণ!
এতদিনে পরিতৃপ্ত, চকোরিণীগণ!!
এতদিনে হারানিধি লভিলা জননী!
এতদিনে পোহাইল, বিরহরজনী!!
এতদিনে হারারাজ্য লভিলা ভূপতি!
এতদিনে বিরহিণী, পেলে প্রাণপতি!!
এতদিনে অমরেন্দ্র, নব নরপতি!
এতদিনে রাজরাণী ইন্দিরা শ্রীমতী!!
এতদিনে ইন্দিরার, দুখ অবসান!
এতদিনে মতিবালা, প্রিয়পতি পান!!
এতদিনে সকলেই, পেলে হারাধন!
এতদিনে পূর্ণ হলো, মম আকিঞ্চন!!

আর্য্যরত্ন।

সরোবরের মোহানা ছুটিয়াছে;—সমস্ত সলিল নির্গত হইয়া গিয়াছে; কেবল পঙ্কময় পাঁক থক্ থক্ করিতেছে;—শুষ্ক জলাশয়ে সেই পাঁকের

উপর ঠিক মাঝখানে একটী পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে !—যদি জল নাই, তবে কমল কিরূপে ফুটিল ?—আগে ফুটিয়াছিল, এখন অবসন্ন !—তবে না কি সূর্য্যকে কমলিনীনায়ক বলে ?—ভারতবর্ষের কবিরাই এই অন্যায়কথা বলেন ;—আমি বলি না।—সরোবরে যখন জল থাকে, সূর্য্যদেব কেবল তখনিই পদ্মফুল ফুটাইয়া পদ্মিনীপতি হন !—জলাশয়ে যখন সলিল থাকে না, তখন সেই নলিনীপতি আর নলিনীপতি হইতে পারেন না !—নায়ক তখন ভীমনায়ক হইয়া প্রণয়িনী কমলিনীকে শুকাইয়া দেন !!!—সেই জন্যে আমি বলি, জগতে কেই কাহাকেও ভালবাসে না !—যার যতক্ষণ সহায়বল থাকে, স্বার্থবশে কেবল সেই সময়েই লোকে তাকে ভালবাসে।—তার পর আর না !—এই দেখুন, জল নাই বোলে প্রভাকর আর পদ্মিনীকে ভালবাসেন না।—পদ্ম এখন শুষ্ক জলাশয়ে জলবিরহে অবসন্ন !!!

অনেকদিনের পর আবার একমাস অতীত।—কুঞ্জগৃহের মধ্যকক্ষে ইন্দিরাসতী একাকিনী গালে হাত দিয়ে বোসে আছেন।—সন্ধ্যাকাল, অথচ বাড়ীতে কেউ নাই !—কে কোথায় গেল, কিছুই জানা যাচ্ছে না !—ইন্দিরা বোসে বোসে ভাবছেন,—হলো কি ?—এরা সব গেল কোথা ?—সকলেরি সকল হলো, কেবল আমিই বঝি ভেসে গেলেম।

হায় !

কেমন কপাল মোর, কেমন কপাল !
যে ডালেতে ভর করি, ভাঙে সেই ডাল !!
পিসীমা বাসন্তীদেবী, জননী সমান !
পাপিনী যোগিনী তাঁর, হরিল পরাণ !!

হারালেম তাঁরে আমি, জগতের সার !
তখনি আঁধার হলো, জগত সংসার !!
তার পর, হায় হায় ! কপালের ফলে !
বিবাহ হইল ভাল, ভাসি কুতূহলে !!
তাহাও বিফল হলো কপালে আমার !
হেরিতে সে বিধুমুখ, না পেলেম আর !!
হায় হায় ! ভূমণ্ডল, হেরি অন্ধকার !
কোথায় বীরেন্দ্র মম, জীবন আধার !!
এতটা যতন কোরে, না পেলেম মন !
না জানি, এ দুখিনীর, কপাল কেমন !!
আশে আশে এতদিন, গত করিলাম !
এসেছে, আসিবে, ভেবে, প্রাণ ধরিলাম !!
ফুরালো আমার আশা, ভরসা নিরাশা !
ভাঙ্গিল এ অভাগীর, ভালবাসা-বাসা !!
কোথা আজি জয়চাঁদ, কোথা জয়াবতী !
কোথায় সমর সিংহ, কোথা গেল মতি !!
সকলে ফেলিয়ে গেল, অনাথিনী কোরে !
একাকিনী ভাসিলাম, অকূল সাগরে !!

এমন অবস্থায় বাঙালীর মেয়ে হোলে বাঙালী কবিরা বিলক্ষণ সুযোগ পেয়ে হয় ত তারে দিব্য একটী বিরহিণী সাজিয়ে পদ্মপাতায় শুইয়ে, অস্থিচর্ম্ম সার কোরে দিবারাত্রি কেবল কাঁদাতেন আর ভাবাতেন। কবি

যদি আরো সুরসিক হোতেন, তা হোলে নীলকাপড়কে দিয়ে কামড়া-তেন, চন্দ্রহারকে বিছের ভার দিতেন, চন্দনকে গরম কোত্তেন, শশধরকে বিষধর কোরে দিতেন, কোকিলপাখীকে হুহুশব্দে কুহুস্বরে ডাকাতেন; মধুকরনিকরকে কুঞ্জে কুঞ্জে সুমধুর গুঞ্জন করাতেন, বিরহবর্ণনার চূড়ান্ত হয়ে যেতো!—কবি যদি সঙ্গীতবিদ্যায় সুপণ্ডিত হোতেন, তা হোলে সেই বিরহিণীর কাছে একটী সখী বসিয়ে বিরহিণীর মুখে সজলনয়নে "চলো সখি, গৃহে চলো, বিলম্বে কি ফল বলো!"—এই গীতের সুরে, নাচের তালে, এই গীতটী গাইয়ে দিতেন।—

পোস্ত।

"আমি সখি, মরি মরি, তাহারি বিরহানলে!
যায় জীবন যারি তরে, ভাবে না দুখিনী বোলে!!
শুন ওলো প্রাণস্বজনি! আগে এত নাহি জানি,
কি দিবস, কি রজনী,
ভাসি নয়নেরি জলে!!"

পঞ্জাবী বিরহিণী সে রকম অসার বিরহিণী নন।—তিনি কেবল নিজের নায়কের জন্যই কাতরা ছিলেন না।—একে একে সকলের জন্যই তাঁর মন চঞ্চল হলো।

ইন্দিরা ঐরূপ ভাবছেন, আর বিমর্ষবদনে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোচ্ছেন!—দুটী চক্ষু দিয়ে অনবরত জলধারা গড়াচ্ছে!—বিষাদিনী এই রকমে একাকিনী বোসে আছেন, এমন সময়ে মৃদুকদমে একজন অশ্বারোহী বীরপুরুষ সেই কুঞ্জবাটিকার প্রাঙ্গণভূমিতে উপস্থিত। সঙ্গে একখানি শিবিকা।

অশ্বপৃষ্ঠে অমরসিংহ, পালকীতে উমাবতী,—ওরফে মল্লিকা।

অমর যখন উপরে উঠ্‌লেন, তখনো ইন্দিরার গালে হাত।—তখনো ইন্দিরা অন্যমনস্ক।—এত অন্যমনস্ক যে, অর্দ্ধপ্রাণ এসে অর্দ্ধদণ্ডকাল চুপ্‌টী কোরে কৌচের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হুঁস নাই!—প্রদীপের আলোতে গায়ের উপর,—চুক্কের উপর,—কৌচের উপর,—অর্দ্ধশরীরের ছায়া নিপতিত হোচ্ছে, চমক নাই!—আরো খানিকক্ষণ গেল, তবুও হুঁস্ নাই!—অবশেষে অমরেন্দ্র নিজেই সহাস্যবদনে সুমধুরবচনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "প্রাণেশ্বরি!—কেমন আছ?"

বহুদিন ইন্দিরার কর্ণে প্রাণেশ্বরীশব্দটী প্রবেশ করে নাই!—তিনি যেন হঠাৎ চোম্‌কে উঠে বিস্ফারিত নয়নে উর্দ্ধমুখে চাইলেন।—চেয়েই দেখেন, সম্মুখে প্রাণেশ্বর!—এই একটীবার দেখাতেই একেবারে উভয়ের নয়নে অবিরল দরদর বারিধারা!—অতি চমৎকার ভাব!—আহা! আমি যদি এইখানে সুনিপুণ চিত্রকর হোতেম, তা হোলে এই মধুময় ভাবটী ভালরকমে চিত্র কোরে ঠিক ঠিক দেখিয়ে দিতে পাত্তেম।—আহা! আমার ভাগ্যে সে সুখ লাভ হলো না!—ভাগ্যদোষে আমি সুচিত্রকর নই!—কাজেই তখনকার সেই ভাবটী পাঠকমহাশয়কে দেখাতে পাল্লেম না, এই বড় আপ্‌সোস্ থাক্‌লো!!

অনেকক্ষণ ঐরূপ নির্ব্বাক অভিনয়ে উভয়ের নেত্রে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হবার পর ইন্দিরাসতী অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সাশ্রুনয়নে অমরেন্দ্রের যুগল হস্ত জড়িয়ে ধোরে কাতরবচনে থেমে থেমে বোল্লেন, প্রাণবল্লভ!—এ অধীনীকে কি তোমার মনে আছে?—বীরেন্দ্র!—প্রাণের বীরেন্দ্র!—বলো,—মিনতি কোরে জিজ্ঞাসা কোচ্চি,—একটীবার বলো,—তুমি—কি আমার?—অমরেন্দ্র অবাক্!—তিনি সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পাল্লেন না!

যে সময় কুঞ্জগৃহে যুগলমিলনের এই রকম গৌরচন্দ্রিকা হয়, ঠিক সেই সময় চন্দ্রভাগাতীরের আর একখানি বাড়ীতে আর এক চমৎকার হাও!—সেই বাড়ীখানি যেমন বৃহৎ, তেমনি সুশ্রী।—চতুর্দ্দিকে গড়খাই করা,—চারদিকে চারটী উচ্চ উচ্চ ফটক,—পরিখার ধারে ধারে সুরঙীণ কাটগড়া দিয়ে ঘেরা।—খুব লম্বাচওড়া টানা বারাণ্ডা, তাতে রকম রকম রং দেওয়া।—সারি সারি উপরনীচে অনেক ঘর।—সকল ঘরগুলিই পরিপাটীরূপে সাজানো;—সুগন্ধে আমোদিত।—ফটকের ধারে ধারে অনেক রকম তরুলতা,—মাঝে মাঝে নানা রকম ফুলগাছ!—অতি রমণীয় প্রাসাদ!—হঠাৎ দেখ্‌লেই রাজবাড়ী মনে হয়।

সেই বাড়ীর অন্দরমহলের এক টেরের একটী কামরায় সমরসিং আর জয়াবতী উপস্থিত।—সমরেন্দ্র গম্ভীরবদনে গম্ভীরভাবে বোসে আছেন, জয়াবতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখখানি রাঙা কোরে চক্ষে অঞ্চল দিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে ফুল্‌ছেন।—জয়ার এ অভিমান কিসের?—তিনি স্বামীকে বোলেছিলেন, "দেশে এখন সাহেব রাজা,—পঞ্জাব এখন ইংরেজের মুল্লুক,—সকলেই ইংরিজী শিখ্‌তে ব্যতিব্যস্ত;—আমারো ইচ্ছা হয়েছে, আমিও বিবির কাছে ইংরিজী শিখ্‌বো!"

স্বামী প্রথমে এই বিদ্যানুরাগিণী প্রণয়িনীর এই চিত্তমোহিনী বিদ্যানুরাগিতায় অসম্মতিসূচক মাথানাড়া দিয়েছিলেন।—সেই জন্যই এই মান!—কিন্তু সে মান বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না!—একটু পরেই বেশ রসাভাস,—বেশ হাসিখুসি চোল্‌তে লাগ্‌লো!—আমিও দেখ্‌লেম, আদরিণীর আগেকার সেই ফোঁপানিটুকুও থেমে গেল!—ওড়্‌নার অঞ্চলখানিও নেত্র থেকে নেমে এলো!—মেঘ ফুঁড়ে যেন পূর্ণচন্দ্র বেরুলেন!—বিবির কাছে এ, বি, পড়িয়ে আপনার হাবীকে বিবি

কর্‌বার জড়াও ফাঁদে সমরসিং তৎক্ষণাৎ জড়িয়ে পোড়ে গেলেন!! ছুটি শিং নীচু কোরে ঘাস খেতে লাগ্‌লেন!!!

ঠিক এই সময় ঠিক যেন একটি অদৃশ্য দেবকন্যার সুমধুরকণ্ঠে আকাশবাণী হলো, "সমরেন্দ্রসিংহ! সাবধান!—দেখো যেন ইচ্ছা কোরে এই রত্নবতী জয়াবতীটিকে হারিও না!—সাহেবের রাজত্ব, সাহেবের প্রভুত্ব, সাহেবের সব।—সাহেবেরা বিদ্যানুরাগী বড়;—বিদ্যার আদর তাঁরা বড় করেন।—দেখ্‌চো না, তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্জাবের স্থানে স্থানে অনেকগুলি ইস্কুল বোসেছে;—মধ্যে মধ্যে দুই একটী মিশনরি-স্কুলও ফাঁক যাচ্ছে না;—পঞ্জাবীরা যদি অরসজ্ঞ না হোতেন, তা হোলে অবশ্যই সেই সঙ্গে দুটী একটী লেডীস্কুলও দেখা দিতো।—ততদূর এখনো হয়নি বটে, তথাপি কিন্তু দুই এক বাড়ীতে বিবি আসেন।—সাহেবের দলে এমন জনকতক লোক আছেন, শ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর অমতে, কোম্পানির অমতে, ভাল ভাল ধার্ম্মিক পাদ্রির অমতে তাঁদের বাড়ীর পুরুষেরা ছেলে ধরেন, মেয়েরা মেয়ে ধরেন!!!—বাড়ী-বেড়ানো বিবির দলেও ঐ রকম মেয়ের অভাব আছে এমন নয়।—তাঁরা বেশ পাঁচ রকম ফুস্‌লে ফাস্‌লে গৃহস্থবাড়ীর দুটী একটী ফুট্‌ফুটে মেয়ে বার কোরে নিয়ে যান!—কেউ কেউ বা বিন্দু বিন্দু জল মাথায় দিয়ে ধর্ম্মপরায়ণা করেন,—কেউ কেউ বা আর কিছু করবার জন্যে যত্নবতী হন!!!—সমরসিংহ! সাবধান!—তুমিও যেন ভেল্‌কীতে ভুলে সেইসকল কুহকিনী জাদুকরীদের কুহকে পোড়ো না!—গৃহস্থবধূ, ওরফে বড়গিন্নী যদি প্রাণের পতির প্রাণের মালিক হন, তা হোলে কোনদিন না কোন-দিন বিবির সঙ্গে সাহেব এসেও তাঁরে ইংরিজী শিক্ষা দিয়ে যেতে পারেন!—সেই সাহেবের যদি প্রেমভাবের আবির্ভাব হয়, তিনি সেই

বৌটীকে গাড়ীতে তুলে হিমালয় অঞ্চলে বেড়াতে নিয়েও যেতে পারেন!—কোথাও বা এমন ঘটনাও হোতে পারে যে, সেই সাহেবসহগামিনী বৌমা আবার ঘরে ফিরে আস্‌তে চান!—সেই মর্শ্মে স্বামির নামে একখানি দীর্ঘপত্র, ওরফে পরোয়ানাও পৌছিতে পারে!—কিন্তু হঠাৎ সাহস কোরে সে বৌকে কে ঘরে নিতে পারে?—তবে যদি গুণাকর স্বামী সেই পতিব্রতার চিরপ্রেমের চিরগোলাম হন, অথবা অপর পক্ষে চিরহুকুমের চিরতাঁবেদার হন, তা হোলে সেই পরোয়ানাখানি হুঁস্‌বাহালে জারী না হবার কোনো বিশেষ কারণ উপস্থিত না থাকতে পারে!—বাস্তবিক তাই যদি ঘটে, আর স্বামী যদি জমীদার হন, তাঁর যদি আর কোনো নিকট উত্তরাধিকারী না থাকে, তা হোলে সেই সাহেবব্রতা পতিব্রতা বধূমাতা হৃষ্টচিত্তে প্রাণপতির পরলোকের কাজ সেরে স্বয়ং সাহেববিলাসিনী পতিঘাতিনী, জমীদারাণী হবার অভিলাষেই ফিরে আস্‌বেন, এ কথাটী সাহস কোরেই দৈববাণী করা যায়!—সমরসিংহ!—তুমি ও পথে যেও না।—আমি সহস্রবার নিষেধ কোচ্চি, ওদিকে মন দিও না।—জয়াবতীর অন্যায় অনুরোধ ছেড়ে দাও।—নুতন বুদ্ধি পরিত্যাগ করো।—নারীকে বিদ্যা শিক্ষা দাও, উত্তম,—কিন্তু বিবির কাছে কেন?—বিদেশীর কাছে কেন?—এক দেশের লোক আর এক দেশের আচারব্যাভার,—ধর্ম্মকর্ম্ম কি জানে?—যদি বিবেচনা করো, তা হোলে কেবল ঐগুলিই ভারতবর্ষের নারীজাতির শিক্ষা কর্‌বার প্রধান সামগ্রী।"

আকাশবাণীটী বেশ হলো।—বাস্তবিক কেবল আচারব্যাভার আর ধর্ম্মকর্ম্মই ভারতের নারীজাতির শিক্ষা কর্‌বার প্রধান সামগ্রী।—দৈববাণী বেশ বটে, কিন্তু কাজ হলো না!—জয়াবতী ছাড়লেন না।—সমরসিংহ কোনমতেই তাঁর গোঁ ফিরুতে পাল্লেন না!—

বিবির কাছে এ, বি, পড়্‌বার অনুমতি দিতেই হলো!—পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, এমন হলো কেন?—একটু আগে আমি বোলেছি, পিতামাতা উভয়েই ভাল হোলে সন্তান ভাল হয়। এখন আবার এমন কথা বলি কেন?—জয়াবতী একগুঁয়ে কেন?—জয়ার পিতামাতা দুইই ভাল, জয়া তবে একগুঁয়ে কেন?—এ প্রশ্নের কেবল একটীমাত্র উত্তর।—বড় হোলে সেরে যাবে।

সুঁদরবাড়ীতে আর এক ব্যাপার!—একটী অশ্ব আর দুখানি পাল্‌কী ফটকের ধারে উপস্থিত।—এই তিনটী যানবাহনের আরোহী কে?—অমরেন্দ্রসিংহ, ইন্দিরা, আর উমাবতী।—তাঁরা তিন জনেই উপরে উঠেছেন।—কেবল অশ্বটী আর পাল্‌কী দুখানি বাইরে আছে।

যে বাড়ীতে তাঁরা এসেছেন, সেখানি পরিতাপিনী ইন্দিরাসতীর পিত্রালয়।—তাঁর জনকজননী এতদিন মহারাজ রণজিৎসিংহের কারাগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন।—এখন উদয় হয়েছেন।—ইন্দিরার পিত্রালয়ে সমরসিংহ কেন?—জয়াবতীই বা সেখানে কি কোত্তে এসেছেন?—জয়চাঁদ আনিয়েছেন।

মহারাজ রণজিতের দোষগুণের মধ্যে এই একটা স্বভাব ছিল যে, শিবের গাজনের ঝাঁপসন্ন্যাসের মতন খুব ঘন ঘন তিনি মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ কোত্তে পাত্তেন!—অধিক কথা কি, বাজেলোকের বাজে কথায় বিশ্বাস রেখে, দেওয়ান লোকপতিসিংহকে পদচ্যুত কোরে, আপন জননীকে কারারুদ্ধ কোরেছিলেন!!!—শেয়ালকোটের যুদ্ধের পর আপন পিতৃমাতুল দলসিংহকে কয়েদ করেন!—রাণী মহাতাপকুমারীর যখন যুগল সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে ব্যভিচার সন্দেহ কোরে মহারাজ সেই অভাগিনী রাণীকে কারাগারে নিক্ষেপ কোরেছিলেন!!!—এ ছাড়া

আরো এক চমৎকার কাণ্ড !—কুমার খড়্গসিংহ ও লক্ষ্মীসিংহের পরামর্শে তত সাধের শাশুড়ী সুধাকুমারীকেও কয়েদ করা হয়েছিল !!!—তা ছাড়া ছোটবড় আরো অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে,—ইতিহাসপাঠকের সেটী অবিদিত নাই।

মহারাজের অন্তঃকরণের সঙ্গে কালভোজের বাক্যের কেমন এক প্রকার আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ছিল !—কালভোজ যখন যেটী বোল্‌তো, নিতান্ত অসম্ভব হোলেও সেটী যেন তৎক্ষণাৎ ঠিক আঠার মত তারে সংলগ্ন হয়ে হৃদয়যন্ত্রে সুর বেজে উঠ্‌তো !—সে একদিন মহারাজকে বোলেছিল, রাজা নরেন্দ্রসিংহ গোপনে গোপনে রাজবিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র কোচ্ছেন !—ধূর্ত্ত কালভোজের এই কথাতেই মহারাজ আর কিছুমাত্র অনুসন্ধান না নিয়ে নিরীহ নরেন্দ্রসিংহকে কারারুদ্ধ কোরে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন !!!—সেই বাজেয়াপ্তী সম্পত্তিতে মহারাজের হাত ছিল না, স্বার্থপর দস্যু কালভোজ নিজেই নরেন্দ্রের রাজ্যের মালিক হয়েছিল !!!—পাঠকমহাশয় মনে রাখ্‌বেন, শ্রীমতী ইন্দিরা সতীর পিতার নাম রাজা নরেন্দ্রসিংহ।—যে বৎসর তিনি রাজ্যথেকে বেদখল হয়ে কয়েদ হন, তারি একবৎসর পূর্ব্বে ইন্দিরার জন্ম হয়েছিল।—সেটীকে নষ্ট করা মহারাজের ইচ্ছা ছিল না,—অথচ তার জননীকে কয়েদ না কোল্লে এ কথা অপ্রকাশ থাক্‌বে না।—বাস্তবিক অতি সংগোপনেই রাজা নরেন্দ্রকে কয়েদ করা কালভোজের পরামর্শ ! সুতরাং রাজা নরেন্দ্রসিংহের ভগ্নী বাসন্তীদেবীর হস্তে একবৎসরের বালিকা ইন্দিরাকে সমর্পণ কোরে রাণীকেও কয়েদ করা হয় !!! ইন্দিরাকে লোকে রহস্য কোরে তাঁতির মেয়ে বোল্‌তো, কিন্তু তা নয় ;—বাস্তবিক তিনি রাজকন্যা।—তাঁর জননীর নাম রাণী তপনকুমারী।

কালভোজ সেই সময় আরো বোলেছিল, নরেন্দ্রের সেই ষড়যন্ত্রে সেনাপতি সুচেতসিংহের যোগ আছে ; কিন্তু সুচেতসিং কাজের লোক, তাকে কয়েদ করা হবে না ;—বিষয়গুলি কেড়ে নিয়ে তাকে নিস্তেজ কোরে রাখ্‌তে হবে !—মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেই মন্ত্রণাতেই রায় দিলেন ! সুচেতসিংহ, ওরফে, জয়চাঁদ সেইদিন থেকে স্বদেশে বিত্তশূন্য সেনাপতি হোলেন !!!—মহারাজ রণজিৎসিংহ এক এক সময় নিতান্ত কাণপাত্‌লা হোতেন,—রাশ্‌ হাল্‌কা হোতেন,—তাতেই ধূর্ত্তলোকেরা মনের মতন কাম বাজিয়ে নিতে পাত্তো !—কালভোজ এইরকমে সুচেতসিংহকে সম্পত্তিহীন কোরে পাকেপ্রকারে আপনার হস্তগত কোরে ফেল্লে !—তদবধিই ধর্ম্মপরায়ণ সুচেতসিংহ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে কালভোজের নিতান্ত আজ্ঞাবহ বশীভূত হয়ে থাক্‌লেন !—মনে মনে কালভোজের উপর তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, এ কথা পাঠকমহাশয় অগ্রেই অবগত হয়েছেন।

মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর লালসিংহ, গোলাপসিংহ, আর কুচক্রী সেনারা যখন ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম কোত্তে ব্যগ্র হয়, সেই সময় রাজকারাগারের অনেক কয়েদীই খালাস পায়। কেবল রাজা নরেন্দ্র সিংহ আর রাণী তপনকুমারী সেই যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বহুকষ্টে কয়েদ ছিলেন।—লর্ড ডেলহাউসির আগমনের পূর্ব্বে লর্ড হারডিঞ্জবাহাদুরের বিদায়গ্রহণের সময় তাঁরা উভয়েই মুক্তিলাভ করেন।—অমরেন্দ্রসিংহের উপর হারডিঞ্জবাহাদুরের বিশেষ সদয়ভাব ছিল,—সুচেতসিংহকেও তিনি যথেষ্ট ভালবাস্‌তেন।—সুচেতসিংহের মুখে সরেওয়ার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে হারডিঞ্জবাহাদুর বিস্তর অনুতাপ কোরে রাজা নরেন্দ্র-সিংহের রাজ্যসম্পত্তি তাঁরে অর্পণ করবার হুকুম দেন।—রাজা ও রাজ-মহিষী সেই সময়েই খালাস পান।—জয়চাঁদের সম্পত্তিগুলিও সেই সঙ্গে

খোরুসা দেওয়া হয়।—হারডিঞ্জবাহাদুর সেই অবসরে অমরেন্দ্রসিংহ ও সুচেতসিংহকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

উপরের একটী সুপ্রশস্ত গৃহে রাজসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে!—রাজা নরেন্দ্রসিংহ, রাজা সুচেতসিংহ, রাণী তপনকুমারী, রাণী পদ্মিনী, রাজা অমরেন্দ্রসিংহ, বীরবর সমরেন্দ্রসিংহ, রাজকুমারী, রাজরাণী ইন্দিরা সতী, কুমার বরেন্দ্রসিংহ, কুমার রমেন্দ্রসিংহ, রাজকুমারী জয়াবতী, পতিব্রতা শশিকলা, সাধ্বীসতী উমাবতী, স্বভাবসরলা মতিবালা আর বরেন্দ্রসিংহের সহধর্ম্মিণী জয়চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ রমাবতী; সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখনকার আনন্দকোলাহল বর্ণনা করা,—তখনকার আনন্দাশ্রু গণনা করা অভুক্তভোগী লোকের কর্ম্ম নয়!—এক ধারে যোগিনীবেশে একটী প্রফুল্লমুখী এলোকেশী রমণী।—মুখখানি প্রফুল্ল বটে, কিন্তু কিছু বিরসের উপর প্রফুল্ল।—যেন পাণ্ডুবর্ণ মেঘের ভিতর পাণ্ডুবর্ণ চাঁদখানি শোভা পাচ্ছিল।—এ যোগিনী সেই জীবননন্দিনী,—ওরফে রোহিয়া।—এই যোগিনী সেদিন এলোকেশী হয়ে সেই তেজস্বী ব্রহ্মচারীর পাছুপাছু দৌড়েছিল,—ব্রহ্মচারী কোথায় গেল, দেখ্‌তে পেলে না।—এদিকে সকলগুলি শীঘ্রই একঠাঁই হবে, রাজা নরেন্দ্রসিংহ আর রাণী তপনকুমারীর আবার সৌভাগ্যের উদয় হবে, এই শুভ সংযোগটী একবার চক্ষে না দেখ্‌লেও জীবন সুস্থির হবে না,—সেই জন্যই রোহিয়া একপক্ষে হতাশ হয়ে আবার এখানে ফিরে এসেছে।—পতির অন্বেষণ পেলে না, এই জন্য কিছু বিমর্ষ, আর এই সব চাঁদের হাট একঠাঁই মিলেছে, তাই দেখেই প্রফুল্ল।—রোহিয়াই সন্ধ্যার পর সমরেন্দ্রসিংহের ঘরের পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে বিবির কাছে ইংরিজীপড়া নিবারণের দৈববাণী কোরেছিল।

রোহিয়ার অনুরোধে সেই দিনেই কুমার রমেন্দ্রসিংহের সঙ্গে মতিরঞ্জনীর বিবাহের বাগ্‌দান হয়ে গেল।—সেই সময় বুনোয়ারি এসে সভাতলে সকলকে প্রণিপাত কোল্লে।—সকলপ্রকারেই পূর্ণানন্দ পরিপূর্ণ।—কিন্তু একটু পরেই ইন্দিরা বুঝতে পাল্লেন, রোহিয়া আর সেখানে নাই!—রোহিয়া পালিয়েছে!—কোথায় গেছে, কেউ কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লেন না।—আর তার সন্ধানও হলো না!

ইন্দিরার সদয়হৃদয়ে রোহিয়াবিরহ আর একবার নতুন হয়ে প্রজ্জ্বলিত হলো।—যাঁরা যাঁরা রোহিয়াকে জান্‌তেন, তাঁরা সকলেই রহস্যপ্রিয়া পবিত্রহৃদয়া রোহিয়ার জন্যে উৎকণ্ঠিত হোলেন।—হোলে কি হবে?—পতিপ্রাণা পরিতাপিনী জীবননন্দিনী সেই অনিত্য সংসারভাব আর বুঝ্‌বেন কেন?—সংসারে থাক্‌তে উদাসিনীর উদাসমন আর তখন রাজী হবে কেন?—তাঁর সেই জীবনবিহারী ব্রহ্মচারী শ্যামলগিরি যে পথে গেলেন, যোগিনী জীবননন্দিনীও সেই পথে প্রস্থান কোল্লেন!

কেবল রোহিয়ার বিয়োগবেদনা ছাড়া আর আর সকল বিষয়েই সকলের হৃদয়ে পূর্ণানন্দ!—সকলের মুখেই আনন্দচিহ্ন বিরাজমান!—সেই রাজসভাটী তখন যেন অমরাবতীর শোভা ধারণ কোল্লে!

আজি—

শোভিল নরেন্দ্রপুরী, অমরেন্দ্রপুরী প্রায়!
শচীসহ শচীপতি, শোভিলা যেন ধরায়!!
শশধর সহ যেন, রোহিণী ভূমে উদয়!
শোভিলা জানকী যেন, লভিয়া দুটী তনয়!!
শশিকলা সতী আজি, বরষিয়ে অশ্রুধার!
বসিলেন আলো করি, কোলে করি সুকুমার!!
তপনকুমারী রাণী, যেন গিরিরাজরাণী!
শোভিলেন কোলে করি, ইন্দিরা দেবী ইন্দ্রাণী!!
শোভিলা মহিষী আজি, হরষিয়া নরবরে!
কোলে দোলে পূর্ণচাঁদ, মরি কিবা শোভা ধরে!!
শোভিলা পদ্মিনীরাণী, সুতমুখ দরশনে!
দূরে গেল শোকতাপ, কোলে পেয়ে হারাধনে!!

সুশীতল জল আজি, বরষিল নবঘনে।
চুম্ব দিলা নবরাণী, বরেন্দ্র রমেন্দ্রধনে !!
শোভিলা ইন্দিরারাণী, রাজা অমরেন্দ্রবামে !
শোভেন যেমন রমা, রমেশের রম্যধামে !!
শোভিলেন উমাবতী, কোলে নিয়ে মতিবালা !
শোভিলা সরলা মতি, শোভে যথা সুরবালা !!
ভাসিলেন জয়াবতী, প্রেমানন্দ পারাবারে !
আবার স্বভাবে হেরি, সমরেন্দ্র প্রাণাধারে !!
সুখী হে সুচেতসিংহ ! রাজা তুমি এ সংসারে !
তোমারি প্রসাদে আমি, হেরি সবে একাধারে !!
আশীর্ব্বাদ কর আজি, শ্রীনরেন্দ্র নরবরে।
এতগুলি শতদল, ফুটিল যে সরোবরে !!

ঘুচিল নিবিড় মেঘ, বিরহ অপার !
সকলে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি আমার ?
সুধাও, উত্তর দাও, কেবা প্রিয় কার !
আমিও জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার ?
একে একে সবে আমি, ডাকি একবার !
কথা কও, কৃপা করি, তুমি কি আমার ?

উপসংহার।

পাঠকমহাশয়! এইবার একবার নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সঙ্গে পঞ্জাবে আসুন।—দেখুন,—চিহ্ন দেখে কোনো লক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন?—ভাল কোরে দেখুন।—এই সেই আপনার চিরপরিচিত মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী পতিব্রতা পাঞ্চালীর পবিত্র পিত্রালয় পঞ্চালনগর। পঞ্চনদ,—পঞ্চ অপ্,—পঞ্চাপ্, অথবা পঞ্চাল;—এখনকার ভাষায় পঞ্জাব।—দেখুন, লক্ষণ দেখে কিছু কি বুঝ্‌তে পারেন?—কোণে, কন্দরে, কনকে, কমলে, করবালে, কবরে,—ভাল কোরে দেখুন,—সেই পঞ্চালে আর এই পঞ্জাবে মিলিয়ে নিতে পারেন কি না?—তখনকার সভ্যতা, তখনকার শোভা, তখনকার শাস্ত্রজ্ঞান, তখনকার শস্ত্রবিদ্যা, তখনকার বীরত্ব, তখনকার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তখনকার আচার-ব্যাভার, এখন আর কিছুই মেলে না।—দ্রুপদরাজারি সময়ে এই রাজ্যের কি অবস্থা ছিল,—তার পূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিল,—মহাভারতের পরেই বা কি হয়েছিল,—রণজিৎসিংহের অধিকারেই বা কি ভাব দাঁড়িয়েছিল,—সাহেবের আমলেই বা কি হলো, পরস্পর ঐক্য কোরে অনুভব কর্‌বার উপায় নাই।—পঞ্জাবে বিলিতীরস নতুন, এরি মধ্যে বাগানে বাগানে বিলিতী ফুল,—ঘরে ঘরে

বিলিতী কাপড়, বিলিতী বাসন,—দেয়ালে দেয়ালে বিলিতী ছবি আর বিলিতী বাতীরা সকাল সকাল ইস্তমুরারি শিকড় গেড়ে বোসেছে!—চিড়িয়াখানাতেও দিশী জানোয়ারের মান আর থাকে না!—এরি মধ্যে রুকমারি জাহাজে রকম রকম বিলিতী গরু, বিলিতী ভেড়া, বিলিতী ছাগল, বিলিতী বানর, বিলিতী উল্লুক, বিলিতী গাধা, আর বিলিতী বাঘ আমদানী হোতে আরম্ভ হয়েছে!—দিশীর মান যায় যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে!—পূর্ব্বের সঙ্গে কিছুই প্রায় মেলে না!

কেবল পঞ্জাব বোলেই বা কেন?—সমস্ত প্রাচীন দেশেরিই প্রায় এই দশা!—মিসরদেশ দেখুন,—গ্রীসদেশ দেখুন,—রুমরাজ্য দেখুন,—আরবদেশ দেখুন, কুত্রাপিই আর প্রাচীন অবস্থার ছায়া নাই!—পাঠকমহাশয়! ঘরে আসুন!—আমাদের জননী জন্মভূমি, ভারতভূমির অবস্থা দর্শন করুন!—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে স্বপ্নেও প্রাচীন অবস্থার কল্পনা করা যায় না!—পঞ্চালরাজ্য দেখ্‌লেন,—আরো দেখুন!—ভারতরত্নাশ্রম অযোধ্যাপুরীর এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম হস্তিনাপুরীর এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম মথুরাপুরীর এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম শ্রীবৃন্দাবন-ধামের এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম মিথিলানগরীর এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম কনকলঙ্কাপুরের এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম বারাণসীধামের এখন কি অবস্থা!—ভারতরত্নাশ্রম তীর্থস্থানগুলির এখন কি অবস্থা!

এবং ভারতরত্নাশ্রম রাজর্ষিগণের সুখাস্পদ আশ্রমসমূহেরিই বা এখন কি রকম অবস্থা!

যে সময়, যেদেশের অবস্থা যে রকম হয় হোক্, বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বনাট্যশালার নাট্যাভিনয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও বন্ধ থাকে না!—রাজা নরেন্দ্রসিংহ পুনরায় আপন রাজ্যে রাজা হয়েছেন,—রাণী তপনকুমারী বহুদিনের পর ইন্দিরার ইন্দুবদন দর্শন কোরে সুখী হয়েছেন,—ইন্দিরাসতী দীর্ঘ-বিরহান্তে অমরেন্দ্রসিংহের দর্শন পেয়েছেন,—জয়াবতী আবার মনের উল্লাসে সমরেন্দ্রসিংহের বামে বোসছেন,—মতিবালার সঙ্গে রমেন্দ্রসিংহের বিবাহ হয়েছে,—সুশীলা শশিকলা বহুদিনান্তে পুত্রমুখদর্শনে প্রমোদিনী হয়েছেন,—পদ্মিনীসতী পুত্রকন্যা কোলে কোরে রাজরাণী হয়ে বোসেছেন,—রাজা সুচেতসিংহ এতদিনের পর একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন,—উমাবতী এতদিনের পর ভাগ্যবতী কন্যারত্ন লাভ কোরেছেন—সকলে সকল রকমেই প্রেমানন্দে প্রমোদিত।

পাঠকমহাশয়! আজ আমার এই সংকল্পিত ব্রতের উজ্জাপন হলো।—আদ্যস্তবকে আমি বোলেছিলেম, সংসারের দুটী পন্থা।—ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম।—কোন্ পথের কি গতি, কর্ম্মভূমি অহরহ অপক্ষপাতি অঙ্গুলির দ্বারা সেটী প্রদর্শন করেন।—আমার এই অভিনব আখ্যান সেই উভয় পথের মধ্যবর্ত্তী নিদর্শক।—আজ আমার সেই আদি-

বাক্য সার্থক হলো কি না,—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পতন, ঠিক্‌ঠিক্ দেখাতে পাল্লেম কি না,—পাঠকমহাশয় ! আপনিই তার নিরপেক্ষ বিচারকর্ত্তা।—এখন আপনি জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, কালিভোজের পরিণাম কি হলো ?

দ্বীপান্তরে কালভোজের খাটুনি ছিল।—একদিন সে মাটী কাট্‌তে কাট্‌তে এক ঝুড়ী মাটী মাথায় কোরে খানিকদূর যায়।—সেইখানে একটী মহিষের বাচ্ছা শয়ন কোরে ছিল।—তামাসা দেখ্‌বার জন্য কালভোজ তারি গায়ের উপর ঝুপ্ কোরে সেই মাটীশুদ্ধ ঝুড়ীটা ছুড়ে ফেলে দিলে!—বাচ্ছাটী অম্নি ম্যা ম্যা কোরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠ্‌লো।—মহিষের ছানাদের পেঁড়া বলে।—পেঁড়া ডাক্‌লে মহিষেরা বেজায় ক্ষেপে ওঠে।—মহিষী একটু দূরে ছিল।—পেঁড়ার ডাক্ শুনে ঘাস ছেড়ে সেই দিকে কট্‌মট্ কোরে চাইলে।—দেখ্‌লে, বাচ্ছার কাছে একজন অচেনা মানুষ দাঁড়িয়ে।—দেখেই অম্নি ঘাড় বেঁকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ কোত্তে কোত্তে শিং পেতে দৌড়িলো!—কালভোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে হাস্‌তেছিল, মহিষী ছুটেছে সেদিকে নজর ছিল না।—মহিষী ছুটে এসেই তাঁরে শিঙের গুঁতোয় আপাদমস্তক চিরে চিরে,—খুরের ঠোকরে পিষে পিষে মাড়িয়ে মাড়িয়ে একেবারে ধূলো কোরে ফেল্লে!!!—প্রত্যক্ষ পাপের প্রত্যক্ষ প্রতিফল!!!

এই খবর পঞ্জাবে পৌঁছিল।—অতলসিং ওরফে

কালভোজ-দায়মালে যাবার দিন থেকেই সঙ্কটার মনে অতুল আনন্দ !—সেই আনন্দের একটী গুহ্যকারণও আছে। কালভোজের গুরু কালধ্বজমিশ্র কেবল ঐ স্ত্রীপুরুষের পরকালের পরম ইষ্টদেবতা ছিলেন না ;—ক্রিয়াবিশেষে ইহকালেরও সুখপ্রদাতা ছিলেন !—কালধ্বজের সঙ্গে সঙ্কটার অনেকদিনের গুপ্তপ্রণয় ছিল !—যেদিন খবর এলো, মহিষীর পদতলে অতলসিং একেবারে তল্ হয়ে গেছে, সঙ্কটা সেইদিন আরো আহ্লাদে অহ্লাদিনী হয়ে একটা গুপ্তদূতী পাঠিয়ে সেই রাত্রেই সেই গুরুদেবকে ঘরে আনালে !—কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাপসিংহের বিচারে বদ্মাস্ নেড়ানেড়ীর দল ছিন্নভিন্ন হয়ে নিকটে নিকটেই ওতেঘাতে ঘুর্ ছিল, খবর পাবামাত্রেই কালধ্বজ তৎক্ষণাৎ সঙ্কটার কাছে ছুটে এলো !—রাত্রিকালে বিলাস-গৃহে শুয়ে কুলটা সঙ্কটা যখন হাস্তে হাস্তে অতলের তল্ হবার গল্প আরম্ভ কোল্লে, সেই সময় সেই গুরুদেবের চট্কা ভাঙ্লো !—সে ভাব্লে, "স্বামির উপরেই যখন এই কুলটার এই ভাব, তখন আমি আর কোথায় আছি ! আমাকে হয় তো কোন্দিন চুপি চুপি খুন কোরে নিকেস্ কোর্বে !"—এই ভেবে একখানা ছোরা বার্ কোরে সঙ্কটার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কুচি কুচি কোরে কেটে ফেল্লে !!!—প্রত্যক্ষ পাপের প্রত্যক্ষ প্রতিফল !!!

একমাস পরে রাজা নরেন্দ্রসিংহ একদিন অপরাহ্নে

আপন প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ একটী গৃহে শুয়ে আছেন, রাজকুমারী ইন্দিরাদেবী পদতলে বোসে বাতাস কোত্তে কোত্তে দীর্ঘ বিচ্ছেদের কতক কতক গল্প শুন্‌ছেন, এমন সময় অদূরে মূলতানিরাগিণাতে একটী উচ্চ গীতের আওয়াজ শোনা গেল ।ঃ—

আড়াঠেকা।

আমার এ ভবসংসারে খেলাধূলা ফুরাইলো !
লীলাময় পরাৎপরে, লীন হবার সময় এলো !!
ভবতারকব্রহ্ম নাম, জপ কর অবিরাম,
লভিতে নির্ব্বাণধাম, হইবে তব সম্বলো ॥
দারাসুত পরিবার,
কেবা কার, কে তোমার ?
সকলি ভেবে অসার,
ওরে মন্ পাত্‌তাড়ি তোলো !!!

এই গানটী গাইতে গাইতে জয়চাঁদ প্রবেশ কোল্লেন্। 'রাজা সুচেৎসিংহকে এখনো আমি জয়চাঁদ বোল্‌তে ভালবাসি।—জয়চাঁদ এসেই রাজাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "মহারাজ! কোম্পানির লোকেরা বেশ সুপ্রণালীতে রাজ্যশাসন কোচ্ছেন ;—আমাদের সন্তানসন্ততিগণও সকল বিষয়ে উপযুক্ত হয়েছে, এখন আমি আমার পুত্রকন্যার রক্ষাভার, স্বকীয় ভুজবীর্য্য, আর স্বজাতীয় স্বাধীনতা সাহেবের হস্তে সমর্পণ কোরে সনাতন পরব্রহ্মের উদ্দেশে তীর্থবাসী হোতে অভিলাষ করি।"

এই কথায় রাজা নরেন্দ্রের সহসা সবিস্ময় চৈতন্যের উদয় হলো।—তিনিও হৃষ্টচিত্তে জয়চাঁদের অভিপ্রায়ে অভিপ্রায় দিলেন।—পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি সিংহকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত কোরে জয়চাঁদের সঙ্গে প্রেমানন্দে তীর্থবাস আশ্রয় কোল্লেন *।—রাণী তপনকুমারী, রাণী পদ্মিনী, শশিকলা, আর উমাবতীও সংসারসুখ পরিহার কোরে তাঁদের অনুগামিনী হোলেন।

রাজা অমরেন্দ্রসিংহ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি সমস্তই সহোদরকে দান কোরে স্বয়ং ইন্দিরার পিতৃরাজ্যে রাজা হোলেন।—সমরেন্দ্রসিংহ নির্ব্বিবাদে পৈতৃক বিভবের উত্তরাধিকার গ্রহণ কোল্লেন।—জয়চাঁদের পুত্রেরা জয়চাঁদের রাজ্যধনের অধিকারী হোলেন।—নরেন্দ্র, জয়চাঁদ, তপনকুমারী, পদ্মিনী, শশিকলা, উমাবতী, এঁরা সকলেই নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন, নানাস্থানে গতিবিধি করেন, মাঝে মাঝে পঞ্জাবে এসে পুত্রকন্যাগুলিকে দেখে দেখে যান।—সকলেই পরমসুখী,—সকলেই পূর্ণানন্দে আনন্দময়।—অমরেন্দ্রসিংহ কখনো আপন প্রাসাদে, কখনো ভ্রাতৃসদনে, কখনো জয়চাঁদের ভবনে, কখনো

---

* পাঠকমহাশয় ইতিপূর্ব্বে একদিন কুঞ্জগৃহে যে একজন তেজোময় মৌনব্রতধারী বীরপুরুষ দর্শন কোরেছিলেন, তিনিই এই নরপতি নরেন্দ্রসিংহ।—বহুকষ্টের পর রাজ্যলাভ কোরে আবার তিনি সংসারত্যাগী হোলেন

কখনো কুঞ্জগৃহে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ শচীপতি অমরেন্দ্র সদৃশ পরমসুখে রাজকুমারী ইন্দিরার সহিত প্রেমানন্দে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লেন।—সকলেই নিত্যানন্দে সংসারানন্দ উপভোগী।—এগুলি যথার্থই **সাধুতার পুরস্কার।**

পাঠকমহাশয়!—পাঠিকাঠাকুরাণি!—এখন আপনাদের কাছে আমার গুটীকতক নিগূঢ় নিবেদন।—আদ্যস্তবকের আদ্যসূত্রের অন্তিমপদে আমি অমিত্রাক্ষরে আভাস দিয়ে রেখেছি:—

দুস্তর জলধিপথে, না হেরি তরণী,
তরিতে সাহিত্যসিন্ধু, বাগীশ্বরী তরী!!

আমার সম্বন্ধে এ কথাটী কথাই নয়!—আমার ভাগ্যে এ সৌভাগ্য সংঘটন হওয়া নিতান্ত দুরাশামাত্র!—অতি হাস্যকর কথা!—কেন না, আমার মত অসার অকর্ম্মণ্য অভাগ্যবানের গোচরে কোথাই বা মহার্ঘ্য সাহিত্যসিন্ধু, আর কোথাই বা জ্ঞানরত্নেশ্বরী বাগীশ্বরীর চরণতরণী!—আমার প্রতি জগৎবাদিনী সরস্বতীর কৃপা হওয়া অসম্ভব।

সাহিত্যসাগর অবশ্যই অনন্ত রত্নাকর বটে, কিন্তু আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ক্ষুদ্রদৃষ্টি ততদূর প্রশস্তপথে যাবে কেন?—কাজেই ততবড় সমুদ্রের সামান্য একটী ক্ষুদ্র স্রোতোরেখামাত্র আমার নয়নগোচর হয়!—কাজেই সেই টুকু আমার চক্ষে অতি অপ্রশস্ত ছোট একটী বঙ্গনদী।—সেই ক্ষুদ্র নদীটী পার হোতেও সরস্বতীর চরণতরী আমার

আগে সহায় হবার আশা নাই।—কাজেই উদ্দেশে উদ্দেশে বাগীশ্বরীর পাদপদ্ম স্মরণ কোরে একটা বাঁশের সেতু বেঁধে, ভয়ে ভয়ে কেঁপে কেঁপে, ক্রমে ক্রমে সেই নদী পার হোতে হলো!—বাঁশের সেতু অতিশয় ভয়ঙ্কর!—পাঁচসাতটা দীর্ঘবাঁশ জুড়ে জুড়ে ধনুকাকারে বেঁকিয়ে বেগবতী নদীর উপর বাঁকাবাঁকা বাঁশের খুঁটীর মাথায় বেঁধে দিতে হয়!—তার উপর থেকে একবার নীচেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেই প্রাণ উড়ে যায়!—পা পিছুলে পোড়্‌তে পালে ত আর কোনো কথাই থাকে না!—সেতুর উপর উঠ্‌লে সেই শেষের শঙ্কাটীই মুহুর্মুহু প্রবল হোতে থাকে।—বাস্তবিক বাঁশের সেতু উত্তীর্ণ হবার সময় অতি সাহসীপুরুষেরও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।—বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে আমারে একবার সত্যসত্যই ঐ রকম ভয়ঙ্কর বাঁশের সেতু উত্তীর্ণ হোতে হয়েছিল।—জেলা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী বনবেড়িয়া নামক স্থানের একটী বেগবতী খালের উপরে সেই সেতু বিদ্যমান ছিল।—রোডসেস কমিটীর কল্যাণে গত বৎসর সেইখানে একটী অচিরস্থায়ী তক্তার সেতু বিনির্ম্মিত হয়েছে।—বাঁশের সেতু বেয়ে নদী পার হওয়া যেমন ভয়ানক, তরণী-শূন্য হয়ে আমার এই অপ্রশস্ত বঙ্গনদী উত্তীর্ণ হওয়াও ঠিক সেইরূপ!—তবে যদি অনুগ্রাহক পাঠকমহাশয়েরা দয়া কোরে আমারে একখানি উৎসাহতরী অথবা অনুগ্রহ-তরী দান করেন,—কিম্বা তাঁদের সেই অনুগ্রহ ও উৎসাহ

যদি আমার পক্ষে কাষ্ঠসেতু অথবা লৌহসেতু হয়, তা হোলে আর বড় একটা ভয় থাকে না।

এখন যে এত ভয় পাই, তার অনেকগুলি কারণ আছে।—আমার গ্রাহকমহাশয়গণের মধ্যে পাঁচজনের নিকট হইতে এতৎ আখ্যায়িকাসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে পাঁচখানি পত্র আসিয়াছে।—পাঁচখানিতেই মৈত্রীভাবব্যঞ্জক, সাধুভাব এবং পাঁচখানিতেই আংশিক সমালোচনবিজ্ঞাপক অভিপ্রায় প্রকাশিত ছিল।—অদ্য শুভ অবসর বুঝিয়া সেইগুলির সারমর্ম্ম নিম্নভাগে তুলিয়া দিলাম।

গত ফাল্গুন মাসে মিথিলার এক বাবু আমারে ভর্ৎসনা করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ—

"প্রিয় মহাশয়! তুমি কি আমার নবন্যাসের তৃতীয় কল্পের লেখা ভাল হইতেছে না। * * * * এখানকার অনেকেই উহা পাঠ করিয়া নিন্দা করিতেছেন।"

চৈত্রমাসে তিনখানি পত্র আইসে। ঢাকার এক জন জমীদারবাবু লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়! আমরা যখন তুমি কি আমার নামক পুস্তকের গ্রাহক হই, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, হরিদাসের গুপ্তকথা ও রহস্যমুকুর পাঠে যেমন কতকগুলি সমাজসম্বন্ধীয় সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানি পাঠ করিয়াও হয় ত তাদৃশ কিছু ফল হইবে। কিন্তু * * * একণ তৃতীয় খণ্ডের অনেকদূর পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করা হইল, একটীও উপদেশ দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইলাম। ঐ দুইখানি কেতাব পাঠ করিয়া এমন হতাশ হইয়াছিলাম না।"

ঢাকাস্থ আর এক বাবু ফরিদপুর হইতে লিখিয়াছিলেন—

"মহাশয়! তুমি কি আমার উপন্যাসের সহিত অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। তৃতীয়কল্পের কয়েক ফর্ম্মামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। * * * দ্বিতীয় কল্পে ইন্দিরার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, এই পর্য্যন্তই বুঝি স্ত্রীলোকের গল্প করার বিরাম হইবেক, কিন্তু * * * আবার দেখিতেছি, জয়াবতী এক গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার দেশভ্রমণের ও ভাই ভাই বিরোধের গল্প এত দীর্ঘ হইবেক, তাহা পূর্ব্বে আশা করিয়াছিলাম না! এবং ঐরূপ গল্পে সাধারণের কি উপকার হইবেক, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। * * * তবে মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। আমার যাহাতে অরুচি জন্মিল, অপরের তাহাতে রুচি জন্মিতে পারে। বাস্তবিক জয়াবতীর গল্প আমাকে ভাল লাগিতেছে না।"

আসামের একজন উকীলবাবু লিখিয়াছিলেন,—

"প্রিয় কবিবর! আপনার কবিত্বশক্তি অতি চমৎকারিণী!— আপনি আপনার বর্ত্তমান নবন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে একটী সুন্দরী রমণীর চক্ষের সহিত ভ্রমরের উপমা দিয়াছেন!!! বিজ্ঞবর! আপনি কি কখনও ভ্রমর দর্শন করেন নাই?—মহাদেবের ডমরুর ন্যায় ভ্রমরের মধ্যস্থলটী সরু, অপর দুই দিক মোটা।—রূপবতী রমণীর চক্ষু কি সেই রকম কদাকার হয়?—বিশেষতঃ যাহার চক্ষু ঐ রকম, তাহাকে কি সুন্দরী বলা যায়?"

বৈশাখমাসের শেষে কুচবিহারের একজন পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আপনাদের একটী রোগ হইয়াছে। আপনারা বোধ হয় মনে করেন; বড়লোকের

নিন্দা ক'রিলেই বড়লোক হওয়া যায়। বঙ্গদর্শন সম্পাদক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিনকতক আমাদিগের প্রাচীন সংস্কৃতকবি ও বাঙ্গালী কবি প্রভৃতিকে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়াছেন। মহাশয়ের সে রোগ ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি "তুমি কি আমার ?" নবন্যাসের স্থানে ,স্থানে তাদৃশ আভাস দর্শন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি মহাশয়কে বন্ধু বলিয়া মান্য করি, অতএব বন্ধুভাবে অনুরোধ করিতেছি, ঐ রোগটী পরিত্যাগ করিবেন ইতি।"

সাধারণ পাঠকমহোদয়গণ ! আমার নামে এই পাঁচটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।—আপনারা সদয় হইয়া নিরপেক্ষভাবে ইহার বিচার করুন।—আমি আসামী ;—আমার সকল কথায় আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনার্থ যাহা কিছু বলা ন্যায়সঙ্গত, সংক্ষেপে কেবল তাহাই আমি বলিতে চাই।

প্রথম অভিযোগ।—তৃতীয় কল্পের লেখা ভাল হইতেছে না।—এ অভিযোগের উত্তর করা আমার অনুচিত এবং অসাধ্য।—কারণ আমি পুনঃপুন বলিয়া আসিতেছি, এ বিষয়ে আমার হাত নাই।—বিশেষতঃ কবিবর পোপ্ বলিয়াছেন, "যিনি একেবারে নির্দ্দোষ বস্তু দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে হতাশ হইতে হয়।—কেন না, তাদৃশ বস্তু কস্মিন্‌কালে হয় নাই, হইতেছেও না, হইবেও না।"—অধিকন্তু যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই পরিমাণেই লিখিতে পারেন;—তদতিরিক্ত ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া লিখিতে পারেন না।—মেঘদূতের বিরহাকুল যক্ষ আপন

প্রণয়িনীর নিকটে অচেতন মেঘকে দূত করিয়াছিল, মহাকবি কালিদাস এই কল্পিত বিষয় উপলক্ষ করিয়া শূন্যে শূন্যে কেমন সুন্দর মহাকাব্য বিরচন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দৌত্যকার্য্যে বরণ করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীমতী রাধিকা যে সকল বিলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আদেশে কবিবর শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম বাতাসের মুখে কেমন চমৎকার পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং বিলাতী পাদ্রিসাহেবেরা তাঁহাদের মোক্ষসাধন ব্রহ্মজ্ঞাননিদান বাঙ্গালা সুসমাচারগুলি কেমন অনির্ব্বচনীয় মধুররসে বর্ণবদ্ধ করিয়াছেন, পরস্পর তুলনা করিয়া মহাশয়েরা ইহার তারতম্য অবলোকন করুন।

দ্বিতীয় অভিযোগ।—এই নবন্যাসে একটীও সমাজসম্বন্ধীয় সদুপদেশ নাই।—এ অভিযোগেও আমি নাচার।—তথাপি এই টুকু বলিতে পারি যে, বেশী না থাকুক, অন্বেষণ করিলে ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে সামাজিক উপদেশের নিতান্ত অভাব হইবে না।

তৃতীয় অভিযোগ।—জয়াবতীর দেশভ্রমণবৃত্তান্ত,—বিশেষতঃ ভাই ভাই বিরোধের গল্পে সাধারণের কি উপকার আছে?—এ অভিযোগে আমি ঠকিব না।—ভাই ভাই বিরোধে কি কি অনর্থ ঘটে, উকীল, মোক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিত, কেরাণী, অথবা সাধারণ শ্রমজীবীরা তাহা বুঝিতে

পারিবে না।—সহোদর পৃথক হইলে তাঁহাদের বরং অতুল আনন্দ জন্মিবে। কিন্তু যাঁহারা পৈতৃক ভূমিসম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক্রিয়াবান্ ভূম্যধিকারী, তাঁহারাই ইহার ফলাফল সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকারী।

চতুর্থ অভিযোগ।—সুন্দরী রমণীর নয়নের সহিত ভ্রমরের উপমা ভাল হয় না।—এ অভিযোগের জবাব, রদ্দজবাব, অথবা জবাবলজবাব আবশ্যক নাই।—চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩০ পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি, "বরাঙ্গিনী অঙ্গে অঙ্গে নয়ন উন্মীলন কোল্লে।—সায়াহ্নকমলে যেন দুটী ভ্রমর এতক্ষণ নিঃসাড়ে বোসে ছিল, উড়ে যাবে বোলে এখন একটু একটু পালক নাড়্‌লে।—এই টুকু ছাড়া আর আমি কিছুই বলি নাই।—এ উপমায় যদি দোষ হয়, তা হোলে কমললোচন, পাদপদ্ম, বিম্বোষ্ঠ, এবং চন্দ্রবদন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাদৃশ্যালঙ্কারগুলি নিতান্ত দোষাবহ,—নিতান্ত হাস্যকর।

পঞ্চম অভিযোগ।—প্রাচীন কবিগণের নিন্দা করা একটী রোগ।—এই অভিযোগটী বড় শক্ত;—অত্যন্ত সঙ্গীন মোকদ্দমা!—এ মোকদ্দমার জবাবে আমি কবুল দিয়া অস্বীকার করিতেছি যে, আমি প্রাচীন কবির নিন্দা করি না।—কবুল, আবার অস্বীকার,—এটা কেমন কথা?—তার উত্তর এই যে, প্রাচীন কবিরা যেখানে প্রকৃতিকে নিতান্ত অবহেলা করিয়াছেন, সেই স্থানগুলি কষ্টপাঠ্য।